বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস



শ্রীশঙ্করমঠ গ্রন্থাবলী—২য়

বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস

৩য় ভাগ

"রাজনীতি", "সবলতা ও দুর্ব্বলতা", "কর্ম্মতত্ত্ব" প্রভৃতি
গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী
প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

১৩৩৪

মূল্য—৩৲

প্রকাশক
শ্রীনিশিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ
শ্রীশঙ্করমঠ, বরিশাল।

কলিকাতা, ১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটস্থ
শ্রীসরস্বতী যন্ত্রালয়ে
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত

প্রাপ্তিস্থান :—
১। শ্রীশঙ্করমঠ, বরিশাল।
২। সরস্বতী লাইব্রেরী
৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশকের নিবেদন

৺নারায়ণের অপার করুণায় আমরা "বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস"এর মুদ্রাঙ্কন কার্য্য এই "তৃতীয় ভাগে" শেষ করিতে পারিলাম। এতদিন আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও নানাপ্রকার অন্তরায় নিবন্ধন আমরা এই গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে পাঠকমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত করিতে পারি নাই। বেদান্ত দর্শনের ইতিহাসের পাঠকগণ এই ভাগে গ্রন্থের পূর্ণতা দেখিতে পাইবেন।

অনেকের অনুরোধে গ্রন্থের শেষে আমরা গ্রন্থকার স্বামীজির সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযোজিত করিয়া দিলাম, সংক্ষিপ্ত হইলেও, ইহা পাঠে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, গ্রন্থকার কত অন্তরায়ের মধ্যে থাকিয়া এই সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন; তাহার উপর আমাদের দুর্ভাগ্য যে অন্তরীন-মুক্ত হইয়া স্বামিজী এই গ্রন্থ দ্বিতীয়বার দেখিবার অবকাশ পান নাই—দুরন্ত কাল তাঁহাকে আমাদিগের মধ্য হইতে অপসারিত করিয়াছে! সুতরাং স্বামীজির অভাবে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে আমাদের যে কত অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে বিশেষভাবে অনুগৃহীত করিয়াছেন। উপযুক্ত অবসরের অভাবে তিনি এই খণ্ডের সম্পাদনের কার্য্য করিতে অপারগ হইয়াছেন। ৺কাশী কুইন্স্ কলেজের অধ্যক্ষ (Principal, Queen's College, Benares) শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম, এ, মহোদয় যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই ভাগের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া আমাদিগকে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন। এইজন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। এই গ্রন্থ প্রকাশে গোপীবাবু আমাদিগকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন।

দুঃখের বিষয় এই গ্রন্থ মধ্যে অনেক মুদ্রাঙ্কনের ভুল এবং বিচ্যুতি হইয়াছে, সুধীমণ্ডলী অবসর দিলে আমরা পরবর্ত্তী সংস্করণে ঐ ভুল-বিচ্যুতি সংশোধন করিয়া লইব।

'উনবিংশ শতাব্দী—প্রথম বিশেষত্ব'-অধ্যায়ে বাঙ্গালা এবং হিন্দী ভাষায় যে সকল বেদান্ত-গ্রন্থ অনূদিত ও বিরচিত হইয়াছে তাহার কতক বইএর নাম ঐ অধ্যায়ের পাদটীকায় প্রদান না করিয়া গ্রন্থশেষে 'পরিশিষ্টে' প্রদান করা হইল। সম্পূর্ণ বইএর তালিকা দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই।

শ্রীশঙ্করমঠ
বরিশাল ২২শে ভাদ্র ১৩৩৪ সন।

ইতি—
প্রকাশক।

উৎসর্গ

পরমারাধ্য গুরুদেব পরমহংস

পরিব্রাজকার্য্য

শ্রীমৎ শঙ্করানন্দ সরস্বতী

মহারাজের পূত চরণকমলে

সূচীপত্র

ষোড়শ শতাব্দী ৬৬২–৭৫৭

সপ্তদশ শতাব্দী ১৫৮–৮১৫

অষ্টাদশ শতাব্দী ৮১৬-৮৫২

ঊনবিংশ শতাব্দী—৮৫৩-৮৭৭

আচার্য্য শ্রীঅপ্পয়দীক্ষিত।

(১৫৫০—১৬২২ খৃঃঅব্দ)

অপ্পয়দীক্ষিত অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মধ্যে একজন প্রধানতম আচার্য্য। ইনি একাধারে আলঙ্কারিক, বৈয়াকরণ ও দার্শনিক। ইনি তার্কিকের চক্রবর্ত্তী, সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইঁহার স্থান অতি উচ্চে। কেবল ভারতীয় সাহিত্যে নহে, বিশ্বসাহিত্যেই ইঁহার প্রভাব সুপরিস্ফুট। বাস্তবিক ষোড়শ শতাব্দী অপ্পয়দীক্ষিতের স্থায় মনীষীর আবির্ভাবে ধন্য হইয়াছে। মোগল-সম্রাট্ আকবরের শাসনকাল হইতে শাহজাহানের শাসনকাল পর্য্যন্ত এই একশত বৎসর (১৫৫৬—১৬৫৮ খৃঃঅব্দ) ভারতীয় সাহিত্যের সর্ব্বক্ষেত্রেই মনীষিগণ আপন প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন। অলঙ্কার, ব্যাকরণ, কাব্য, নাটক ও দার্শনিক গ্রন্থের এই সময়ে সবিশেষ বিস্তার ও প্রতিপত্তি হইয়াছে। বোধ হয় রাজনৈতিক সুশাসন গুণে সাহিত্যের এরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। অপ্পয়দীক্ষিত আকবর ও জাহাঙ্গিরের সমসাময়িক। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে দীক্ষিতের জন্ম হয় এবং ৭২ বৎসর বয়সে ১৬২২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্ত হয়। এই অনতিদীর্ঘজীবনে সাহিত্যের রাজ্যে দীক্ষিত যে প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন, বাস্তবিক তাহা অতুলনীয়। দীক্ষিতের জীবন আলোচনা করিতে হইলেই বিস্ময়ে হৃদয় পুলকিত হয়। সসম্মানে তাঁহার অসাধারণ মনীষার বিষয় স্মরণ করিতে হয়।

দীক্ষিতের পিতামহ অদ্বিতীয় পণ্ডিত আচার্য্য দীক্ষিত। ইনিই বক্ষঃস্থলাচার্য্য নামে পরিচিত ও বিজয়নগর-রাজ কৃষ্ণদেবের সমসাময়িক। দীক্ষিতের পিতাও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। দীক্ষিত তাঁহারই নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হন। দীক্ষিতের পিতার নাম রঙ্গরাজাধ্বরি। তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তাঁহার কৃত অদ্বৈত-বিদ্যা-মুকুর ও বিবরণ-দর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থ অতি প্রামাণিক। রঙ্গরাজের দুই পুত্র। প্রথম অপ্পয়দীক্ষিত, দ্বিতীয় অচ্চানদীক্ষিত। ইঁহার পৌত্র নীলকণ্ঠ দীক্ষিত। নীলকণ্ঠ বিজয়চম্পূ প্রভৃতি সুবিখ্যাত গ্রন্থের গ্রন্থকার।

দীক্ষিতের স্থলনাম অপ্পয়দীক্ষিত। সাধারণ ভাবে তাঁহাকে অপ্পয্য দীক্ষিতও বলা হয়। তিনি কোনও স্থলে অপ্পয়দীক্ষিত, কোথাও বা অপ্পয্য দীক্ষিত নামে অভিহিত হইয়াছেন। "পরিমলে" তিনি আপনাকে অপ্পয়-দীক্ষিত লিখিয়াছেন। নীলকণ্ঠ দীক্ষিত, সমরপুঙ্গব দীক্ষিত, গঙ্গাধর বাজপেয়ীজী এবং জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ তাঁহাকে কখনও অপ্পয় বা কখনও অপ্পয্য দীক্ষিত নামে অভিহিত করিয়াছেন। বোধ হয় ছন্দের সৌকর্য্যার্থ এরূপ হইয়াছে। পিতার প্রতি দীক্ষিতের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। "শিবতত্ত্ব-বিবেক" নামক নিবন্ধে তিনি গুরুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"সর্ব্ববিদ্যা লতোপঘ্ন পারিজাত মহীরুহান্।
মহাগুরূন্নমস্যামি সাদরং সর্ব্ববেদসঃ॥"

আবার "সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহে" পিতাকেই গুরুরূপে উল্লেখ করিয়াছেন—

"তন্মূলানিহ সংগ্রহেণ কতিচিৎ সিদ্ধান্ত ভেদান্ ধিয়ঃ
শুদ্ধ্যৈ সঙ্কলয়ামি তাত চরণ ব্যাখ্যা বচঃ খ্যাপিতান॥"

পিতার অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও আধ্যাত্মিকতার বিষয় "পরিমলে"ও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (রঙ্গরাজাধ্বরির বিবরণ ৬৯৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

দীক্ষিত পিতার নিকট অদ্বৈতবাদে শিক্ষিত হন। তাঁহার পিতামহও অদ্বৈতবাদী। রঙ্গরাজ পুত্রকে নির্গুণ ব্রহ্মবাদে অভিষিক্ত করেন। দীক্ষিত নির্গুণ ব্রহ্মবাদে শিক্ষিত হইলেও তাঁহার শিবভক্তি অসামান্য ছিল। শিশুকাল হইতেই তিনি শিবপ্রেমিক ছিলেন।

পিতার নিকট সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি সুপণ্ডিত হইলেন। শিবপ্রেমে তাঁহার হৃদয় ভরপুর হইল। তিনি শৈবমত সুস্থাপিত করিবার জন্য নিবন্ধাদি প্রণয়ন করিতে লাগিলেন। "শিবতত্ত্ব-বিবেক" প্রভৃতি তাহার প্রথম রচনা। এই সকল গ্রন্থে তিনি যেরূপ পাণ্ডিত্যের সূচনা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সাধনার অগ্রদূত।

যখন তিনি এইরূপে শৈব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠামূলক গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত, তখন ভেদধিক্কার ও অদ্বৈতদীপিকাকার নৃসিংহাশ্রম তাঁহার নিকট উপস্থিত হন—ইতিবৃত্ত বলে ইহা জানিতে পারা যায়। দীক্ষিতের ন্যায় মনীষা আলস্যে ব্যয়িত হইতেছে দেখিয়া নর্ম্মদার আশ্রম হইতে নৃসিংহ স্বামী তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহার পিতার বিদ্যাবত্তার বিষয় তাহার স্মৃতিপথে সমুদিত করিলেন। নৃসিংহ স্বামীর এই প্রবর্ত্তনা তাঁহাকে শাস্ত্র-চর্চ্চায় উদ্বুদ্ধ করিল।

তিনি "পরিমল" "ন্যায়রক্ষামণি" সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিলেন। এতদ্‌বিষয়ে ইতিবৃত্ত বোধ হয় প্রামাণিক। কারণ, "পরিমলের" প্রারম্ভ-শ্লোকে দীক্ষিত লিখিয়াছেন যে, গুরুর প্রদত্ত শিক্ষা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু মহাপুরুষের উদ্দীপনায় উহা লিখিতে প্রবর্ত্তিত হইলেন—

"গুরুভিরুপদিষ্টমর্থং বিস্মৃতমপিতত্রবোধিতং প্রাজ্ঞৈঃ।
অবলম্ব্য শিবমধীতান্ যথামতি ব্যাকরোমি কল্পতরুম্॥"

দীক্ষিতের পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিক মহত্ত্বের বিবরণ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। তাঁহার পিতামহ বিজয়নগর-রাজ কৃষ্ণদেবের আশ্রিত ছিলেন। বিজয়নগর-রাজগণের মধ্যে কৃষ্ণদেব একজন প্রধান রাজা। বিজয়নগর রাজ্য ১৫৬৫ খৃঃঅব্দে তেলিকোটার যুদ্ধে একপ্রকার বিধ্বস্ত হইল। তখন দীক্ষিতের বয়স ১৫ বৎসর। বিজয়নগর রাজ্য ধ্বংসোম্মুখ হইলে এক নূতন বংশের উদ্ভব হয়। ইহারই নাম তৃতীয় বংশ। এই বংশের রাজগণ প্রায় শতাব্দী-কাল রাজত্ব করেন। সুপ্রসিদ্ধ ভ্রাতৃত্রয় রামরাজা, তিরুমলইরাজা এবং বেঙ্কটাদ্রি, বিজয়নগরে দ্বিতীয় বংশের শেষ রাজদ্বয় অচ্যুতরাজ ও সদাশিবের রাজ্যকালে যথেষ্ট শক্তিলাভ করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারাই রাজা ছিলেন এবং অচ্যুত ও সদাশিব নামে মাত্র ভূপতি ছিলেন। রামরাজ ও তিরুমলই কৃষ্ণদেব-রাজের তিরুমলাম্মা ও বেঙ্গলানাম্নী কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করেন। অচ্যুত ১৫৩০ হইতে ১৫৪১—৪২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; সদাশিব ১৫৪২ হইতে ১৫৬৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করিয়া ছিলেন। রামরাজ ও বেঙ্কটাদ্রি তেলিকোটার যুদ্ধে নিহত হন। ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে একমাত্র তিরুমলই বাঁচিয়া ছিলেন। ১৫৬৫ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৬৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি সদাশিবকে নামে মাত্র সম্রাট বলিয়া অঙ্গীকার করেন এবং ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে তিনি সদাশিবকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন। তিরুমলইর চারিপুত্র হয়। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুতে দ্বিতীয় পুত্র দ্বিতীয় রঙ্গ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। সর্ব্ব-কনিষ্ঠ প্রথম বেঙ্কট অথবা বেঙ্কটপতি তৎপরে রাজা হন এবং ১৬১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিজয়নগরের অধীশ্বর ছিলেন। Mr. Robert Sewell সাহেবের "A forgotten Empire" নামক গ্রন্থ হইতে এই বংশাবলী সঙ্কলিত হইল। তিনি তাঁহার পুরাবৃত্তান্তে (Antiquities) ভিন্নরকম বংশাবলী প্রদান করিয়াছেন।

সে স্থলে তিরুমলই বা তিম্মকে রামরাজার পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। দীক্ষিত প্রণীত যাদবাভ্যুদয়ের ভাষ্যে রামরাজা, তিম্মরাজা এবং চিন্নতিম্মের পরম্পরা উল্লেখ আছে। * তিম্ম তেলেগু ভাষায় তিরুমলইর অন্যনাম। এই শ্লোকগুলিতে তিম্মের যেরূপ উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে রামরাজার পুত্র বলিয়াই মনে হয়। অন্যরূপেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, অর্থাৎ তিম্ম রামরাজার ভ্রাতাও হইতে পারেন। তাহাতে Sewell সাহেবের " A forgotten Empire " এর বিবরণের সহিত মিল থাকে। চিন্নতিম্মই দ্বিতীয় রঙ্গ। তিনি তিরুমলইর পুত্র ও তৎপরবর্ত্তী রাজা। সম্ভবতঃ তিম্মের পুত্রই সাধারণভাবে চিন্নতিম্মনামে অভিহিত হইত। যাদবাভ্যুদয়ের ভাষ্য চিন্নতিম্মের অনুরোধে কৃত হয়। দীক্ষিত পরিবার বহুদিন হইতেই বিজয়-নগর-রাজপরিবারের আশ্রিত। যখন তিম্ম ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে রাজা হন, তখন দীক্ষিতের বয়স ১৭ বৎসর মাত্র। তখনই তাঁহার বিদ্যার প্রভায় দশদিক আলোকিত হইতেছিল। যখন চিন্নতিম্ম পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন দীক্ষিতের বয়স ২৫ বৎসর এবং যখন বেঙ্কটপতি রাজা হন, তখন দীক্ষিতের বয়স ৩৬ বৎসর। বেঙ্কটপতির মৃত্যুকালে দীক্ষিত ৬৪ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ। ১৬১৪ খৃঃঅব্দে বেঙ্কটপতির মৃত্যু হয়। দীক্ষিত বিজয়নগর রাজ্যের পর পর তিন জন রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। তৎপ্রণীত "কুবলয়ানন্দের" শেষে তিনি বলিতেছেন—

" অমুংকুবলয়ানন্দমকরোদপ্পয়দীক্ষিতঃ।
নিয়োগাদ্ বেঙ্কটপতেঃ নিরুপাধিকৃপানিধেঃ ॥ "

এতদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় "কুবলয়ানন্দ" বেঙ্কটপতির রাজ্যকালে বিরচিত হয়। "শিবার্কমণিদীপিকায় " দীক্ষিত চিন্নবোম্মকে আপনার আশ্রয়দাতা

* " বংশে মহতি সুধাংশোঃ পাণ্ডুসুতপ্রবরচরিত পবিপূতে।
আসীদপার মহিমা মহীশ্বরো রামরাজ ইতি ॥
উদপাদি তিম্মরাজ স্তুতোঽম্বুধেরিব সুধাময়ান্ মণিরাজঃ।
উদয়ঙ্গমং মুরারেরমলং চক্রে প্রভেব গোপী দেবী ॥
রাজর্ষিরেষ সুচিরংধুরিস্থিতঃ সত্যসন্ধানাম্।
আরাধ্য বেঙ্কটেশ্বরমলভত লোকোত্তরান্ পুত্রান্ ॥
তেষু মহিতেষু জয়তি ত্রিদিবাধীশেষু পদ্মবন্ধুরিব।
শ্রীচিন্নতিম্মরাজঃ প্রতাপনীরাজিতক্ষমাবলয়ঃ ॥ "
(যাদবাভ্যুদয়—ভাষ্য-প্রারম্ভ—২—৫ শ্লোক)

রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। চিন্নবোম্মের অনুরোধে গ্রন্থ রচিত হয়।* এই শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকে চিন্নবোম্মের গুণাবলী বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু কোন কোনও হস্ত লিখিত পুস্তকে এই শ্লোকটী পাওয়া যায় না। † তবে তৎপরবর্ত্তী শ্লোকটী সকল পুঁথিতেই পাওয়া যায়। ‡ সমরপুঙ্গব দীক্ষিত গঙ্গাধর বাজপেয়ীজির পিতামহ। তিনি "কুবলয়ানন্দের" রসিক-রঞ্জিনী নামক টীকা রচনা করেন। রসিক-রঞ্জিনীতে সমরপুঙ্গব মহাশয় লিখিয়াছেন যে, তাহার ভ্রাতা বেদান্তে দীক্ষিতের শিষ্য ছিলেন। তিনি "যাত্রা-প্রবন্ধে" লিখিয়াছেন—চিন্নবোম্ম তাহার স্বর্ণাভিষেকে দীক্ষিতকে স্বর্ণদ্বারা আবৃত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—

" হেমাভিষেকসময়ে পরিতোনিষণ্ণ
সৌবর্ণ সংহতিমিষাচ্চিন্নবোম্ম ভূপঃ।
অপ্পয়দীক্ষিত মণেরণবদ্যবিদ্যা
কল্পদ্রুমস্য কুরুতে কনকালবালম্॥ "

সম্ভবতঃ এই চিন্নবোম্মই চিন্নটিম্ম। বিজয়নগর-রাজ অচ্যুতরাজ দেবের সময় গণ্টুরের (Guntur) নিকট শ্রীমান্ মল্লয্য চিন্নবোম্ম একখানি শিলালিপি খোদিত করেন। এই চিন্নবোম্ম বোধ হয় বিজয়নগরের সামন্তরাজ ছিলেন। যদিও নামের সাম্য আছে, কিন্তু কালের সাম্য নাই। কারণ, অচ্যুতরাজ দীক্ষিতের পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং দীক্ষিতের আশ্রয়দাতা চিন্নবোম্ম ও অচ্যুতরাজের সমকালিক চিন্নবোম্ম পৃথক্ ব্যক্তি। অতএব চিন্নবোম্ম ও চিন্নটিম্মকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত। চিন্নটিম্ম বা দ্বিতীয় রঙ্গের সময়ে (১৫৭৪—১৫৮৫ খৃঃঅব্দে) শিবার্কমণি-দীপিকা বিরচিত হয়।

* " ভাষ্যমেতদনঘং বিবৃন্বিতি স্বপ্নজাগরণয়োঃ সমংপ্রভুঃ।
চিন্নবোম্ম নৃপরূপভৃৎস্বয়ং মাংন্যযুঙ্ক্ত মহিলার্ধবিগ্রহঃ॥ "
(শিবাকমণি-দীপিকা—১ পৃঃ)

† " শ্রীচিন্নবোম্মনৃপতিঃ শ্রিতপারিজাতঃ সর্ব্বাত্মনা পশুপতিং শরণংপ্রপন্নঃ।
যঃ সার্ব্বভৌম পদবীমধিগম্য ধীবস্তৎ পূজয়ৈব মনুতে সফলত্বমস্যাঃ॥ "
(শিবার্কমণি-দীপিকা ১—২)

‡ " অস্য ক্ষিতীশিতুর পারগুণাম্বুরাশেরষ্টাস্বদিক্ষু বিততোর্জ্জিত শাসনস্য।
অন্তঃ সদৈব বসতা বিভুনা নিযুক্তো ভাষ্যং যথামতিবলং বিশদীকরোমি॥ "

দীক্ষিত যে বিজয়নগর রাজবংশের সম্মানার্হ ব্যক্তি ছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। রাজগণের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার অর্থের অভাব হয় নাই। তাই তিনি নানারূপ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি অতিশয় দয়ালু ছিলেন। যজ্ঞার্থ পশু হত্যাকালেও তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইত। তৎকৃত সমস্ত গ্রন্থেই তাঁহার সহানুভূতিসূচক চিত্তবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

সিদ্ধান্তকৌমুদীকার ভট্টোজিদীক্ষিত অপ্পয়দীক্ষিতকে গুরুরূপে বরণ করেন। উভয়ে কিছুকাল বারানসীতে বাস করিয়াছিলেন। দীক্ষিতের গুণ-মুগ্ধ ভট্টোজি তাঁহার চরণপ্রান্তে উপবেশন করিয়া ব্রহ্মসূত্র ও অপ্পয়দীক্ষিত বিরচিত অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। ভট্টোজি তৎপ্রণীত "তত্ত্বকৌস্তুভে" অপ্পয়দীক্ষিত প্রণীত "মধ্বতন্ত্রমুখমর্দ্দন" নামক গ্রন্থ হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ভট্টোজি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। * অপ্পয়দীক্ষিতের হৃদয়ের উদারতা দেখিয়াই বোধ হয় ভট্টোজি বিষ্ণুভক্ত হইলেও শিবভক্তকে গুরুরূপে বরণ করেন। আমাদের মনে হয় উভয়েই শাস্ত্রজ্ঞ। তাঁহাদের পক্ষে শিব আর বিষ্ণুর অভিন্নতা জ্ঞান থাকাই সম্ভবপর। সুতরাং শিবভক্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ সবিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

দীক্ষিতের সহিত ভট্টোজির সম্বন্ধ অতি প্রীতিপ্রদ হইলেও পরিণামে দুঃখের কারণ হইল। দীক্ষিতের যশঃ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল বটে, কিন্তু পণ্ডিত-রাজ জগন্নাথের সহিত তাঁহার বিরোধের সূত্রপাত হইল। ভট্টোজি "প্রক্রিয়া প্রকাশকার" কৃষ্ণদীক্ষিতের নিকট ব্যাকরণ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আর পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের ব্যাকরণ-শিক্ষক ছিলেন কৃষ্ণদীক্ষিতের পুত্র বীরেশ্বর দীক্ষিত। ভট্টোজি "প্রৌঢ়মনোরমা" নামক স্বীয় গ্রন্থে গুরুর

* ভট্টোজি প্রণীত "শব্দকৌস্তুভের" প্রারম্ভ-শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়

"সমর্প্য লক্ষ্মীরমণে ভক্ত্যা শ্রীশব্দকৌস্তুভম্
ভট্টোজি ভট্টোজনুষঃ সাফল্যং লব্ধুমীহতে।।"

এতদ্ভিন্ন সিদ্ধান্তকৌমুদীতে যে সকল দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহাতেও প্রতীয়মান হয় যে ভট্টোজি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। "ত্বা" ও "মা" প্রভৃতির ব্যবহার প্রসঙ্গে নিম্নস্থ শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন -

"শ্রীশস্ত্বাবতুমাপীহ দত্তাত্তে মেঽপিশর্ম্মসঃ।
স্বামী তে মেঽপি সহরিঃ পাতুবামপি নৌ বিভুঃ।।"

মতবাদ খণ্ডন করেন। ইহাতে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ অসন্তুষ্ট হন এবং ভট্টোজিও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের উপর জাতক্রোধ হন।

জগন্নাথ মোগল-সম্রাট শাহজাহানের প্রিয়পাত্র ছিলেন। "ভামিনী-বিলাসে" তৎপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যথা—

"দিল্লী-বল্লভ পাণি-পল্লবতলে নীতং নবীনং বয়ঃ।"

জগন্নাথ "আসফখান-বিলাস" নামক নবাব আসফখানের জীবনী রচনা করেন। তাহার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন যে, সম্রাট্ শাহজাহান তাঁহাকে "পণ্ডিত-রাজ" উপাধি প্রদান করেন। * ইতিবৃত্তে জানিতে পারা যায়, ভট্টোজির সহিত পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের বিচার সময়ে দীক্ষিত ভট্টোজির মত-সমর্থন করেন। ইহাতে পণ্ডিতরাজ ভট্টোজিও দীক্ষিতের জাতশত্রু হন। এস্থলে একটী বিষয় অনুধাবন করা কর্ত্তব্য যে—এই ইতিবৃত্তের কোন মূল আছে কিনা? পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ লিখিয়াছেন—"দিল্লী-বল্লভ পাণি-পল্লবতলে নীতং নবীনং বয়ঃ।" এস্থলে দিল্লী-বল্লভ কে? আসফ্খান-বিলাসের বাক্যানুসারে শাহজাহানই দিল্লী-বল্লভ বলিয়া প্রতীত হন। শাহজাহান ১৬২৮ খৃঃঅব্দের ২৬শে জানুয়ারী সিংহাসনে আরোহণ করেন। দীক্ষিতের ৭২ বৎসরে মৃত্যু হয়। তাঁহার জন্মকাল ১৫৫০ খৃঃঅব্দ। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুকালও ১৬২২ খৃঃঅব্দ হইবে। শাহজাহানের সিংহাসন অধিরোহণের অন্ততঃ ৬ বৎসর পূর্ব্বে দীক্ষিতের দেহান্ত হয়। জগন্নাথের যৌবনকালেই তিনি শাহজাহানের প্রিয়পাত্র হন। তাহা হইলে জগন্নাথের পঠদ্দশায় ভট্টোজির সহিত বিচার-যুদ্ধ হয়। অন্যথায় কালসাম্য থাকে না। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ যখন শাহজাহানের রাজসভার কবি ছিলেন, তখন দীক্ষিতের দেহান্ত হইয়াছে; সুতরাং তখন ভট্টোজির সহিত জগন্নাথের বিচার হইলে দীক্ষিত ভট্টোজির পক্ষাবলম্বন করিতে পারেন না।

* আসফখান-বিলাসের প্রারম্ভে জগন্নাথ লিখিয়াছেন

"অথ সকললোকবিস্তার বিস্তারিত মহোপকার পরম্পরাধীনমানসেন প্রতিদিনমুদ্যদনবদ্য গদ্যপদ্যাদ্যনেকবিদ্যাবিদ্যোতিতান্তঃকরণৈঃ কবিভির্বিভাব্যমানেন কৃতযুগীকৃত কলিকালেন কুমতি তৃণজাল-সমাচ্ছাদিত বেদ বনমার্গ বিলোকনায় সমুদ্দীপিত সুতর্কদহন জ্বালাজালেন মূর্ত্তিমতেব ন ক্বাবাদম্পানমনসঃ প্রসাদেন দ্বিজ-কুলসেবা হেবাকি বাগ্‌মনঃকায়েন মাধুবকুলসমুদ্রেন্দুনারায়-মুকুন্দেনাদিষ্টেন সার্ব্বভৌম শ্রীশাহজাহাং প্রসাদাদধিগত পণ্ডিতরাজ পদবী বিরাজিতেন ত্রৈলিঙ্গ-কুলাবতংসেন পণ্ডিত জগন্নাথেনাসফখানবিলাসাখ্যেয়মাখ্যায়িকা নিরমীয়ত। সেয়মনুগ্রহেণ সহৃদয়ানামনুদিনমুল্লসিতা ভবতাদিত্যাদি।"

অতএব জগন্নাথের ছাত্রজীবনে বিচার হওয়াই সম্ভব। বিচার প্রসঙ্গে ভট্টোজি জগন্নাথকে "ম্লেচ্ছ" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহাতে পণ্ডিতরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি ম্লেচ্ছরূপে ভট্টোজি-কৃত "মনোরমার" সতীত্ব নষ্ট করিবেন। এই বিবরণ দৃষ্টে মনে হয় পণ্ডিতরাজ ভট্টোজির সহিত বিচারকালেই মুসলমান-সম্রাটের আশ্রিত ছিলেন। হইতে পারে জাহাঙ্গীরেব সময়ও জগন্নাথ মোগল-রাজসভার কবি ছিলেন এবং ইহার সম্ভাবনাই অধিকতর। অবশ্য দৃঢ়তার সহিত এবিষয়ে কিছুই বলা যায় না। প্রতিশোধ রূপে পণ্ডিতরাজ অথবা তাঁহার কোনও ছাত্র ভট্টোজিকৃত সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর ব্যাখ্যা "মনোরমার" খণ্ডনের জন্য "মনোরমাকুচমর্দ্দন" নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। নাগেশ ভট্টও তাঁহাব কাব্যপ্রকাশের ভাষ্য-প্রারম্ভে ভট্টোজিকৃত অপমানের ও জগন্নাথের প্রতিশোধের বিষয় উল্লেখ কবিয়াছেন। তখন অপ্পয়দীক্ষিত বর্ত্তমান ছিলেন—এরূপ উল্লেখও আছে। যথা—

"দৃপ্যদ্দ্রাবিড দুষ্টদুর্গ্রহবশান্ ম্লিষ্টং গুরুদ্রোহিণা।
যন্ ম্লেচ্ছেতি বচোঽবিচিন্ত্যসদাসপ্রৌঢ়েঽপি ভট্টোজিনা॥
তৎসত্যাপিতমেব ধৈর্য্যনিধিনা যৎ স বা মৃদ্গাৎকুচং।
নির্ব্বধ্যাস্য মনোরমামবশয়ন্নপ্যপ্পয়াদ্যান্স্থিতান্॥"

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথও স্বকৃত "শব্দকৌস্তভশাণোত্তেজনে" লিখিয়াছেন—

"অপ্পয্যদুর্গ্রহ বিচেতিত চেতনানাং
আর্য্যদ্রহাময়সহং শমায়ঽবলেপান্॥"

জগন্নাথ "শশিশেনা" নামক গ্রন্থেও লিখিয়াছেন—

অপ্পয্যদীক্ষিত দাবানল দগ্ধশেষং।
সাহিত্যমঙ্কুরযতে সরসৈর্নিবন্ধৈঃ॥"

অপ্পয়দীক্ষিতেব ন্যায় মনীষীর প্রতি এরূপ তিরস্কার জগন্নাথের পক্ষে শোভন হয় নাই। দার্শনিক ক্ষেত্রে দীক্ষিত যেরূপ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শন কবিয়াছেন, তাহাতে হিন্দু-সমাজ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

জগন্নাথ দীক্ষিতের "চিত্রমীমাংসার" * খণ্ডনার্থ "চিত্রমীমাংসা-খণ্ডন" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার প্রারম্ভে জগন্নাথ গর্ব্বপূর্ণভাবে তাঁহাকে বিচারযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছেন—

* চিত্রমীমাংসা অলঙ্কার শাস্ত্রেব গ্রন্থ

"সূক্ষ্মং বিভাব্যময়কা সমুদীরিতানা
মপয্যদীক্ষিতকৃতাবিহ দূষণানাম্।
নির্ম্মৎসরো যদি সমুদ্ধরণং বিদধ্যাৎ
তস্যাহমুজ্জ্বলমতেশ্চরণৌবহামি॥"

জগন্নাথ "রসগঙ্গাধরীয়" নামক স্বীয় গ্রন্থেও অতি জঘন্যভাবে দীক্ষিতের উল্লেখ করিয়া তাঁহার মত নিরসনে চেষ্টিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ অলঙ্কার শাস্ত্রে দীক্ষিত হইতে জগন্নাথ প্রবীণ ছিলেন। কিন্তু দার্শনিক প্রভৃতি গ্রন্থে দীক্ষিতের স্থান জগন্নাথ হইতে অতি উচ্চে। দীক্ষিত ১০৪ খানি প্রবন্ধ রচনা করেন। সকল গ্রন্থ বাদ দিয়া কেবল শিবার্কমণিদীপিকা, পরিমল, সিদ্ধান্তলেশ ও ন্যায়রক্ষামণি প্রভৃতি গ্রন্থের বিচার করিলেও দীক্ষিতের স্থান ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রে অতি উচ্চে। কেবল ভারতীয় সাহিত্য কেন, বিশ্ব সাহিত্যেই অপ্পয়দীক্ষিতের স্থান অতি উচ্চে। দার্শনিক ক্ষেত্রে দীক্ষিত অপরাজেয়। "পরিমলের" ন্যায় একখানি গ্রন্থই দীক্ষিতকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে অলঙ্কার শাস্ত্রে জগন্নাথ তাঁহার মত খণ্ডন করিবেন। কুবলয়ানন্দ ও চিত্রমীমাংসার মত খণ্ডন আশ্চার্য্যজনক ব্যাপার নহে। হয়ত অবসর কালে দীক্ষিত ঐসকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাই ততটা দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। ধর্ম্ম-কর্ম্ম-নিরত দীক্ষিত যে অবসর পাইতেন তাহাতে দার্শনিক গ্রন্থাদিই রচিত হইত। দীক্ষিত কেবল অদ্বৈত শাস্ত্রেই সুপণ্ডিত নহেন, পরন্তু তিনি রামানুজ, শ্রীকণ্ঠ ও মধ্বমত প্রভৃতিতেও দক্ষ ছিলেন। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকার বিদ্যারণ্যের ন্যায় দীক্ষিতের দার্শনিক প্রতিভা ছিল তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বমীমাংসক খণ্ডদেব মীমাংসার ক্ষেত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তিনি মীমাংসার ক্ষেত্রে দীক্ষিতের মত খণ্ডন করিলেও তাহাকে শ্রেষ্ঠ-আসন প্রদান কবিয়াছেন। তিনি দীক্ষিতকে "মীমাংসকমূর্দ্ধণ্য" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

কিছুকাল কাশীধামে বাস করিয়া দীক্ষিত দক্ষিণ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত সমাগত দেখিয়া চিদম্বরমে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। চিদম্বরমে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। শেষ অবস্থায় যে সকল চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে উত্থিত হয়, তাহা শ্লোকাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা—

"চিদম্বরমিদং পুরং প্রথিতমেব পুণ্যস্থলং
সুতাশ্চ বিনয়োজ্জ্বলাঃ সুকৃতয়শ্চ কাশ্চিৎ কৃতাঃ।

বয়াংসি মম সপ্ততেরুপরি নৈব ভোগেস্পৃহা
ন কিঞ্চিদহমর্থয়ে শিবপদংদিদৃক্ষেপরম্।
আভাতি হাটক সভানটপাদপদ্ম
জ্যোতির্ম্ময়ো মনসি মে তরুণারুণোহয়ম্।।"

এই বলিতে বলিতে এবং মহাদেবকে দর্শন করিতে করিতে তাঁহার জীবনলীলা সাঙ্গ হয়। তাঁহার জীবনব্যাপিনী সাধনার ফল ফলিল। মৃত্যুকালে দীক্ষিতের বয়স প্রায় ৭২ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ১১টী পুত্র রাখিয়া যান। ভ্রাতার পৌত্র নীলকণ্ঠদীক্ষিত তাঁহার মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলেন। পুত্রগণ হইতেও তাঁহাকে বেশী আশীর্ব্বাদ করিলেন। দীক্ষিতের অসমাপ্ত শ্লোক তাঁহার পুত্রগণ সম্পূর্ণ করিলেন—

"ন্যূনং জরামরণঘোর পিশাচকীর্ণা
সংসার-মোহ-রজনী বিরতিং প্রযাতা।।"

অপ্পয়দীক্ষিতের মতবাদ

দীক্ষিত দার্শনিক মতে অদ্বৈতবাদী বা নির্গুণ ব্রহ্মবাদী ছিলেন। অদ্বৈত বাদে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা নির্গুণ ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়। দীক্ষিত সর্ব্বত্রই নির্গুণ ব্রহ্মবাদের প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাহাই যে উপনিষদের তাৎপর্য্য তাহাও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। "শিবতত্ত্ববিবেকে" নির্গুণ ব্রহ্মবাদের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। "শিখরিণীমালায়" সগুণ ব্রহ্মরূপে শিবের স্তব করিয়াছেন। "শিবার্কমণিদীপিকার" (শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের ভাষ্য-ব্যাখ্যা) প্রারম্ভে বলিয়াছেন—উপনিষদ্, আগম, পুরাণ, স্মৃতি ইতিহাস সকলেরই তাৎপর্য্য অদ্বৈতে। পণ্ডিতের নিকট ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্যও অদ্বৈতপর। যদিও শঙ্কর প্রভৃতি আচার্য্যগণ অদ্বৈতবাদী, তথাপিও কেবল শিবের অনুগ্রহেই অদ্বৈতে নিষ্ঠা জন্মে। * এজন্য তাঁহাকে বিশিষ্ট শিবাদ্বৈতবাদী বলা যায়।

* "যদ্যপ্যদ্বৈত এব শ্রুতিশিখর গিরামাগমানাং চ নিষ্ঠা
সাকং সর্ব্বৈঃ পুরাণ স্মৃতিনিকর মহাভারতাদি প্রবন্ধৈঃ।

তিনি শ্রীকণ্ঠের ভাষ্য-ব্যাখ্যা করেন। স্বয়ং অদ্বৈতবাদী হইয়াও বিশিষ্টা-দ্বৈতের সিদ্ধান্ত অতি অপূর্ব্বরূপে সংস্থাপন করিয়াছেন। এরূপ উদারতা দীক্ষিতেই সম্ভব। ইহাই তাঁহার সর্ব্ব-তন্ত্র-স্বতন্ত্রতার নিদর্শন। দীক্ষিত শৈব হইলেও বিষ্ণুর প্রতি তাঁহার অগাধ ভক্তি ছিল। তৎকৃত বরদরাজ-স্তবে এবং শ্রীকৃষ্ণধ্যান-পদ্ধতিতে তাঁহার সরল ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তি প্রকট। পরিমল ও ন্যায়রক্ষামণির প্রারম্ভেও বিষ্ণুকে স্তব করিয়াছেন। যথা—

"উদ্‌ঘাট্য যোগকলয়া হৃদয়াব্জকোশং
ধন্যৈশ্চিরাদপি যথারুচি গৃহ্যমাণঃ।
যঃ প্রস্ফুরত্যবিরতং পরিপূর্ণরূপঃ
শ্রেয়ঃ সমে দিশতু শাশ্বতিকং মুকুন্দঃ॥"

এই শ্লোকটী কুবলয়ানন্দের প্রারম্ভেও আছে। তৎকৃত শৈবগ্রন্থাদির প্রারম্ভে যেরূপ শিবভক্তি প্রকট, এ স্থলেও সেইরূপ বিষ্ণুভক্তি প্রকট দেখা যায়। শৈব গ্রন্থের প্রায়ন্তে এই শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

"যস্যাহুরাগমবিদঃ পরিপূর্ণশক্তে
বংশে কিয়ত্যপি নিবিষ্টমমুংপ্রপঞ্চম্।
তস্মৈ তমালরুচি ভাস্বর কণ্ঠরায়
নারায়ণীসহচরায় নমঃ শিবায়॥"

দীক্ষিত বিষ্ণু ও শিবকে অভিন্ন বলিয়াই জানিতেন, ইহা তাহারই প্রমাণ। সাম্প্রদায়িকতা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। তিনি অদ্বৈতবাদী। তাঁহার পক্ষে শিব বিষ্ণু ভেদরূপ কুসংস্কার থাকিতে পারে না। "মধ্ব-তন্ত্র-মুখমর্দ্দনের" প্রথম শ্লোকেও বলিয়াছেন যে শিব বা বিষ্ণু যাঁহাকেই হউক যে ব্যক্তি সগুণ ব্রহ্মভাবে উপাসনা করে, তাহার সহিত কোনও বিরোধ নাই এবং বিষ্ণু ভক্তের সহিতও তাহার কোনও বিরোধ নাই। যাদবাভ্যুদয়ের ভাষ্যেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছেন। যথা—

তত্রৈব ব্রহ্মসূত্রাণ্যপি চ বিমৃশতাং ভান্তিবিশ্রান্তিমন্তি
প্রত্নৈরাচার্য্যরত্নৈরপি পরিজগৃহে শঙ্করাদ্যৈস্তদেব।
তথাপ্যনুগ্রহাদেব তরুণেন্দুশিখামণেঃ
অদ্বৈতবাসনা পুংসামাবির্ভবতি নান্যথা॥"

(শিবার্কমণি-দীপিকা)

"অব্যাদাপূরযদ্বংশমব্যাজমধুরস্মিতম্।
গোকুলানুচরংধাম গোপিকা নেত্রমোহনম্॥"

দীক্ষিত প্রধান চারি মতে ব্রহ্মসূত্রের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীরামানুজের মতানুসারে "নয়ময়ূখ-মালিকা" নামক নিবন্ধে ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মধ্বমত, "ন্যায়মুক্তাবলী" ও তাহার স্বকৃত ব্যাখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীকণ্ঠের মত, "রত্নত্রয় পরীক্ষা"ও তাহার ব্যাখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে। শিবার্ক-মণিদীপিকায় শ্রীকণ্ঠের ভাষ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ তৎতৎ মতাবলম্বিগণ পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। দার্শনিক মতে দীক্ষিত শঙ্করের অনুবর্ত্তী। ধর্ম্মে তিনি সগুণব্রহ্মোপাসক। বোধহয় গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন বলিয়াই তিনি নির্গুণ উপাসনায় চিত্তার্পণ করেন নাই। বিষ্ণুর প্রতি তাঁহার ভক্তি প্রগাঢ়, তবে শিবের প্রতি অনুরাগ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দেখা যায়। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"তথাপি ভক্তিস্তরুণেন্দুশেখরে।"

দীক্ষিত পূর্ব্বমীমাংসা শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। বেদান্তের ব্যাখ্যানুসারে মীমাংসার ন্যায়সূত্র গুলির বিচার বাস্তবিকই বিস্ময়াবহ। মীমাংসাশাস্ত্রের বিচারে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সমস্ত বেদান্তগ্রন্থেই তিনি মীমাংসার বিচার করিয়াছেন। বোধহয় তৎকৃত বেদান্তগ্রন্থগুলি পড়িলেই মীমাংসাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। কল্পতরুকার অমলানন্দ কল্পতরুতে মীমাংসাদর্শনের ন্যায় গুলি উদ্ধার করিয়া বিচার করিয়াছেন, এবং পার্থসারথি মিশ্রের মত খণ্ডন করিয়াছেন। "কল্পতরুর" ব্যাখ্যাকল্পে দীক্ষিত পরিমলে আরও সুবিস্তৃত বিচারের উদ্ভাবন করিয়াছেন। দীক্ষিত-কৃত "বিধিরসায়ন" প্রভৃতি মীমাংসাগ্রন্থেও মীমাংসার মত প্রপঞ্চিত হইয়াছে।

দীক্ষিত "শিবার্কমণি-দীপিকায়" মীমাংসা, ন্যায়, ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শাঙ্করমতে বাচস্পতি, রামানুজমতে সুদর্শন এবং মধ্বমতে জয়তীর্থ যাহা সম্পাদন করিয়াছেন, শ্রীকণ্ঠের মতে দীক্ষিত "শিবার্কমণিদীপিকায়" তাহাই সম্পাদন করিয়াছেন। স্থলবিশেষে দীক্ষিতের মণিদীপিকায় বেশ মৌলিকতা আছে। এই নিবন্ধকে টীকা না বলিয়া মৌলিক গ্রন্থ বলাই সঙ্গত। তিনি নিজে অদ্বৈতবাদী হইয়াও যেরূপ অসাধারণযুক্তি বলে দ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই চিত্তাকর্ষক। বোধহয় মহান্ চিন্তাশীলও ইহাতে বিস্মিত হইবেন।

দীক্ষিত "শিবার্কমণি-দীপিকায়" যেমন বিশিষ্টাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিয়াছেন, পরিমলে সেইরূপ দৃঢ়তার সহিত অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র যেমন ষড়দর্শনের টীকাকার এবং সকল দর্শনশাস্ত্র ব্যাখ্যা কল্লেই অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, যখন যে মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তখন তদনুকূল যুক্তির অবতারণায় অসামান্য বিচার-বুদ্ধি ও মনীষা প্রকাশ করিয়াছেন, সেইরূপ অপ্পয়দীক্ষিতও সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

"সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহে" অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের যে সকল স্থানে মতভেদ আছে, তাহা অতি সুচারুরূপে বর্ণন করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের একজীব-বাদ, নানাজীব-বাদ, বিম্বপ্রতিবিম্ব-বাদ ও অবচ্ছিন্ন-বাদ এবং সাক্ষিত্ব প্রভৃতি বিষয়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তিনি অতি স্পষ্টরূপে আচার্য্যগণের মত অনুবাদ করিয়া বিচার করিয়াছেন। যখন সকল আচার্য্যই অদ্বৈতবাদী তখন মতভেদ কেন? দীক্ষিত তদুত্তরে অতি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন—সকল আচায্যই আত্মৈকত্ব ও জগতের মায়াময়ত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। মায়াময় অবাস্তব জগতের সম্বন্ধে স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে ব্যাখ্যা দেওয়া আচার্য্যগণের মৌলিকতার নিদর্শন। মিথ্যার নানারূপ ব্যাখ্যা দেওয়ায় দোষই বা কি? এ সম্বন্ধে দীক্ষিত বলিতেছেন—"প্রাচীনৈর্ব্যবহার-সিদ্ধিবিষয়েষ্বাত্মৈক্যসিদ্ধৌ পরং সংনহ্যদ্ভিরনাদরাৎ সরণয়ো নানাবিধা দর্শিতা।" অর্থাৎ প্রাচীন আচার্য্যগণ আত্মার একত্বসিদ্ধি বিষয়েই নির্ভর করিয়াছেন। আত্মার একত্ব প্রতিপাদনের জন্য বিশেষ যত্নও করিয়াছেন। কি কারণে ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে তাহাদের আদর বা আস্থা ছিল না। তবে অল্পবুদ্ধিদের প্রবোধের জন্য ব্যবহারসিদ্ধি বিষয়ে নানাবিধ পন্থা বা রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। সিদ্ধান্তলেশেও ব্রহ্মসূত্রের ন্যায় চারিটী অধ্যায় আছে। প্রথমে—সমন্বয়, দ্বিতীয়ে—অবিরোধ, তৃতীয়ে—সাধন ও চতুর্থে—ফল নিরূপিত হইয়াছে। সিদ্ধান্তলেশে একটী বস্তুর অভাব আছে, সেইটী ঐতিহাসিকতা। যদি ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই গ্রন্থ রচিত হইত, তাহা হইলে এই গ্রন্থের মূল্য আরও অধিক হইত। এই গ্রন্থখানি শাঙ্করমতের অভিধান স্বরূপ, কিন্তু ইতিহাস নহে। এমন অনেক গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের নাম করিয়াছেন, যাহার বিবরণ এখন পাওয়া যায় না। আর একটী অভাবও

পরিস্ফুট। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে যেমন বিদ্যারণ্য নিরপেক্ষভাবে সকল মতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, কোনওরূপ সমালোচনা দ্বারা সিদ্ধান্ত নির্ণয় করেন নাই, সিদ্ধান্তলেশেও সেই অভাব আছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া দীক্ষিত কোন মতের অনুমোদন করিয়াছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। তবে এ ক্ষেত্রে বক্তব্য অবশ্যই আছে। অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ সকলেই শ্রীশঙ্করের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন। উপনিষদের বাক্যের ন্যায় ভাষ্যের বাক্যও গম্ভীর। শাঙ্করমত ব্যাখ্যাচ্ছলে এইরূপ অবস্থায় মতভেদ স্বাভাবিক। সকল আচার্য্যই শ্রুতি-যুক্তিবলে স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। প্রধান বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। এরূপ অবস্থায় স্বসিদ্ধান্ত নিরূপণ না করিয়া পাঠকবর্গের বিচারাধীন রাখাই কর্ত্তব্য।

একজীব-বাদ ও নানাজীব-বাদের বিষয়ে দীক্ষিত একজীব-বাদী। বিম্ব-প্রতিবিম্ব-বাদ ও অবচ্ছিন্ন-বাদে তিনি বিম্বপ্রতিবিম্ব-বাদী।

ন্যায়রক্ষামণি ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা। এই গ্রন্থে অতি সরল-ভাষায় সুবিস্তৃতভাবে ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত উভয়পক্ষেই অনেক মৌলিক যুক্তির অবতারণা আছে। আনন্দময়াধিকরণে (১।১।১২—১৯ সূত্র) তাঁহার যুক্তিগুলি বাস্তবিকই চমৎকার। সূত্রগুলির ভাষা বৃত্তিকারের ব্যাখ্যার অনুকূল। শঙ্কর প্রথমে বৃত্তিকারের মত প্রদান করিয়া শ্রুতি-বাক্যবলে তাহার খণ্ডন করিয়াছেন বটে, কিন্তু সূত্রের ভাষার তাৎপর্য্য তাঁহার ব্যাখ্যার অনুরূপ কি না তদ্বিষয়ে দৃঢ়তরভাবে কিছুই বলেন নাই। তিনি ভাষ্যে লিখিয়াছেন -"অপরাণ্যপি সূত্রাণি যথাসম্ভবং পুচ্ছবাক্য নির্দ্দিষ্টস্যৈব ব্রাহ্মণ উপপাদকানি দ্রষ্টব্যানি।" এ স্থানে দীক্ষিত সবিশেষ কৃতিত্বের সহিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে সূত্রের ভাষাও শঙ্করের ব্যাখ্যানুকূল। ন্যায়রক্ষা-মণিতে প্রথমে আনন্দময় ব্রহ্মবাদ পূর্ব্বপক্ষরূপে স্থাপন করিয়া ব্রহ্মপুচ্ছ-বাদ সিদ্ধান্তরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। দীক্ষিত বলিয়াছেন—"যত্তু আনন্দময় ব্রহ্মবাদে সূত্রস্বারস্যমুক্তং তদপি ন যুক্তং। পুচ্ছব্রহ্মবাদ এব সূত্রাণাং স্বারস্য সমর্থিতত্বাৎ।" (ন্যায়রক্ষামণি)। আচার্য্য রামানুজ শঙ্করের পুচ্ছব্রহ্মবাদ আক্রমণ করেন। শ্রীভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন, সূত্রের ভাষা-তাৎপর্য্য আনন্দময় ব্রহ্মপর। দীক্ষিত এ স্থলে রামানুজাচার্য্য প্রভৃতির মত নিরস্ত করিয়া শাঙ্করসিদ্ধান্ত আরও দৃঢ়তর ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছেন।

পরিমলে দীক্ষিত অতিমানুষ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভাষাবিন্যাসের চাতুর্য্যে, যুক্তির কৌশলে, বিষয়ের যথাযথ সংস্থাপনে দীক্ষিত সিদ্ধহস্ত।

অপ্পয়দীক্ষিতের গ্রন্থের বিবরণ।

দীক্ষিত ১০৪ খানি প্রবন্ধ রচনা করেন এইরূপ ইতিবৃত্ত আছে। অনেক গ্রন্থ তৎকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কোন কোন গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায় না। কোন গ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত আছে। বাস্তবিক দীক্ষিতের সম্পূর্ণ গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক, কারণ এরূপ মনীষীর গ্রন্থ অপ্রকাশিত থাকা জাতীয় কলঙ্ক। দীক্ষিত নিজেই স্বকৃত গ্রন্থাবলীর পরিচয় নিম্নস্থ শ্লোকে প্রদান করিয়াছেন :—

"শ্রীবীরবেঙ্কটপতি ক্ষোণিপালস্য সাহৃতঃ।
কৃতঃ কুবলয়ানন্দশ্চিত্রমীমাংসয়া সহ॥
অভিধালক্ষণাবৃত্তির্বিবৃত্তি বৃত্তিবার্ত্তিকম্।
যাদবাভ্যুদয়াখ্যায়া ব্যাখ্যানং চ কৃতংকৃতেঃ॥
নামসংগ্রহমালা চ ব্যাখ্যা তস্যাশ্চ বিস্তৃতা।
কাঞ্চীবরদরাজস্য দিব্য বিগ্রহবর্ণনম্॥
ব্যাখ্যা তস্য চ সংক্লৃপ্তা নাতিসংক্ষেপবিস্তরা।
সর্ব্বপাপপ্রশমনী শ্রীকৃষ্ণধ্যান-পদ্ধতিঃ॥
সর্ব্বদুর্গতি-তরণী দুর্গাচন্দ্রকলাস্তুতিঃ।
আদিত্য-স্তোত্ররত্নং চ তদ্ব্যাখ্যানং চ বিস্তৃতম্॥
নানাপদ্যাত্মকচতুর্ম্মতসারার্থসংগ্রহঃ।
ন্যায়মুক্তাবলী তদ্বন্মধ্বাচার্য্য মতানুগা॥
ময়ূখমালিকাহ্বস্থা লক্ষ্মণাচার্য্যবর্ত্মনা।

শ্রীকণ্ঠাচার্য্যপদ্ধত্যা নির্ম্মিতা মণিমালিকা ॥
শঙ্করাচার্য্যদৃষ্ট্যা চ প্রক্লৃপ্তানয়মঞ্জরী ।
ন্যায়মুক্তাবলী-ব্যাখ্যা নাতিবিস্তর-সংগ্রহা ॥
অদ্বৈতশাস্ত্রসিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ নামকঃ ।
ন্যায়রক্ষামণিঃ সর্ব্বসূত্রতাৎপর্য্যবর্ণকঃ ॥
তথা পরিমলঃ কল্পতরুগূঢ়ার্থবর্ণকঃ ।
শ্রীকণ্ঠভাষ্যব্যাখ্যা চ শিবার্কমণিদীপিকা ॥
শ্রীশিবানন্দলহরী শিবাদ্বৈতবিনির্ণয়ঃ ।
রত্নত্রয়পরীক্ষা চ পঞ্চরত্নস্তবস্তথা ॥
তথা শিখরিণীমালা ব্রহ্মতর্কস্তবাদয়ঃ ।
শিবতত্ত্ববিবেকশ্চ শিবকর্ণামৃতংতথা ॥
শিবার্চ্চনপ্রকাশার্থচন্দ্রিকা বালচন্দ্রিকা ।
মীমাংসায়াশ্চিত্রপুটিস্তথা বিধিরসায়নম্ ॥
মীমাংসান্যায়নিগূঢ় উপক্রমপরাক্রমঃ ।
এতে চান্যে চ বহবঃ প্রবন্ধাঃ প্রাগ্নির্ম্মিতাঃ ॥"

রামায়ণ-তাৎপর্য্য-সংগ্রহ, মহাভারত-তাৎপর্য্য-সংগ্রহ প্রভৃতি আরও অনেক প্রবন্ধ দীক্ষিত কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে ।

অলঙ্কার শাস্ত্র ।

১। **কুবলয়ানন্দ**—ইহা "চন্দ্রালোক" নামক অলঙ্কার গ্রন্থের বিপুল ব্যাখ্যা। এই গ্রন্থ বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। কুবলয়ানন্দের কোন কোনও মত পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ কর্ত্তৃক খণ্ডিত হইয়াছে। কুবলয়ানন্দ বেঙ্কটপতির রাজ্যকালে রচিত হয়। সুতরাং ইহা ১৫৮৫—১৬১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছে।

২। **চিত্র-মীমাংসা**—এই গ্রন্থে অর্থচিত্র বিচার করা হইয়াছে। সবিস্তর উৎপ্রেক্ষা প্রকরণ পর্য্যন্ত এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। দীক্ষিত নিজেই

গ্রন্থশেষে বলিয়াছেন—"অপ্যর্ধচিত্রমীমাংসা ন মুদে কস্য মাংসলা। অনূরুরিব তীক্ষ্ণাংশোরর্ধেন্দুরিব ধূর্জটেঃ।" এই গ্রন্থের মত খণ্ডন জন্য পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ "চিত্রমীমাংসাখণ্ডন" নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। "চিত্রমীমাংসাখণ্ডন" সহ "চিত্রমীমাংসা" বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। বৃত্তি-বার্ত্তিকম্—এই গ্রন্থে অভিধা ও লক্ষণা এই দুই বৃত্তি বিচারিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পূর্ণ হয় নাই। কারণ প্রতিজ্ঞাত বিষয় ব্যঞ্জনাবৃত্তি নিরূপিত হয় নাই। এই পুস্তক বোম্বাই নির্ণয়-সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

৪। নাম-সংগ্রহ-মালা—ইহা অভিধানের মতন প্রবন্ধ গ্রন্থ। কবিদের মতানুসারী স্নেহ অনুরাগাদি পরস্পর পর্য্যায়াভাস শব্দগুলির ভেদের বিবরণ এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দীক্ষিত ইহার উপর নিজেই ব্যাখ্যা রচনা করেন। এই ব্যাখ্যা ও প্রবন্ধ কেবল নামে মাত্র প্রসিদ্ধ, বোধ হয় ইহাও পাওয়া যায় না।

ব্যাকরণ।

৫। নক্ষত্রবাদাবলী বা পাণিনিতন্ত্রবাদনক্ষত্র-বাদমালা—ইহা ক্রোড়পত্রের ন্যায় রচিত। ২৭টী সন্দিগ্ধ বিষয়ের বিচার ইহাতে আছে। ইহা স্বতন্ত্র গ্রন্থ এবং কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে।

৬। প্রাকৃত-চন্দ্রিকা—প্রাকৃত শব্দানুশাসন এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। ইহার উপর বৃত্তি ও উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইযাছে কিনা জানা যায় নাই।

মীমাংসা।

৭। চিত্রপুট—এই গ্রন্থখানির প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। গ্রন্থ দুর্লভ, কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।

৮। বিধি-রসায়ন—ইহা বিধিত্রয়ের বিচাররূপ পদ্যে লিখিত প্রবন্ধ। এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে।

৯। সুখোপযোজনী—ইহা বিধিরসায়নের ব্যাখ্যা। এই গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ ও অতি বিস্তৃত, তিন ভাগে ইহা বিভক্ত। কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে বিধিরসায়ন সহ এইগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

১০। উপক্রম-পরাক্রম—উপক্রম উপসংহার প্রভৃতি দেখিয়া শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিতে হয়। দীক্ষিত এই গ্রন্থে উপক্রমের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। বেদান্তে যেরূপভাবে উপক্রমের প্রাধান্য অনুসারে প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ণীত হইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। সটীক "উপক্রম-পরাক্রম" বেনারস সংস্কৃত সিরিজে কাশীধাম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 'উপক্রম' মীমাংসাশাস্ত্রের ন্যায়। উহা বেদান্তে কিরূপ প্রযোগ হইতে পারে তাহা এই গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করায়, মীমাংসা ও বেদান্ত উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হইতে পারে।

১১। বাদ-নক্ষত্র-মালা—ইহাতে পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তর মীমাংসার ২৭টী প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে। অনেক বিষয় যাহা পূর্ব্বে আলোচিত হয় নাই, এরূপ বিষয়ের অবতারণা করিয়া বিচার করা হইয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে নিজেও বলিয়াছেন ঃ—

> "তন্ত্রান্তরেষ্বনুপপাদিতমর্থজাতং
> যৎসিদ্ধবদ্ব্যবহৃতং ধ্বনিতং চ ভাষ্যে।
> তস্য প্রসাধনমিহ ক্রিয়তে নয়োক্ত্যা
> বালপ্রিয়েণ মৃদুবাদ কথাপথেন।"

এই গ্রন্থে প্রথমে পূর্ব্বমীমাংসার নাথাগ্নিহোত্র প্রভৃতি ৮টী বিষয় এবং জীবান্তর্যামী শক্তিবাদ প্রভৃতি বৈদান্তিক ১৯টী বিষয় আলোচিত হইয়াছে। দীক্ষিত এই গ্রন্থে একটী অভিনব বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, ভস্ম মাখা ও ত্রিপুণ্ড্রধারণ, এই সকল ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রভৃতিও ইহাতে নির্ণীত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

বেদান্ত।

১২। পরিমল—ব্রহ্মসূত্রে শাঙ্কর-ভাষ্যের ব্যাখ্যা ভামতী, ভামতীর ব্যাখ্যা কল্পতরু, এবং কল্পতরুর ব্যাখ্যা পরিমল। ভামতী ও কল্পতরুর গূঢ়ার্থ

বুঝিতে হইলে পরিমল একান্ত আবশ্যক। পরিমল প্রথমে কাশী বিজয়নগর-সিরিজে প্রকাশিত হয়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে ভামতীকল্পতরু সহ পরিমল প্রকাশিত হইয়াছে। পরিমলে মীমাংসা-দর্শনের ন্যায়গুলি যেমন আলোচিত হইয়াছে এমনটী আর কোথায়ও দৃষ্ট হয় না।

১৩। **ন্যায়রক্ষামণি**—ইহা ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের শাঙ্কর ভাষ্যানুযায়ী ব্যাখ্যা। এই নিবন্ধ অদ্বৈতমঞ্জরী সিরিজে কুম্বঘোণ (Kumbokonum) শ্রীবিদ্যা প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৪। **সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ**—ইহা অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মতবাদের অভিধান। ইহার উপরে অচ্যুত কৃষ্ণানন্দ তীর্থের কৃষ্ণালঙ্কার নামক টীকা আছে। চারিটী পরিচ্ছেদে এই গ্রন্থ সমাপ্ত। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কুম্ভঘোণ শ্রীবিদ্যা প্রেস হইতে অদ্বৈতমঞ্জরী সিরিজে সটীক সিদ্ধান্তলেশ প্রকাশিত হয়। কাশী চৌখাম্বা সিরিজেও ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা লোটাস লাইব্রেরীও বঙ্গাক্ষরে ইহা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

১৫। **মতসারার্থসংগ্রহ**—শঙ্কর, শ্রীকণ্ঠ, রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি আচার্য্যগণের মতবাদ অতি সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়াছে। ৭০টী শ্লোকে এই প্রবন্ধ সমাপ্ত। মধ্যভারতে এই প্রবন্ধের প্রচার আছে। দেবনাগর অক্ষরে এখনও ইহা প্রকাশিত হয় নাই।

শাঙ্কর মত।

১৬। **নয়মঞ্জরী**—ইহা শাঙ্করমতের প্রবন্ধ, কেবল নামমাত্র প্রসিদ্ধ। গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

মাধ্বমত।

১৭। **ন্যায়মুক্তাবলী**—এই পুস্তকে আনন্দতীর্থের (মধ্বাচার্য্যের) মতবাদ প্রপঞ্চিত হইয়াছে। ইহা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বোধহয় এখনও ইহা প্রকাশিত হয় নাই। এই গ্রন্থের উপর দীক্ষিত নিজেই ব্যাখ্যা প্রণয়ন

করিয়াছেন। ব্যাখ্যা অনতিবিস্তৃত। সমূল টীকা মধ্যভারতে প্রচারিত। বোধহয় দেবনাগর অক্ষরে এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

রামানুজমত।

১৮। নয়ময়ূখ-মালিকা—এই প্রবন্ধে রামানুজের অভিমত বিবৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রচার অতি কম। এখনও ইহা দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নাই।

শ্রীকণ্ঠমত।

১৯। শিবার্কমণিদীপিকা—ইহা শ্রীকণ্ঠ ভাষ্যের ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা পরিমলের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। কারণ পরিমলের পাঞ্চরাত্রাধিকরণে শিবার্কমণিদীপিকার উল্লেখ আছে। "প্রপঞ্চস্তমণিদীপিকায়াং দ্রষ্টব্যঃ।"* এস্থলে "মণিদীপিকা" শিবার্কমণিদীপিকাকেই বুঝাইতেছে। যদি চিন্নবোম্ম ও চিন্নটিম্ম অভিন্ন হন, তাহা হইলে মণিদীপিকা ১৫৭৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৮৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছে। শ্রীকণ্ঠের ভাষ্যসহ শিবার্কমণিদীপিকা ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে হালাস্যনাথ শাস্ত্রী মহোদয়ের সম্পাদনায় নির্ণয়সাগর প্রেসে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাত্র প্রথম অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া অবশিষ্টাংশ এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

২০। রত্নত্রয় পরীক্ষা—এই প্রবন্ধে শ্রীকণ্ঠের অভিমত বিবৃত হইয়াছে। হরিহর ও শক্তির উপাসনার বিষয় প্রপঞ্চিত আছে। বোধহয় দেবনাগর অক্ষরে এখনও এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই।

শৈবমত।

২১। মণিমালিকা—শিববিশিষ্টাদ্বৈতপর, হরদত্ত প্রভৃতি আচার্য্যের অভিমতানুযায়ী সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ। ইহা গদ্য ও পদ্যে লিখিত।

* নির্ণয়সাগর সংস্করণ ১৯১৭ খৃঃঅব্দের ৫৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২২। **শিখরিণীমালা**—এই প্রবন্ধ শিখরিণীচ্ছন্দে লিখিত। ৬৪টী শ্লোকে ইহা নিবদ্ধ। ইহাতে শিবের গুণোৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ দুইভাগে বিভক্ত। শ্রুতি, পুরাণ প্রভৃতির তাৎপর্য্য শিবপর, ইহাই এই প্রবন্ধে নির্ণীত হইয়াছে।

২৩। **শিবতত্ত্ববিবেক**—ইহা দীক্ষিতের প্রণীত উপরোক্ত শিখরিণীমালার সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ইহাতে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতির বাক্যবলে শিবের প্রাধান্য নির্ণীত হইয়াছে। শিবতত্ত্ববিবেক সহ শিখরিণীমালা কুম্ভঘোণ (Kumbokonum) শ্রীবিদ্যা প্রেস হইতে অদ্বৈতমঞ্জরী সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে।

২৪। **ব্রহ্মতর্কস্তব**—পুরাণ, ইতিহাস (মহাভারতাদি) প্রভৃতিতে শিবপর যে সকল বাক্য আছে, তাহার আলোচনা ও শিব-প্রাধান্য এই প্রবন্ধে নির্ণয় করা হইয়াছে। বসন্ততিলকচ্ছন্দে ইহা লিখিত হইয়াছে। দেবনাগর অক্ষরে এখনও ইহা প্রকাশিত হয় নাই।

২৫। **শিবকর্ণামৃতম্**—এই প্রবন্ধেও শিবের উৎকর্ষ স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

২৬। **রামায়ণ-তাৎপর্য্য-সংগ্রহ**—এই প্রবন্ধ গদ্য ও পদ্যে লিখিত। ইহাতেও শিবের উৎকর্ষ স্থাপিত হইয়াছে। বোধহয় দেবনাগর অক্ষরে এখনও ইহা প্রকাশিত হয় নাই।

২৭। **ভারততাৎপর্য্য-সংগ্রহ**—এই প্রবন্ধও গদ্য পদ্যময় এবং ইহাতে পূর্ব্ব প্রবন্ধের অনুরূপ শিবোৎকর্ষ স্থাপিত হইয়াছে। ইহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

২৮। **শিবাদ্বৈতবিনির্ণয়**—এই প্রবন্ধে শিবাদ্বৈত স্থাপিত হইয়াছে। ইহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

২৯। **শিবার্চ্চনা-চন্দ্রিকা**—শিবপূজার বিচার এই প্রবন্ধে করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধের উপর দীক্ষিত "বালচন্দ্রিকা" নামক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ দেবনাগর অক্ষরে এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

৩০। **শিবধ্যান-পদ্ধতি**—পুরাণ প্রভৃতি হইতে শিবের ধ্যান বিষয়ক বাক্যসমূহ আহরণ করিয়া এই প্রবন্ধে বিচার করা হইয়াছে। ইহা সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। দেবনাগর অক্ষরেইহা প্রকাশিত হইয়াছে কিনা জানা যায় নাই।

৩১। **আদিত্যস্তবরত্ন**—ইহা সূর্য্যস্তব ব্যপদেশে অন্তর্য্যামী শিবের স্তব। ইহার উপর বিবরণ নামক ব্যাখ্যা আছে।

৩২। **মধ্বতন্ত্রমুখমর্দ্দন**—এই প্রবন্ধে মধ্বাচার্য্যের মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। ভট্টোজিদীক্ষিতও স্বীয় "তত্ত্বকৌস্তুভ" নামক প্রবন্ধে এই প্রবন্ধ হইতে বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ পদ্যে লিখিত ও প্রসিদ্ধ। বোধহয় এখনও ইহা দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশিত হয় নাই। ইহার উপরে দীক্ষিত "মধ্বমতবিধ্বংসন" নামক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন।

৩৩। **যাদবাভ্যুদয়ের ভাষ্য**—বেদান্তদেশিক "যাদবাভ্যুদয়" নামক কাব্য রচনা করেন। সেই কাব্যের উপরে দীক্ষিত ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে ক্রমশঃ খণ্ডাকারে ইহা প্রকাশিত হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত শঙ্করত্নস্তব ও তাহার ব্যাখ্যা, শিবানন্দ লহরী, দুর্গাচন্দ্রকলা-স্তুতি ও তদ্ব্যাখ্যা, কৃষ্ণধ্যানপদ্ধতি ও তদ্ব্যাখ্যা, বরদরাজস্তব ও ব্যাখ্যা, আত্মার্পণ প্রভৃতি প্রবন্ধ দীক্ষিতের কীর্ত্তি।

দীক্ষিতের অন্যান্য গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইলে বহু ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যাইবে। বিশেষতঃ সাহিত্যেরও পুষ্টি সাধিত হইবে।

মন্তব্য।

অপ্পয়দীক্ষিত অদ্বৈত-বেদান্ত-রাজ্যে একজন প্রধান অমাত্য। অদ্বৈত-সিদ্ধিকার মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিয়াছেন।* লঘুচন্দ্রিকাকার ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী, সূত্র, ভাষ্য, ভামতী, কল্পতরু ও পরিমল এই পাঁচখানিকেই বেদান্ত নামে অভিহিত করিয়াছেন। পরিমল, সিদ্ধান্তলেশ ও শিবার্কমণিদীপিকা দীক্ষিতের অক্ষয়কীর্ত্তি। ভাষার মাধুর্য্যে, ভাবের গভীরতায় ও বিষয়ের বিন্যাসে দীক্ষিতের গ্রন্থ পৃথিবীর সাহিত্যে উচ্চতম স্থান পাইতে পারে। এরূপ দার্শনিক অন্তর্দ্দৃষ্টি বিরল। সর্ব্ব-তন্ত্র-স্বতন্ত্রতা ইহাতে পরিস্ফুট। দীক্ষিতকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ভারতমাতা রত্নগর্ভা। যে কোন

* মধুসূদন লিখিয়াছেন—"সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রৈর্ভামতীকার কল্পতরুকার পরিমলকারৈরিতি।"

নিরপেক্ষ সমালোচকই দীক্ষিতের গুণে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। দীক্ষিত বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায় সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র। তিনি দার্শনিকের চক্রবর্ত্তী, তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী।

বৈষ্ণবসম্প্রদায় অনেক বিষয় গোপনে রক্ষা করেন। শ্রীসম্প্রদায়ের "প্রপত্তি" সম্বন্ধে দীক্ষিতের বিবরণ সঠিক। ইহাতে কোন প্রকার ভুল ভ্রান্তি নাই। বোধহয় বৈষ্ণব বংশের সহিত সম্পর্কের জন্যই তিনি বৈষ্ণবমত বেশ জানিতে পারিয়াছিলেন। বেদান্তদেশিক শ্রীবৈষ্ণব। তাঁহার রচিত গ্রন্থের (যাদবাভ্যুদয়ের) ভাষ্য রচনা করিয়া স্বীয় অসাধারণ উদারতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

দীক্ষিতের আবির্ভাব-কাল ভারতের সাহিত্যক্ষেত্রে এক অভিনব যুগ। এই সময়ে ব্যাকরণ, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, দর্শন প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েরই উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ভট্টোজি দীক্ষিত ব্যাকরণে, পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ অলঙ্কারশাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। দীক্ষিতের সমসাময়িক আনন্দ রায় মখী "বিদ্যাপরিণয় ও জীবানন্দ" প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রণয়ন করেন। বালকবি "রত্নকেতূদয় ও সুভদ্রা পরিণয়" প্রভৃতি প্রবন্ধের কর্ত্তা। সার্ব্বভৌম "মল্লিকামারুত প্রকরণ" কর্ত্তা। রত্নখেট দীক্ষিত কবি, তাতার্য্য শ্রীবৈষ্ণব, চন্দ্রগিরি মহীপতির গুরু। অসাধারণ পণ্ডিত খণ্ডদেব মীমাংসক। তিনি ভাট্টকৌস্তভ, ভাট্টদীপিকা, ভাট্টরহস্য প্রভৃতি প্রবন্ধের প্রণেতা। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ, প্রাণাভরণ, রসগঙ্গাধরী, শশিসেনা, শব্দকৌস্তভশাণোত্তেজন, ভামিনীবিলাস, আসফখানবিলাস, মনোরমাকুচমর্দ্দন, চিত্রমীমাংসাখণ্ডন প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করেন। ভট্টোজি দীক্ষিত ব্যাকরণে সিদ্ধান্তকৌমুদী, শব্দকৌস্তভ, প্রৌঢ়মনোরমা, বৈয়াকরণ ভূষণ এবং বেদান্তে তত্ত্বকৌস্তভ ও বেদান্ততত্ত্ববিবেক-টীকা-বিবরণ রচনা করেন। সমরপুঙ্গব দীক্ষিত "যাত্রাপ্রবন্ধের" প্রণেতা। নীলকণ্ঠ দীক্ষিত নলচরিত, নীলকণ্ঠ বিজয়, শিবলীলার্ণব, শান্তিবিলাস, বৈরাগ্যশতক, সভারঞ্জন, কলিবিড়ম্বন, শিবোৎকর্ষমঞ্জরী, মীনাক্ষীশতক, শিবপুরাণ তামসত্বনিবারকরণ প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রণয়ন করেন। রাজচূড়ামণি কমলিনীকলহংস, আনন্দরাঘব, ভাবনাপুরুষোত্তম, ভৈষ্মীপরিণয়, কাব্যদর্পণ, তন্ত্রশিখামণি প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। বেঙ্কটাধ্বরী, তাতাচার্য্যের ভাগিনেয়। তিনি উত্তরচম্পূ, হস্তিগিরিচম্পূ, বিশ্বগুণাদর্শ, লক্ষ্মীসহস্র, প্রদ্যুম্নানন্দ নাটক প্রভৃতি প্রবন্ধ-কর্ত্তা। পরমহংস

সদাশিবেন্দ্র অদ্বৈতবিদ্যাবিলাস, বোধার্য্যাত্মনির্ব্বেদ, গুরুরত্নমালিকা, ব্রহ্ম-কীর্ত্তন-তরঙ্গিনী প্রভৃতি প্রবন্ধের প্রণেতা।

এই সকল সমসাময়িক কবি ও দার্শনিকগণ দীক্ষিতের যুগকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। দার্শনিক সাহিত্যক্ষেত্রে দীক্ষিত অদ্বিতীয়। বোধহয় একমাত্র বাচস্পতি মিশ্রের সহিত দীক্ষিতের তুলনা হইতে পারে। দীক্ষিত একাধারে আলঙ্কারিক, বৈয়াকরণ, মীমাংসক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক। তিনি যাদবাভ্যুদয়ের ব্যাখ্যায় নিজের অসামান্য সাহিত্য-রসিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। দীক্ষিতের ন্যায় অসামান্য সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা পৃথিবীতে বিরল। বিরুদ্ধ-ভাবের এরূপ সমন্বয় বোধহয় "কোটিষ কোটিষ কোটিষ বিরলঃ।"

আচার্য্য ভট্টোজি-দীক্ষিত।

(শাঙ্করদর্শন, ১৬ শতাব্দী)

ভট্টোজি বেদান্তে দীক্ষিতের শিষ্য। তিনি "প্রক্রিয়াপ্রকাশ"কার কৃষ্ণ-দীক্ষিতের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। ভট্টোজির প্রতিভা অসামান্য। তিনি "মনোরমায়" গুরুর মত খণ্ডন করেন এবং বিচার সভায় পণ্ডিতরাজ জগন্নাথকে ম্লেচ্ছ বলিয়াছিলেন, তৎফলে পণ্ডিতরাজ তাঁহার জাতশত্রু হন। পণ্ডিতরাজ তাঁহার মতখণ্ডন মানসে "মনোরমা-কুচমর্দ্দন" নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। জগন্নাথ কৃষ্ণদীক্ষিতের পুত্র বীরেশ্বর দীক্ষিতের শিষ্য।

দীক্ষিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ভট্টোজি তাঁহার নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। কাশীধামেই তাঁহার অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়। তিনি পাণিনি-সূত্রের বৃত্তি "সিদ্ধান্তকৌমুদী" এবং কৌমুদীর ব্যাখ্যা "প্রৌঢ়মনোরমা" রচনা করেন। মনোরমার উপর নানা টীকা প্রণীত হইয়াছে। শব্দরত্ন মনোরমার টীকা, ভৈরবী আবার শব্দরত্নের টীকা। মনোরমার অন্য টীকা কল্পলতা। সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর উপর জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতীর ব্যাখ্যা আছে। সিদ্ধান্তকৌমুদী ও মনোরমার নানারূপ সংস্করণ আছে।

শব্দকৌস্তুভে দীক্ষিত পাতঞ্জল মহাভাষ্যের প্রতিপাদ্য বিষয় যুক্তি-প্রযুক্তি-বলে সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহা অতি বিস্তৃত গ্রন্থ। কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বৈয়াকরণভূষণও ব্যাকরণের গ্রন্থ। তিনি তত্ত্বকৌস্তুভে অদ্বৈতমত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। তত্ত্বকৌস্তুভ শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। এই গ্রন্থ কেরলি বেঙ্কটেন্দ্রের আদেশে লিখিত হয়।* এই গ্রন্থে দ্বৈতবাদীর মত নিরস্ত হইয়াছে। শব্দকৌস্তুভ যেরূপ পাণিনির টীকা, তত্ত্বকৌস্তুভও সেইরূপ শাঙ্করভাষ্যের বিবৃতি।† বেদান্ত-তত্ত্ববিবেক-টীকা-বিবরণ অদ্বৈতবাদের প্রবন্ধ। এখনও ইহা প্রকাশিত হয় নাই।

দার্শনিক মতে ভট্টোজি অদ্বৈতবাদী, ব্যাকরণ শাস্ত্রে ভট্টোজির গ্রন্থ অতি প্রামাণিক। সিদ্ধান্তকৌমুদী ও মনোরমার অনেকানেক টীকাই ইহার প্রমাণ। কৃষ্ণমিশ্র মনোরমার উপর কল্পলতা নামক টীকা প্রণয়ন করেন। কলিকাতায় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় "সরলা" নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সংস্করণে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

আচার্য্য সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র।

(ষোড়শ শতাব্দী)

সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী দীক্ষিতের সমসাময়িক। ইনি সন্ন্যাসী ছিলেন। কাঞ্চী কামকোটী পীঠের তিনি পীঠাধীশ ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। ইঁহার রচিত "গুরুরত্নমালিকায়" ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার অদ্বৈতানন্দের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্বৈতানন্দ কাঞ্চীর পীঠাধীশ ছিলেন।

---

* তত্ত্বকৌস্তুভের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন :—

"কেরলি বেঙ্কটেন্দ্রস্য নিদেশাদ্বিদুষাং মুদে।
ধ্বান্তোচ্ছিত্ত্যৈ পটুতরস্তন্যতে তত্ত্বকৌস্তুভঃ॥"

† গ্রন্থারম্ভে পাওয়া যায় :—

"ফণি ভাষিত ভাষ্যাব্ধেঃ শব্দকৌস্তুভ উদ্ধৃতঃ।
শাঙ্করাদথভাষ্যাব্ধেস্তত্ত্বকৌস্তুভমুদ্ধরে॥"

সদাশিব অদ্বৈতবিদ্যাবিলাস, বোধার্য্যাত্মনির্ব্বেদ, গুরুরত্নমালিকা, ব্রহ্মকীর্ত্তন-তরঙ্গিনী প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিতে হইলে এই সকল প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইলে ঐতিহাসিক তথ্যও আবিষ্কৃত হইতে পারে।

সদাশিব অদ্বৈতবাদী। তিনি নির্গুণ ব্রহ্মবাদ প্রতিপন্ন করিবার জন্যই গ্রন্থরাজি বিরচন করিয়াছেন। ইনি শঙ্করকে অনুসরণ করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার মত শাঙ্করমতেরই অনুরূপ।

আচার্য্য নীলকণ্ঠ সূরি।

(১৬শ শতাব্দী)

আচার্য্য নীলকণ্ঠ মহাভারতের টীকাকার। মহারাষ্ট্র দেশে ইহার জন্ম। গোদাবরীর পশ্চিম তীরে কূর্পর নামক স্থানে নীলকণ্ঠ বাস করিতেন। বার্ণেলসাহেব (Burnell) বলেন—নীলকণ্ঠ ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। নীলকণ্ঠ অদ্বৈতবাদী এবং অদ্বৈতপক্ষেই মহাভারত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গীতা ব্যাখ্যার (চতুর্ধরী) প্রারম্ভে তিনি নিজ ব্যাখ্যাকে সম্প্রদায়ানুমত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, যথা—

"প্রণম্য ভগবৎপাদান্ শ্রীধরাদীংশ্চ সদ্গুরূন্।
সম্প্রদায়ানুসারেণ গীতাব্যাখ্যাং সমারভে ॥"

তিনি শঙ্কর ও শ্রীধর প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়াছেন ও সম্প্রদায়ানুসারে ব্যাখ্যাও করিয়াছেন, সুতরাং তিনি অদ্বৈতবাদী।

নীলকণ্ঠ চতুর্ধর বংশে জন্মলাভ করেন। তাঁহার পিতার নাম গোবিন্দ-সূরি। নীলকণ্ঠকৃত মহাভারতের ব্যাখ্যার নাম "ভারতভাবদীপ"। নীলকণ্ঠ গীতার ব্যাখ্যার কোন কোন স্থলে শাঙ্করভাষ্য অতিক্রমও করিয়াছেন। ধনপতি সূরি তাঁহার ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকায় সেই সকল স্থল অনুবাদ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। ব্যাখ্যায় সামান্য পার্থক্য থাকিলেও নীলকণ্ঠের মত শঙ্করের অনুরূপ। নীলকণ্ঠের টীকা সহ মহাভারত ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে বোম্বাইতে

মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণ অনেকবার মুদ্রিত হইয়াছে। তেলেগু অক্ষরে চারি খণ্ডে নীলকণ্ঠের টীকা সহ মহাভারত মান্দ্রাজে ১৮৫৫—১৮৬০ খৃঃ অব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। নীলকণ্ঠের পূর্ব্বে অর্জ্জুন মিশ্র নামক একজন মহাভারতের টীকাকার ছিলেন। নীলকণ্ঠ কোন কোনও স্থলে অর্জ্জুনমিশ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। নীলকণ্ঠ ও অর্জ্জুন মিশ্রের টীকা সহ মহাভারত কলিকাতায় ১৮৭৫ খৃঃঅব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। নীলকণ্ঠের গীতার টীকা অনেক সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। দামোদর মুখোপাধ্যায়ের গীতার সংস্করণে ও নির্ণয়সাগর প্রেসের সংস্করণে নীলকণ্ঠের টীকা প্রকাশিত হইয়াছে।

নীলকণ্ঠ বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে কোনও প্রবন্ধ লিখেন নাই, কিন্তু গীতার টীকা রচনা করায় তাঁহাকে বৈদান্তিক আচার্য্যরূপে গ্রহণ করাই শোভন ও সঙ্গত।

আচার্য্য সদানন্দ যোগীন্দ্র।

(১৬ শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ)

আচার্য্য সদানন্দ যোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অবতীর্ণ হন। "বেদান্তসার" তাঁহার কীর্ত্তি। এরূপ সরল প্রকরণগ্রন্থ অতি বিরল। সদানন্দের কাল যোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগ। টীকাকার নৃসিংহ সরস্বতী যোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বেদান্তসারের টীকা "সুবোধিনী" প্রণয়ন করেন। নৃসিংহ সরস্বতী "সুবোধিনীর" সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন—

"জাতে পঞ্চশতাধিকে দশশতে সংবৎসারাণাং পুনঃ।
সঞ্জাতে দশবৎসরে প্রভুবর শ্রীশালিবাহে শকে॥
প্রাপ্তেদুর্ম্মুখ বৎসরে শুভশুচৌ মাসেঽনুমত্যাংতিথৌ।
প্রাপ্তে ভার্গববাসরে নরহরি টীকাং চকারোজ্জ্বলাম্॥"

এই শ্লোকে দেখিতে পাই সুবোধিনী ১৫১৮ শকাব্দায় বিরচিত হয়। শকাব্দা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত হওয়ায় খৃষ্টীয় যোড়শ শতাব্দীর অন্তেই "সুবোধিনী" রচিত হইয়াছে, ইহা সুস্থিত। বেদান্তসারের অন্য টীকাকার মীমাংসক আপদেব। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। রামতীর্থস্বামীও

অন্যতম টীকাকার, তাঁহার অবস্থিতি কালও সপ্তদশ শতাব্দী বলিয়া অনুমিত হয়। সদানন্দ অবশ্যই সুবোধিনীকার নৃসিংহ সরস্বতীর পূর্ব্ববর্ত্তী। বেদান্তসারে পঞ্চদশী হইতে বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, সুতরাং ইহা বিদ্যারণ্যের পরবর্ত্তী। চতুর্দ্দশ শতাব্দী বিদ্যারণ্যের কাল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বেদান্তসার রচিত হইলে সম্ভবতঃ অপ্পয়দীক্ষিতের সিদ্ধান্তলেশে ইহার উল্লেখ থাকিত। সপ্তদশ শতাব্দীতে বেদান্তসারের যেরূপ প্রাধান্য হইয়াছে, তাহাতে পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত হইলে, সম্ভবতঃ দীক্ষিত সদানন্দের মতও সিদ্ধান্তলেশে সন্নিবেশিত করিতেন। তাঁহার নামোল্লেখ উক্ত গ্রন্থে অবশ্য থাকিত। আমাদের বিবেচনায় সদানন্দের অবস্থিতি কাল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ (১৫০০—১৫৫০)। ইহার অন্য হেতুও আছে—সদানন্দ প্রণীত একখানি শঙ্করবিজয় আছে। মাধবের শঙ্করবিজয় প্রথম রচিত, তৎপরে আনন্দগিরির শঙ্করবিজয় রচিত হয়, তৎপরে চিদ্বিলাস শঙ্করবিজয় রচনা করেন এবং চিদ্বিলাসের পরে সদানন্দের শঙ্করবিজয় রচিত। আনন্দগিরির অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ শতাব্দী, সুতরাং সদানন্দের স্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ বলিয়াই অনুমিত হয়। সিদ্ধান্তলেশে আনন্দগিরি-কৃত শঙ্করবিজয়ের উল্লেখ আছে।

সদানন্দ অদ্বৈতবাদী এবং তৎপ্রণীত "বেদান্তসার" একখানি প্রকরণ গ্রন্থ। এরূপ সরল প্রকরণগ্রন্থ অদ্বৈত-বেদান্তে বিরল। বিষয়ের সন্নিবেশে ও ভাষার মাধুর্য্যে গ্রন্থ অতীব উপাদেয় হইয়াছে। সদানন্দের মত শঙ্করের অনুরূপ।* ম্যাক্ডোনেল সাহেব লিখিয়াছেন—"সদানন্দ যোগীন্দ্রকৃত বেদান্তসার শাঙ্করমতে বেদান্তের সংগ্রহ। গ্রন্থকার সদানন্দ যে যে বিশেষ বিশেষ অংশে শঙ্করের মত অতিক্রম করিয়াছেন, সে সকল স্থলে সাংখ্যমতের অনুপ্রবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।"

আমরা কিন্তু বেদান্তসারে সাংখ্যমতবাদের গন্ধও পাই নাই। কেমন করিয়া ম্যাক্ডোনেল সাহেব সাংখ্যমতের চিহ্ন পাইলেন তাহা বুঝা যায় না। বোধহয়

---

* Mc. Donell সাহেব তৎকৃত History of Sanskrit Literature নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—"An excellent epitome of the teachings of the Vedanta, as set forth by Sankara, is the Vedantasara of Sadananda Yogindra. Its author departs from Sankara's views only in a few particulars, which show an admixture of Sankhya doctrine."
(See S. L. 1913 Ed. 402 P.)

তিনি সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের উল্লেখ দেখিয়াই সাংখ্যমতের চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মায়া বা প্রকৃতিকে শঙ্করও ত্রিগুণময়ী বলিয়াছেন। সাংখ্যের ত্রিগুণ বৈদান্তিকের অনুমোদিত। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর লিখিয়াছেন—"প্রকৃতিং স্বাং মম বৈষ্ণবীং মায়াং ত্রিগুণাত্মিকাং যস্যা বশে সর্ব্বং জগৎ বর্ত্ততে, যয়া মোহিতঃ সন্ স্বমাত্মানং বাসুদেবং ন জানাতি, তাং প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় বশীকৃত্য * * ইত্যাদি।"

শঙ্করও মায়াকে ত্রিগুণাত্মিকা সত্ত্বরজস্তমোময়ী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং বেদান্তসারকার সদানন্দ শাঙ্করমত অতিক্রম করেন নাই। এস্থলে ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব ভুল করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

সদানন্দকৃত শঙ্করবিজয়ে আচার্য্য শঙ্করের জীবনলীলা বর্ণিত হইয়াছে। তৎপ্রণীত বেদান্তসারের নানারূপ সংস্করণ হইয়াছে। নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে কর্ণেল জ্যাকব (Col. Jacob) সাহেবের ৩য় সংস্করণ ১৯১৬ খৃঃ অব্দে টীকাদ্বয় সহ প্রকাশিত হইয়াছে। আপদেব কৃত টীকাসহ বেদান্তসার শ্রীরঙ্গম্ বাণীবিলাস প্রেস হইতে ১৯১১ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতায় জীবানন্দ বিদ্যাসাগরেরও এক সংস্করণ আছে, ইহাতে সুবোধিনী ও রামতীর্থের বিদ্বন্মনোরঞ্জনী টীকা আছে। কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ও বঙ্গানুবাদ সহ সটীক বেদান্তসার প্রকাশ করেন।

বেদান্তসার যে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল ও প্রামাণিক গ্রন্থরূপে অঙ্গীকৃত হইত, এতগুলি টীকাই তাহার নিদর্শন। মীমাংসক আপদেব ইহার টীকা প্রণয়ন করিয়াও গ্রন্থের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

আচার্য্য নৃসিংহ সরস্বতী।

(১৬শ শতাব্দীর শেষভাগ)

নৃসিংহ সরস্বতী সদানন্দের বেদান্তসারের টীকাকার। সুবোধিনী টীকা ১৫১৮ শকে অর্থাৎ ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। নৃসিংহ ভগবানের

প্রেরণায় কাশীক্ষেত্রে স্বীয় সুবোধিনী টীকা প্রণয়ন করেন! তিনি সুবোধিনীর সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন ঃ—

"গোবর্দ্ধনপ্রেরণয়া বিমুক্তক্ষেত্রে পবিত্রে নরসিংহযোগী।
বেদান্তসারস্য চকার টীকাং সুবোধিনীং বিশ্বপতেঃ পুরস্তাৎ ॥"

সুবোধিনীর ভাষার চাতুর্য্য অদ্ভুত। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্থানবিশেষ উদ্ধৃত করা হইল, যথা ঃ—

"ইহ খলু কশ্চিন্মহাপুরুষো নিত্যাধ্যয়ন-বিধ্যধীত-সকল-বেদরাশীনাং চিন্মাত্রাশ্রয়-তদ্রূপাদ্বয়ানন্দ-বিষয়ানাদ্যনির্ব্বচনীয়-ভাবরূপাজ্ঞান-বিলসিতানন্ত-ভবানুষ্ঠিতকাম্য-নিষিদ্ধ-বর্জ্জিত-নিত্য-নৈমিত্তিক-প্রায়শ্চিত্তোপাসনা-কর্ম্মভিঃ-সম্যক্ প্রসন্নেশ্বরাণামিষ্টিকাচূর্ণাদি-সংঘর্ষিতাদর্শতলবদতিনির্ম্মলাশয়ানাং, নলিনী-দলগত-জলবিন্দুবদ্ হিরণ্যগর্ভাদি স্তম্বপর্য্যন্তং জীবজাতং, স্বাত্মবন্মৃত্যোরাস্যান্ত-র্গতং, ক্ষণভঙ্গুরং তাপত্রয়াগ্নি-সন্দহ্যমানমনিশমাত্মন্যনুপশ্যতামতিবিবেকিনামতএব ঐহিক-স্রক্চন্দনাদি-বিষয়ভোগেভ্যঃ আমুষ্মিক হৈরণ্যগর্ভাদ্যমৃতভোগেভ্যশ্চ বান্তাশন ইব অতি নির্ব্বিন্ন-মানসানাং, শমাদি-সাধন-সম্পন্নানামপাতোঽধিগতা-খিল বেদার্থত্বাদ্ দেহাদ্যহঙ্কারপর্য্যন্ত-জড়পদার্থ তদ্বিলক্ষণ স্বপ্রকাশস্বরূপে প্রত্যগাত্মনি ব্রহ্মানন্দত্বে সংশয়াপন্নানাং তজ্জিজ্ঞাসূনামল্পশ্রবণেন মূলাজ্ঞান-নিবৃত্তি-পরমানন্দাবাপ্তি-সিদ্ধয়ে প্রকরণমারভমাণঃ সমাপ্তিপ্রচয়গমনাদিফলক শিষ্টাচার-পরিপ্রাপ্তেষ্ট দেবতা-নমস্কার-লক্ষণ-মঙ্গলাচরণস্যাবশ্যকর্ত্তব্যতাং প্রদর্শয়ন্ লক্ষণয়ানুবন্ধচতুষ্টয়ং নিরূপয়ন্ পরমাত্মানং নমস্কুরুতেঽখণ্ডমিত্যাদিনা।"

এই বাক্যেই তিনি বেদান্তের তাৎপর্য্য নিবেশিত করিয়াছেন। ভাষা ও ভাবে নিবন্ধ অতি মনোজ্ঞ হইয়াছে। ইহাতে নৃসিংহের দার্শনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। নৃসিংহের গুরুর নাম কৃষ্ণানন্দ স্বামী।

দোদ্দয় মহাচার্য্য রামানুজ দাস।

(রামানুজ দর্শন—১৬শ শতাব্দী)

দোদ্দয়াচার্য্য বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথের "শতদূষণী" নামক প্রবন্ধের টীকাকার। চণ্ডমারুত প্রভৃতি টীকা ইহার রচিত। ইনি রামানুজ-

মতাবলম্বী। মহাচার্য্য অপ্পয়দীক্ষিতের সমসাময়িক। বাধূলকুল-ভূষণ শ্রীনিবাসাচার্য্য ইহার গুরু। তাঁহার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াই মহাচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হন। বেদান্তাচার্য্যের প্রতি ইঁহার ভক্তি প্রগাঢ়। ইহার জন্মস্থান শোলিঙ্গুর। তিনি চণ্ডমারুতের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

"অব্যাজসৌহৃদমশেষজনেষু সাক্ষাৎ
নারায়ণো নরবপুর্গুরুরিত্যৃষীণাম্।
বাচং সমর্থয়িতুমচ্যুতমেব জাতং
শ্রীশ্রীনিবাস গুরুবেশমহং ভজামি॥"

মহাচার্য্যের গ্রন্থের বিবরণ।

১। **চণ্ডমারুত**—শত দূষণীতে বেঙ্কটনাথ যেরূপ অসাধারণ দার্শনিকতার পরিচয় দিয়াছেন, মহাচার্য্যও তৎপ্রণীত "চণ্ডমারুত" প্রণয়নে দার্শনিক সূক্ষ্ম দৃষ্টির সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। চণ্ডমারুত কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটী হইতে বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা সিরিজে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখনও ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই। আনন্দ চার্লু মহোদয় ইহার সম্পাদক ছিলেন। ১৯০৩—১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দুই খণ্ড প্রকাশিত হইয়া আর প্রকাশিত হয় নাই। ইহা দুঃখের বিষয়। সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। কাঞ্চী হইতেও এক সংস্করণ (অসম্পূর্ণ) প্রকাশিত হইতেছে। মহাচার্য্য চণ্ডমারুত ব্যতীত আরও বহু প্রবন্ধ রচনা করেন।

২। **অদ্বৈতবিদ্যা-বিজয়**—এই প্রবন্ধে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের মত সকল খণ্ডন করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনটী পরিচ্ছেদ আছে। প্রথমে, প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব ভঙ্গ, দ্বিতীয়ে, জীবেশ্বরৈক্য ভঙ্গ এবং তৃতীয়ে অখণ্ডার্থ ভঙ্গ আলোচিত ও সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। প্রধানতঃ অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের জন্য প্রবন্ধ রচিত হইলেও প্রসঙ্গ ক্রমে দ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। (১)

৩। **পরিকর-বিজয়**—এই প্রবন্ধে বিশ্বাসী বিষ্ণুভক্ত শ্রীবৈষ্ণবের লক্ষণাবলী নির্ণীত ও বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। (২)

৪। **পারাশর্য্য-বিজয়**—এই নিবন্ধে বিশিষ্টাদ্বৈত-মত সমর্থিত হইয়াছে। এই নিবন্ধে ব্রহ্মসূত্র বিশিষ্টাদ্বৈতপর ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (৩)

৫। **ব্রহ্মবিদ্যা-বিজয়**—এই প্রবন্ধে উপনিষদ্-বেদ্য পরমাত্মার সহিত বিষ্ণুর অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। আচার্য্য এই প্রবন্ধে যুক্তি জালের অবতারণা করিয়া বিষ্ণুর পরব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। (৪)

৬। **ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যোপন্যাস**—রামানুজের শ্রীভাষ্যের উপরে এই নিবন্ধ রচিত হইয়াছে। এই নিবন্ধেও তর্কজালের সৃষ্টি করিয়া পর-মত খণ্ডন পূর্ব্বক রামানুজ-মত স্থাপন করিয়াছেন। (৫)

৭। **বেদান্ত-বিজয়**—এই প্রবন্ধ পাঁচটী উল্লাসে বিভক্ত। প্রথম উল্লাসের নাম "গুরূপসদন-বিজয়"। এই অংশে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্যের আচার নির্ণীত হইয়াছে। শিষ্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া গুরুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে তাহাই এই অংশে নির্ণীত ও বিচার করা হইয়াছে। (৬) বেদান্তবিজয়ের পঞ্চম উল্লাসের নাম "বিজয়োল্লাস"। এই খণ্ডে বিশিষ্টাদ্বৈত মতানুসারে বিষ্ণুর পরব্রহ্মত্ব নির্ণীত হইয়াছে। (৭)

৮। **সদ্‌বিদ্যা-বিজয়**—এই প্রবন্ধে মহাচার্য্য অবিদ্যার সত্তা অস্বীকার ও নিরসন করিয়াছেন। সদ্‌বিদ্যা বিজয় এখন পর্য্যন্ত দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হয় নাই। (৮)

ইহাতে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলি বিচারিত হইয়াছে—

১। অবিদ্যাশ্রয় ভঙ্গ।
২। অবিদ্যা লক্ষণ ভঙ্গ।
৩। অবিদ্যা প্রকাশ ভঙ্গ।
৪। অবিদ্যা নিবর্ত্তক ভঙ্গ।
৫। অবিদ্যা নিবৃত্তি ভঙ্গ।

---

(১) Madras Govt. Oriental Manuscript Library Catalogue. vol x নং ৪৮৫০—৪৮৫১পৃঃ, ৩৬৩৯—৩৬৪০ দ্রষ্টব্য।

(২) M. G. O. M. L Cat. vol x নং ৪৯২৭ পৃঃ ৩৭১৯ দ্রষ্টব্য।

(৩) M. G. O. M. L. Cat. vol x নং ৪৯২৮ পৃঃ ৩৭২১ দ্রষ্টব্য।

(৪) M. G. O. M. L. Cat. vol x নং ৪৯৪০ পৃঃ ৩৭৩৪ দ্রষ্টব্য।

(৫) M. G. O. M. L. Cat. vol x নং ৪৯৭৬ পৃঃ ৩৭৬২ দ্রষ্টব্য।

(৬) M. G. O. M. L. Cat. vol x নং ৫০১৯ পৃঃ ৩৮০৩ দ্রষ্টব্য।

(৭) M. G. O. M. L. Cat. vol x নং ৫০২০ পৃঃ ৩৮০৪ দ্রষ্টব্য।

(৮) M. G. O. M. L. Cat. vol x নং ৫০৫৭ পৃঃ ৩৮৩৩ দ্রষ্টব্য।

৯। **উপনিষদ্ মঙ্গলদীপিকা**—ইহা উপনিষদ্‌বাক্য সকলের ব্যাখ্যা। এই প্রবন্ধ রচনা করিয়া মহাচার্য্য রামানুজের মত সুদৃঢ় করিয়াছেন। মহাচার্য্যের গ্রন্থ রামানুজ-মতে বেশ প্রামাণিক।

মতবাদে মহাচার্য্য রামানুজের অনুসরণ করিয়া শাঙ্করমত নিরসনের চেষ্টা করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ মায়া বা অবিদ্যাকে বস্তুতঃ সৎরূপে গ্রহণ না করিলেও ইহার সত্তা একেবারে অপহ্নব করেন নাই, মায়াকে অনির্ব্বাচ্য বলিয়াছেন। কিন্তু মহাচার্য্যের মতে অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ মায়াকে পদার্থরূপে স্বীকার করিয়াছেন।

সুদর্শন গুরু।

(১৬শ—১৭শ শতাব্দী)

সুদর্শন গুরু মহাচার্য্যের শিষ্য; অতএব সমসাময়িক। মহাচার্য্য ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীতেও বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং সুদর্শন ষোড়শের শেষভাগে অবির্ভূত হন। সুদর্শন মহাচার্য্যকৃত বেদান্ত বিজয়ের ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। এই ব্যাখ্যার নাম "মঙ্গলদীপিকা"। এই টীকা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। * সুদর্শনের মতের কোন বৈশিষ্ট্য নাই। তিনি রামানুজের মতের প্রতিষ্ঠার জন্যই টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

আচার্য্য ব্যাসরাজ স্বামী।

স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ।

(পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শন—১৬শ শতাব্দী)

আচায্য ব্যাসরাজ মধ্বমতাবলম্বী। শ্রীমদ্ ব্রহ্মণ্যতীর্থ ইঁহার গুরু ছিলেন। জয়তীর্থাচার্য্যের "বাদাবলী" অনুসরণ করিয়া ব্যাসরাজ স্বীয় প্রবন্ধ "ন্যায়ামৃত" রচনা করেন। পাণ্ডিত্যের হিসাবে ব্যাসরাজ অদ্বিতীয়। তিনি গ্রন্থ

* M. G. O. M. L. Cat. vol. x নং ৫০২১ পৃঃ ৩৮০৬ দ্রষ্টব্য।

বিরচনে অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সেই জন্যই তাঁহার গ্রন্থগুলিকে "ব্যাসত্রয়ম্" বলা হয়। ব্যাসরাজ জয়তীর্থাচার্য্যের পরবর্ত্তী, সুতরাং পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে তাঁহার আবির্ভাব হয়। প্রবাদ আছে, মধুসূদন সরস্বতী যখন তাঁহার "ন্যায়ামৃত" অদ্বৈতসিদ্ধিতে খণ্ডন করেন, তখন ব্যাসরাজ বৃদ্ধ। মধুসূদন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। সম্ভবতঃ মধুসূদন সম্রাট্ শাহজাহানের সমসাময়িক। মধুসূদন অপ্পয়দীক্ষিতের নামোল্লেখ অদ্বৈতসিদ্ধিতে করিয়াছেন। * দীক্ষিতের অল্প পরেই মধুসূদনের আবির্ভাব। ব্যাসরাজ স্বীয় শিষ্য ব্যাসরামাচার্য্যকে মধুসূদনের নিকট প্রেরণ করেন। ব্যাসরাম মধুসূদনের শিষ্য হন এবং শেষে "তরঙ্গিনী" রচনা করিয়া মধুসূদনের মত খণ্ডন করেন, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। বোধ হয় এই ইতিবৃত্ত সত্যমূলক। ব্যাসরাজ জয়তীর্থের পরবর্ত্তী ও মধুসূদনের পূর্ব্ববর্ত্তী, সুতরাং তাঁহার কাল ষোড়শ শতাব্দী সুস্থিত। তিনি আনন্দতীর্থকে (মধ্বাচার্য্য) ন্যায়ামৃতের মঙ্গলাচরণে প্রণাম করিয়া পরে জয়তীর্থকেও প্রণাম করিয়াছেন, যথা—

"অভ্রমং ভঙ্গরহিতমজড়ং বিমলং সদা।
আনন্দতীর্থমতুলং ভজে তাপত্রযাপহং॥" (১।১, পৃঃ ২।)

"চিত্রৈঃ পদৈশ্চগম্ভীরৈর্ব্বাক্যৈর্মানৈরখণ্ডিতৈঃ।
গুরুভাবং ব্যঞ্জয়ন্তী ভাতি শ্রীজয়তীর্থবাক্॥" (১।১, পৃঃ ৩।)

জয়তীর্থের "বাদাবলী" অনুসরণ করিয়া ব্যাসরাজ "ন্যাযামৃত" প্রণয়ন করেন, সুতরাং ব্যাসরাজের কাল ষোড়শ শতাব্দী এ বিষয়ে সংশয় নাই। "ন্যায়ামৃতের" প্রারম্ভে স্বীয় গুরুর নামোল্লেখ ও বন্দনা করিয়াছেন, যথা—

"সমুৎসার্য্য তমঃ স্তোমং সন্মার্গং সম্প্রকাশ্য চ।
সদা বিষ্ণুপদাসক্তং সেবে ব্রহ্মণ্যভাস্করম্॥"

শ্রীমদ্ ব্রহ্মণ্যতীর্থ তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের গুরু। লক্ষ্মীনারায়ণ মুনি তাঁহার বিদ্যাগুরু। "ন্যায়ামৃতের" প্রারম্ভে ব্যাসরাজ লিখিয়াছেন—

* সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্রৈর্ভামতীকার কল্পতরুকার পরিমলকারৈঃ ইত্যাদি। (অদ্বৈতসিদ্ধি)

"জ্ঞানবৈরাগ্য ভক্ত্যাদি কল্যাণগুণশালিনঃ।
লক্ষ্মীনারায়ণমুনীন্ বন্দে বিদ্যাগুরূন্ মম॥"

ব্যাসরাজ স্বামী "ন্যায়ামৃত" ও জয়তীর্থাচার্য্যকৃত তত্ত্বপ্রকাশিকার বৃত্তি "তাৎপর্য্য-চন্দ্রিকা" ও "ভেদোজ্জীবন" নামক প্রবন্ধের কর্ত্তা।

ব্যাসরাজ স্বামীর গ্রন্থের বিবরণ।

১। **ন্যায়ামৃত**—এই গ্রন্থে প্রধানতঃ শাঙ্করমত খণ্ডনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। রামানুজের মত খণ্ডনের প্রচেষ্টাও ইহাতে আছে। ব্যাসরাজ স্বামী "আনন্দতারতম্য-বাদ" প্রসঙ্গে রামানুজ-মত খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে রামানুজীয় মত প্রকৃতরূপে অনুবাদ করিতে পারেন নাই। ন্যায়ামৃত চারি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। প্রথমে সমন্বয়, দ্বিতীয়ে অবিরোধ, তৃতীয়ে সাধন ও চতুর্থে ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ মধ্ববিলাস বুক্ ডিপো হইতে টি, আর, কৃষ্ণাচার্য্য মহোদয়ের সম্পাদনায় ১৮২৯ শকাব্দায় অর্থাৎ ১৯০৮ সনে প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্বে মধ্ববিলাস বুক্ ডিপো কুম্ভঘোণে (Kumbokonam) স্থাপিত ছিল। এখন ইহা মান্দ্রাজে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ন্যায়ামৃতের উপর শ্রীনিবাসতীর্থের বৃত্তি আছে। মধুসূদন সরস্বতী "ন্যায়ামৃত" খণ্ডন করিলে ব্যাসরামাচার্য্য ন্যায়ামৃতের ব্যাখ্যারূপে "তরঙ্গিনী" প্রণয়ন করেন।

২। **তাৎপর্য্য-চন্দ্রিকা**—ইহা জয়তীর্থাচার্য্য-কৃত "তত্ত্বপ্রকাশিকার" বৃত্তি। বৃত্তি হইলেও এই নিবন্ধে ব্যাসরাজ নানারূপ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। ইহাতে মৌলিকতাও আছে। এই নিবন্ধ ব্যাসরাজের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক। ইহা মধ্ববিলাস বুক্ডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। **ভেদোজ্জীবন**—এই প্রবন্ধে দ্বৈতবাদ সমর্থিত হইয়াছে। পঞ্চভেদও বিশেষরূপে আলোচিত ও সমর্থিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত, ন্যায়ামৃত বা তাৎপর্য্য-চন্দ্রিকার ন্যায় সুবৃহৎ নহে। মধ্ববিলাস বুক্ডিপো হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্যাসরাজ স্বামীর মতবাদ।

আচার্য্য ব্যাসরাজ স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদী। সর্ব্বাংশেই তিনি মধ্ব-মতের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন; সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার মতে আর কোন বিশেষত্ব নাই। বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথ যেরূপ শতদূষনীতে শাঙ্করমত খণ্ডন করিতে কৃতসঙ্কল্প (রামানুজের মত অনুসরণ করিয়া শতদূষণী বিরচিত), ব্যাসরাজও সেইরূপ ন্যায়ামৃতে শঙ্করের মতবাদ খণ্ডনে বদ্ধপরিকর। মধ্বাচার্য্যের মতাবলম্বনেই ন্যায়ামৃত রচিত হইয়াছে। "ন্যায়ামৃতে" ব্যাসরাজ ন্যায়মকরন্দ-কার আনন্দবোধাচার্য্য এবং তত্ত্বপ্রদীপিকাকার চিৎসুখাচার্য্যের মত অনুবাদ করিয়া খণ্ডন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। তিনি বলেন—কেবল অনুমান প্রমাণবলেই অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ দ্বৈতমিথ্যাত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তিনি "ন্যায়ামৃতে" লিখিয়াছেন—"প্রমাণংচাত্রানুমানং। বিমতংমিথ্যা 'দৃশ্যত্বা-জ্জড়ত্বাৎ পরিচ্ছিন্নত্বাচ্ছুক্তিরূপ্যবৎ' ইত্যানন্দবোধোক্তেঃ। 'অয়ংপটঃ এতৎ তন্তু নিষ্ঠাত্যন্তাভাব প্রতিযোগীপটত্বাদংশিত্বাৎ পটান্তরবৎ' ইতি তত্ত্ব-প্রদীপোক্তেঃ।" * তাঁহার মতে জগতের মিথ্যাত্ব সঙ্গত নহে। তিনি বলেন, মিথ্যাত্ব অনির্ব্বচনীয় হইলে—সদসদ্ বিলক্ষণত্ব মিথ্যাত্ব অঙ্গীকার করিলে "অপ্রসিদ্ধিদোষ" অনিবার্য্য। আচার্য্য চিৎসুখ মিথ্যাত্বের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"স্বাশ্রয় নিষ্ঠাত্যন্তাভাব প্রতিযোগিত্বং বা মিথ্যাত্বম্। অথবা স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণ এব প্রতীয়মানত্বম্ মিথ্যাত্বম্।" অর্থাৎ আশ্রয়রূপ কারণে কার্য্যের ত্রিকালেই অভাব। কোনও দেশেই কারণে কার্য্য নাই। ন্যায়ামৃতকার বলেন—এইরূপ মিথ্যাত্ব অঙ্গীকার করিলে অত্যন্ত বিরহ ও সদ্‌বিলক্ষণতা দোষ অপরিহার্য্য। বিবরণকার মিথ্যাত্বলক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন "প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিক নিষেধ প্রতিযোগিত্বং বা মিথ্যাত্বম্।" ব্যাসরাজ এই লক্ষণের বিরুদ্ধে বলেন। এরূপ লক্ষণ অঙ্গীকার করিলে প্রতীতির প্রতিষেধ্যতা অনিবার্য্য। তিন পক্ষেই জগতের অত্যন্ত অসত্যতা প্রতিপন্ন হয়। তাহা কখনই সঙ্গত নহে। এবং "জ্ঞান নিবর্ত্যত্বং বা মিথ্যাত্বম্" এই লক্ষণ নির্দ্দেশে জগতের অনিত্যত্ব নির্দ্দিষ্ট হয়, মিথ্যাত্ব নিরূপিত হয় না। জগতের অনিত্যত্ব মধ্বাচার্য্যেরও সম্মত। তিনি সিদ্ধান্তরূপে বলিয়াছেন—

* ন্যায়ামৃত ১।১—৯ম পৃষ্ঠা, বোম্বাই নির্ণয়সাগর সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

"তস্মাৎ। 'অনির্ব্বাচ্যোঽপ্রসিদ্ধ্যাদিঃ প্রতীতে প্রতিষেধ্যতা। সাশ্রয়েঽত্যন্ত-বিরহঃ সদ্‌বিলক্ষণতা তথা। ইতি পক্ষত্রয়েঽত্যন্তাসত্বং স্যাদ্‌নিবারিতং। ধীনাশ্যত্বেত্বনিত্যত্বমেবস্যান্নমৃষাত্মতা'। মমত্বত্যন্তাসত্বমেব মিথ্যাত্বমিতিনাস্মৎ প্রতিবন্দী।" (ন্যায়ামৃত ১।২, ৪১ পৃষ্ঠা)।

১। প্রথম নিরুক্তি—"সদসদ্‌বিলক্ষণত্ব মিথ্যাত্ব" এই লক্ষণ সম্বন্ধে ব্যাসরাজ তিনটী পক্ষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—সত্ত্বাবিশিষ্টাসত্ত্বাভাব, সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবধর্ম্মদ্বয়, অথবা সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্বে সত্যসত্ত্বাত্যন্তভাববত্ত্ব। প্রথম..পক্ষ যুক্তিসহ নহে। তিনি বলেন—জগৎ সদেকস্বভাব, সুতরাং ঐ লক্ষণ অপ্রসিদ্ধ। সত্ত্বাবিশিষ্ট অসত্ত্বাভাবপক্ষ অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় পক্ষও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, সত্ত্বা ও অসত্ত্বা পরস্পর বিরহ্‌ স্বরূপ। একের অভাবে অপরের সত্ত্বা অত্যন্ত আবশ্যক; সুতরাং উভয়ের সাধন অসম্ভব। অর্থাৎ বিরুদ্ধধর্ম্মের একত্রাবস্থিতি অসঙ্গত। তৃতীয় পক্ষও সঙ্গত নহে। কারণ, তাহাতে অর্থান্তর ও সাধ্যবৈকল্য অবশ্যম্ভাবী, বিশিষ্টের প্রসিদ্ধিও নাই। বিশেষণও অপ্রসিদ্ধ, সুতরাং তৃতীয় পক্ষও যুক্তিযুক্ত নহে। মধুসূদন সরস্বতী প্রথম পক্ষ অস্বীকার করিলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষ স্বীকার করিয়া সদসদ্‌ বিলক্ষণত্ব মিথ্যাত্ব, এই নিরুক্তি সমর্থন করিয়াছেন।

২। দ্বিতীয় নিরুক্তি—"প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিক নিষেধ প্রতিযোগিত্বং বা মিথ্যাত্বম্‌।" ব্যাসরাজ বলেন—এই লক্ষণ নির্দ্দেশও সঙ্গত নহে। ত্রৈকালিক নিষেধ তাত্ত্বিক হইলে অদ্বৈতহানি সুনিশ্চিত।

প্রাতিভাসিকত্বে সিদ্ধসাধন, ব্যাবহারিকত্বে তাহার তাত্ত্বিকতার বিরোধি-রূপে অর্থান্তরের উৎপত্তি হয়, বাধও অপরিহার্য্য। অদ্বৈত শ্রুতিসকল অতাত্ত্বিকের বোধক, সুতরাং সেই সকলেরও অতত্ত্বাবেদকত্ব অনিবার্য্য। ব্যাবহারিকের প্রতিযোগী অপ্রাতিভাসিক প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্বও অবশ্যম্ভাবী। আরও, নিষেধপ্রতিযোগিত্ব কি স্বরূপতঃ অথবা পরমার্থতঃ। প্রথম পক্ষে শ্রুত্যাদি সিদ্ধ ঔৎপত্তিক অর্থ ক্রিয়াসমর্থ, অবিদ্যোপাদান। জ্ঞানে যাহার নাশ হয় না এরূপ আকাশাদির ও শুক্তিরূপ্যাদির নিষেধ যোগ অনিবার্য্য। অত্যন্ত অসত্ত্বের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। অদ্বৈতবাদী বলিয়াছেন—"ত্রৈকালিক নিষেধং প্রতি স্বরূপেণাপণস্বরূপ্যং পারমার্থিকত্বাকারেণ প্রাতিভাসিকরূপ্যং বা নিষেধ প্রাতিযোগীতি।" এই মতের হানি হয়, অত্যন্ত অসত্ত্বা স্বীকার করিতে হয়। কারণ শশশৃঙ্গাদিরও এতাদৃশ অসত্ত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পক্ষও যুক্তিসহ নহে। কারণ পারমার্থিকত্বের বাধ হয় না। আবাধ্য পারমার্থিকত্ব বাধ্যত্বরূপ মিথ্যাত্ব নিরূপ্য ইহা অঙ্গীকার করিতে হয়। সুতরাং অন্যোন্যাশ্রয়দোষ ঘটে। রজতাদির স্বরূপতঃ "নাস্তি নাসীৎ ন ভবিষ্যতি" এই প্রকারে নিষেধ প্রত্যয় অসম্ভব। রজতের পারমার্থিকত্ব সুস্থিত। পারমার্থিকত্বের নিষেধে অনবস্থা অপরিহার্য্য। তিনি বলিয়াছেন—

"স্বরূপেণ ত্রিকালস্থ নিষেধো নাস্তি তে মতে।
রূপ্যাদেস্তাত্ত্বিকত্বেন নিষেধস্যাত্মনোঽপি চ॥"

সুতরাং দ্বিতীয় নিরুক্তিও অসঙ্গত ও অসম্ভব। মধুসূদন সরস্বতী বলেন—এই লক্ষণ নির্দ্দেশ সমীচীন হইয়াছে। তিনি বলেন—ত্রৈকালিক নিষেধের প্রাতিভাসিকত্ব অতিরিক্ত সর্ব্বস্বরূপত্ব এবং প্রতিযোগিত্বের স্বরূপাবচ্ছিন্নত্ব পারমার্থিকত্বাবচ্ছিন্নত্বরূপ পক্ষদ্বয় যুক্তিযুক্ত। তাঁহার মতে নিষেধের অধিকরণীভূত ব্রহ্ম অভিন্ন। সুতরাং নিষেধের তাত্ত্বিকত্বেও অদ্বৈতহানি হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু সকলের অভ্যুপগম অদ্বৈতমতে নাই। ন্যায়ামৃতকার যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, মধুসূদন সেই সকল খণ্ডন করিয়াছেন। মধুসূদনের মতবাদ প্রসঙ্গে সে সকল প্রপঞ্চিত হইবে

৩। তৃতীয় মিথ্যাত্ব নিরুক্তি—"জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বম্ বা মিথ্যাত্বম্" অর্থাৎ জ্ঞানে যাহা নিবর্ত্তিত হয় তাহাই মিথ্যা। ব্যাসরাজ বলেন,—এই লক্ষণ নির্দ্দেশও অসঙ্গত। জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব জ্ঞানত্বরূপে বিবক্ষা করিলে মুদ্গররূপতাদি নিবর্ত্ত্য ঘটাদিও দৃষ্টান্ত হইতে পারে, অব্যাপ্তি দোষ অপরিহার্য্য। এই দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্য অবশ্যম্ভাবী, শুক্তিজ্ঞানে রজত নষ্ট হইয়াছে এরূপ কদাপি অনুভব হয় না। "এই পরিমাণকাল শুক্তির অজ্ঞান ও ভ্রম ছিল" এইরূপ অনুভবে সত্য ও অজ্ঞানভ্রমের অনুভব হয়। সুতরাং "শুক্ত্যজ্ঞানেন তদজ্ঞানং নষ্টং ভ্রমশ্চ নষ্ট" ইত্যাদি অনুভবে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব অঙ্গীকার করিলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। যে প্রকারে "রজত নাই, ছিল না ও ভবিষ্যতে থাকিবে না" এরূপ প্রত্যয়ের উদয় হয়, সেইরূপ শুক্ত্যজ্ঞান ও ভ্রম ছিল না এরূপ প্রত্যয়ের উদয় হয় না। কারণ, ইহারা লক্ষ্যীভূত নহে। সাক্ষির সত্যত্বে ও তদ্ভাস্য দুঃখাদি মিথ্যা। সেই ভ্রমের সত্যত্বে ও তদ্ভাস্য রজত মাত্রের মিথ্যাত্বও সম্ভব। প্রত্যক্ষ ভ্রম পরোক্ষ প্রমাদ্বারা নিবর্ত্তিত

হয় না। সুতরাং পরোক্ষাপরোক্ষ সাধারণ জ্ঞানত্বের নিবর্ত্তকতাবচ্ছেদকত্ব অনুপপন্ন। অতএব জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব নিরুক্তি অসঙ্গত। স্মৃতি জ্ঞানত্ব ব্যাপ্য। জ্ঞানে নিবর্ত্তিত হইলেও সংস্কারবশে মিথ্যাত্ব ব্যবহার সম্ভব। সুতরাং তাহা জ্ঞানত্ব ব্যাপ্যধর্ম্মবলে জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব নহে। অনুভবত্ব ব্যাপ্যধর্ম্মবলে তন্নিবর্ত্যত্ব বিবক্ষা করিলে, যথার্থ স্মৃতিনিবর্ত্যে অযথার্থ স্মৃতিতেও অতি-ব্যাপ্তি হয়। জীবন্মুক্তের অজ্ঞান সংস্কার তত্ত্বজ্ঞান সংস্কার নিবর্ত্ত্য। সুতরাং এ স্থলে লক্ষণের অব্যাপ্তি। অতএব উহা ভ্রমোত্তর যথার্থজ্ঞান নিবর্ত্যত্ব নহে। এই সকল যুক্তিবলে "স্বোপাদানাজ্ঞান নিবর্ত্তক জ্ঞানবিবর্ত্যত্বম্" এই পক্ষও নিরস্ত হইল। অনাদি অধ্যাসে অব্যাপ্তি। আচার্য্য ব্যাসরাজ বলিয়াছেন :—

"বিজ্ঞান নাশ্যতা মিথ্যা রূপ্যাদৌ নানুভূয়তে।
কিংত্বধিষ্ঠানবৎসত্যেতদজ্ঞানেঽনুভূয়তে॥" *

অতএব জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব মিথ্যাত্ব এই লক্ষণও সম্ভব নহে।

৪। চতুর্থ নিরুক্তি—"স্বাত্যন্তাভাব এব প্রতীযমানত্বম্" ইহাও অসঙ্গত। অত্যন্তাভাবের তাত্ত্বিকত্ব, প্রাতিভাসিকত্ব, ব্যাবহারিকত্ব প্রভৃতি বিকল্পবলে প্রতিযোগিত্ব স্বরূপতঃ বা পারমার্থিক ইত্যাদি বিকল্প উত্থাপন করিয়া পূর্ব্বেই ইহা দূষিত হইয়াছে। সংযোগী বা সমবায়ি দেশে অত্যন্তাভাব অসম্ভব। সম্ভব হইলে উপাদানত্ব অনুপপন্ন হয়। সুতরাং চতুর্থ নিরুক্তিও অসঙ্গত।

৫। পঞ্চম নিরুক্তি—"সদ্‌বিবিক্তত্বম্ বা মিথ্যাত্বম্।" ব্যাস-রাজ বলেন—এস্থলে "সদ্‌বিবিক্তত্ব" অর্থে কি বুঝাইবে? সত্তা জাতিমৎ। অথবা অবাধ্য অথবা ব্রহ্ম, প্রথম পক্ষ অঙ্গীকার করিলে ঘটাদির সত্তাজাতি-মতিত্বে তদ্‌ভেদেব বাধাহেতু লক্ষণ অসম্ভব। ব্রহ্মেতে অতিব্যাপ্তিও হয়। দ্বিতীয় পক্ষ অঙ্গীকার করিলে "বাধ্যত্বাভাবস্য অবাধ্যত্বরূপতয়া বাধ্যত্বেতরাংশ বৈয়র্থম্।" তৃতীয় পক্ষেও ব্রহ্ম ভিন্ন প্রপঞ্চ উভয়মত সিদ্ধ, সুতরাং সিদ্ধ-সাধন দোষ হয়। সদরূপত্বাভাব বিবক্ষা করিলে নির্ধর্ম্মক সত্ত্বরূপধর্ম্মরহিত ব্রহ্মে সদ্‌রূপত্বের অভাব, সুতরাং অতিব্যাপ্তি। সত্ত্বও "সৎসৎ" এইরূপ প্রতীতিতে সত্ত্বাশ্রিতত্বেরও অভিধেয়ত্বে। অভিধেয়ত্বেরও অঙ্গীকার করায় ব্যভিচার হইতে পারে না। এইপ্রকার সদ্রূপত্বাভাবশশশৃঙ্গাদি সাধারণ।

* (ন্যায়ামৃত ১।১, ৪০ পৃষ্ঠা)

সুতরাং তাহাতেও অতিব্যাপ্তি অনিবার্য্য। অতএব "সদ্‌বিবিক্তত্বম্ এব মিথ্যাত্বম্" এই নিরুক্তিও অসঙ্গত।

মধুসূদন এই সকল যুক্তি নিরসন করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধিতে মিথ্যাত্ব লক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ব্যাসরাজ শ্রুতিগুলির ব্যাখ্যাও স্বমতের অনুকূলে করিয়াছেন। তিনি বলেন, জগতের মিথ্যাত্ব শ্রুতির অভিমত নহে। শ্রুতি যদি জগতের মিথ্যাত্ব নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে শ্রুতি নিজেই মিথ্যা হইয়া যান; সুতরাং শ্রুতি মিথ্যাত্বের প্রমাণ নহে। "তসন্নমিথ্যাত্বে শ্রুতির্মানং" (ন্যায়ামৃত)। অদ্বৈতপর শ্রুতিগুলির * ব্যাখ্যায় যথেষ্ট কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। পৌরাণিক বচন তুলিয়া জগতের সত্তা স্থাপন করিয়াছেন। আচার্য্য অমলানন্দ ও সিদ্ধান্তমুক্তাবলীকার দৃষ্টিসৃষ্টিবাদী। আচার্য্য অমলানন্দ দৃষ্টিসমসময়া বিশ্বসৃষ্টির পক্ষপাতী। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীকারের মতে "দৃষ্টিরেব বিশ্বসৃষ্টিঃ।" অবশ্যই পারমার্থিক দৃষ্টিতে দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ অদ্বৈতমতের তাৎপর্য্য। ব্যাসরাজস্বামী দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

"নির্ব্বাধ প্রত্যভিজ্ঞানাদ্‌ধ্রুবং বিশ্বমিতিশ্রুতেঃ।
স্বক্রিয়াদি বিরোধাচ্চ দৃষ্টিসৃষ্টির্নযুজ্যতে॥" †

ব্যাসরাজ জগতের সত্যত্ব নিরূপণ জন্য দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ নিরাস করিয়াছেন। কোন কোন অদ্বৈতবাদী আচার্য্য সৃষ্টদৃষ্টিবাদী। তাহারা দৃষ্টিসৃষ্টিবাদে দোষ প্রদর্শন করেন। তাহাদের মতে দৃষ্টিসৃষ্টিবাদে জগৎপ্রপঞ্চের প্রাতিভাসিকত্ব, বিষয়াদি সৃষ্টির অপলাপ, কর্ম্ম ও উপাসনাদি ও তৎফলের অপলাপ প্রভৃতি দোষের উদ্ভব হয়। তাহারা প্রপঞ্চের ব্যাবহারিক সত্তা অঙ্গীকার করিয়া সৃষ্টদৃষ্টিবাদ অঙ্গীকার করেন। অবশ্যই ব্যাসরাজ স্বামীর সহিত তাহাদের মতবিরোধ আছে। কারণ, তাহারা জগতের পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন না, কিন্তু ব্যাসরাজ পারমার্থিকরূপেই জগতের সত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

* ন্যায়ামৃতে ব্যাসরাজ নিম্নলিখিত অদ্বৈতপর শ্রুতিগুলির ব্যাখ্যা ১ম পরিচ্ছেদে করিয়াছেন, যথা—"একমেবাদ্বিতীয়ম্", "নেহনানেতি", "যত্রত্বস্য", "নতুতদ্দ্বিতীয়মস্তি", "বাচারম্ভণশ্রুতি" "ইদংসর্ব্বং যদয়মাত্মা", "যস্মাৎ পরংনেতি", "মায়ামাত্রমিদম", "অনন্তম্", "ইন্দ্রোমায়াভিঃ", "অতোন্যদার্ত্তম্" প্রভৃতি শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

† (ন্যায়ামৃত ১।৪২, ২৯৩ পৃষ্ঠা)

ব্যাসরাজ স্বামী ন্যায়ামৃতের প্রথম পরিচ্ছেদে জগতের মিথ্যাত্ব নিরাকরণ করিয়া জগতের সত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে ৬৭টী প্রকরণ, স্থতরাং ৬৭টী বিষয়ে বিচার করিয়াছেন। ব্যাসরাজ অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের প্রতিপাদিত ত্রিবিধ সত্তা—পারমার্থিক, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক অস্বীকার করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে জগতের সত্তা প্রতিপন্ন করিয়া অনন্তগুণশালী ভগবানই জগতের স্রষ্টা, ইহাই নির্ণীত হইয়াছে এবং তাহাতেই সমস্ত বেদান্তবাক্যের সমন্বয় হইয়াছে।

৬। মিথ্যাত্ব মিথ্যাত্ব নিরুক্তি—জগতের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে ব্যাসরাজ অন্য আপত্তি তুলিয়াছেন। মিথ্যাত্ব মিথ্যা কি সত্য? এই আপত্তি মধ্বাচার্য্যও তুলিয়াছেন। মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলে সিদ্ধসাধন দোষ অপরিহার্য্য। শ্রুতির অতত্ত্বাবেদকত্ব এবং জগৎসত্যত্ব অনিবার্য্য। মিথ্যাত্ব সত্য হইলে অদ্বৈতহানি হয়, ইহাই ব্যাসরাজের অভিমত। অদ্বৈতদীপিকাকার নৃসিংহাশ্রমও এই ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে অদ্বৈতদীপিকায়, মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেও জগতের মিথ্যাত্ব উপপন্ন হয়, ইহাই নিরূপণ করিয়াছেন। মধুসূদন সরস্বতীও অদ্বৈতসিদ্ধিতে বলিয়াছেন—মিথ্যাত্ব মিথ্যাত্ব পক্ষে কোনও দোষ নাই। তিনি বলেন—মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেও প্রপঞ্চ সত্য হইতে পারে না। যেস্থলে বিরুদ্ধ বস্তুর একটী মিথ্যা সে স্থলে অপরটী তদপেক্ষা অধিক সত্তাক—ইহাই নিয়ত; পরন্তু যে স্থলে বিরুদ্ধ উভয় বস্তুরই মিথ্যাত্ব সে স্থলে একটী অপেক্ষা অপরটী অধিক সত্ত্বাবিশিষ্ট, এরূপ কোনও নিয়ম নাই। তিনি বলেন—"মিথ্যাত্বমিথ্যাত্বেঽপি প্রপঞ্চ সত্যত্বানুপপত্তেঃ। তত্রহি বিরুদ্ধয়োর্ধর্ম্মিয়োরেক মিথ্যাত্বে, অপরসত্ত্বম্, যত্র মিথ্যাত্বাবচ্ছেদকমুভয়বৃত্তির্ভবেৎ।"

৭। দৃশ্যত্ব নিরুক্তি—অদ্বৈতবাদী বলেন, বিমতং মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ, জড়ত্বাৎ, পরিচ্ছিন্নত্বাৎ। ন্যায়ামৃতকার ব্যাসরাজ দৃশ্যত্ব নিরুক্তি সম্বন্ধে বিচার করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন, দৃশ্যত্ব কি? (১) বৃত্তিব্যাপ্যত্ব (২) বা ফলব্যাপ্যত্ব, (৩) সাধারণ বা (৪) কদাচিৎ কথঞ্চিদ্বিষয়ত্ব (৫) স্বব্যবহারে স্বাতিরিক্ত সংবিদপেক্ষা নিয়তি অথবা (৬) অস্বপ্রকাশত্ব। এইরূপ ছয়টী বিকল্প উত্থাপন করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। মধুসূদন বলেন, কেবল "ফলব্যাপ্যত্ব" পক্ষ বিচার সহ নহে, তদ্ব্যতিরিক্ত সকল পক্ষই শোভন।

৮। জড়ত্ব নিরুক্তি—জড়ত্ব সম্বন্ধে ব্যাসরাজ পাঁচটী কল্প উত্থাপন করিয়াছেন। জড়ত্ব অর্থে অজ্ঞাতৃত্ব বা অজ্ঞানত্ব, অনাত্মত্ব, অস্বপ্রকাশত্ব

বা পরাভিমত। কোনও পক্ষই বিচারসহ নহে। অদ্বৈতবাদীর অভিমত তিনি স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহার মতে অজ্ঞাতৃত্বই জড়ত্ব। অদ্বৈতবাদীর মতে অজ্ঞাতৃত্ব অনুপপন্ন। মধুসূদন বলেন—অজ্ঞানত্ব, অনাত্মত্ব বা অস্বপ্রকাশত্বই জড়ত্ব, এরূপ নিরুক্তিতে কোনও দোষ হইতে পারে না।

৯। পরিচ্ছিন্নত্ব নিরুক্তি—ব্যাসরাজ বলেন, পরিচ্ছিন্নত্বও মিথ্যাত্বের হেতু নহে। পরিচ্ছেদ তিন প্রকার, যথা—দেশতঃ, কালতঃ ও বস্তুতঃ। ব্রহ্মেতে আরোপিত উপাধির ত্রৈকালিক নিষেধ তিনি স্বীকার করেন না। দেশ পরিচ্ছেদ স্বীকার করিলে, দেশান্তরে অসত্ত্বার উদ্ভব হয়। বস্তু পরিচ্ছেদ স্বীকার করিলে, তাহার তাত্ত্বিক ভেদ প্রতিযোগিত্বনিবন্ধন স্বরূপ অসিদ্ধ হয়। কল্পিত ভেদপ্রতিযোগিত্বরূপবত্ব অঙ্গীকার করিলে, আত্মাতে ব্যভিচার হয়। সুতরাং কোনও পক্ষই যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব পরিচ্ছিন্নত্ব মিথ্যাত্বের হেতু নহে। মধুসূদন বলেন, পরিচ্ছিন্নত্বও মিথ্যাত্বের হেতু। দেশ, কাল ও বস্তু এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ। অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই দেশ পরিচ্ছিন্নত্ব। দেশান্তরে অসত্বও নহে, স্বদেশমাত্র সত্যত্বও নহে। কালপরিচ্ছিন্নত্বও ধ্বংসপ্রতিযোগিত্ব। কালান্তরাসত্ত্বাদিরূপ নহে, এইপ্রকার বস্তু পরিচ্ছেদও হেতু।

১০। অংশিত্ব নিরুক্তি—চিৎসুখাচার্য্য বলিয়াছেন, "অয়ংপটঃ এতৎ তন্তু নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী অংশিত্বাৎ ইতরাংশিবৎ।" অর্থাৎ তন্তুউপাদান, উপাদাননিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। অংশিত্ব অর্থে কার্য্যত্ব। সুতরাং অংশিত্ব মিথ্যাত্বের হেতু।

ব্যাসরাজ বলেন, অংশিত্ব হেতু নহে, যেহেতু কার্য্যকারণ অভিন্ন। কারণে কার্য্যেরও অভাবের সিদ্ধি অবশ্যস্বীকার্য্য; সুতরাং সিদ্ধসাধনদোষ অপরিহার্য্য। অনাশ্রিতত্ব বা অন্যাশ্রিতত্ব উপপত্তি করিলেও অর্থান্তরের উদ্ভব হয়।

মধুসূদন অংশিত্বকেও হেতুরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কার্য্যকারণ অভিন্ন হইলেও কথঞ্চিৎভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং সে স্থলে কার্য্যের কারণে কার্য্যাভাব অসিদ্ধ, অতএব সিদ্ধসাধনতা প্রভৃতি দোষের উদ্ভব হইতে পারে না।

জগতের মিথ্যাত্ব নিরূপণ অদ্বৈতবাদীর কার্য্য। নির্ব্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্মবাদ স্থাপন করিতে হইলে, জগতের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় আবশ্যক। শ্রুতির যুক্তি ও

অনুভূতিবলে অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ জগতের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিয়াছেন। পক্ষান্তরে সগুণ সবিশেষ ব্রহ্মবাদ স্থাপনে জগতের সত্যত্ব আবশ্যক। সাংখ্য-দর্শনে নির্গুণ পুরুষবাদ স্থাপন করিতে গিয়া জগৎ পুরুষাশ্রিত বা ব্রহ্মাশ্রিত নহে, প্রকৃতিই জগতের উপাদান, এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছে। জগতের ব্রহ্মাশ্রিতত্ব স্বীকার করিলে নির্গুণব্রহ্মবাদ অসম্ভব। জগতের মিথ্যাত্ব ভিন্ন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ স্থাপিত হইতে পারে না। সুতরাং দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ জগতের সত্যত্ব প্রতিপাদনে সবিশেষ চেষ্টিত। জগতের সত্যত্ব নিরূপিত হইলেই সগুণব্রহ্মবাদ সম্ভব। ন্যায়ামৃতকার ব্যাসরাজ স্বামীও তাই প্রপঞ্চ মিথ্যাত্ব ভঙ্গের জন্যই এত চেষ্টিত। ন্যায়ামৃতের বিশেষত্ব প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব নিরুক্তি খণ্ডনে।

পদার্থের অখণ্ডত্বও ব্যাসরাজ স্বীকার করেন না। ন্যায়ামৃতের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ অখণ্ডার্থবাদ নিরাকরণ বিষয়ক। ইহাতে নির্গুণ ব্রহ্মবাদ নিরাকরণ করিয়া ভেদবাদ স্থাপন করা হইয়াছে। জীবের অণুত্বও নিরূপিত হইয়াছে। জীব ব্রহ্মের অংশ। তৃতীয় পরিচ্ছেদে শাঙ্করমতের মনন নিদিধ্যাসন প্রভৃতির শ্রবণাঙ্গত্ব প্রভৃতি নিরাকৃত হইয়াছে। উপাসনাই সাধন। জ্ঞানে মুক্তি হয় না। উপাসনার ফলে ভগবানের অনুগ্রহে মুক্তি হয়। চতুর্থ পরিচ্ছেদে জীবন্মুক্তি খণ্ডন করিয়া, 'নির্ব্বিশেষ আনন্দই পুরুষার্থ' এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া, মুক্তির তারতম্য নির্দ্দেশ কয়িয়াছেন।

মুক্তির তারতম্য থাকায় মুক্ত পুরুষেরও তারতম্য আছে, আনন্দেরও তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। ব্যাসরাজের মতে, সাধনার যখন তারতম্য আছে তখন মুক্তিরও তারতম্য আছে, "তস্মাৎ সাধনতারতম্যান্মুক্তিতারতম্যম্।" মুক্তির যখন তারতম্য আছে, তখন মুক্তেরও তারতম্য আছে। তিনি বলেন, "তস্মাৎ ফলাধ্যায়োক্তন্যায়ৈস্তরতমভাবাপন্ন মুক্তো ব্রহ্মরুদ্রাদি নিয়ামকো ভগবান্ শ্রীপতিঃ সর্ব্বোত্তম ইতি সিদ্ধম্।"

মন্তব্য।

তাৎপর্য্য চন্দ্রিকায় শাঙ্করমত খণ্ডন করিয়া স্বমতের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আছে। মধ্বাচার্য্যের মতানুসারেই তাৎপর্য্যচন্দ্রিকা রচিত হইয়াছে। ভেদোজ্জীবনে পঞ্চভেদ আলোচিত হইয়াছে। ব্যাসরাজের ন্যায়ামৃত, খণ্ডন-

খণ্ডখাদ্য, তত্ত্বপ্রদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থের অনুকরণে লিখিত। গ্রন্থ অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। এই গ্রন্থের শেষ অংশে "আনন্দতারতম্যবাদ" প্রসঙ্গে রামানুজের মতের অনুবাদ কালে ভুল হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অবশ্যই এই ক্রটী তত বেশী কিছু নয়। কারণ, বৈষ্ণব সম্প্রদায় স্বীয় মত অতি গোপনে রক্ষা করেন। তন্মতে দীক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন উহা অপরে জানিতে পায় না। ব্যাসরাজ স্বামী মধ্বমতাবলম্বী, সুতরাং শ্রীসম্প্রদায়ের মতবাদ সঠিক ভাবে জানিতে না পারিবারই সম্ভাবনা বেশী। দ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত আলোচনা করিতে হইলে ন্যায়ামৃত পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের বিবেচনায় মধ্বমতে ন্যায়ামৃতের ন্যায় এরূপ প্রমেয়বহুল আব কোনও গ্রন্থ নাই। ন্যায়ামৃত ও তাৎপর্য্য-চন্দ্রিকায় ব্যাসরাজ অসাধারণ দার্শনিকতার পরিচয় দিয়াছেন। দার্শনিক সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বিচারের কৌশল সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট।

যেমন শ্রীভাষ্য অধ্যয়ন করিলে শাঙ্করভাষ্য বুঝিবার সুবিধা হয়, সেইরূপ ন্যায়ামৃত পাঠ করিলে অদ্বৈতবাদীর মিথ্যাত্ব নিরুক্তি বুঝিবার সুযোগ ঘটে।

ন্যায়ামৃতের মত মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধিতে খণ্ডন করেন। ব্যাসরাজের শিষ্য রামাচার্য্য আবার তরঙ্গিনীতে মধুসূদনের মত খণ্ডনের প্রয়াস পান। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী তরঙ্গিণীকার রামাচার্য্যের মত নিরসন করেন। এইরূপে ষোড়শ শতাব্দী হইতে যে দার্শনিক যুদ্ধের সূত্রপাত হয়, সেই যুদ্ধ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে।

আচার্য্য বিজ্ঞান ভিক্ষু

সমন্বয়বাদ—সাংখ্যানুকূল বেদান্তবাদ।

(১৬ শতাব্দীর শেষভাগ)

বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যাচার্য্য। তিনি সাংখ্যমতের অনুকূলে বেদান্ত-দর্শন ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎকৃত ভাষ্যের নাম "বিজ্ঞানামৃত ভাষ্য"। তিনিও শাঙ্করমত খণ্ডনে বদ্ধপরিকর। তাঁহার ভাষ্যের বিশেষত্ব এই যে তিনি শাস্ত্রের সমন্বয় করিতে ভাষ্যে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহাকে সমন্বয়বাদী (Syncretist) বলা যায়। পরস্পর বিরুদ্ধমতের

সমন্বয়ের চেষ্টা দার্শনিক ক্ষেত্রে একরূপ অসম্ভব। বিজ্ঞানভিক্ষুর চেষ্টা প্রশংসার্হ হইলেও অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

বিজ্ঞানভিক্ষু সন্ন্যাসী। "ভিক্ষু" এই উপনাম দেখিয়া তাঁহাকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বলিয়াই বোধ হয়। বাস্তবিক তিনি বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী নহেন। সম্ভবতঃ তাঁহার জন্মস্থান উত্তরভারত। তিনি মতে সাংখ্যের অনুসরণ করিলেও ঈশ্বর-পরায়ণ (বিষ্ণুভক্ত) ছিলেন। "সাংখ্যসারের" প্রারম্ভশ্লোকে তিনি বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়াছেন দেখা যায়। * উহাতে আত্মনিবেদনের ভাবও বেশ পরিস্ফুট। নিষ্কাম কর্ম্মযোগের যাহা আদর্শ তাহাও ইঁহার মধ্যে দেখিতে পাই। ঈশ্বরের প্রীতি কামনায় গ্রন্থ বিরচন নিষ্কাম কর্ম্মযোগীরই লক্ষণ। তিনি "প্রবচন-ভাষ্যের" প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"চিদচিদ্ গ্রন্থিভেদেন মোচয়িত্বো চিতোঽপি চ।
সাংখ্যভাষ্যমিষেণাস্মাৎ প্রীয়তাং মোক্ষদোহরিঃ ॥"

তৎপ্রণীত "যোগবার্ত্তিকের" সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন—

"ব্যাখ্যাতশ্চ যথাশক্তি নিম্মৎসরধিয়া ময়া।
এতেন প্রীয়তামীশো য আত্মা সর্ব্বদেহিনাম্ ॥"

তিনি ব্রহ্মসূত্রের বিজ্ঞানামৃতভাষ্য রচনার প্রেরণা শ্রীভগবানের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। গুরুর দক্ষিণাস্বরূপ শ্রীগুরুর প্রীতির জন্য বিজ্ঞানামৃত ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। বিজ্ঞানামৃত ভাষ্যের প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন—

"অন্তর্য্যামিগুরূদ্দিষ্ট জ্ঞানবিজ্ঞানভিক্ষুণা।
ব্রহ্মসূত্র ঋজুব্যাখ্যা ক্রিয়তে গুরুদক্ষিণা ॥
শ্রুতিস্মৃতিন্যায়বচঃ ক্ষীরাব্ধিমথনোদ্ধৃতম্।
জ্ঞানামৃতং গুরোঃ প্রীত্যৈভূদেবেভ্যোঽনুদীয়তে ॥"

বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যের ভূমিকায় নিরীশ্বর সাংখ্য সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও মনে হয় তিনি ঈশ্বরপরায়ণ। তাঁহার মতে ব্রহ্মমীমাংসায় ঈশ্বর প্রতিপাদনই মুখ্য উদ্দেশ্য। সাংখ্যশাস্ত্রে কেবল

* "মহাদাখ্যঃ স্বয়ম্ভুর্যো জগদঙ্কুর ঈশ্বরঃ
সর্ব্বাত্মনে নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে সর্ব্বজিষ্ণবে।"

পুরুষার্থসাধন আত্মসাক্ষাৎকারের হেতুভূত প্রকৃতিপুরুষ বিবেচনাই মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্রহ্মমীমাংসা ও যোগসূত্রের সেশ্বরবাদ পারমার্থিক এবং সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদ ব্যাবহারিক।

বিজ্ঞানভিক্ষু প্রথমে বিজ্ঞানামৃত ভাষ্য রচনা করেন। সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্যের পূর্ব্বে এই ভাষ্য রচিত হয়। কারণ, প্রবচন-ভাষ্য-ভূমিকায় লিখিয়াছেন —"অধিকং তু ব্রহ্মমীমাংসা ভাষ্যে প্রপঞ্চিতমস্মাভিরিতি।"* সুতরাং বিজ্ঞানামৃত ভাষ্য প্রবচনভাষ্যের পূর্ব্বে রচিত। "সাংখ্যসার" প্রবচনভাষ্যের পরে বিরচিত হয়। সাংখ্যসারের প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন—

"সাংখ্যভাষ্যে প্রকৃত্যাদেঃ স্বরূপং বিস্তরান্ ময়া।
প্রোক্তং তস্মাৎ তদপ্যত্র সংক্ষেপাদেব বক্ষ্যতে॥"

বিজ্ঞানভিক্ষু, বেদান্তের বিজ্ঞানামৃত ভাষ্য, গীতার ভাষ্য, উপনিষদের ভাষ্য এবং "উপদেশ রত্নমালা" নামক প্রকরণ রচনা করেন। উপদেশ রত্নমালা বিজ্ঞানামৃত ভাষ্যের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। কারণ, বিজ্ঞানামৃত ভাষ্যে উহার উল্লেখ আছে। † সাংখ্যমতে তিনি প্রবচনভাষ্য, সাংখ্যসার রচনা করিয়াছেন। যোগশাস্ত্রে যোগবার্ত্তিক ও যোগসার বিরচন করেন। সংখ্যা হিসাবে তিনি বেদান্তের গ্রন্থই বেশী লিখিয়াছেন। কিন্তু বেদান্তের ব্যাখ্যা সাংখ্যমতের অনুকূলেই করিয়াছেন।

বিজ্ঞানভিক্ষুর বেশ মৌলিকতা আছে। গতানুগতিক ভাবপ্রবাহে তিনি ভাসিয়া যান নাই, আর পল্লবগ্রাহিতাও তাঁহাতে নাই। তিনি যোগের ভাষ্যে বাচস্পতির মত হইতে পৃথক্ মতের অবতারণাও করিয়াছেন। বাচস্পতির মতে পুরুষের ছায়া প্রকৃতিতে পড়ে। আর বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন— পুরুষের ছায়া যেমন প্রকৃতিতে পড়ে, প্রকৃতির ছায়াও তেমন পুরুষে পড়ে। যাহা হউক, বিজ্ঞানভিক্ষুর যে মৌলিকতা আছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তৎপরে দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি, বিচারের কৌশল, সর্ব্বোপরি সামঞ্জস্যের চেষ্টা তাঁহার গ্রন্থে সুপরিস্ফুট। অবিরোধে এরূপ সমন্বয় আর কাহারও গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানভিক্ষু প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের আকর।

* প্রবচন ভাষ্য—মহেশপাল সংস্করণ ১৮০৭ শকাব্দা ১১ পৃষ্ঠা।

† বিজ্ঞানামৃত ভাষ্য—চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ সংস্করণ ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৬২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"অধিকংতুপদেশরত্নমালাখ্য প্রকরণে দ্রষ্টব্যম্"।

বিজ্ঞানভিক্ষুর গ্রন্থের বিবরণ।

(বেদান্তমতে)

১। উপদেশ রত্নমালা—কেবল বিজ্ঞানামৃত ভাষ্যে এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে। এই প্রকরণ গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না।

বিজ্ঞানামৃত ভাষ্য—এই গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রের সাংখ্যমতানুকূলে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে সম্বৎ ১৯৫৮ অর্থাৎ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় এই ভাষ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। গীতাভাষ্য—প্রসিদ্ধি আছে যে বিজ্ঞানভিক্ষু গীতার ভাষ্য প্রণয়ন করেন কিন্তু এই ভাষ্য এখন পাওয়া যায় না।

৪। উপনিষদ্ ভাষ্য—ইহা এখন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। হস্তলিখিত অবস্থায় ইহা আছে।

(সাংখ্যমতে)

৫। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য—ইহা কপিলের সূত্রের ব্যাখ্যা। কপিলসূত্রের বৃত্তিকার অনিরুদ্ধ ভট্ট বিজ্ঞানভিক্ষুর পূর্ব্ববর্ত্তী। তিনি সম্ভবতঃ ১৫০০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। বিজ্ঞানভিক্ষু ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে(১৫৫০—১৬০০) প্রবচনভাষ্য রচনা করেন।

পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ কপিলসূত্র উদ্ধৃত করেন নাই। সাংখ্যকারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। কপিলসূত্র, সাংখ্যপ্রবচন সূত্রকারিকার অনুরূপ। অনেকে কপিলসূত্রের প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতা স্বীকার করেন না। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে ইহা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৪০০ খৃষ্টাব্দে) বিরচিত হয়। * বাস্তবিক এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। কারিকা ও সূত্রের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য কাশীতে প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতায়

---

* Mc. Donell সাহেব তৎকৃত History of Sanskrit Literature নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"The Sankhya Sutras, long regarded as the oldest manual of the system and attributed to Kapila, were probably not composed till about 1400 A. D."

H. S. L. 1913 Ed P. 393.

জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক সংস্করণ আছে। বঙ্গানুবাদসহ মহেশচন্দ্র পাল মহাশয় ১৮০৭ শকাব্দায় অর্থাৎ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

৬। **সাংখ্যসার**—ইহা সাংখ্যের প্রকরণগ্রন্থ এবং গদ্যে ও পদ্যে রচিত। এই প্রকরণ দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে, তিনটী পরিচ্ছেদ গদ্যে লিখিত; আর উত্তরভাগে ৬টী পরিচ্ছেদ পদ্যে লিখিত।

এই গ্রন্থের অনেক সংস্করণ হইয়াছে, কাশী হইতে এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতায় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ৺জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গানুবাদসহ মহেশচন্দ্র পাল মহাশয়ও এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

(**যোগশাস্ত্রে**)

৭। **যোগবার্ত্তিক**—এই গ্রন্থ পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাসভাষ্যের টীকা। ইহা সুবিস্তৃত ও সুপ্রসিদ্ধ। কলিকাতায় ৺জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সভাষ্য যোগবার্ত্তিক প্রকাশ করিয়াছেন।

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতবাদ

আচার্য্য শঙ্করের মতে আত্মা এক। সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি এক বা অদ্বিতীয় ছিলেন। মায়ার সাহায্যে আকাশাদি প্রপঞ্চরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। জগৎপ্রপঞ্চ মায়িক অর্থাৎ মিথ্যা। সুতরাং ব্রহ্ম অবিকৃত ও অপরিণামী, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশরূপ। জগৎ বিবর্ত্ত বলিয়া স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম জড়রূপে পরিণত হন না। অবিদ্যার বশেই অপরিণামী ব্রহ্ম পরিণতের ন্যায়, চিদ্রূপ ব্রহ্ম জড়রূপে, অদ্বিতীয় সদ্বিতীয়রূপে বিভাত হন। সমস্ত প্রপঞ্চসৃষ্টি অবিদ্যোপাদানা ও স্বপ্নপ্রপঞ্চবৎ। অদ্বিতীয় ব্রহ্মই পারমার্থিক। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। আর ভেদদৃষ্টি অবিদ্যার ফল। অবিদ্যার নাশে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দাবাপ্তি হয়। ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্নভাবে অবস্থিত হয়। জীব নিত্যমুক্ত। কেবল মায়ার বশেই আপনাকে বদ্ধ বলিয়া মনে করে। মায়া বা অবিদ্যার অন্তে জীব ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হয়। কর্ম্ম অজ্ঞানজ।

কর্ম্ম মুক্তির সাক্ষাৎকারণ নহে, কিন্তু পরম্পরা কারণ। জ্ঞানই মুক্তির কারণ।

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতেও আত্মা এক, ঈশ্বরপদবাচ্য। সৃষ্টির পূর্ব্বে একই ছিলেন। মায়া ঈশ্বরের শক্তি, মায়াশক্তির বলেই ঈশ্বর সর্ব্বেশ্বর। তিনি ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়াদি দ্বারা অপরামৃষ্ট। শঙ্কর বলেন—মায়া ব্রহ্মের শক্তি নহে, ব্রহ্ম নিগুর্ণ নির্ব্বিশেষ। মায়া ব্রহ্মাশ্রিত হইলেও উহা তুচ্ছ।

বিজ্ঞানভিক্ষু মায়াকে ঈশ্বরের শক্তি বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে ঈশ্বর সগুণ ও সবিশেষ। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে ঈশ্বর সশক্তিক হইলেও নিগুর্ণ। ঈশ্বর তাঁহার অন্তঃস্থ প্রকৃতি পুরুষাদি শক্তির সাহায্যে অন্যোন্য সংযোগবলে মহদাদি সৃষ্টি করেন। মাকড়সা যেমন জাল বিস্তার করে, ঈশ্বরের সৃষ্টিও সেইরূপ। রাজা যেমন সেবা ও অপরাধের ফল প্রদান করেন, ভগবানও সেইরূপ কর্ম্মফল প্রদান করেন। ঈশ্বরই পুনরায় সমস্ত জীব জগৎ আত্মাতে উপসংহৃত করিয়া অদ্বিতীয়রূপে—একরূপে অবস্থিত হন। সমুদ্রে তরঙ্গ বুদ্‌বুদাদির ন্যায় সমস্ত জীব জগৎ তাহাতে লীন হয়। সেই অবস্থায় ক্ষণভঙ্গুর, মায়েন্দ্রজাল সদৃশ সমস্ত বিকারজাত বাচারম্ভন মাত্র থাকে। ঈশ্বর হইতে ভিন্ন কিছুই থাকে না। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম-তজ্জলানিতি।" জীবসকল সূর্য্য-কিরণের ন্যায় ব্রহ্মের অংশ। প্রকৃতি, তাহার গুণ ও জীবাদির সত্তাস্ফূর্ত্তি ঈশ্বরের অধীন। প্রকৃতি, গুণ ও জীবাদি স্বাপ্নবস্তুর ন্যায় দৃশ্য। উহাদের স্বতঃসিদ্ধত্ব নাই, সুতরাং পারমার্থিক সত্তা নাই। জীব চৈতন্যাংশে ব্রহ্মের তুল্য, চৈতন্যাংশে কোনও বিলক্ষণতা নাই; সুতরাং ঈশ্বর পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের আত্মা। জীব প্রাণাদির ন্যায় জড়রূপে অনাত্মা। নিখিল বেদান্তবাক্যপ্রতিপাদ্য সেই পরমাত্মা পরং ব্রহ্মকে 'তিনিই আমার আত্মা'—"স ম আত্মেতি", 'তিনিই আমি'—"সোঽহমিতি"রূপে, মায়া ও জীবাদি হইতে পৃথক্‌রূপে—আত্মারূপে উপলব্ধি করিয়া অবিদ্যাকামকর্ম্মাদির ক্ষয়ে নিখিল দুঃখ হইতে ইহজীবনেই মুক্তিলাভ করে। জীবন্মুক্তি বিজ্ঞানভিক্ষুর অভিমত। জীব ও ব্রহ্মের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় অংশাংশিভাবই যুক্তিযুক্ত। আকাশাদির, জীবের বিভুত্ব বা ব্যাপকত্ব নাই। পিতাপুত্রের ন্যায়, জীবব্রহ্মের অবিভাগ। মোক্ষধর্ম্মেও পুরুষ বহু কি এক, এই প্রশ্নে—

"বহবঃ পুরুষা রাজন্ সাংখ্যযোগবিচারিণাম্।
নৈবমিচ্ছন্তি পুরুষমেকং কুরুকুলোদ্বহ॥"

এই শ্লোকে পুরুষনানাত্ব বিচারবলে স্থাপন করিয়া ব্যাসোক্ত পুরুষবহুত্ব পিতাপুত্রের ন্যায় "অবিভাগ"রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। * শ্রুতিও বলিয়াছেন—

"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
অস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥"

গীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইত্যাদি।

শ্রুতি বলিয়াছেন—"যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্রচৈবাপিযন্তি"। "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ সবিজ্ঞেয়ঃ সচানন্ত্যায কল্পত" ইত্যাদি। এই অংশাংশিভাব ভেদ প্রতিপাদনের ফল। উৎসর্গ বলে অংশাংশির একরূপতা আছে বলিয়াই জীবের অসংসারিত্ব, বিভুত্ব, সর্ব্বাধারত্ব প্রভৃতি শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভেদাভেদ বিভাগ অবিভাগপর। অদ্বৈতবাদী অভেদবাক্যান্তরোধে ভেদবাক্য সকলের ঔপাধিক ভেদপরত্ব কল্পনা করেন, সেইরূপ ভেদবাক্যান্তরোধে অভেদ বাক্য সকলের অভেদ লক্ষণ অভেদ-পরত্ব নির্ণীত হইতে পারে। অবিরোধ উভযথা সম্ভব। শ্রুতি ও স্মৃতিতে আছে—"যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাক্ষিপ্তং তাদৃগেব ভবতি। এবং মুনের্বিজানত আত্মাভবতি গৌতম।" "নতু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি, ততোঽন্যদ্ বিভক্তম্" (শ্রুতি)।

"অতিভক্তং চ ভূতেষুসবিভক্তমিব স্থিতম্।
ব্যক্তং স এব বা ব্যক্তং স এব পুরুষঃপরঃ॥" ইত্যাদি।

অবিভাগ পরত্ব অঙ্গীকার করিলেও অভেদ শব্দে লক্ষণা হইবে—এরূপ বলা যাইতে পারে না। কারণ, "ভিদি বিদারণ ইতি" বিভাগেও "ভিদি" ধাতুর প্রয়োগ আছে। যদি বল "তত্ত্বমস্যাদি" অভেদবাক্যের মোক্ষফল শ্রুতি

* সমাযতত্ত্বযদ্ব্যাসঃ পুরুষৈকত্বমুক্তবান্।
তত্রাহং সংপ্রবক্ষ্যামি প্রসাদাদমিতৌজসঃ॥
বহূনাং পুরুষানাং হি যথৈকা যোনিরিষ্যতে।
তথা তং পুরুষং বিশ্বমাখ্যাস্যামি গুণাধিকমিতি॥

বলিয়াছেন, অভেদজ্ঞানই সম্যগ্ জ্ঞান। বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন—তাহা বলিতে পার না। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন—"পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" ইত্যাদি। শ্রুতিই ভেদজ্ঞানের মুক্তিফলত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভেদজ্ঞানে ঈশ্বর হইতে মায়া ও জীবের পৃথক্‌ত্ব-বিবেক-জ্ঞান জন্মে। সুতরাং অবিদ্যার নিবর্ত্তকরূপে ভেদজ্ঞানের সাক্ষাৎ মোক্ষ হেতুত্ব আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন--"সত্যেন লভ্যস্তপসাহ্যেষ আত্মা সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্" ইত্যাদি।

"প্রধানপুরুষব্যক্তকালানাং পরমং হি যৎ।
পশ্যন্তি সুরয়ঃ শুদ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদম্॥"

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—"ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।"

আর অভেদবাক্য সকলের সাক্ষাৎ অবিদ্যা নিবর্ত্তকত্ব অসম্ভব, সুতরাং ঐ বাক্য সকল ব্রহ্মাত্মতা বোধক বাক্য সকলের শেষভূত।

অভেদ জ্ঞান সাক্ষাৎরূপে "অহংদুঃখী" ইত্যাদি লক্ষণ অবিদ্যার উচ্ছেদ করিতে পারে না। এক আকাশে শব্দ ও তদভাবের ন্যায় এক আত্মাই ভাব ও অভাব অসম্ভব। অতএব বিবেক বাক্যরূপেই ভেদবাক্য সকল বলবান্ এবং তদ্‌বিরোধিরূপ অভেদ বাক্য সকল অবিভাগপর।

শ্রুতিতে ভেদনিন্দাপর বাক্য সকল আছে। "য এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি"। স্মৃতিও ভেদের নিন্দা করিয়াছেন—

"তস্যাত্মপরদেহেষু সত্যেঽপ্যেকময়ং হি যৎ।
বিজ্ঞানং পরমার্থোঽসৌ দ্বৈতিনোঽতথ্যদর্শিনঃ॥"

সুতরাং ভেদনিন্দা আছে বলিয়া শ্রুতির ভেদপরত্ব সম্ভব নহে, ইহাই অদ্বৈতবাদীর আশঙ্কা। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন—অভেদবাক্য সকল অবিভাগপর। ভেদনিন্দাবাক্য সকল বিভাগ লক্ষণ ভেদপর। সুতরাং প্রতিপাদ্য বিপরীতের নিন্দাত্বই যুক্তিযুক্ত। অন্যথায় "মনসৈবেদমাপ্তব্যংনেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" এই সকল শ্রুতিবাক্যবলে জড়বর্গের ভেদ নিন্দা থাকায় তাহাদেবও অভেদ পক্ষ অঙ্গীকার কবিতে হয়। ইহা প্রত্যক্ষ ও যুক্তিবিরুদ্ধ।

অভেদ জ্ঞানে বন্ধমোক্ষ ব্যবস্থারও অনুপপত্তি হয়। প্রতিবিম্ব বা অবচ্ছেদবাদবলে বন্ধমোক্ষ ব্যবস্থাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ প্রতিবিম্ব তুচ্ছ, এজন্য বন্ধ মোক্ষ অনুচিত। অতএব জীব ব্রহ্মের অংশ। বিবেকজ্ঞানে মুক্তি, ঐক্যজ্ঞানে নহে। অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ প্রতিবিম্ববাদী। তাঁহাদের মত নিরসন জন্যই বিজ্ঞানভিক্ষুর সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টা।

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে ব্রহ্ম জগতের অধিষ্ঠান কারণ। প্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে অবিভক্ত। ব্রহ্ম স্বাবিভক্ত প্রকৃত্যাদির সাক্ষিরূপে উপষ্টম্ভক। সুতরাং ব্রহ্ম জগতের কারণ হইলেও নির্ব্বিকার। প্রকৃতি পুরুষাদিতেও অতি প্রসঙ্গ হইতে পারে না। কারণ সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্য সকলের সাক্ষিত্ব অসম্ভব। ভিক্ষু "বিজ্ঞানামৃতভাষ্যে" বলিয়াছেন—"ব্রহ্মণশ্চ স্বাবিভক্ত প্রকৃত্যাদ্যুপষ্টম্ভকত্বং সাক্ষিতা মাত্রেণেতি জগৎকারণত্বেঽপি ন ব্রহ্মণো বিকারিত্বং ন বা প্রকৃতি পুরুষাদিষ্বতি প্রসঙ্গঃ। সর্গাৎ পূর্ব্বমন্যেষাং সাক্ষিত্বাসম্ভবাৎ।"

অধিষ্ঠান কারণটী কি? তদুত্তরে ভিক্ষু বলিতেছেন—যাহাতে অবিভক্তরূপে অবস্থিত হইয়া যদ্‌বলে উপষ্টব্ধ হইয়া, উপাদান কারণ কার্য্যাকারে পরিণত হয়, তাহাই অধিষ্ঠানকারণ। যেমন সৃষ্টির আদিতে জলে অবিভক্ত পার্থিব সূক্ষ্মাংশ সকল (যাহাদিগকে তন্মাত্র বলা হয) জলদ্বারা উপষ্টব্ধ হইয়া পৃথিবী আকারে পরিণত হয়, জল মহাপৃথিবীর অধিষ্ঠান কারণ, সেইরূপ ঈশ্বর প্রকৃত্যাদির অধিষ্ঠান কারণ। বিজ্ঞানামৃতভাষ্যে ভিক্ষু বলিয়াছেন—

"তদেবাধিষ্ঠানকারণং যত্রঽবিভক্তং যেনোপষ্টব্ধং চ সদুপাদানকারণং কার্য্যাকারেণ পরিণমতে, যথাসর্গাদৌ জলাঽবিভক্তাঃ পার্থিব সূক্ষ্মাংশাস্তন্মাত্রাখ্যাঃ জলেনৈবোপষ্টম্ভাৎ পৃথিব্যাকারেণ পরিণমন্ত ইত্যতো জলং মহাপৃথিব্যা অধিষ্ঠান কারণমিতি।"

ব্রহ্ম জগতের অধিষ্ঠান কারণ, সুতরাং তিনি অবিকারী চিন্মাত্র হইলেও তাঁহাতে জগতের উপাদানত্ব ও অভেদত্ব উপপন্ন। বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন— "অতএবাবিকারি চিন্মাত্রত্বেঽপি ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বং জগদভেদশ্চোপপদ্যতে।" বিকারিকারণের মত অধিষ্ঠান কারণেরও উপাদানত্বরূপে ব্যবহার আছে।

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে ব্রহ্ম জগতের সমবায়ী, অসমবায়ী বা নিমিত্ত কারণ নহে। এই সকল কারণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ আধার কারণ। বিকারি কারণ কি? তদুত্তরে বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন—সমবায় সম্বন্ধে যাহাতে অবিভাগ তাহাই বিকারি কারণ ("সমবায় সম্বন্ধেন যত্রাবিভাগস্তদ্বিকারিকারণম্") এবং যে

স্থল "কার্য্যস্তকারণাবিভাগেনাবিভাগঃ" তাহাই অধিষ্ঠান কারণ। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, অধিষ্ঠান কারণবাদের সহিত বৈশেষিক সাংখ্য প্রভৃতির কোনও বিরোধ নাই। বৈশেষিক ও সাংখ্যবাদী আচার্য্যগণও অধিষ্ঠান কারণের নিমিত্ত কারণতা স্বীকার করেন। যখন সাংখ্য বৈশেষিক প্রভৃতির কারণ-বাদের সহিত অবিরোধ রক্ষা করা যায়, তখন বিরোধ স্থাপন যুক্তিযুক্ত নহে। ভিক্ষু বলেন—তবে আমরা সমবায়ী অসমবায়ী ও নিমিত্তকারণ হইতে বিলক্ষণ উদাসীন অধিষ্ঠান কারণই অঙ্গীকার করি। তিনি ভাষ্যে বলিতেছেন—"সম্ভবত্যবিরোধে সৃষ্টি প্রক্রিয়ায়াং বৈশেষিক সাংখ্যয়োরুভয়োপ্যত্রাবিরোধানৌ-চিত্যাদিতি। বৈশেষিকাদিভিরপীদৃশং ব্রহ্মণঃ কারণত্ব মিষ্যত এব। পরং তু তৈরিদমপি নিমিত্তকারণতেতি পরিভাষ্যতে। অস্মাভিস্তু সমবায্যসম-বায়িভ্যামুদাসীনং নিমিত্ত কারণেভ্যশ্চ বিলক্ষণতয়া চতুর্থমাধারকারণত্বমিতি।" বাস্তবিক এস্থলে বিজ্ঞানভিক্ষু গত্যন্তর না থাকাতে এক অদ্ভুত কারণ-বাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। জগতের সত্যতা রক্ষা করিতে হইবে অথচ ব্রহ্মের নির্ব্বিকারত্বও রক্ষা করিতে হইবে। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া বিজ্ঞানভিক্ষু এক অভিনব কারণবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই কারণবাদে অদ্বৈতবাদের ছায়াও আছে, আর সাংখ্যমতের ছায়াও আছে। অদ্বৈতবাদী বলেন, নিরধিষ্ঠান ভ্রম হইতে পারে না। জগদ্ভ্রমের আশ্রয় বা অধিষ্ঠান জ্ঞান। অবশ্যই জ্ঞানে অজ্ঞান কোনও কালে বা দেশে নাই। ব্রহ্ম মায়িক জগতের অধিষ্ঠান। ভিক্ষু এই অধিষ্ঠানবাদ গ্রহণ করিয়া প্রকৃতিকে অধিষ্ঠানের আত্মভূত করিয়াছেন। প্রকৃতি অধিষ্ঠানের সহিত অবিভক্ত। অবশ্যই অবিভক্ত অর্থে অভিন্ন নহে। এস্থলে অবিভক্ত শব্দটি ভিক্ষু একটু বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। কারণ, তিনি অভেদের অর্থ অবিভাগ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকৃতিকে ব্রহ্মের অবিভক্ত বলিয়া সাংখ্যবাদকে অতিক্রম করিয়াছেন। কারণ, সাংখ্যমতে প্রকৃতি স্বতন্ত্রা। পক্ষান্তরে সাংখ্যমতে পুরুষের ঈক্ষণ বা সাক্ষিত্ব বশে প্রকৃতির সাম্যাবস্থার চ্যুতি হয় ও গুণের ক্ষোভ হয়। এস্থলেও ভিক্ষু নির্ব্বিকার ব্রহ্মকে উপষ্টম্ভক বলিয়াছেন। উপষ্টম্ভকত্ব ও সাংখ্যের সাক্ষিত্ব প্রায় একই জিনিষ। ভিক্ষুর মতে ব্রহ্ম শক্তিমান্। শক্তির বিকার অবশ্যম্ভাবী, যেহেতু শক্তিই স্পন্দন, আর স্পন্দনই বিকার। শক্তি আছে কিন্তু বিকার নাই ইহা অসম্ভব। Latent energyরও আভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ আছে। সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম Electronএরও

স্পন্দন আছে। স্পন্দন থাকিলে নির্ব্বিকারত্ব অসম্ভব। এস্থলে ভিক্ষু সামঞ্জস্য করিতে গিয়া অসঙ্গত মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। জগতের সত্যতা রক্ষা ও ব্রহ্মের নির্ব্বিকারত্ব স্থাপন অসম্ভব। সাংখ্যের পুরুষ নিমিত্ত কারণ, অসঙ্গ ও নির্গুণ। কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষুর অধিষ্ঠানকারণ ব্রহ্ম অসঙ্গ ও নির্গুণ নহে। কারণ তিনি প্রকৃতিকে ব্রহ্মশক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মের শক্তিমত্তাই সগুণত্ব। ব্রহ্মের সগুণত্ব যখন ঔপাধিক নহে, তখন ব্রহ্মের বিকারিত্ব অসম্ভাবী। ভিক্ষু বলিতে পারেন. ব্রহ্ম সগুণ হইলেও নির্ব্বিকার। আমরা তদুত্তরে ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিব, সগুণব্রহ্ম কি প্রকারে প্রকৃতির উপষ্টম্ভক? যদি সাক্ষিত্ব নিবন্ধন উপষ্টম্ভকত্ব স্বীকার করেন, তাহা হইলে প্রকৃত্যাদি যখন সৎ, তখন সাক্ষীরও বিকার অবশ্যম্ভাবী; আর যখন ব্রহ্মই প্রকৃতির উপষ্টম্ভক বা বিক্ষোভক, তখন তাঁহারও বিকার অনিবার্য্য। ভিক্ষু প্রকৃতির সাম্যাবস্থা অঙ্গীকার করিয়াছেন। কারণ, তিনি সাংখ্যের প্রকৃতি-কেই বেদান্তে ব্রহ্মাশ্রিতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আর যদি বলেন, প্রকৃতির সাম্যভাব অঙ্গীকার করেন নাই, তখন প্রকৃতি বিক্ষোভময়ী, ক্রিয়াশালিনী, প্রকৃতি ব্রহ্মাশ্রিতা। ক্রিয়ার ধর্ম্ম—শক্তির ধর্ম্ম এই যে, আশ্রয়কে বিকৃত না করিয়া ক্রিয়া আত্মপ্রকাশলাভ করিতে পারে না। ক্রিয়াত্মিকা প্রকৃতি ব্রহ্মেরও বিক্ষোভ অবশ্যই জন্মাইবে। যদি বলেন, প্রকৃতির সাম্যাবস্থা অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য—প্রকৃতির সমতার ক্ষোভ কি প্রকারে হইল? সাম্যাবস্থা হইতে কি প্রকারে প্রচ্যুতি ঘটিল? "উভয়তো পাশারজ্জুঃ" ন্যায়ে ভিক্ষু পতিত হইয়া এক অদ্ভুত কারণবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। **Syncretist** অর্থাৎ সমন্বয়বাদী দার্শনিকের এরূপ দুরবস্থা অনিবার্য্য।

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে ঈশ্বর চেতন বিশেষ। তিনি তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন, "অস্য জগতো নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্য চেতনাচেতনরূপস্য প্রতিনিয়ত দেশকাল সংস্থান ব্যাপারাদিমতোঽচিন্ত্যরচনাত্মকস্য জায়তেঽস্তিবর্দ্ধতে বিপরিণমতেঽপক্ষীয়তে বিনশ্যতীত্যেবংরূপং জন্মাদি ষট্‌কং যতঃ পরমেশ্বরাদন্তর্লীন প্রকৃতি পুরুষাদ্যখিলশক্তিকাৎ স্বতশ্চন্মাত্রাদ্বিশুদ্ধসত্ত্বাখ্যমায়োপাধিকাৎ ক্লেশকর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টাচ্চেতন বিশেষাদ্ভবতি" ইতি। এস্থলে পাতঞ্জলের "ক্লেশকর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ কশ্চিৎ পুরুষবিশেষঃ"ই বেদান্তের "বিশুদ্ধসত্ত্বাখ্য মায়োপাধিক" হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। পাতঞ্জলের ঈশ্বর

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ।" বিদ্যারণ্যমুনীশ্বর ঈশ্বরকে বিশুদ্ধসত্ত্ব প্রধান বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। বিদ্যারণ্যের "বিশুদ্ধ সত্ত্ব-প্রধান" ঈশ্বরই বিজ্ঞানভিক্ষুর "বিশুদ্ধসত্ত্বাখ্য মায়োপাধিক।" বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে প্রকৃতি ব্রহ্মের শক্তি। তিনিই বলিয়াছেন—"প্রকৃতিপুরুষাদ্যখিল-শক্তিকাৎ।" এখন জিজ্ঞাস্য - বিশুদ্ধসত্ত্বাখ্য মায়া ও অখিল শক্তি এক কি না। যদি এক হয়, তাহা হইলে মায়াও যেমন উপাধি, প্রকৃতি পুরুষাদি অখিল শক্তিও তেমনি ঔপাধিক। ঔপাধিক হইলে শক্তি ব্রহ্মের সহিত অবিভক্ত হইতে পারে না, ব্রহ্মের আত্মভূতও হইতে পারে না। পাতঞ্জল ও বেদান্তমতের সমন্বয় করিতে গিয়া ভিক্ষু "ডালখিচুড়ী" পাকাইয়াছেন।

কোনও পুরুষ বিশেষ ঈশ্বর। পাতঞ্জলের সিদ্ধান্তে ঈশ্বরের সহিত জীবের কোন সম্বন্ধ নাই। ঈশ্বর জীবের অন্তর্যামী, জীবের পরমাত্মীয়—ইহা পাতঞ্জলের মতে নাই। যে ঈশ্বর উদাসীন, জীবের সহিত যাঁহার কোনও সম্পর্ক নাই, ভিক্ষু সেই পাতঞ্জলের ঈশ্বরকে বেদান্তের পোষাক পরাইয়াছেন। কারণ, তাঁহার জীব সেই পুরুষবিশেষরূপ ঈশ্বরকে "তিনিই আমার আত্মা" এইরূপ উপাসনা বা ধ্যান করিয়া আত্মভাবে সাক্ষাৎকার করিলে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি লাভ করে। অবশ্যই তাঁহার মতে ঈশ্বর অন্তর্য্যামী কি না তাহা বুঝিতে পারা যায় না। উদাসীনতাও যেন আছে, কেবল জীব ঈশ্বরকে "স ম আত্মেতি" এইরূপ সাক্ষাৎকার করিতে পারিলেই দুঃখ নিবৃত্তি হইতে পারে এই মাত্র। সুতরাং বিজ্ঞানভিক্ষুর মতবাদ বেদান্তের পোষাকে সাংখ্যবাদ।

ভিক্ষুর মতে জীব ব্রহ্মের অংশ। মূর্ত্তবস্তুরই অংশ হইতে পারে। অমূর্ত্ত নিরংশ জীব যদি ব্রহ্মের অংশ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম মূর্ত্ত হইয়া পড়েন। মূর্ত্ত বস্তুর বিকার আছে। বিকার যাহার আছে, তাহা অনিত্য; সুতরাং ব্রহ্মের অনিত্যতা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। ভিক্ষুর মতে জীবাত্মার বিভুত্ব প্রভৃতি ঔপচারিক। জীব যখন ব্রহ্মের অংশ, তখন অংশত্ব অবশ্যই নিত্য। জীব যখন ব্রহ্মকে "তিনি আমার আত্মা" বলিয়া জানে, তখন জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে দেখিতে পায়। কারণ, জীব তখন "মায়াজীবাদি বিবেকেন আত্মতয়া" ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে। অর্থাৎ ঈশ্বর জীবের আত্মা হইলেও জীবাদি হইতে বিবিক্ত। ভিক্ষু যদি বলেন—জীব তখন ব্রহ্মাত্মভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তৎপ্রতিপাদিত জীবের অংশত্ব অনুপপন্ন হয়। আর

যদি জীব তখন আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করিয়া দেখে, তখন "ব্রহ্মই আমার আত্মা" এই বোধের তাৎপর্য্য কি? অংশাংশিভাবে জীব আপনাকে ঈশ্বরের অংশ বলিয়া বোধ করে, তাহা হইলে "ঈশ্বর আমার আত্মা" এই ভাবের কোনও তাৎপর্য্য থাকে না। অংশ অংশীর সহিত ভিন্ন কি অভিন্ন? যদি বলেন ভিন্ন, তাহা হইলে "ঈশ্বর আমার আত্মা" ইহার সার্থকতা কোথায়? আর যদি অভিন্ন হয়, তাহা হইলে জীবের অণুত্ব অনুপপন্ন, জীবের বিভুত্বই পারমার্থিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। জীব ও ঈশ্বর সম্বন্ধে ভিক্ষু ভেদাভেদবাদী। তিনি ভাষ্যে বলিয়াছেন—"যশ্চস্বতো মায়া তদ্‌গুণ জীবাদিভ্যো। ভিন্নাভিন্নো জীবাবিলক্ষণ চিন্মাত্রোঽপি ন তেষাং দোষৈঃ কদাপি লিপ্যতে।"

এস্থলে ভিক্ষু ভাস্করীয় মতের কতকটা অনুসরণ করিয়াছেন। ভাস্কর ভেদাভেদবাদী। ভেদাভেদবাদ অযৌক্তিক। "ঈশ্বর জীবের আত্মা" এই মতে নিম্বার্ক-মতের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্বার্কও ভেদাভেদবাদী। ভিক্ষু সকল মতের সামঞ্জস্য কবিতে গিয়া অস্বাভাবিকতার উদ্ভব করিয়াছেন।

সাধন সম্বন্ধে ভিক্ষু জ্ঞান কর্ম্ম সমুচ্চয়বাদী। তিনি বলেন—"কর্ম্মবিশিষ্টস্য জ্ঞানস্য মোক্ষসাধনত্বম্।" শ্রুতি বলিয়াছেন—"আত্মক্রীড়ঃ আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং ববিষ্ঠঃ" ইত্যাদি। এ স্থলে বিদ্বানের— আত্মারামেরও ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রুতিও কর্ম্মবিশিষ্ট জ্ঞানেব মোক্ষসাধনত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন—

"অন্ধংতমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥৯॥ (ঈশোপনিষদ্)
বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যযামৃতমশ্নুতে॥ ১১॥ ইত্যাদি।

স্মৃতিতেও বলিয়াছেন—

"জ্ঞানিনাঽজ্ঞানিনাবাপি যাবদ্দেহস্য ধাবণম্।
তাবদ্বর্ণাশ্রমপ্রোক্তং কর্ত্তব্যং কর্ম্মমুক্তয়ে॥
জ্ঞানেনৈব সহৈতানি নিত্যকর্ম্মাণি কুর্ব্বতঃ।
নিবৃত্তফলতৃপ্তস্যমুক্তিস্তস্য করে স্থিতা॥

সুতরাং কর্ম্মযুক্তজ্ঞানই মোক্ষের সাধন। এ বিষয়ে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সহিত বিজ্ঞানভিক্ষুর মতসাদৃশ্য আছে; কিন্তু শঙ্করের সহিত নাই।

শঙ্করের মতে জ্ঞানই মোক্ষের হেতু। তিনি জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ের বিরোধী। কর্ম্ম পরম্পরাক্রমে জ্ঞানের সাধন। শঙ্করের মতবাদ খণ্ডনের জন্য বিজ্ঞানভিক্ষু ব্রহ্মসূত্রের ১।১।১ সূত্রের ভাষ্যে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি শ্রৌত, স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক বাক্য উদ্ধার করিয়া শাঙ্করমত নিরসনের জন্য সচেষ্ট।

মুক্তি সম্বন্ধে ভিক্ষু বলেন—ঈশ্বরের সহিত একীভাব প্রাপ্তি মুক্তি নহে। মুক্ত পুরুষের ঈশ্বরের সমান শক্তিও হয় না। মুক্তপুরুষের ঈশ্বরের সমান ভোগ হয়। ঈশ্বরসাযুজ্য অর্থে একরূপ ভোগ। ঈশ্বরও মুক্তপুরুষের ভোগ্য। শ্রুতি বলিয়াছেন—"সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।" "স যথৈতাং দেবতাং সর্ব্বাণি ভূতান্যবন্তি এবং হৈনং সর্ব্বাণি ভূতান্যবন্তি তেন এতস্যৈ দেবতায়ৈসাযুজ্যং সলোকতাং জয়তীত্যাদি।" এস্থলে শ্রুতি বিদ্বানের পরমেশ্বরের সহিত সমান ভোগ মাত্রের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং মহদাদি সৃষ্টিতেও মুক্তপুরুষের অধিকার নাই, সেই শক্তি কেবল ঈশ্বরের। ভিক্ষু বলেন—"ইত্যাদি শ্রুতৌ পরমেশ্বরেণ সহ তদ্বিদুষাং ভোগমাত্রং সমানং শ্রূয়তে অনেন চ লিঙ্গেনানুমীয়তে মহদাদি সৃষ্টৌ তস্য শক্তির্নাস্তি কিং তু পরমেশ্বরস্যৈবেতীত্যর্থঃ।" সাযুজ্য অর্থ কি? ভিক্ষু বলিয়াছেন—"সাযুজ্যং চোপাস্যে প্রবিশ্য তেন সহৈকীভাবেনৈকরূপভোগ ইতি।" অর্থাৎ সাযুজ্য অর্থে উপাস্য বস্তুতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত একভাবে অবস্থিত হইয়া একরূপ ভোগ। ভিক্ষুর মতে যাঁহারা কার্য্যব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়, তাঁহাদের অপুনরাবৃত্তি ঔৎসর্গিকী এবং যাহারা কারণব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়, তাঁহাদের অপুনরাবৃত্তি নিয়তা। তিনি বলিতেছেন—"অত্র চায়ং বিশেষঃ। কার্য্যব্রহ্মণি গতানামপুনরাবৃত্তিরৌৎসর্গিকী কারণব্রহ্মণি গতানাং চাপুনরাবৃত্তিনিয়তা।" জীবন্মুক্তি বিজ্ঞানভিক্ষুর সম্মত।

ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রাধিকার—এ সম্বন্ধে ভিক্ষু অন্যান্য আচার্য্যগণের সহিত একমত। তাঁহার মতেও ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার নাই। তবে বিদুর প্রভৃতির যে জ্ঞান জন্মিয়াছিল, তাহার কারণ জ্ঞানের ঐকান্তিক ফলত্ব। তিনি বলেন—"অতো বিদুরাদীনাং পুরাণাদের্ব্রহ্মজ্ঞানমৈহিকাধ্যয়নসাধ্যমপি স্বীকর্ত্তুং শক্যতে।" শূদ্রাদির মন্দবুদ্ধির জন্য, অথবা বিপরীত বুঝিতে পারে এইজন্য অথবা যজ্ঞাদিতে অনধিকার নিবন্ধন বেদ শ্রবণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে ভিক্ষু শঙ্করকে কতক পরিমাণে অনুসরণ করিয়াছেন।

মন্তব্য।

বিজ্ঞানভিক্ষু সমন্বয়বাদ স্থাপন করিতে গিয়া অনেক বিষয়েই অযৌক্তিকতার পরিচয় দিয়াছেন। দার্শনিকরাজ্যে সমন্বয়বাদ (Syncretism) দোষের। জর্ম্মন্‌দেশেও ক্যাণ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বে একদল সমন্বয়বাদী ছিলেন। সমন্বয়বাদের প্রধান দোষ, যৌক্তিকতা থাকে না। পরস্পর বিরোধী ও বিপরীত দার্শনিক মতের সমন্বয় অসম্ভব। আর একদল দার্শনিক আছেন যাঁহারা চয়নবাদের বা সংগ্রহবাদের (Eclecticism) পক্ষপাতী। এই উভয়বাদীরই দার্শনিকতার অভাব। গ্রীসদেশে একদল চয়নবাদী দার্শনিক ছিলেন। ধর্ম্মে ও দর্শনে চয়নবাদ অত্যন্ত অস্বাভাবিক। বঙ্গদেশেও নববিধান ব্রাহ্মসমাজ চয়নবাদী। আমাদের মনে হয় ধর্ম্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে চয়নবাদে প্রাণের তৃষ্ণা মিটে না। যুক্তিরও অভাব দৃষ্ট হয়। সামঞ্জস্য রক্ষাও অসম্ভব হইয়া পড়ে।

বিজ্ঞানভিক্ষু দ্বৈতবাদী। ইঁহার মতবাদকে ভেদাভেদবাদও বলা যাইতে পারে। আমাদের মনে হয়, ভিক্ষুর মতবাদ বেদান্তের আবরণে সাংখ্যবাদ।

ষোড়শ শতাব্দীর উপসংহার।

এই শতাব্দী কেবল টীকার যুগ নহে। দার্শনিকক্ষেত্রে সুচিন্তিত গ্রন্থও যথেষ্ট রচিত হইয়াছে। শাঙ্করদর্শন হিমালয়ের ন্যায় শতাব্দীর পর শতাব্দী-ব্যাপী আক্রমণ সহ্য করিয়া আপনার মহামহিমায় বিরাজিত। এই শতাব্দীতে বিজ্ঞানভিক্ষু নব মতের উদ্ভাবনা করিয়া আবার আক্রমণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন। পৃথিবীর মধ্যে শাঙ্করদর্শনের ন্যায় কোনও দর্শন এত আক্রমণ সহ্য করিয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিতে পারেন নাই। ঔপনিষদিক আত্মজ্ঞান শঙ্করের অমর লেখনীর অমরভাষায় সজীব জাগ্রত হইয়াছে। ঔপনিষদিক আত্মজ্ঞানের বিশেষত্ব এই যে ইহা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ স্পর্শ করে।

হৃদয়ের নীরব প্রদেশে আত্মজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি। আত্মজ্ঞানই জীবের স্বরূপ, তাই উপনিষদের আত্মজ্ঞানের ভাব ও ভাষা "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল সব প্রাণ।"

শাঙ্করদর্শন অনুভবের বস্তু বলিয়াই এত আক্রমণ সহ্য করিয়াও অক্ষুণ্ণ প্রতাপে আপন মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে অদ্বৈতবাদের প্রসার ও প্রচার পূর্ব্ব পূর্ব্ব শতাব্দী হইতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দার্শনিকক্ষেত্রে শত্রুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে, এজন্য আত্মরক্ষার উপযোগী দার্শনিক অস্ত্রও সংগৃহীত হইয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে কেবল দার্শনিকক্ষেত্রে নহে পরন্তু সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই এই পুনরুত্থান লক্ষিত হয়। কাব্য, নাটক, চম্পূ, অলঙ্কার, ব্যাকরণ ও দর্শন প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েরই অভ্যুদয় হইয়াছে। অপ্পয়দীক্ষিতের সমসাময়িক পণ্ডিতগণের আবির্ভাবে কাব্য, নাটক, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। ভট্টোজীর প্রতিভায় ব্যাকরণের প্রসার ও প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। দার্শনিকক্ষেত্রে নৃসিংহাশ্রম, নীলকণ্ঠ দীক্ষিত, বিজ্ঞানভিক্ষু, ব্যাসরাজ প্রভৃতির আবির্ভাব বেশ স্মরণীয় ঘটনা। সাহিত্যের এরূপ সর্ব্বতোমুখ বিকাশ অন্যান্য শতাব্দীতে পরিলক্ষিত হয় না। পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় সংস্কৃত সাহিত্যের অভ্যুদয় হয়, ইহা ইতিহাসে দৃষ্ট হয়। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর সাহিত্যিক পুনরুত্থান ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত নাই। সম্রাট্ আকবর প্রভৃতির রাজ্যকালে কেবল শাসন শৃঙ্খলা প্রভৃতির উল্লেখ আছে, কিন্তু সাহিত্যিক উত্থানের (Revival) বিবরণ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের ইতিহাস সমুদয় নীরব। বাস্তবিক আমাদের দেশে নূতন করিয়া ইতিহাস লিখা নিতান্ত প্রয়োজন। জাতির জীবনের সহিত ইতিহাসের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। জাতি আপনার ইতিহাস ভুলিতে পারে না। একবার ক্ষণেকের জন্য ভুলিলেও সেই পূর্ব্বতন স্মৃতি কোনও রূপে উদ্‌বুদ্ধ হইলেই জাতি আপনার প্রতিষ্ঠা স্মরণ করে। ইতিহাস জাতির জীবন। দৈনন্দিন ঘটনা যেমন ব্যক্তির জীবনের অংশ, সমস্ত ঘটনাগুলি প্রকাশিত করিলেই ব্যক্তির জীবন-চরিত রচিত হয়; ইতিহাসও সেইরূপ জাতির জীবন। ইতিহাস সত্যে প্রতিষ্ঠিত। জাতির জীবন এক মহাযজ্ঞ। ইতিহাস তাহার সাক্ষী। সত্যহীন ইতিহাস হইতে পারে না। অঙ্গহীন যজ্ঞ যজ্ঞই নহে। আমাদের জাতীয় ইতিহাস অঙ্গহীন। কারণ, জাতীয় জীবনের সকল অংশ ইতিহাসে

প্রতিফলিত হয় নাই। সুতরাং নূতন করিয়া ইতিহাস রচনা করিতে হইবে।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমরা শিক্ষা পাইয়াছি মুসলমান শাসনকালে কেবল অনাচার অত্যাচারই হইয়াছে। মোগল সম্রাট্‌গণের সময় হিন্দু পণ্ডিত 'পণ্ডিতরাজ' উপাধি পাইয়াছে, হিন্দু পণ্ডিত মুসলমানের জীবন-চরিত লিখিয়াছে, মোগল সম্রাটের আশ্রয়ে পণ্ডিত আপনার পাণ্ডিত্যের বিকাশসাধন করিয়াছে—"দিল্লীবল্লভপাণিপল্লবতলে নীতং নবীনং বয়ঃ" ইহা বলিয়া পণ্ডিতরাজ দিল্লী সম্রাট্‌গণের বিদ্যোৎসাহের পরিচয় দিয়াছেন।

মুসলমান শাসন কালেই কবীরপন্থীর হিন্দী ভাষায় সুরসাগর, ভক্তমাল, ছত্র-প্রকাশ, সৎসইয়া প্রভৃতি গ্রন্থ, মহারাষ্ট্র ভাষায় জ্ঞানেশ্বরী, অভঙ্গ, বাক্‌হার, নানকপন্থীর গুরুমুখী ভাষায় গ্রন্থসাহেব, ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের চরিতামৃত প্রভৃতি বাঙ্গলা ভাষার গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কবীর, নানক প্রভৃতি পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তখন পাঠানশাসন একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। সুতরাং কেবল মোগলশাসন সময়ে নহে, পাঠান-শাসন সময়েও সাহিত্যের বিকাশ হইয়াছে। যে সকল ইতিহাস কেবল মুসলমান সময়ের অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করে, তাহা মিথ্যা ও অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট। জাতিকে জাগ্রত করিতে হইলে জাতির ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিতে হইবে।

যাহা হউক, ষোড়শ শতাব্দীতে সাহিত্যের সর্ব্বতোমুখ প্রসার হইয়াছে, আর দার্শনিক প্রতিভারও স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। এই শতাব্দীর আচার্য্যগণের মধ্যে মৌলিকতা দেখা যায়, কেবল পল্লব-গ্রাহিতায় এবং তথাকথিত পাণ্ডিত্যেই পর্য্যবসিত নহে।

বিজ্ঞান ভিক্ষুর আবির্ভাবে সাংখ্য-দর্শনেরও প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহার বিরচিত ভাষ্য প্রভৃতির প্রচারে সাংখ্যমত নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। অবশ্যই তৎপ্রণীত "প্রবচন ভাষ্য" বেদান্তের প্রভাবে প্রভাবিত। নিরীশ্বর সাংখ্যবাদকে সেশ্বর করিবার চেষ্টা তাঁহাতেই প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, সাংখ্যশাস্ত্রে জীবতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে এবং বেদান্তে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। সাংখ্যাদি শাস্ত্রেরও তাৎপর্য্য ব্রহ্ম। তিনি। বিজ্ঞানামৃতভাষ্যের উপসংহারে লিখিয়াছেন—"ইদং শাস্ত্রং জীবনিরূপণপরং ন ভবতি। অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি পরব্রহ্মবিচারস্যৈব প্রতিজ্ঞাতত্বাৎ অন্তে চ পরব্রহ্মণ্যেবোপসংহারাৎ—উপক্রমোপসংহারাভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম

অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনিশ্চয়ে। ইতি সর্ব্বসম্মতানাং তাৎপর্য্য-গ্রাহক লিঙ্গানামত্র দর্শনাৎ ব্রহ্মশেষতয়ৈব সাংখ্যাদিশাস্ত্রৈরেব জীবতত্ত্বস্য নিরূপিতত্বাৎ।”

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতবাদ বেদান্তের আবরণে সাংখ্য। ইহাও অবশ্য বেদান্তের প্রভাবের নিদর্শন। দ্বিতীয় শতাব্দীতে যেমন মহাযানিক বৌদ্ধবাদ বৈদান্তিক প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে, ষোড়শ শতাব্দীও তেমনই সাংখ্যবাদ বেদান্তের প্রভাবে প্রভাবিত।

সপ্তদশ শতাব্দীর উপক্রমণিকা

সপ্তদশ শতাব্দীতে গ্রন্থ রচনার বিরতি নাই, স্বপ্রতিষ্ঠার জন্য সকল মতই ব্যস্ত। ষোড়শ শতাব্দীতে ব্যাসরাজ স্বামী যে সমর ঘোষণা করেন, সপ্তদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া সেই সমর দার্শনিক ক্ষেত্রে অপ্রতিহত প্রভাবে চলিয়াছে। এই শতাব্দীতেও মৌলিকতা ও বিচারপ্রবণতা আছে।

এই শতাব্দীতেই আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতীর অতিমানুষ প্রতিভার স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। এই শতাব্দীতে মোগল সম্রাট্ জাহাঙ্গির, শাহজাহান ও আরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ়। এই সময় মহারাষ্ট্র জাতির অভ্যুদয় হইয়াছে। শিবাজীর রাজনৈতিক প্রতিভায় মহারাষ্ট্র-রাজ্য সংস্থাপিত হইল। উত্তর-ভারত শিখগুরু গোবিন্দের (১৬৭৫) নেতৃত্বে সামরিক জাতিতে পরিণত হইল। রাজপুতনায় রাজসিংহ আপন কুলমর্য্যাদারক্ষণে বদ্ধপরিকর। মোগল সাম্রাজ্য উন্নতি-শিখরে উঠিয়া পতনোন্মুখ হইতেছে; সুবৃহৎ সাম্রাজ্য খণ্ড, বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইবার সূচনা হইয়াছে। বিক্ষিপ্ততা (Disintegration) রাজনৈতিক ইতিহাসে সুব্যক্ত। দার্শনিক ইতিহাসেও বিক্ষিপ্ততা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় ক্রমশঃ স্মার্ত্তমতের বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে। রাজনৈতিক অবস্থা জাতির জীবনে প্রতিফলিত হয়। ইহাই ঐতিহাসিক নিয়ম। ভারতের রাজনীতিও ভারতের সাহিত্যিক জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে; ইহাই স্বাভাবিক।

অদ্বৈতবাদী আপন প্রতিষ্ঠা রক্ষায় ব্যস্ত। পক্ষান্তরে দ্বৈতবাদীর আক্রমণের বিরতি নাই। দার্শনিক আক্রমণের ফলে চিন্তার প্রসার হইলেও, সামাজিক ক্ষতি হইয়াছে, পরস্পর বিদ্বেষের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাতি যতক্ষণ উদার থাকে, ততক্ষণ বিচার-যুদ্ধ করিলেও সঙ্কীর্ণ গণ্ডি দিয়া মতবাদের পীড়নে সামাজিক শত্রুতার সৃষ্টি করে না। ষোড়শ শতাব্দীতেও সামাজিক জীবনে বৈষ্ণব ও স্মার্ত্তের আদান প্রদান চলিয়াছে, কিন্তু বোধ হয় সপ্তদশ শতাব্দী হইতে সামাজিক জীবনে ব্যবধানের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা জাতির জীবনের চিহ্ন নহে, পরন্তু মৃত্যুরই চিহ্ন। জীবনের ধর্ম্ম ঐককেন্দ্রিক সংবদ্ধতা। সুস্থশরীরের ধর্ম্ম—অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরস্পর সংহতভাবে অবস্থান, সুস্থ মনের ধর্ম্ম—বৃত্তি নিচয়ের অবিক্ষোভ। পরিপূর্ণতা সম্পাদনই (Integration) জীবনের চিহ্ন। যখন খণ্ডতা, বিক্ষেপ আরম্ভ হয়, জাতির পতনের সূত্রপাত তখনই হয়। সংগঠন জীবনের চিহ্ন, আর বিচ্ছিন্নতাই মৃত্যু-স্বরূপ।

সপ্তদশ শতাব্দীর বিশেষ ঘটনা আচার্য্য মধুসূদনের আবির্ভাব। দার্শনিক-রূপে মধুসূদনের স্থান অতি উচ্চে। শ্রীহর্ষ মিশ্রের খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, চিৎসুখাচার্য্যের তত্ত্বপ্রদীপিকা যেরূপ প্রমেয়বহুল, মধুসূদনেব অদ্বৈতসিদ্ধিও তেমনই। এই শতাব্দীতেও অদ্বৈতবাদী আচার্য্যের সংখ্যাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। কেবল মধ্বমতে ব্যাসরাজ আচার্য্য ও রাঘবেন্দ্র স্বামী এবং রামানুজ মতে যতীন্দ্র-মতদীপিকাকার শ্রীনিবাস ব্যতীত উল্লেখযোগ্য আর কোনও আচার্য্যের আবির্ভাব হয় নাই।

আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী

অদ্বৈতবাদ—শাঙ্করদর্শন

(১৭শ শতাব্দী)

আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর শিষ্য। তিনি তৎকৃত "অদ্বৈততত্ত্বরক্ষণ" নামক প্রবন্ধের সমাপ্তিতে বিশ্বেশ্বর ও স্বীয় গুরুকে অভিন্নরূপে দর্শন করিয়া পুস্তকখানি বিশ্বেশ্বরে সমর্পণ করিয়াছেন। *

---

* অদ্বৈতরত্নমেতত্তু শ্রীবিশ্বেশ্বর পাদয়োঃ।
সমর্পিতমথৈতেন প্রীয়তাং স দয়ানিধিঃ॥

মধুসূদন সন্ন্যাসী। তিনি আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান বঙ্গদেশে। প্রবাদ তিনি ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কোটালিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। মধুসূদনের জন্মভূমি যে স্থানেই হউক না কেন, তিনি যে বঙ্গদেশবাসী ছিলেন তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। মধুসূদন বঙ্গদেশের অলঙ্কার স্বরূপ। তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান্ মনীষী যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশ ধন্য। মধুসূদন কৈশোরে ন্যায়দর্শন অধ্যয়ন করিয়া কৃতী হন। লোক প্রবাদ এইরূপ যে তিনি ন্যায়দর্শন অধ্যয়ন করিয়া কাশীতে গমন করেন। তথাকার পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার সহিত বিচারে পরাভূত হন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। কাশীতে দণ্ডীস্বামী পূজ্যপাদ বিশ্বেশ্বর সরস্বতী চতুঃষষ্টি ঘাটের নিকটে কোনও মঠে অবস্থিতি করিতেন। তিনি মধুসূদনের অসাধারণ প্রতিভার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করেন। মধুসূদন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, উভয়ের বিচারেই হউক কিম্বা বিশ্বেশ্বরের উপদেশেই হউক মধুসূদন দণ্ড্যাশ্রম-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মধুসূদনের প্রভাব প্রতিপত্তিতে অদ্বৈতবাদ প্রবল হইতে প্রবলতর হয়। কাহারও কাহারও মতে মধুসূদন সম্রাট্ আকবরের সমসাময়িক। আমাদের মনে হয়, ইহার ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। আকবর (১৫৫৬—১৬০৫ খৃঃ অব্দ) ও অপ্পয়-দীক্ষিত সমসাময়িক। অদ্বৈতসিদ্ধিতে মধুসূদন পরিমলকার অপ্পয়দীক্ষিতের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তিনি অদ্বৈতসিদ্ধিতে লিখিয়াছেন—"সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রৈর্ভামতীকারকল্পতরুকারপরিমলকারৈরিতি"। মধুসূদন সম্ভবতঃ দীক্ষিতের অব্যবহিত পরেই আবির্ভূত হন। আমাদের মনে হয় তিনি সম্রাট্ শাহজাহানের সমসাময়িক। মধুসূদন ব্যাসরাজ স্বামীর "ন্যায়ামৃত" নামক প্রবন্ধ খণ্ডন করেন। প্রবাদ আছে যে ব্যাসরাজের আদেশে ব্যাস-রামাচার্য্য মধুসূদনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং মধুসূদনের নিকট বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পুনর্ব্বার মধুসূদনেরই মত খণ্ডন মানসে "তরঙ্গিণী" রচনা করেন। এই প্রবাদের মূলে সত্য নিহিত আছে বলিয়া বোধ হয়। মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধি রচনার সময় ব্যাসরাজ বৃদ্ধ। তাঁহার পক্ষে স্বীয় শিষ্যকে অদ্বৈত-বাদ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য মধুসূদনের নিকট প্রেরণ স্বাভাবিক। রামাচার্য্য "তরঙ্গিণী" রচনা করিয়া মধুসূদনকে অর্পণ করেন। ইহাতে ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি বিরক্ত হইয়া এই তরঙ্গিণীর মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে "লঘুচন্দ্রিকা" প্রণয়ন করেন।

মধুসূদন সরস্বতী পূজ্যপাদ মাধব সরস্বতীর নিকটে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অদ্বৈতসিদ্ধির পরিসমাপ্তি (Colophon) শ্লোকে তিনি লিখিয়াছেন—

শ্রীমাধবসরস্বত্যো জয়ন্তি যমিনাং বরাঃ।
বয়ং যেষাং প্রসাদেন শাস্ত্রার্থে পরিনিষ্ঠিতাঃ॥

তৎকৃত "গূঢ়ার্থদীপিকা" নামক গীতার টীকার সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন—

শ্রীরামবিশ্বেশ্বরমাধবানাং প্রসাদমাসাদ্য ময়া গুরূণাম্।
ব্যাখ্যানমেতদ্‌বিহিতং সুবোধং সমর্পিতং তচ্চরণাম্বুজেষু॥

এতদ্দৃষ্টে মনে হয় যে, মাধব সরস্বতীর নিকটেই তিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং বিশ্বেশ্বর সরস্বতী তাঁহার দীক্ষাগুরু; কারণ, "সিদ্ধান্তবিন্দু" নামক গ্রন্থে "বিশ্বেশ্বর সরস্বতীকেই" তিনি গুরুরূপে নমস্কার করিয়াছেন। * রামানন্দ স্বামী তাঁহার পরম গুরু, বিশ্বেশ্বর গুরু এবং মাধব বিদ্যাগুরু ছিলেন।

মধুসূদনের বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বত্রই প্রকট। তৎপ্রণীত গীতার ব্যাখ্যায় সর্ব্বত্রই তিনি বিষ্ণুর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। গীতা ব্যাখ্যার পরিসমাপ্তি শ্লোকে তিনি লিখিয়াছেন—

বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখারবিন্দনেত্রাৎ কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥

অদ্বৈতসিদ্ধির প্রারম্ভে ও সমাপ্তিতেও বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়াছেন। † আর নিষ্কামভাবও মধুসূদনে বেশ পরিস্ফুট। গ্রন্থ রচনা করিয়া কোনও

---

* শ্রীশঙ্করাচার্য্যনবাবতারং বিশ্বেশ্বরং বিশ্বগুরুং প্রণম্য।
বেদান্তশাস্ত্রশ্রবণালসানাং বোধায় কুর্ব্বে কমপি প্রযত্নম্॥

† অদ্বৈতসিদ্ধির প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন—

মায়াকল্পিতমাতৃতা মুখমৃষাদ্বৈত প্রপঞ্চাশ্রয়ঃ
সত্যজ্ঞান সুখাত্মকঃ শ্রুতিশিখোত্তথাখণ্ডধীগোচরঃ।
মিথ্যা বন্ধ বিধূননেন পরমানন্দৈকতানাত্মকং
মোক্ষং প্রাপ্ত ইব স্বয়ং বিজয়তে বিষ্ণুর্বিকল্পোজ্ঝিতঃ॥

সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন—

যো লক্ষ্ম্যা নিখিলানুপেক্ষ্য বিবুধানেকো বৃতঃ স্বেচ্ছয়া
যঃ সর্ব্বান্ স্মৃতমাত্র এব সততং সর্ব্বাত্মনা রক্ষতি।
যশ্চক্রেণ নিকৃত্য নক্রমকরোন্মুক্তং মহাকুঞ্জরং
দ্বেষেণাপি দদাতি যো নিজপদং তস্মৈ নমো বিষ্ণবে॥

অভিমান নাই, সমস্তই শ্রীভগবানে অর্পিত। অদ্বৈতসিদ্ধির সমাপ্তিতে তিনি লিখিয়াছেন—

কুতর্কগরলাকুলং ভিষজিতুং মনো দুর্ধিয়াং
ময়ায় মুদিতো মুদা বিষঘাতিমন্ত্রো মহান্।
অনেন সকলাপদাং বিঘটনেন যন্মেঽভবৎ
পরং সুকৃতমর্পিতং তদখিলেশ্বরে শ্রীপতৌ॥
গ্রন্থস্যৈতস্য যঃ কর্ত্তা স্তূয়তাং বা স নিন্দ্যতাম্।
ময়ি নাস্ত্যেব কর্ত্তৃত্বমনন্যানুভবাত্মনি॥

হৃদয়ের উদারতায়, ভক্তির প্রবলতায় ও জ্ঞানের প্রসারতায় মধুসূদনের গ্রন্থরাজি পরিপূর্ণ। জীবনের সাধনার সহিত মিলাইয়া যে গ্রন্থ রচিত হয়, তাহার ভাব প্রাণস্পর্শী হইবেই। মধুসূদনের জীবনের সাধনা তাঁহার গ্রন্থে অভিব্যক্ত; সুতরাং নিষ্কামভাব সর্ব্বত্রই থাকিবে। তিনি মহাজ্ঞানী ছিলেন। শিব ও বিষ্ণুতে তিনি কোন প্রভেদ দেখিতে পান নাই, তাই মহিম্নঃস্তোত্রের শিবপর ও বিষ্ণুপর ব্যাখ্যা করিয়া অপূর্ব্ব কৃতিত্বের ও জ্ঞান-গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন।

মধুসূদন আচার্য্য শঙ্কর কৃত "দশশ্লোকীর" উপর "সিদ্ধান্তবিন্দু" নামক নিবন্ধ প্রণয়ন করেন। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী এই সিদ্ধান্তবিন্দুর উপর "রত্নাবলী" নামক টীকা রচনা করিয়াছেন। সিদ্ধান্তবিন্দু অদ্বৈতসিদ্ধির পূর্ব্বে রচিত হয়। কারণ, অদ্বৈতসিদ্ধিতে সিদ্ধান্তবিন্দুর নামোল্লেখ আছে।‡ অদ্বৈতসিদ্ধি, গীতার টীকা গূঢ়ার্থদীপিকা, সংক্ষেপ শারীরকের ব্যাখ্যা, অদ্বৈতরত্নরক্ষণ, বেদান্তকল্পলতিকা, প্রস্থানভেদ, মহিম্নঃস্তোত্রের শিবপর ও বিষ্ণুপর ব্যাখ্যা প্রভৃতি প্রবন্ধ আচার্য্য মধুসূদনের অক্ষয় কীর্ত্তি। অদ্বৈতসিদ্ধির ন্যায় প্রমেয়বহুল গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ-নিচয়ের মধ্যে অতি বিরল।

শ্রীহর্ষের "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" ও চিৎসুখের "তত্ত্বপ্রদীপিকা" হইতেও কোন কোন অংশে মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধিতে বিচারকৌশল সমধিক দৃষ্ট হয়। অবশ্যই মধুসূদন চিৎসুখাচার্য্য ও শ্রীহর্ষমিশ্রকে প্রামাণিকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থ দ্বৈতবাদীর আক্রমণে খণ্ডিত হওয়ায় তিনি অদ্বৈতসিদ্ধি প্রণয়ন

‡ "বিস্তরেণ ব্যুৎপাদিতাস্মাভিরিয়ং প্রক্রিয়া সিদ্ধান্তবিন্দৌ।"

(অদ্বৈতসিদ্ধি—নিঃ সাগর সং, ১৯০৭ খৃঃ; ৪৯০ পৃষ্ঠা)

করেন। সুতরাং পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের গ্রন্থে যে সকল যুক্তি উপেক্ষিত হইয়াছে, তাহাও তিনি অবলম্বন করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধি লিখিয়াছেন। সুতরাং অদ্বৈতসিদ্ধি সকল গ্রন্থ হইতেই প্রমেয়বহুল। আচার্য্য মধুসূদনের পরেই অদ্বৈতবাদীর মৌলিকতা প্রায় অবসান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধি যুগপ্রবর্ত্তক গ্রন্থ। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে বেশ প্রতিভাত হয় যে, অদ্বৈতবাদ সমালোচনার আঘাতে (In the light of adverse criticism) নূতন ভাব ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন আচার্য্যগণের গ্রন্থে শ্রুতি-প্রামাণ্য সমধিক দেখিতে পাওয়া যায়। মধুসূদন অনুমান প্রমাণ বলে জগতের মিথ্যাত্ব নিশ্চয়ে যেরূপ কৃতিত্ব অদ্বৈতসিদ্ধিতে দেখাইয়াছেন, এরূপ আর কোনও গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

মধুসূদনের বিদ্যাবত্তা অপরিসীম, হৃদয়ের প্রসারতাও অতুলনীয়। তিনি একাধারে জ্ঞানী ও ভক্ত। এরূপ শাস্ত্রের মীমাংসক অতি বিরল। গীতার প্রারম্ভে ও প্রস্থানভেদে যেরূপ ভাবে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রতিভার দ্যোতক। মধুসূদন বেদান্ত-রাজ্যের সার্ব্বভৌম, চিন্তাশীলের চক্রবর্ত্তী, মীমাংসকের শিরোমণি। তাঁহাকে জঠরে ধারণ করিয়া বঙ্গভূমি রত্নগর্ভা।

বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য যে তাহার জাতীয় ইতিহাসে মধুসূদনের নাম বা স্থান নাই। এরূপ দার্শনিকের স্থান যে দেশের ইতিহাসে নাই, তাহার ইতিহাসকে কি বলিব বুঝি না। অন্য দেশে মধুসূদনের ন্যায় প্রতিভার বিকাশ হইলে তদ্দেশবাসী তাঁহার জন্য গর্ব্বানুভব করিত। বোধ হয় বঙ্গদেশে মধুসূদনের নামও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি জানেন না। ইহাই আধুনিক শিক্ষার পরিণাম। আমাদের দেশের আধুনিক শিক্ষা জাতীয়তা-বিহীন, অন্তঃসারশূন্য ও হৃদয়-শূন্য। মধুসূদনের স্মৃতি দেশে জাগরূক থাকা আবশ্যক।

মধুসূদন সরস্বতীর গ্রন্থের বিবরণ।

১। **সিদ্ধান্তবিন্দু**—ইহা শঙ্করাচার্য্য-কৃত "দশশ্লোকীর" ব্যাখ্যা। সিদ্ধান্তবিন্দুর উপর ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী 'রত্নাবলী' নামক নিবন্ধ রচনা করেন। সিদ্ধান্তবিন্দুতে মধুসূদন বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর তৎকৃত দশশ্লোকীতে বেদান্তের স্বারসিক সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিয়াছেন। মধুসূদন বিচার-জাল বিস্তার করিয়া সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত করিয়াছেন। রত্নাবলী সহিত সিদ্ধান্তবিন্দু কুম্ভঘোণ শ্রীবিদ্যা প্রেস হইতে অদ্বৈতমঞ্জরী সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে।

২। **সংক্ষেপ শারীরকের ব্যাখ্যা**—ইহা সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনির বিরচিত সংক্ষেপশারীরকের টীকা। এই গ্রন্থের প্রারম্ভেও মধুসূদনের কৃষ্ণ ভক্তি প্রকট। তিনি লিখিয়াছেন—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তমদ্বয়সুখং যদ্ব্রহ্ম গত্বা গুরুং
মত্বা লব্ধসমাধিভির্মুনিবরৈর্মোক্ষায় সাক্ষাৎকৃতম্।
জাতং নন্দতপোবনাত্তদখিলানন্দায় বৃন্দাবনে
বেণুং বাদয়দিন্দুসুন্দরমুখং বন্দেঽরবিন্দেক্ষণম্॥"

তিনি যে সম্প্রদায়ানুসারে নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন তাহাও এই নিবন্ধের প্রারম্ভে বলিয়াছেন—"পূর্ব্বাচার্য্যবচো বিচার্য্য নিখিলং সৎসম্প্রদায়াধ্বনা * * * কুর্ব্বে সম্প্রতি সারসংগ্রহমিমং সংক্ষেপশারীরকে।" সংক্ষেপ-শারীরকের ব্যাখ্যা ১৯৪৪ সম্বৎ অর্থাৎ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কাশীধামে গোবিন্দ দাস-গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। **অদ্বৈতসিদ্ধি**—ইহা প্রমেয়বহুল অতি প্রৌঢ় নিবন্ধ। গ্রন্থখানি অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত-প্রতিপাদনপর। চারি পরিচ্ছেদে ইহা সম্পূর্ণ। প্রথম পরিচ্ছেদে প্রতিপাদ্য বিষয় ৫২টী, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৩৪টী, তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৮টী ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৬টী প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী ইহার উপর "লঘুচন্দ্রিকা" নামক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। "দৃশ্যত্বহেতু পত্তি" অধিকরণ পর্য্যন্ত বলভদ্র-প্রণীত "সিদ্ধি ব্যাখ্যা" নামক টীকা আছে। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর টীকা "লঘুচন্দ্রিকার" উপর "বিটঠলেশো-

পাধ্যায়ী” নামক এক টীকা আছে। এই টীকায় “দৃশ্যত্বহেতূপপত্তি” অধিকরণের কতকাংশ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গৌড়ব্রহ্মানন্দী লঘুচন্দ্রিকা টীকা অতি প্রামাণিক। লঘুচন্দ্রিকা সহ অদ্বৈতসিদ্ধি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কুম্ভঘোণ শ্রীবিদ্যা প্রেস হইতে হরিহর শাস্ত্রীর সম্পাদনায় অদ্বৈতমঞ্জরী সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নির্ণয়সাগব প্রেস হইতে পণ্ডিত-প্রবর অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় সিদ্ধি-ব্যাখ্যা, গৌড়ব্রহ্মানন্দী লঘুচন্দ্রিকা ও বিট্‌ঠলেশোপাধ্যায়ী সহ অদ্বৈতসিদ্ধি প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণ অতি মনোজ্ঞ হইয়াছে। এই সংস্করণের অন্য বিশেষত্ব—অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহোদয় ন্যায়ামৃতকার ব্যাসরাজ স্বামীর মত, অদ্বৈতসিদ্ধিকার মধুসূদনের মত, তরঙ্গিণীকার রামাচার্য্যের মত ও লঘুচন্দ্রিকাকাব ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর মত তুলনা করিয়া “চতুর্গ্রন্থোপস্কৃতা” নামক প্রবন্ধ ইহার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহাতে এই সংস্করণ আরও মূল্যবান্ হইয়াছে। কলিকাতা লোটাস্ লাইব্রেরীও অদ্বৈতসিদ্ধির এক সংস্করণ প্রকাশ করিতেছিলেন।

৪। **অদ্বৈতরত্নরক্ষণ**—ইহা একখানি অনতিসংক্ষিপ্ত বৈদান্তিক প্রবন্ধ (Monograph)। ইহাতে দ্বৈতবাদ নিরাস করিয়া অদ্বৈতবাদ স্থাপিত হইয়াছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

৫। **বেদান্তকল্পলতিকা**—এইখানিও বৈদান্তিক প্রবন্ধ। এখন পর্য্যন্ত বোধহয় ইহা প্রকাশিত হয় নাই। এই প্রবন্ধ অদ্বৈতসিদ্ধির পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে। কারণ, অদ্বৈতসিদ্ধিতে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। *

৬। **গূঢ়ার্থদীপিকা**—ইহা গীতার ব্যাখ্যা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এমন সুন্দর ব্যাখ্যা আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এমন কি ইহাতে “চ” “বা” “তু” প্রভৃতি অব্যয় শব্দগুলিরও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, কিন্তু স্থলবিশেষে মধুসূদন শাঙ্করভাষ্য অতিক্রম করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবশ্য সেই সকল স্থল ধনপতি সূরি কৃৎকৃত “ভাষ্যোৎকর্ষ দীপিকায়” উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করতঃ শাঙ্করভাষ্যের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়াছেন। মধুসূদনের ব্যাখ্যা একটু ভক্তিবাদের দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। গূঢ়ার্থদীপিকা গীতার নানাবিধ সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে।

---

* সিদ্ধান্তবিন্দু-কল্পলতিকাদাবস্মাভিরভিহিতম্ ।

(অদ্বৈতসিদ্ধি—নিঃ সাঃ সং, ১৯১৭ খৃঃ, ৫৩৭ পৃষ্ঠা।)

কলিকাতা দামোদর মুখোপাধ্যায়ের সংস্করণ, প্রসন্নকুমার শাস্ত্রীর সংস্করণ প্রভৃতিতে এই টীকা আছে। নির্ণয়সাগরের ১৯১২ খৃষ্টাব্দের গীতার সংস্করণে অন্য সাতটী টীকা সহ গূঢ়ার্থদীপিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণ সুন্দর এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেসের পাঁচটী টীকা সহ গীতার সংস্করণেও মধুসূদনের টীকা আছে। এতদ্ব্যতীত কেবল মধুসূদনী টীকাসহ গীতার সংস্করণও আছে। মোটকথা মধুসূদনের টীকার আদর সর্ব্বত্র।

৭। **প্রস্থানভেদ**—এই প্রবন্ধে সকল শাস্ত্রের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া অদ্বৈতপর তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন। প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহা মনীষার দ্যোতক। এই প্রবন্ধে মধুসূদনের মীমাংসা-শক্তি প্রকট। ইহা পুণা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীরঙ্গম্ বাণীবিলাস প্রেস হইতেও এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

৮। **মহিম্নঃস্তোত্রের ব্যাখ্যা**—ইহা মহিম্নঃস্তবের শিবপর ও বিষ্ণুপর ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যায় তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। প্রত্যেক শ্লোকেরই শিবপর ও বিষ্ণুপর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বোম্বাই হইতে এই সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

৯। **ভক্তিরসায়ন**—ইহা একখানি প্রবন্ধ। এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

আচার্য্য মধুসূদনের মতবাদ।

আচার্য্য মধুসূদন অদ্বৈতবাদী এবং আচার্য্য শঙ্করের মতানুবর্ত্তী। অদ্বৈত বলিতে কি বুঝিব? কেহ বলেন—দ্বিতীয়ের অভাবই অদ্বৈত। অন্য সকলের মতে দ্বিতীয়-অভাব-উপলক্ষিত আত্মস্বরূপই অদ্বৈত। এই শেষোক্ত মতই অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের সমধিক অভিপ্রেত। শ্রুতির "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "তত্ত্বমসি" বাক্যের তাৎপর্য্যও "দ্বিতীয়াভাবোপলক্ষিত আত্মস্বরূপ"। এই অদ্বৈত প্রতিপাদনের জন্য শ্রীহর্ষ মিশ্র, আনন্দবোধাচার্য্য, চিৎসুখাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বেদান্তাচার্য্য

বেঙ্কটনাথ শতদূষণীতে শ্রীহর্ষ মিশ্রের মতখণ্ডনের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বৈতবাদী ব্যাসরাজ তীর্থ "ন্যায়ামৃতে" আনন্দবোধাচার্য্য ও চিৎসুখাচার্য্যের মত খণ্ডনে বদ্ধপরিকর। মধুসূদন ন্যায়ামৃতকারের দ্বৈতমত খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতমত সংস্থাপনে কৃতসঙ্কল্প। মধুসূদনের সমস্ত জীবনই বেদান্তের চিন্তায় ও বেদান্তমত প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত হইয়াছে। এখন দ্বৈতবাদীর সহিত অদ্বৈতবাদীর যে যে স্থলে বিরোধ বর্ত্তমান তাহা আলোচিত হইতেছে।

দ্বৈতবাদী জগতের সত্যত্ববাদী, আর অদ্বৈতবাদী জগতের মিথ্যাত্ববাদী। দ্বৈতবাদীর মতে জীব অণু ও ঈশ্বরের অংশ। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন নহে। অদ্বৈতবাদীর মতে জীবাত্মা ব্যাপক, জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। ভেদ মায়িক, সুতরাং মিথ্যা। পারমার্থিকরূপে জীব ও ব্রহ্ম অভেদ।

দ্বৈতবাদীর মতে জ্ঞান খণ্ডিত ও আপেক্ষিক (Relative)। জ্ঞান সবিকল্পক অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যাবগাহী; নির্ব্বিকল্প বা সংসর্গানবগাহী জ্ঞান অসম্ভব।

অদ্বৈতবাদীর মতে জ্ঞান অখণ্ড, স্বয়ং-প্রকাশ ও নিরপেক্ষ। জ্ঞান আপেক্ষিক (Relative) নহে। উহা ব্যাবহারিক হিসাবে সবিকল্প, কিন্তু স্বরূপতঃ নির্ব্বিকল্প বা সংসর্গানবগাহী। উপাধির যোগেই জ্ঞান সবিকল্প, কিন্তু পরমার্থতঃ নির্ব্বিকল্প। জ্ঞানের কোনও পরিচ্ছেদ নাই। উহা দেশ, কাল, বস্তু ও পরিচ্ছেদ শূন্য।

দ্বৈতবাদীর মতে মুক্তির তারতম্য আছে। মুক্তি সাধ্য, উপাসনার ফলে মুক্তি হয়।

অদ্বৈতবাদী বলেন—মুক্তির কোনরূপ তারতম্য নাই। সগুণ উপাসনায় যে মুক্তি হয় উহা আপেক্ষিক ও স্বর্গবিশেষ মাত্র। ব্রহ্মাত্মভাবই মুক্তি। মুক্তি নির্ব্বিশেষ ও তারতম্য বিহীন; উহা সাধ্য নহে। নিত্যাত্মস্বরূপতাই মুক্তি। অবিদ্যার নিবৃত্তিতে আত্মস্বরূপই মুক্তি। জ্ঞানে মুক্তি, উপাসনা জ্ঞানের সহকারী মাত্র।

এই সকল প্রধান প্রধান বিষয়ে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদীর মতবিরোধ আছে। দ্বৈতবাদী ব্যাসরাজাচার্য্য দ্বৈতসিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিবার জন্য জগতের মিথ্যাত্ববাদ, জ্ঞানের অখণ্ডত্ব প্রভৃতি খণ্ডন করিতে ও জীবের অণুত্ব ও মুক্তির তারতম্য সংস্থাপন করিতে ন্যায়ামৃতে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। মধুসূদন ব্যাসরাজের মত খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতের বিজয় বৈজয়ন্তী সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেন। তিনি জগতের মিথ্যাত্ব নির্দ্দেশে অসাধারণ পাণ্ডিত্য, জ্ঞান

গবেষণা, গভীর চিন্তাশীলতা ও বিচারের অপূর্ব্ব কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব নিরূপণের উপরেই অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীহর্ষমিশ্র বৌদ্ধগণের মত অঙ্গীকার করিয়া সেই অস্ত্রবলে দ্বৈতসত্যত্ববাদী নৈয়ায়িক-গণের মত খণ্ডন করেন। ব্যাসরাজ স্বামীর মতে অনুমান-প্রমাণে ও শ্রুতি-প্রমাণে জগতের মিথ্যাত্ব নিশ্চিত হয় না। তিনি আনন্দবোধাচার্য্য, চিৎসুখাচার্য্য প্রভৃতির প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব-নিরুক্তি নিরসন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, মিথ্যাত্বের সংজ্ঞাগুলির দ্বারা জগৎ-মিথ্যাত্ব নিরূপিত হইতে পারে না। লক্ষণগুলির অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষ আছে। জগতের মিথ্যাত্ব-নিরূপণে ঐ সকল লক্ষণ পর্য্যাপ্ত নহে। মধুসূদন ব্যাসরাজের যুক্তিজাল ভেদ করিয়া মিথ্যাত্ব লক্ষণগুলির সার্থকতা ও যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মিথ্যাত্ব লক্ষণ ও জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতে পারিলেই অদ্বৈতবাদ সুস্থিত হয়; সুতরাং মধুসূদন প্রথমেই মিথ্যাত্ব লক্ষণ আলোচনা করিয়া জগতের মিথ্যাত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ব্যাসরাজ আনন্দবোধাচার্য্যের "বিমতং মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ, জড়ত্বাৎ, পরিচ্ছিন্নত্বাৎ শুক্তিরূপ্যবৎ" এই প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করিয়া খণ্ডন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মধুসূদনও এই প্রতিজ্ঞাবাক্য অবলম্বন করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। দ্বৈতমিথ্যাত্ব ব্যতীত অদ্বৈতসিদ্ধি হইতে পারে না; সুতরাং দ্বৈতমিথ্যাত্বই প্রথমে নিরূপণ আবশ্যক। মধুসূদন বলিতেছেন—"তত্রাদ্বৈতসিদ্ধের্দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিপূর্ব্বকত্বাৎ দ্বৈতমিথ্যাত্বমেব প্রথমমুপপাদনীয়ম্।"

প্রথম মিথ্যাত্বলক্ষণ—পঞ্চপাদিকাকার পদ্মপাদাচার্য্যের মিথ্যাত্ব-লক্ষণ এই "সদসদ্‌বিলক্ষণত্বং মিথ্যাত্বম্।" এই লক্ষণ সম্বন্ধে ব্যাসরাজস্বামী তিনটী পক্ষ উপস্থাপন করিয়া তিনটী পক্ষই নিরসন করিয়াছেন। তাঁহার মতে সদসদ্ বিলক্ষণত্ব মিথ্যাত্ব নহে। সদসদ্ বিলক্ষণত্ব কি? সত্ত্বাবিশিষ্ট অসত্ত্বাভাব অথবা সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাব ধর্ম্মদ্বয় অথবা সত্ত্বাত্যন্তা-ভাববত্ত্বে সত্যসত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্ব। এই তিনটী বিকল্প উত্থাপন করিয়া তিনটীই নিরাস করিয়াছেন। মধুসূদন বলেন,—প্রথম পক্ষ অর্থাৎ "সত্ত্বাবিশিষ্ট অসত্ত্বাভাব" পক্ষটী যুক্তিসহ না হইলেও অন্য দুইটী পক্ষই সমীচীন। ঐ পক্ষদ্বয় দ্বারাই "সদসদ্ বিলক্ষণত্ব" রূপ মিথ্যাত্ব লক্ষণ সুস্থিত।

মধুসূদন বলেন,—"সত্ত্বাত্যন্তাভাব অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ-ধর্ম্মদ্বয়-বিবক্ষায়াং দোষাভাবাৎ",—অর্থাৎ সত্ত্বের অত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব এই পক্ষদ্বয় অঙ্গীকার করিলে সদসদ্ বিলক্ষণত্ব মিথ্যাত্ব এই লক্ষণ উপপন্ন হয়। ইহাতে কোনও দোষ হইতে পারে না। প্রপঞ্চেও কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না। ব্যাঘাতের হেতু তিনটী হইতে পারে। প্রথম—"সত্ত্বা-সত্ত্বয়োঃ পরস্পর-বিরহরূপতা", দ্বিতীয়—"পরস্পর-বিরহ-ব্যাপকতা", তৃতীয়—"পরস্পর-বিরহ-ব্যাপ্যতা"; অর্থাৎ তিনটী পক্ষ এই—সত্ত্বের অভাব অসত্ত্ব, অসত্ত্বের অভাব সত্ত্ব, ইহা প্রথম পক্ষ। সত্ত্বাভাব ব্যাপক অসত্ত্ব এবং অসত্ত্বা-ভাব ব্যাপক সত্ত্ব, ইহা দ্বিতীয় পক্ষ। সত্ত্বাভাব-ব্যাপ্য অসত্ত্ব এবং অসত্ত্বাভাব-ব্যাপ্য সত্ত্ব, ইহা তৃতীয় পক্ষ। এই তিনটী ব্যাঘাতের হেতু হইতে পারে।

মধুসূদন বলেন,—প্রথম পক্ষ আমরা অঙ্গীকার করি না। পরস্পর বিরহত্ব আমাদের অঙ্গীকৃত নহে, আর অঙ্গীকার করিলেও ব্যাসরাজের সিদ্ধান্ত অনুসারে আরোপিত সত্ত্বাভাবের অসত্ত্ব অঙ্গীকার করায় বাস্তব সত্ত্বাসত্ত্বাভাব-সাধনে ব্যাঘাতের অবকাশ নাই। দ্বিতীয় পক্ষও নহে। মধুসূদন বলেন,—"অতএব ন দ্বিতীয়োঽপি, সত্ত্বাভাববতি শুক্তিরূপ্যে বিবক্ষিতা সত্ত্বব্যতিরেকস্য বিদ্যমানত্বেন ব্যভিচারাৎ।" তৃতীয় পক্ষও নহে। মধুসূদন বলেন,—"নাপি তৃতীয়ঃ, তস্য ব্যাঘাতাপ্রয়োজকত্বাৎ, গোত্বাশ্বত্বয়োঃ পরস্পর-বিরহ-ব্যাপ্যত্বেঽপি তদভাবয়োরুষ্ট্রাদাবেকত্র-সহোপলম্ভাৎ।" অতএব সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ পক্ষদ্বয় অঙ্গীকার করিলে সদসদ্ বিলক্ষণত্বরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ উপপন্ন হইতে পারে। মধুসূদন বলেন,—তৃতীয় বিকল্পও সাধু। তৃতীয় বিকল্প অনুসারেও সদসদ্-বিলক্ষণত্ব-রূপ মিথ্যাত্ব সুসঙ্গত হয়। তিনি বলেন,—"অতএব সত্ত্বাত্যন্তাভাব-বত্ত্বে সত্যসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপং বিশিষ্টং সাধ্যমিত্যপি সাধু।" অতএব "সদসদ্ বিলক্ষণত্বং মিথ্যাত্বম্" এই লক্ষণটী সুসিদ্ধ। মধুসূদনের যুক্তি সম্বন্ধে তরঙ্গিণীকার রামাচার্য্য আপত্তি তুলিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী আবার তাহার খণ্ডন করিয়াছেন।

দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণ—প্রকাশাত্মযতি মিথ্যাত্বের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—"প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকো নিষেধ প্রতি-যোগিত্বং বা মিথ্যাত্বম্"। ব্যাসরাজ স্বামী বলেন, এই লক্ষণও অসঙ্গত।

ত্রৈকালিক নিষেধ তাত্ত্বিক হইলে অদ্বৈত-হানি, প্রাতিভাসিক হইলে সিদ্ধ-সাধন, ব্যাবহারিক হইলে নিষেধ। তাত্ত্বিক-সত্তার বিরোধী বলিয়া অর্থান্তর হয় ও বাধ হয়। অদ্বৈত শ্রুতি সকল অতাত্ত্বিকত্ব নিষেধ-বোধক বলিয়া অতত্ত্বাবেদক হইয়া পড়ে। তৎপ্রতিযোগী অপ্রাতিভাসিক প্রপঞ্চ পারমার্থিক হয়। তিনি আরও বলেন,—নিষেধ প্রতিযোগিত্ব কি স্বভাবতঃ অথবা পরমার্থতঃ। প্রথম বা দ্বিতীয় ইহার কোন পক্ষই যুক্তিযুক্ত নহে। প্রথম পক্ষে অত্যন্ত অসত্ব প্রভৃতির উদ্ভব, দ্বিতীয় পক্ষে অন্যোন্যাশ্রয়, অনবস্থা প্রভৃতি দোষের উদ্ভব হয়।

মধুসূদন বলেন—"ত্রৈকালিক নিষেধের প্রাতিভাসিকত্ব অতিরিক্ত সর্ব্ব-স্বরূপত্ব এবং প্রতিযোগিত্বের স্বরূপাবচ্ছিন্নত্ব ও পারমার্থিকত্বা-বচ্ছিন্নরূপ পক্ষদ্বয় শোভন"। তিনি বলেন—"নিষেধের অধিকরণীভূত ব্রহ্ম অভিন্ন বলিয়া নিষেধের তাত্ত্বিকত্বে অদ্বৈতহানি হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্মভিন্ন বস্তুর অঙ্গীকার অদ্বৈত মতে নাই। ব্যাবহারিকত্বেও নিষেধ্য অপেক্ষায় ন্যূন সত্তাকত্বের তাত্ত্বিক সত্ত্বাবিরোধিত্ব; সুতরাং স্বাপ্ন-নিষেধ-বাধিত স্বাপ্নপদার্থের দৃষ্টান্তানুসারে নিষেধ-বাধ্যত্বের তাত্ত্বিক-সত্তা। বিরোধিত্বের অভাবে উক্ত অর্থান্তর ও বাধের অনবকাশ। এইরূপ প্রপঞ্চ-নিষেধরূপ নিষেধানুমান বা শ্রুতি দ্বারা প্রপঞ্চের নিষেধ হইলেও প্রপঞ্চাধিক সত্ত্বাপত্তি হয় না; সুতরাং অতাত্ত্বিক প্রপঞ্চকে অতাত্ত্বিকরূপে বুঝাইয়া শ্রুতি-প্রামাণ্যের অনুপপত্তি হইতে পারে না।

মধুসূদনের মতে নিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বরূপাবচ্ছিন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেও দোষ হইতে পারে না। যেমন শুক্তিতে রজত-ভ্রম অপগত হইয়া অধিষ্ঠান-তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে, রজত নাই, ছিল না ও ভবিষ্যতেও থাকিবে না, এইরূপ স্বরূপতঃ নিষেধ-প্রতিযোগিত্ববৎ প্রপঞ্চের সম্বন্ধেও "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতির অনুবলে নিষেধ-প্রতীতির উদয় হইতে পারে। দ্বিতীয় পক্ষেও দোষ নাই। কারণ, পারমার্থিকত্বই বাধ্যত্বরূপ মিথ্যাত্বনিরূপ্য। অনবস্থা দোষেরও কোন হেতু নাই; অতএব দ্বিতীয় লক্ষণও যুক্তিযুক্ত। রামাচার্য্যও প্রত্যেক পক্ষেই আপত্তি তুলিয়াছেন এবং ব্রহ্মানন্দ প্রত্যেক পক্ষেরই উত্তর দিয়া খণ্ডন করিয়াছেন।

তৃতীয় মিথ্যাত্ব-লক্ষণ—প্রকাশাত্ম যতির অন্য মিথ্যাত্ব-লক্ষণ—"জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্বং বা মিথ্যাত্বম্।" ব্যাসরাজ এই লক্ষণ সম্বন্ধে

অতিব্যাপ্তি দৃষ্টান্তের সাধ্য-বৈকল্য প্রভৃতি দোষের উল্লেখ করিয়াছেন। শুক্তিজ্ঞানে কখনও রজত নষ্ট হয় না, সুতরাং দৃষ্টান্ত সঠিক নহে। মধুসূদন বলেন,—"জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং হি জ্ঞানপ্রযুক্তাবস্থিতি-সামান্যবিরহ-প্রতিযোগিত্বম্।" অতএব অতিব্যাপ্তি দোষ হইতে পারে না। শুক্তিজ্ঞানে রজত নাই, ছিল না ও পরে থাকিবে না,—ইহা সকলেরই অনুভবগম্য; সুতরাং দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল নহে। অতএব "জ্ঞানত্বেন জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্ব" পক্ষে কোনও দোষ নাই। "জ্ঞানত্ব ব্যাপ্যধর্ম্মেণ নিবর্ত্তকতা" পক্ষেও কোন দোষ হইতে পারে না। "সিদ্ধান্ত-'বন্দু'" নামক প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে যথেষ্ট বিচার করিয়াছেন। এইরূপ "ভ্রমোত্তর-সাক্ষাৎকারত্বেন তন্নিবর্ত্ত্যত্বং মিথ্যাত্বম্" এই পক্ষও সমীচীন; অতএব তৃতীয় লক্ষণও সুসঙ্গত।

চতুর্থ মিথ্যাত্ব-লক্ষণ—চিৎসুখাচার্য্য বলেন,—"স্বাশ্রয়নিষ্ঠ অত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্," অথবা "স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণ এব প্রতীয়মানত্বম্।" এ সম্বন্ধেও ব্যাসরাজ তাত্ত্বিকত্ব, প্রাতিভাসিকত্ব, ব্যাবহারিকত্ব প্রভৃতি বিকল্প উত্থাপন করিয়া মিথ্যাত্বলক্ষণ নিরস্ত করিয়াছেন। মধুসূদন বলেন,—লক্ষণ যুক্তিযুক্ত। পূর্ব্বের "ত্রৈকালিক নিষেধের ন্যায়" এ স্থলে দেশ নিষেধ সুযৌক্তিক। তিনি বলেন,—"কালে সহসম্ভববদ্দেশেঽপি সহসংভবাবিরোধাৎ, প্রাগভাবসত্ত্বেনোপাদত্বাবিরোধাচ্চ।" সুতরাং মিথ্যাত্ব অনুমান ও শ্রুতিসকলও প্রমাণ। তিনি বলেন,—"মিথ্যাত্বানুমিতেঃ শ্রুত্যাদেশ্চ প্রমাণত্বাৎ।" অতএব এই লক্ষণও সঙ্গত ও শোভন।

পঞ্চম মিথ্যাত্ব—আনন্দবোধাচার্য্য বলিয়াছেন,—"সদভিন্নরূপত্বং বা মিথ্যাত্বম্।" অর্থাৎ "সদ্‌বিবিক্তত্বং বা মিথ্যাত্বম্"। ব্যাসরাজ এই লক্ষণ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"সৎ" এই পদের অর্থ কি? সত্তা জাতিমৎ, অথবা অবাধ্য অথবা ব্রহ্ম। প্রথম পক্ষে ব্রহ্মেতে অতিব্যাপ্তি। দ্বিতীয় পক্ষে বাধ্যত্বাভাবের অবাধ্যত্বের জন্য বাধ্যেতরাংশের বৈয়র্থ্য, এবং তৃতীয়ে সিদ্ধ সাধন প্রভৃতি দোষ হয়। মধুসূদন বলেন,—"সদ্‌বিবিক্তত্বম্" এই স্থলে "সৎ" পদে প্রমাণসিদ্ধত্ব বুঝায়।" তিনি বলেন,—"সদ্বিবিক্তত্বং বা মিথ্যাত্বম্। সত্ত্বং প্রমাণসিদ্ধত্বম্। প্রমাণত্বং চ দোষাসহকৃতজ্ঞানকরণত্বম্। তেন স্বপ্নাদিবৎ প্রমাণসিদ্ধ ভিন্নত্বেন মিথ্যাত্বং সিদ্ধ্যতি।"

মিথ্যাত্ব মিথ্যাত্ব নিরুক্তি—মিথ্যাত্ব সত্য কি মিথ্যা? ব্যাস-রাজ বলেন,—মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলে, সিদ্ধসাধন-দোষ অনিবার্য্য। জগন্মিথ্যাত্বের

বাধ্যতা আমাদেরও অঙ্গীকৃত, সুতরাং শ্রুতির অতত্ত্বাবেদকত্ব ও জগৎসত্যত্ব অনিবার্য্য। মিথ্যাত্ব সত্য হইলে, অদ্বৈতহানি অপরিহার্য্য।

মধুসূদন বলেন,—মিথ্যাত্ব-মিথ্যাত্ব পক্ষে কোনও দোষ হইতে পারে না। মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেও প্রপঞ্চ-সত্যত্ব অনুপপন্ন। যে স্থলে দুইটি বিরুদ্ধ বস্তুর একটী মিথ্যা, সে স্থলে এই উভয়ের একটী অপেক্ষা অন্যটী অধিক সত্তাক ইহাই নিয়ম। কিন্তু বিরুদ্ধের যেটী মিথ্যা তদপেক্ষা অপরটী অধিক সত্তাক এরূপ কোনও নিয়ম নাই। মধুসূদন বলিতেছেন,- "তত্রহি বিরুদ্ধয়োর্ধর্ম্ময়োরেক-মিথ্যাত্বে, অপর-সত্বম্, যত্র মিথ্যাত্বাবচ্ছেদকমুভয়বৃত্তি ন ভবেৎ ; যথা পরস্পর বিরহরূপয়ো রজতত্ব-তদভাবয়োঃ শুক্তৌ। যথা বা পরস্পর-বিরহ-ব্যাপকয়ো রজতভিন্নত্ব রজতত্বয়োঃ তত্রৈব ; তত্র নিষেধ্যতাবচ্ছেদকভিদনিয়মাৎ, প্রকৃতে তু নিষেধ্যতাবচ্ছেদকমেকমেব দৃশ্যত্বাদি, যথা গোত্বাশ্বত্বয়োরেকস্মিন্ গজে নিষেধে গজত্বাত্যন্তাভাব-ব্যাপ্যত্বং নিষেধ্যতাবচ্ছেদকমুভয়োস্তুল্যমিতি নৈকতর-নিষেধে অন্যতরসত্বং তদ্বৎ।" মধুসূদন বলেন,—"মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব অঙ্গীকার করিলে ব্যাসরাজকে অদ্বৈতমতে প্রবেশ করিতে হয়। মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেও শ্রুতির অতত্ত্বাবেদকত্ব হয় না। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব পরস্পর বিরহ-রূপত্ব নহে। পরস্পর বিরহ-ব্যাপকত্বও নহে। পরস্পর বিরহরূপত্ব অঙ্গীকার করিলেও দোষ নাই। কারণ ভিন্ন-সত্তাক বস্তুর অবিরোধ অবশ্যই স্বীকার্য্য। বাস্তবিক মিথ্যাত্বও সত্যত্বের এক বাধক, বাধ্য বলিয়া সম-সত্তাক হইলেও কোনও দোষ হইতে পারে না। মধুসূদন বলেন,—"পরস্পর বিরহ-রূপত্বেঽপি বিষমসত্তাকয়োরবিরোধাৎ। ব্যাবহারিক মিথ্যাত্বেন ব্যাবহারিক-সত্যত্বাপহারেঽপি কাল্পনিক-সত্যত্বানপহারাৎ, তার্কিক-মত-সিদ্ধসংযোগ-তদভাববৎ সত্যত্ব-মিথ্যাত্বয়োঃ সমুচ্চয়াভ্যুপগমাচ্চ। * * * * অস্তি চ প্রপঞ্চ-তন্মিথ্যাত্বয়োরেকব্রহ্মজ্ঞান-বাধ্যত্বম্। অতঃ সমসত্তাকত্বান্মিথ্যাত্ব-বাধকেন প্রপঞ্চস্যাপি বাধান্নাদ্বৈতক্ষতিরিতি।"

দৃশ্যত্বহেতূপপত্তি—জগৎ মিথ্যাত্বের হেতু কি ?—দৃশ্যত্ব,জড়ত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব। প্রথমে দৃশ্যত্ব হেতু সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক। ব্যাসরাজের মতে জগৎমিথ্যাত্বের দৃশ্যত্ব হেতু বৌদ্ধমতের ছায়া মাত্র। এখন দৃশ্যত্ব কি ? বৃত্তিব্যাপ্যত্ব, বা ফলব্যাপ্যত্ব, বা সাধারণ বা কদাচিৎ কথঞ্চিৎ বিষয়ত্ব বা স্বব্যবহারে স্বাতিরিক্ত সংবিদপেক্ষা নিয়তি বা অস্বপ্রকাশত্ব। এইরূপ

ছয়টী বিকল্প উত্থাপন করিয়া, ছয়টী পক্ষই ব্যাসরাজ স্বামী নিরাকরণ করিয়াছেন।

মধুসূদন বলেন,—একমাত্র "ফলব্যাপ্যত্ব" পক্ষ যুক্তিসহ নহে, তদ্ব্যতীত সকল পক্ষই বিচার-সহ। মধুসূদন বলিতেছেন,—"ফলব্যাপ্যত্ব-ব্যাতিরিক্তস্য সর্ব্বাস্যাপি পক্ষস্য ক্ষোদক্ষমত্বাৎ। ন চ—বৃত্তি-ব্যাপ্যত্ব-পক্ষে ব্রহ্মণি ব্যভিচারঃ, অন্যথা ব্রহ্মপরাণাং বেদান্তানাং বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাদিতি বাচ্যম্, শুদ্ধং হি ব্রহ্ম ন দৃশ্যম্। "যত্তদদ্রেশ্য"মিতি শ্রুতেঃ কিং তু উপহিতমেব, তচ্চ মিথ্যৈব ; ন হি বৃত্তি-দশায়াং অনুপহিতং তদ্ ভবতি।" "স্ফূরণমাত্রমেব মিথ্যাত্বে তন্ত্রম্" এই শূন্যবাদি-মতও নিরস্ত হইল। অতএব দৃশ্যত্ব-হেতু উপপন্ন।

দ্বিতীয় হেতু জড়ত্ব—ব্যাসরাজ পাঁচটী পক্ষ উত্থাপন করিয়াছেন—জড়ত্ব কি ? অজ্ঞাতৃত্ব বা অজ্ঞানত্ব বা অনাত্মত্ব, অস্বপ্রকাশত্ব বা পরাভিমতত্ব ; তিনি পাঁচটী পক্ষই নিরাস করিয়াছেন। মধুসূদন বলেন,—অজ্ঞানত্ব অনাত্মত্ব ও অস্বপ্রকাশত্ব জড়ত্বের হেতু। জড়ত্ব অর্থে অজ্ঞানত্ব। অনাত্মত্ব প্রভৃতি বলা যাইতে পারে, তাহাতে কোনও দোষ হইতে পারে না। মধুসূদন অনাত্মত্ব ও অজ্ঞানত্ব পক্ষদ্বয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"দ্বিতীয়-তৃতীয়-পক্ষয়োঃ দোষাভাবাৎ"। তথা হি "অজ্ঞানত্বং জড়ত্বমিতি পক্ষে নাত্মনি ব্যভিচারঃ।" অস্বপ্রকাশত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"এবং অস্বপ্রকাশত্বং বা জড়ত্বম্।" অতএব জড়ত্বহেতু মিথ্যাত্বে উপপন্ন।

তৃতীয়হেতু পরিচ্ছিন্নত্ব—ব্যাসরাজের মতে দেশ, কাল ও বস্তু, এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদে পরিচ্ছিন্নত্ব অনুপপন্ন। মধুসূদন বলেন,—পরিচ্ছিন্নত্বও মিথ্যাত্বের হেতু। তিনি বলিতেছেন, "পরিচ্ছিন্নত্বমপি হেতুঃ। তচ্চ দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চেতি ত্রিবিধম্। তত্র দেশতঃ পরিচ্ছিন্নত্বং অত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বং কালতঃ পরিচ্ছিন্নত্বং ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বম্। বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্নত্বং অন্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিত্বম্।"

অংশিত্ব হেতু—চিৎসুখাচার্য্য মিথ্যাত্বের অন্য হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, অংশিত্ব অর্থাৎ কার্য্যত্বও মিথ্যাত্বের হেতু। ব্যাসরাজ স্বামী বলেন,—কার্য্যত্ব অর্থাৎ অংশিত্বও মিথ্যাত্বের হেতু হইতে পারে না। কার্য্য কারণ অভেদ, কারণে কার্য্য ও অভাব সিদ্ধ ; সুতরাং সিদ্ধ-সাধন-দোষ অনিবার্য্য। অনাশ্রিত বলিলে—অন্যোন্যাশ্রিতত্বে অর্থান্তরের উৎপত্তি হয়। মধুসূদন বলিতেছেন,—অংশিত্বও মিথ্যাত্বে হেতু। তিনি

বলেন,—"চিৎসুখাচার্য্যৈস্ত—"অয়ং পটঃ, এতত্তন্তু-নিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগী, অংশিত্বাৎ। ইতরাংশিবৎ, ইত্যুক্তম্। তত্র তন্তুপদমুপাদানপরম্। এতেনো-পাদান-নিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্ব-লক্ষণ মিথ্যাত্বসিদ্ধিঃ। ন চ কার্য্যস্য কারণাভেদেন তদনাশ্রিতত্বাৎ সিদ্ধসাধনম্, অনাশ্রিতত্বেনান্যাশ্রিতত্বেন বা উপপত্ত্যা অর্থান্তরং চ ইতি বাচ্যম্, অভেদে কার্য্যকারণভাব ব্যাহত্যা কথংচিদপি ভেদস্যাবশ্যাভ্যুপেয়ত্বাৎ।" অতএব জগতের মিথ্যাত্বে অংশিত্ব অর্থাৎ কার্য্যত্বও হেতু।

মধুসূদন জগতের মিথ্যাত্ব-নির্ব্বচন অনুমান প্রমাণের সাহায্যে অতি সুন্দররূপে করিয়াছেন। বিশ্বের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে সাতাশটী বিশেষ অনুমান উপস্থিত করিয়াছেন। এখানে আমরা তাঁহারই ভাষায় তাঁহার মত উদ্ধৃত করিলাম—

১। ব্রহ্মজ্ঞানেতর-বাধ্যব্রহ্মান্যসত্বানধিকরণত্বং পারমার্থিক-সত্তাধিকরণা-বৃত্তিঃ ব্রহ্মাবৃত্তিত্বাৎ শুক্তিরূপ্যবৎ পরমার্থসদ্ভেদবচ্চ।

২। বিমতং মিথ্যা, ব্রহ্মান্যত্বাৎ, শুক্তিরূপ্যবৎ।

৩। পরমার্থসত্তাং, স্বসমানাধিকরণান্যোন্যাভাব-প্রতিযোগ্যবৃত্তিঃ সদিতরা-বৃত্তিত্বাৎ, ব্রহ্মত্ববৎ।

৪। ব্রহ্মত্বমেকত্বং বা সত্বব্যাপকম্ সত্ব-সমানাধিকরণত্বাৎ, অসদ্-বৈলক্ষণ্যবৎ।

৫। ব্যাপ্যবৃত্তিঘটাদিঃ জন্যাভাবাতিরিক্তস্বসমানাধিকরণাভাবমাত্র প্রতিযোগী, অভাব প্রতিযোগিত্বাৎ, অভিধেয়ত্ববৎ।

৬। অত্যন্তাভাবঃ প্রতিযোগ্যবচ্ছিন্নবৃত্তিঃ, নিত্যাভাবত্বাদন্যোন্যাভাববৎ।

৭। অত্যন্তাভাবত্বং প্রতিযোগ্য-শেষাধিকরণ-বৃত্তিমাত্রবৃত্তিঃ প্রতিযোগ্য-বচ্ছিন্নবৃত্তিমাত্র-বৃত্তিঃ বা, নিত্যাভাবমাত্র বৃত্তিত্বাৎ অন্যোন্যাভাবত্ববৎ।

৮। ঘটাত্যন্তাভাববত্বং স্বপ্রতিযোগিজনকাভাব-সমানাধিকরণবৃত্তিঃ এতৎ কপালসমানকালীনৈতদ্ঘট-প্রতিযোগিকাভাববৃত্তিত্বাৎ, প্রমেয়ত্ববৎ।

৯। এতৎ কপালমেতদ্ ঘটাত্যন্তাভাবাধিকরণমাধারত্বাৎ পটাদিবৎ।

১০। ব্রহ্মত্বং ন পরমার্থ-সন্নিষ্ঠান্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকম্, ব্রহ্মবৃত্তিত্বাদসদ্বৈলক্ষণ্যবৎ।

১১। পরমার্থ সৎপ্রতিযোগিকো ভেদো ন পরমার্থ-সন্নিষ্ঠঃ পরমার্থ-সৎপ্রতিযোগিকত্বাৎ, পরমার্থ-সত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিকাভাববৎ।

১২। ভেদত্বাবচ্ছিন্নং সদ্বিলক্ষণ-প্রতিযোগ্যধিকরণান্যতরবৎ, অভাবাচ্ছুক্তিরূপ্যপ্রতিযোগিকাভাববৎ।

১৩। পরমার্থনিষ্ঠাভেদঃ ন পরমার্থসৎপ্রতিযোগিকঃ, পরমার্থ সদধিকরণত্বাৎ, শুক্তিরূপ্যপ্রতিযোগিকভেদবৎ।

১৪। মিথ্যাত্বং ব্রহ্মতুচ্ছোভয়াতিরিক্ত ব্যাপকম্, সকলমিথ্যাবৃত্তিত্বাৎ, মিথ্যাত্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বাদ্ বা দৃশ্যত্ববৎ।

১৫। দৃশ্যত্বং পরামার্থসদ্বৃত্তি অভিধেয়মাত্রবৃত্তিত্বাচ্ছুক্তিরূপ্যবৎ।

১৬। দৃশ্যত্বং পরমার্থসদ্ভিন্নত্বব্যাপ্যম্, দৃশ্যেতরাবৃত্তিধর্ম্মত্বাৎ প্রাতিভাসিকত্ববৎ।

১৭। উভয়সিদ্ধমসদ্বিলক্ষণং মিথ্যাত্বাসমানাধিকরণধর্ম্মানধিকরণম্, আধারত্বাচ্ছুক্তিরূপ্যত্ববৎ।

১৮। প্রতিযোগ্যবচ্ছিন্নো দেশঃ অত্যন্তাভাবাশ্রয়ঃ আধারত্বাৎ কালবৎ।

১৯। আত্মত্বাবচ্ছিন্নং পরমার্থসত্বানধিকরণ-প্রতিযোগিক ভেদত্বাবচ্ছিন্নরহিতং, পরমার্থসত্বাৎ, পরমর্থসত্বাবচ্ছিন্নবৎ।

২০। শুক্তিরূপ্যং মিথ্যাত্বেন প্রপঞ্চান্ন ভিদ্যতে, ব্যবহারবিষয়ত্বাৎ, ব্রহ্মবৎ।

২১। বিমতং মিথ্যা মোক্ষহেতু-জ্ঞানাবিষয়ত্বে সত্যসদন্যত্বাৎ, শুক্তিরূপ্যত্ববৎ, মোক্ষহেতু-জ্ঞান-বিষয়ত্ববৎ।

২২। পরমার্থসত্বব্যাপকম্, পরমার্থ-সত্ত্ব-সমানাধিকরণত্বাৎ, পারমার্থিকত্বেন শ্রুতিতাৎপর্য্যবিষয়ত্ববৎ।

২৩। এতৎ পটাত্যন্তাভাবঃ এতৎ তন্তুনিষ্ঠঃ, এতৎ পটানান্যভাবত্বাৎ, এতৎ.পটান্যোন্যাভাববৎ।

২৪। যদ্বা—সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নে হ্যয়মেতৎপটাত্যন্তাভাবঃ এতত্তন্তুনিষ্ঠঃ, এতৎপটপ্রতিযোগিকাত্যন্তাভাবত্বাৎ।

২৫। অব্যাপ্যবৃত্তিত্বানধিকরণত্বে সত্যুক্তপক্ষতাব্যবচ্ছেদকবৎ, স্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগি. অনাত্মত্বাৎ, সংযোগবৎ।

২৬। অতএব নিত্যদ্রব্যান্যদব্যাপ্যবৃত্তিত্বানধিকরণমুক্তপক্ষতাবচ্ছেদকবৎ,.কেবলান্বয়্যত্যন্তাভাবপ্রতিযোগি. পদার্থত্বাৎ, নিত্যদ্রব্যবদিত্যপি সাধু।

২৭। আত্মত্বাবচ্ছিন্নধর্ম্মিকো ভেদো ন পরমার্থসৎপ্রতিযোগিকঃ, আত্মাপ্রতিযোগিত্বাৎ, শুক্তিরূপ্য প্রতিযোগিকভেদবৎ।

দৃশ্যত্ব প্রভৃতি হেতুও মিথ্যাত্ব লক্ষণ অনুবলে এই সকল অনুমান স্থাপন

করিয়া মিথ্যাত্ব সুদৃঢ় করিয়াছেন। বাস্তবিক মধুসূদনের প্রতিভা অসাধারণ। বোধহয় পূর্ব্বতন কোন আচার্য্যই এরূপ ভাবে অনুমানবলে দ্বৈতমিথ্যাত্ব নির্ণয় করেন নাই।

দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ—ব্যাসরাজ স্বামীর মতে দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ অনুপপন্ন। তিনি বলিয়াছেন—"নির্ব্বাধ-প্রত্যভিজ্ঞানাৎ ধ্রুবং বিশ্বমিতি শ্রুতেঃ স্বক্রিয়াদি-বিরোধাচ্চ দৃষ্টি-সৃষ্টির্ন যুজ্যতে"। মধুসূদন বলেন,—দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ উপপন্ন। "সর্ব্ব-লোকাদি-সৃষ্টিশ্চ তত্তদ্দৃষ্টব্যক্তির্নভিপ্রেতা, যদা যং পশ্যতি তৎ সমকাল তৎ সৃজতীত্যত্র তাৎপর্য্যাৎ। ন চাবিদ্যাসঙ্কুচ-জীব-কারণত্বে জগদ্বৈচিত্র্যানুপপত্তিঃ, জগদুপাদানস্য জ্ঞানস্য বিচিত্রশক্তিকত্বাৎ। * * * বাশিষ্ঠ-বার্ত্তিকামৃতধারাকরে চ স্পষ্টমেবোক্তম্। যথা—"অবিদ্যাযোনয়ো ভাবাঃ সর্ব্বেঽমী বুদ্বুদা ইব। ক্ষণমুদ্ভূয় গচ্ছন্তি জ্ঞানৈক-জলধৌ লয়ম্" ইত্যাদি তস্মাৎ ব্রহ্মাতিরিক্তং কৃৎস্নং দ্বৈতজাতং জ্ঞান-জ্ঞেয়রূপমাবিদ্যকমেবেতি প্রাতীতিকসত্ত্বং সর্ব্বস্যেতি সিদ্ধম্। রজ্জুসর্পাদিবদ্বিশ্বং নাজ্ঞাতং সদিতি স্থিতম্। প্রবুদ্ধ-দৃষ্টি-সৃষ্টিত্বাৎ সুষুপ্তৌ চ লয়শ্রুতেঃ।" মধুসূদনের মতে দৃষ্টিসৃষ্টিবাদই সমীচীন ও শোভন।

একজীববাদ—ন্যায়ামৃতকার ব্যাসরাজ স্বামীর মতে জীব নানা। সুখ দুঃখাদির ভেদ আছে, জাগরণ ও সুষুপ্তিরও ভেদ আছে। পাপ ও পুণ্যের ভেদ আছে, সুতরাং একজীববাদ অসঙ্গত। একজীববাদে বন্ধমোক্ষ ব্যবস্থাও হইতে পারে না, ইত্যাদি ব্যাসরাজের মত। কিন্তু মধুসূদন বলেন,—জীব এক, "তস্মাদবিদ্যোপাধিকো জীব এক এবেতি সিদ্ধম্।" এক ব্রহ্মই অবিদ্যা বশ করিয়া অসংসারী হইলেও সংসারীর ন্যায় প্রতিভাত হন। তিনিই জীব, তাঁহারই প্রতিশরীরে "অহং" এই আত্মবুদ্ধি। "অবিদ্যাবশাৎ ব্রহ্মৈবৈকং সংসরতি, স এব জীবঃ। তস্যৈব প্রতিশরীরমহমিত্যাদি বুদ্ধিঃ।" ভেদ কেবল ঔপাধিক; সুতরাং বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থায় কোনও দোষ হইতে পারে না। জীব নিত্য মুক্ত, অবিদ্যার বশেই জীব আপনাকে বদ্ধ বলিয়া মনে করে। অবিদ্যার নাশেই জীব আপন স্বরূপে অবস্থিত হয়, সুতরাং একজীব বাদই সুসঙ্গত।

মধুসূদন অদ্বৈতসিদ্ধির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অখণ্ডার্থ ও তাহার প্রমাণ নিরূপণ করিয়াছেন। ব্যাসরাজের মতে,—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং" ও "তত্ত্বমস্যাদি" বাক্য অখণ্ডার্থনিষ্ঠ নহে। অপূর্ব্ব বিচারজাল-বিস্তার পূর্ব্বক মধুসূদন

অখণ্ডার্থের লক্ষণ ও সত্যাদি বাক্যের অখণ্ডার্থনিষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। অখণ্ডার্থ-নিরূপণ-প্রসঙ্গে মধুসূদন যেরূপ মনীষার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অদ্বৈতবাদী পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের মধ্যেও দুর্লভ। ব্যাসরাজের যুক্তি সুচারুরূপে খণ্ডন করিয়া অখণ্ডার্থ নিরূপণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে জীবের অণুত্ব পক্ষও নিরসন করিয়া জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য, ব্রহ্মের নির্গুণত্ব প্রভৃতি প্রতিপাদন করিয়াছেন। ভেদ-বাদ নিরাকরণে মধুসূদন অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বিম্ব-প্রতিবিম্ববাদী, যেহেতু তিনি বিম্ব ও প্রতিবিম্বের ঐক্য পক্ষই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন,—"তদেবং প্রতিবিম্বস্য বিম্বেনৈব্যে ব্যবস্থিতে ব্রহ্মৈক্যং জীবজাতস্য সিদ্ধং তৎপ্রতিবিম্বনাৎ।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদে মনন নিদিধ্যাসন শ্রবণের অঙ্গরূপে নিরূপণ। উহাতে তিনি বিবরণকার প্রকাশাত্মযতির নিয়মবিধি প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রবণাদির বিধেয়ত্ব উপপত্তি বিচারের মূলেও শ্রবণ ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। জ্ঞান পুরুষতন্ত্র নহে, উ। বস্তুতন্ত্র। জ্ঞানে বিধির অবকাশ নাই ইত্যাদি বিষয়ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে নির্ণীত হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে অবিদ্যা নিবৃত্তি। অবিদ্যার নিবর্ত্তক মুক্তির আনন্দই পুরুষার্থত্ব এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে। জীবন্মুক্ত প্রতিপাদন করিয়া ব্যাসরাজীয় মুক্তির তারতম্যবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

দ্বৈতবাদীর সকল আপত্তিই অদ্বৈতসিদ্ধিতে খণ্ডিত হইয়াছে। অদ্বৈতদর্শন-সাম্রাজ্যে অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এরূপ বিচার-কৌশল আর কোথায়ও নাই। এক আচার্য্য শঙ্কর ব্যতীত বোধহয় মধুসূদনের ন্যায় পাণ্ডিত্য আর কাহারও নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বেদান্তদেশিক, অপ্পয়দীক্ষিত, বাচস্পতি, বিদ্যারণ্য প্রভৃতি সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু মধুসূদনের ন্যায় যুক্তিজাল-বিস্তার আর কেহই করিতে পারেন নাই। মধুসূদন কেবল ভারতেরই অলঙ্কার নহেন তাঁহার স্থান পৃথিবীর দার্শনিক ক্ষেত্রে অতি উচ্চে। অন্যান্য আচার্য্যগণের অনুসরণ করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধি রচিত হইলেও, এইগ্রন্থে তিনি অনেক মৌলিক যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন।

আচার্য্য মধুসূদন বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্য অতি সুন্দর ভাবে গীতার প্রারম্ভে প্রকটিত করিয়াছেন। নিম্নে তাহার কতকটা উদ্ধৃত হইল—

"নিষ্কাম কর্ম্ম নুষ্ঠান- ত্যাগাৎ কাম্যনিষিদ্ধয়োঃ।
তত্রাপি পরমো ধর্ম্মো জগস্তত্যাদিকং হরেঃ॥

ক্ষীণপাপস্য চিত্তস্য বিবেকে যোগ্যতা যদা।
নিত্যানিত্যবিবেকস্তু জায়তে সুদৃঢ়স্তদা ॥

ইহামুত্রার্থ-বৈরাগ্যং বশীকারাভিধং ক্রমাৎ।
ততঃ শমাদি-সম্পত্ত্যা সন্ন্যাসো নিষ্ঠিতো ভবেৎ ॥

এবং সর্ব্ব-পরিত্যাগান্মুমুক্ষা জায়তে দৃঢ়া।
ততো গুরূপসদনমুপদেশগ্রহস্ততঃ ॥

ততঃ সন্দেহহানয়ে বেদান্তশ্রবণাদিকম্।
সর্ব্বমুত্তরমীমাংসাশাস্ত্রমত্রোপযুজ্যতে ॥

ততস্তৎ-পরিপাকেন নিদিধ্যাসননিষ্ঠতা।
যোগশাস্ত্রং তু সম্পূর্ণমুপক্ষীণং ভবেদিহ ॥

ক্ষীণদোষে ততশ্চিত্তে বাক্যাৎ তত্ত্বমতির্ভবেৎ।
সাক্ষাৎকারো নির্ব্বিকল্পঃ শব্দাদেবোপজায়তে ॥

অবিদ্যাবিনিবৃত্তিস্তু তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে ভবেৎ।
তত আবরণে ক্ষীণে ক্ষীয়েতে ভ্রমসংশয়ৌ ॥

অনারব্ধানি কর্ম্মাণি নশ্যন্ত্যেব সমস্ততঃ।
ন ত্বাগামীনি জায়ন্তে তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবতঃ ॥

প্রারব্ধ কর্ম্মবিক্ষেপাদ্ বাসনা তু ন নশ্যতি।
সা সর্ব্বতো বলবতা সংযমেনোপশাম্যতি ॥

সংযমো ধারণাধ্যানং সমাধিরিতি যৎ ত্রিকম্।
যমাদিপঞ্চকং পূর্ব্বং তদর্থমুপযুজ্যতে ॥

ঈশ্বরপ্রণিধানাত্তু সমাধিঃ সিধ্যতি দ্রুতম্।
ততো ভবেন্মনোনাশো বাসনাক্ষয় এব চ ॥

তত্ত্বজ্ঞানং মনোনাশো বাসনাক্ষয় ইত্যপি।
যুগপৎ ত্রিতয়াভ্যাসাজ্জীবন্মুক্তির্দৃঢ়া ভবেৎ ॥

বিদ্বৎসন্ন্যাসকথনমেতদর্থং শ্রুতৌ কৃতম্।
প্রাগসিদ্ধো য এবাংশো যত্নঃ স্যাত্তস্য সাধনে ॥" ইত্যাদি।

এস্থলে পাতঞ্জল-দর্শনোক্ত সাধন বেদান্তের বিচারের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কল্পতরুকার অমলানন্দও বলিয়াছেন,—যোগসাধনায় "ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা" জন্মিলে বেদান্ত-শ্রবণের অধিকার জন্মে। মধুসূদনও বলিলেন,—

"ততস্তৎ পরিপাকেণ নিদিধ্যাসননিষ্ঠতা।
যোগশাস্ত্রং তু সম্পূর্ণমুপক্ষীণং ভবেদিহ॥
ক্ষীণদোষে ততশ্চিত্তে বাক্যাৎ তত্ত্বমতির্ভবেৎ।"

বস্তুতঃ যোগের সাধনা পরিপক্ক হইলে, অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অভ্যস্ত হইলেই বেদান্তের মহাবাক্য শ্রবণ ও বিচারের সামর্থ্য হয়। মধুসূদন এ স্থলে যোগ ও বেদান্তের সামঞ্জস্য করিয়া তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন। "প্রস্থান-ভেদে" সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য অদ্বৈত-ব্রহ্মে নির্ণয় করিয়াছেন। সকল শাস্ত্র আলোচনা করিয়া তাৎপর্য্য-নির্ণয়-প্রসঙ্গে প্রবন্ধের সমাপ্তিতে বলিয়াছেন,—"সর্ব্বেষাং প্রস্থানকর্ত্তৃণাং মুনীনাং বিবর্ত্তবাদ-পর্য্যবসানেনাদ্বিতীয়ে পরমেশ্বর এব প্রতিপাদ্যে তাৎপর্য্যম্। ন হি তে মুনয়ো ভ্রান্তাঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাত্তেষাম্। কিং তু বহির্বিষয়প্রবণানাপাততঃ পুরুষার্থে প্রবেশো ন সম্ভবতীতি নাস্তিক্যবারণায় তৈঃ প্রকারভেদাঃ প্রদর্শিতাঃ। তত্র তেষাং তাৎপর্য্যমবুদ্ধা বেদবিরুদ্ধেঽপ্যর্থে তাৎপর্য্যমুৎপ্রেক্ষমানাস্তন্মতমেবোপাদেয়ত্বেন গৃহ্নন্তো জনা নানাপথজুষো ভবন্তীতি সর্ব্বমনবদ্যম্।" এ স্থলে মধুসূদন সুন্দর দুইটী কথা বলিয়াছেন। প্রথম, "সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য অদ্বৈত-ব্রহ্মে," আর দ্বিতীয়, "প্রস্থানভেদের তাৎপর্য্য কেবল পুরুষবুদ্ধির অপেক্ষার জন্য।" বহির্বিষয়াসক্ত চিত্তকে ক্রমশঃ পুরুষার্থের দিকে নিতে হয়। সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব প্রথমে ধারণা করিতে পারে না বলিয়াই শাস্ত্রকারগণ প্রকারভেদ অবলম্বন করিয়াছেন। বোধ হয়, ইহা ভিন্ন অন্য কোনও রকমেই সর্ব্বশাস্ত্রের সামঞ্জস্য বিহিত হইতে পারে না। মধুসূদন সম্পূর্ণরূপে অদ্বৈতবাদী। সগুণ উপাসনায় কৃতকৃত্য হইয়া, নির্গুণে পরিসমাপ্তিই তাঁহার দার্শনিক মত। তাঁহার জীবনেও এই দার্শনিক মত প্রতিফলিত হইয়াছে।

মন্তব্য

আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী শাঙ্করমত প্রপঞ্চিত করিবার জন্যই সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। এরূপ যুক্তি-কৌশল-উদ্ভাবনী-শক্তি বোধ হয় আর কাহারও নাই। মধুসূদনের সকল প্রবন্ধেই তাঁহার অতিমানুষ প্রতিভা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অদ্বৈতবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে মধুসূদনের গ্রন্থ অতীব উপযোগী। মধুসূদন ষড়্‌দর্শনে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তাঁহার দার্শনিক অনুপ্রবেশ অতুলনীয়। এরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা, বিচারপটুতা ও কৌশল অতি বিরল। পূর্ব্বতন প্রধান প্রধান আচার্য্যগণের (সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি, বাচস্পতি-মিশ্র, প্রকাশাত্মযতি, অমলানন্দ, তত্ত্বশুদ্ধিকার, শ্রীহর্ষমিশ্র, আনন্দবোধাচার্য্য, চিৎসুখ, অপ্পয়দীক্ষিত প্রভৃতি) অনুসরণ করিয়া আচার্য্য শঙ্করের মত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। পূর্ব্বতন আচার্য্যগণকে অনুসরণ করিলেও তাঁহার গ্রন্থে মৌলিকতা সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট। শাস্ত্রবেত্তারূপেও মধুসূদন অগ্রণী।

মধুসূদনের মনীষা, একনিষ্ঠতা, হৃদয়ের প্রসার, বাস্তবিকই অনুকরণীয়। বঙ্গবাসীর অন্যতম কর্ত্তব্য তাঁহার জীবন-চরিত ও গ্রন্থাদির প্রচার করা। এখনও তৎপ্রণীত "বেদান্ত-কল্পলতিকা" নামক প্রবন্ধখানি প্রকাশিত হয় নাই। *

* এই গ্রন্থখানি বেনারসের গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ হইতে 'সরস্বতী ভবন গ্রন্থমালায়' প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদকের নাম পণ্ডিত শ্রীরামাজ্ঞাপাণ্ডেয়। সং।

আচার্য্য ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্র।

(শাঙ্করদর্শন—সপ্তদশ শতাব্দী)

ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্র "বেদান্ত-পরিভাষা" নামক প্রবন্ধের প্রণেতা। ভেদধিক্কার প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা নৃসিংহাশ্রম অধ্বরীন্দ্রের পরমগুরু। বেদান্ত-পরিভাষার প্রারম্ভশ্লোকে অধ্বরীন্দ্র তৎপরিচয় প্রদান করিয়াছেন,—

"যদন্তেবাসি-পঞ্চাস্যৈ র্নিরস্তা ভেদিবারণাঃ।
তং প্রণৌমি নৃসিংহাখ্যং যতীন্দ্রং পরমং গুরুম্॥"

এই নৃসিংহযতিই নৃসিংহাশ্রম। কারণ, অধ্বরীন্দ্রের পুত্র পরিভাষার টীকাকার। তিনি "শিখামণি" নামক পরিভাষার টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। শিখামণিতে নৃসিংহাশ্রমের উল্লেখ করিয়াছেন—"নম্নু নৃসিংহাশ্রমশ্রীচরণৈঃ প্রাগভাবস্য নিরাকৃতত্বাৎ" ইত্যাদি; সুতরাং ধর্ম্মরাজের উল্লিখিত "নৃসিংহাখ্য যতীন্দ্র" নৃসিংহাশ্রম হইবে। তিনি ভেদধিক্কার ও অদ্বৈতদীপিকা প্রভৃতি প্রবন্ধের প্রণেতা। নৃসিংহাশ্রম ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তিনি অপ্পয়দীক্ষিতের সমকালিক। নৃসিংহের সম্বন্ধে বর্ণনাও আমাদের সিদ্ধান্তের অনুকূল। নৃসিংহের শিষ্য বেঙ্কটনাথ। আর বেঙ্কটনাথই ধর্ম্মরাজের গুরু। ধর্ম্মরাজ "বেদান্ত পরিভাষার" প্রারম্ভে স্বীয় গুরুর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

শ্রীমদ্ বেঙ্কটনাথাখ্যান্ বেলাংগুড়ি-নিবাসিনঃ।
জগদ্গুরূনহং বন্দে সর্ব্ব-তন্ত্র-প্রবর্ত্তকান্॥

নৃসিংহাশ্রম ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ধর্ম্মরাজ তচ্ছিষ্যের শিষ্য। সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দী তাঁহার স্থিতিকাল। এ বিষয়ে অন্য হেতুও বিদ্যমান। ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্র "তত্ত্বচিন্তামণির" উপর টীকা প্রণয়ন করেন। তত্ত্বচিন্তামণির উপর দশটী টীকার তিনি খণ্ডন করেন, এইরূপ বিবরণ বেদান্ত-পরিভাষার প্রারম্ভে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"যেন চিন্তামণৌ টীকা দশটীকা-বিভঞ্জনী।
তর্কচূড়ামণির্নাম কৃতা বিদ্বন্মনোরমা॥"

এতদ্দৃষ্টে প্রতীত হয় গঙ্গেশোপাধ্যায়-কৃত "তত্ত্বচিন্তামণির" উপর দশটী টীকা রচিত হইলে, তিনি সেই দশটী টীকার মত খণ্ডন করিয়া "তর্কচূড়ামণি" নামক টীকা প্রণয়ন করেন। গঙ্গেশ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন। রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি তত্ত্বচিন্তামণির টীকাকার। শিরোমণি পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহাদের টীকা খণ্ডন করিয়া অধ্বরীন্দ্র "তর্কচূড়ামণি" প্রণয়ন করেন; সুতরাং অধ্বরীন্দ্রের কাল সপ্তদশ শতাব্দী সুস্থিত।

ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্র যে সুবিখ্যাত ছিলেন, তাহা "শিখামণিকার" তৎপুত্র রামকৃষ্ণাধ্বরীও বলিয়াছেন,—

আসেতোরাসুমেরোরপি ভুবি বিদিতান্ ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রান্
বন্দেঽহং তর্কচূড়ামণি-মণিজননক্ষীরধীংস্তাতপাদান্।
যৎকারুণ্যান্ময়াঽভূদধিগতমধিকং দুর্গ্রহং সূক্ষ্মধীকৈ-
রপ্যাত্তং শাস্ত্রজাতং জগতি মখকৃতা রামকৃষ্ণাহ্বয়েন॥

ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্র "বেদান্ত-পরিভাষা" ও তত্ত্বচিন্তামণির টীকা "তর্কচূড়ামণি" প্রণয়ন করেন। বোধহয় এই "তর্কচূড়ামণি" এখনও প্রকাশিত হয় নাই। বেদান্ত-পরিভাষার নানা সংস্করণ হইয়াছে। কাশীস্থ "পণ্ডিত" পত্রে ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল। পরিভাষার উপর রামকৃষ্ণাধ্বরী "শিখামণি" টীকা ও উদাসীন স্বামী শ্রীঅমরদাস শিখামণির উপর "মণিপ্রভা" নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। বেদান্ত-পরিভাষার উপর শিবদাসের "অর্থদীপিকা" নামক টীকা আছে। সাধু গোবিন্দসিংহ হিন্দী ভাষায় বেদান্ত-পরিভাষার এক টীকা রচনা করিয়াছেন। কলিকাতায় জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এক টীকা প্রণয়ন করেন। সম্ভবতঃ ঐ টীকাটী জীবানন্দের পিতা ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বিরচিত।

নারায়ণ দীক্ষিতের পুত্র পেত্তাদীক্ষিত বেদান্ত-পরিভাষার এক টীকা প্রণয়ন করেন। এই টীকার নাম প্রকাশিকা।* শিখামণি ও মণিপ্রভা সহ বেদান্ত পরিভাষা বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে সম্বৎ ১৯৬৮ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৩৩ ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্বরীন্দ্র পঞ্চপাদিকার উপরে পঞ্চ-পাদিকা টীকা প্রণয়ন করেন।

* **Madras, G, O, M,L, Vol IX, No. 4737 P. P. 3534.**

বেদান্ত-পরিভাষায় আটটী পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয়ে অনুমান, তৃতীয়ে উপমান, চতুর্থে শব্দ, পঞ্চমে অর্থাপত্তি, ষষ্ঠে অনুপলব্ধি, সপ্তমে বেদান্তের বিষয়, অষ্টমে বেদান্তের প্রয়োজন নির্ণীত হইয়াছে। বেদান্ত-দেশিক বেঙ্কটনাথ যেমন "ন্যায়পরিশুদ্ধি" নামক গ্রন্থে প্রত্যক্ষাদি বেদান্তানুসারেই নির্ণয় করিয়াছেন, ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্রও তদ্রূপ বেদান্ত-পরিভাষায় অদ্বৈত-মতানুসারে প্রত্যক্ষাদি নিরূপণ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ যেরূপ-ভাবে অদ্বৈত-বেদান্তে প্রয়োজিত হইতে পারে, তাহাই বেদান্ত-পরিভাষায় প্রপঞ্চিত হইয়াছে। অতি সরল ও বিশদভাবে সকল বিষয় ইহাতে নিরূপিত হইয়াছে।

প্রত্যক্ষের লক্ষণ যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বড়ই মনোজ্ঞ হইয়াছে। প্রমাণ-চৈতন্যের সহিত বিষয়াবচ্ছিন্ন-চৈতন্যের অভেদই প্রত্যক্ষত্ব। * চৈতন্য ত্রিবিধ যথা—বিষয়-চৈতন্য, প্রমাণ-চৈতন্য ও প্রমাতৃ-চৈতন্য। যাহা ঘটাদিতে অবচ্ছিন্ন-চৈতন্য তাহা বিষয়চৈতন্য। অন্তঃকরণের বৃত্তি-অবচ্ছিন্ন-চৈতন্যকে প্রমাণ-চৈতন্য বলে এবং অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন-চৈতন্য প্রমাতৃ-চৈতন্য। তিনি বলেন,—"তথাহি ত্রিবিধং চৈতন্যম্—বিষয়-চৈতন্যং প্রমাণ-চৈতন্যং প্রমাতৃ-চৈতন্যং চেতি। তত্র ঘটাদ্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যং বিষয়-চৈতন্যম্। অন্তঃকরণ-বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যং প্রমাণ-চৈতন্যম্। অন্তঃকরণা-বচ্ছিন্নং-চৈতন্যং প্রমাতৃ-চৈতন্যম্।"

ন্যায়মতে ইন্দ্রিয়াদিই প্রমাণ। বেদান্তের মতে অন্তঃকরণ-বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যই প্রমাণ। পরিভাষাকার তাই বলিয়াছেন,—"তৈজসমন্তঃকরণমপি চক্ষুরাদিদ্বারা নির্গত্য ঘটাদি-বিষয়-প্রদেশং গত্বা ঘটাদিবিষয়াকারেণ পরিণমতে।" সুতরাং বেদান্তের মতে ইন্দ্রিয় প্রমাণ নহে, ইন্দ্রিয় দ্বার মাত্র। অন্তঃকরণের বৃত্তি-অবচ্ছিন্ন-চৈতন্যই প্রমাণ।

সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের লক্ষণ-নির্দ্দেশও অতি সুন্দর হইয়াছে। যথা—"তত্র সবিকল্পকং বৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞানং যথা 'ঘটমহং জানামি,' ইত্যাদি জ্ঞানম্। নির্ব্বিকল্পকং তু সংসর্গানবগাহি জ্ঞানম্, যথা—সোঽয়ং দেবদত্তঃ।" ন্যায়মতে অনুব্যবসায় নামক জ্ঞান অঙ্গীকৃত। আর বেদান্ত-মতে অনন্ত অনুব্যবসায়ের স্থলে অখণ্ড নির্ব্বিকল্প জ্ঞানই স্বীকৃত। "সংসর্গ অনবগাহি-জ্ঞান" এই সংজ্ঞাটী অতি শোভন হইয়াছে। রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি

* প্রমাণ-চৈতন্যস্য বিষয়াবচ্ছিন্ন-চৈতন্যাভেদ ইতি।

আচার্য্যগণ নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান স্বীকার করেন না, কিন্তু সাংখ্যাচার্য্যগণ নির্ব্বিকল্প জ্ঞান স্বীকার করেন। ন্যায়মতের অনন্ত অনুব্যবসায় স্বীকার না করিয়া অখণ্ড নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান অঙ্গীকার লঘু কল্পনা, তদ্ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক নির্ব্বিকল্প-জ্ঞান-পক্ষই সমীচীন ও শোভন।

ন্যায়মতে পরার্থানুমানে পাঁচটী অবয়ব অঙ্গীকৃত, যথা—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগমন। পরিভাষাকার বলেন—পঞ্চাবয়ব স্বীকারের কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই, মাত্র তিনটি অবয়ব স্বীকার করিলেই চলিতে পারে। তিনি এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"অবয়বাশ্চ ত্রয় এব, প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণ-রূপা, উদাহরণোপনয়নিগমনরূপা বা। ন তু পঞ্চাবয়বরূপাঃ অবয়বত্রয়েণৈব ব্যাপ্তি-পক্ষধর্ম্মতয়োরুপদর্শন-সংভবেনাধিকাবয়বদ্বয়স্য ব্যর্থত্বাৎ।" অর্থাৎ তিনটি অবয়বে যখন ব্যাপ্তি ও পক্ষ ধর্ম্মতার দর্শনের সম্ভব, তখন দুইটি অধিক অবয়ব ব্যর্থ। ইয়োরোপীয় পণ্ডিত এরিষ্টটলের মতেও (Syllogism) তিনটি অবয়ব। বাস্তবিক তিনটি অবয়ব হইলেই অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে। মধুসূদন সরস্বতীও বলিয়াছেন—অবয়ব সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহের কোনও কারণ নাই। * মীমাংসকগণ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, অথবা উদাহরণ, উপনয়, নিগমন—এই তিনটি অবয়ব স্বীকার করেন।

বৌদ্ধমতে উদাহরণ ও উপনয় এই দুইটি অবয়ব স্বীকৃত। পরিভাষাকার মীমাংসকের মতই অনুসরণ করিয়াছেন।

জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology) সম্বন্ধে ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্রের গ্রন্থ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাঁহারা শাঙ্কর দর্শন পাঠেচ্ছু তাঁহাদের পক্ষে "বেদান্ত-পরিভাষা" অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ সন্দেহ নাই।

* নাবয়বেষু আগ্রহঃ (অদ্বৈত-সিদ্ধি)।

আচার্য্য রামতীর্থ।

(১৭শ শতাব্দী)

আচার্য্য রামতীর্থ সদানন্দকৃত বেদান্তসারের টীকাকার। সদানন্দ ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। নৃসিংহ সরস্বতী ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে বেদান্তসারের টীকা সুবোধিনী প্রণয়ন করেন। আচার্য্য রামতীর্থ নৃসিংহ সরস্বতীর পরবর্ত্তী বলিয়াই অনুমান হয়, সুতরাং তাঁহার স্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী। রামতীর্থের গুরুর নাম কৃষ্ণতীর্থ। বেদান্তসারের টীকা "বিদ্বন্মনোরঞ্জনীর" সমাপ্তিশ্লোকে তিনি লিখিয়াছেন,—

বেদান্তসার-বিবৃতিং রামতীর্থাভিধো যতিঃ।
চক্রে শ্রীকৃষ্ণতীর্থ-শ্রীপদ-পঙ্কজ-ষট্পদঃ॥

রামতীর্থের শ্রীরামের প্রতি ভক্তি সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট। সংক্ষেপশারীরকের টীকা অন্বয়ার্থপ্রকাশিকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—

যস্মাদ্বিশ্বমুদেতি যেন বিবিধং সঞ্জীব্যতে লীয়তে।
যত্রান্তে গগণে ঘনাইব মহামায়িন্য সঙ্গেঽদ্বয়ে॥
সত্যজ্ঞান সুখাত্মকেঽখিল-মনোঽবস্থানুভূত্যাত্মনি।
শ্রীরামে রমতাং মনো মম সদা হেমাম্বুজে হংসবৎ॥

"বিদ্বন্মনোরঞ্জনীর" সমাপ্তি-শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত অভিন্ন ভাবে নিজকে স্থাপন করিয়া অতীব সুন্দর ভাবপূর্ণ শ্লোক রচনা করিয়াছেন, যথা—

বিদ্যাসীতাবিয়োগ-ক্ষুভিত-নিজসুখঃ শোকমোহাভিপন্ন-
শ্চেতঃ সৌমিত্রি-মিত্রো ভবগহনগতঃ শাস্ত্রসুগ্রীবসখ্যঃ॥
হত্বান্তে দৈন্যবালিং মদন-জলনিধৌ ধৈর্য্য-সেতুং প্রবধ্য
প্রধ্বস্তাবোধরক্ষঃপতিরধিগতচিজ্জানকিঃ স্বাত্মরামঃ॥"

শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের ঘটনার সহিত আধ্যাত্মিক জীবন মিলাইয়া কবিতাটি রচিত হইয়াছে।

রামতীর্থ "অন্বয়ার্থ-প্রকাশিকা" নামক সংক্ষেপশারীরকের টীকা, আচার্য্য শঙ্কর কৃত উপদেশসাহস্রীর "পদযোজনিকা" নামক টীকা, বেদান্তসারের "বিদ্বন্মনোরঞ্জনী" নামক টীকা ও মৈত্রায়ন উপনিষদের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। অন্বয়ার্থপ্রকাশিকা ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কাশী সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। মধুসূদনের টীকায়ও রামতীর্থের উল্লেখ নাই এবং রামতীর্থের টীকায়ও মধুসূদনের টীকার কোনও উল্লেখ দেখা যায় না।

উপদেশসাহস্রীর "পদযোজনিকা" টীকা বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা লোটাস্-লাইব্রেরী হইতে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহোদয়ের সম্পাদনায় ও তৎকৃত বঙ্গানুবাদ সহ উপদেশসাহস্রী পদযোজনিকা টীকা সহ প্রকাশিত হইয়াছে। বেদান্তসারের "বিদ্বন্মনোরঞ্জনী" কলিকাতা জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্করণে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ মহোদয় সম্পাদিত সংস্করণে ও বোম্বাই নির্ণয় সাগর প্রেস হইতে ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে কর্ণেল জেকব (Col. Jacob) সাহেবের সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে।

মৈত্রায়ন উপনিষদের টীকা কোথায়ও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না।

রামতীর্থের মতবাদে কোনও বিশেষত্ব নাই। তিনি অদ্বৈতবাদী। শাঙ্করমত প্রপঞ্চিত করাই তাঁহার কার্য্য। নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদই তাঁহার অভিমত।

মধুসূদনের সংক্ষেপশারীরকের টীকা যেরূপ বিচারবহুল, রামতীর্থের অন্বয়ার্থপ্রকাশিকা সেরূপ নহে। অতি সরল ভাষায় তাঁহার টীকা প্রণীত হইয়াছে।

"বিদ্বন্মনোরঞ্জনী"তে আচার্য্য রামতীর্থ বহু উদ্ধৃতবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। সুবোধিনী টীকায় ইহার একচতুর্থাংশ বাক্যও উদ্ধৃত হয় নাই, কেবল উপনিষদ্ হইতেই ২৬৭টি বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। নৃসিংহ সরস্বতী মাত্র ৪২টি বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন।

আচার্য্য আপদেব।

(শাঙ্কর-দর্শন—১৭শ শতাব্দী)

আপদেব মীমাংসক। তিনি সদানন্দকৃত বেদান্তসারের উপর "বালবোধিনী" নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি মীমাংসক হইলেও নিজকে অদ্বৈতবাদী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বেদান্তসারের টীকা "বালবোধিনীর" প্রারম্ভে তিনি নিজ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন দেখা যায়, যথা—

আপদেবেন বেদান্তসার তত্ত্বস্য দীপিকা।
সিদ্ধান্ত সম্প্রদায়ানুরোধেন ক্রিয়তে শুভা॥

আপদেবকৃত "মীমাংসা ন্যায় প্রকাশ" পূর্ব্বমীমাংসার একখানি প্রামাণিক প্রকরণ গ্রন্থ। বঙ্গদেশস্থ পূর্ব্বস্থলীর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় ইহার উপরে এক সুবিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। "মীমাংসা ন্যায় প্রকাশ" নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

বেদান্তসারের টীকা বালবোধিনী ১৯১১ খৃষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গম্ বাণীবিলাস প্রেস্ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে আপদেব কৃত টীকা প্রকাশিত হয় নাই। এই নিবন্ধখানি প্রকাশ করিয়া বাণীবিলাস প্রেসের সত্ত্বাধিকারী মহাশয় জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

এই সংস্করণের বিশেষত্ব এই যে ইহার ভূমিকায় অধ্যাপক কে, সুন্দররাম আয়ার এম, এ, মহোদয় ইংরাজী ভাষায় কর্ণেল জেকব (Col. Jacob) ও ডাক্তার থিবো (Dr Thibaut) প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ শঙ্করের মতবাদ সম্বন্ধে যে সকল অপসিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতই যে ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য ইহা নিরূপণ করিয়াছেন। বাস্তবিক আয়ার মহোদয়ের বিচারকৌশল প্রশংসনীয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যে অনেকস্থলে ভ্রমাত্মক ধারণা পোষণ করেন, তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আপদেবের পিতাও বোধ হয় গ্রন্থকার ছিলেন। কারণ, আপদেব বালবোধিনীতে স্বীয় পিতার বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন—"তদুক্তং তাতচরণৈঃ ঐহিক পারলৌকিক ফলেচ্ছা বিরোধি চেতোবৃত্তি বিশেষাত্মকোবিরাগঃ ইতি"

(বাণী, বি, সংস্করণ, ২৫ পৃষ্ঠা)। আপদেব স্বীয় টীকায় বাচস্পতি বিবরণকার প্রকাশাত্মযতি, কল্পতরুকার অমলানন্দ ও তত্ত্বদীপনকার অখণ্ডানন্দের বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন।

আপদেব অদ্বৈতবাদী। তিনি মীমাংসক হইলেও তাঁহার মতবাদ অদ্বৈতে স্থাপিত। সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জনী এই টীকাদ্বয় হইতে আপদেবের টীকার একটু বিশেষত্ব আছে। এই টীকায় বহু ন্যায় ঘটিত কথার অবতারণা আছে।

আচার্য্য গোবিন্দানন্দ।

(শাঙ্করদর্শন—১৭শ শতাব্দী)

গোবিন্দানন্দ শাঙ্করভাষ্যের টীকাকার। ভাষ্যরত্নপ্রভা ইঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি। ভাষ্যরত্নপ্রভায় ইনি বিবরণের টীকাকার নৃসিংহাশ্রমের বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। "আশ্রম শ্রীচরণাস্ত টীকা যোজনায়ামেবমাহুঃ—সংবোধ্যচেতনো যুষ্মৎপদবাচ্যঃ অহঙ্কারাদি বিশিষ্ট চেতনোঽস্মৎপদবাচ্যঃ,তথা চ যুষ্মদস্মদোঃ স্বার্থে প্রযুজ্যমানয়োরেব ত্বমাদেশ নিয়মো ন লাক্ষণিকয়োঃ, 'যুষ্মদস্মদোঃ ষষ্ঠীচতুর্থী দ্বিতীয়াস্থয়োর্ব্বানাবৌ' ইতি সূত্রসাংগত্য প্রসঙ্গাৎ। অত্র শব্দ লক্ষকয়োরিব চিন্মাত্র জড়মাত্র লক্ষকয়োরপি ন ত্বমাদেশো লক্ষকত্বা-বিশেষাৎ।" এস্থলে গোবিন্দানন্দ ভাবপ্রকাশিকাকার নৃসিংহাশ্রমের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাঁহাকেই পূজ্যপাদ "আশ্রম" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নৃসিংহাশ্রম ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তৎকৃত তত্ত্ববিবেকের সমাপ্তিকাল ১৬০৪ সম্বৎ অর্থাৎ ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দ; সুতরাং গোবিন্দানন্দ ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী।

আমাদের বিবেচনায় গোবিন্দানন্দের স্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী। গোবিন্দানন্দের গুরুর নাম গোপাল সরস্বতী। তিনি ভাষ্যরত্নপ্রভার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ শ্লোকে স্বীয় গুরুর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

"কামাক্ষীদত্ত দুগ্ধ প্রচুর সুরনুত প্রাজ্যভোজ্যাধিপূজ্য
শ্রীগৌরীনায়কভিৎ প্রকটন শিবরামার্য্য লব্ধাত্মবোধৈঃ।
শ্রীমদ্ গোপালগীর্ভিঃ প্রকটিত পরমাদ্বৈত ভাসাস্মিতাস্ত
শ্রীমদ্ গোবিন্দবাণী চরণকমল গো নির্বৃতোঽহংবথালিঃ॥"

এই শ্লোকটী রামানন্দ সরস্বতী কৃত "বিবরণোপন্যাসে"র মঙ্গলাচরণে দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা লোটাস্ লাইব্রেরীর প্রকাশিত বেদান্ত দর্শনের মুখপত্রে ভাষ্যরত্নপ্রভা রামানন্দ সরস্বতীকৃত বলিয়া ঐ সংস্করণের সম্পাদক মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় বিবরণোপন্যাসের যে স্থলে এই শ্লোকটী আছে, সে স্থল অসম্বদ্ধভাবে লিখিত হইয়াছে, ঐ স্থলে উহার সঙ্গতি দেখা যায় না। হইতে পারে উহা লিপিকার প্রমাদ, অথবা

রামানন্দ সরস্বতী গোবিন্দানন্দের শিষ্য বলিয়া গুরু সম্বন্ধীয় শ্লোক স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। রামানন্দ সরস্বতী রত্নপ্রভাকার নহেন। কারণ, তৎকৃত ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী নামক একখানি বৃত্তি বা টীকা আছে। ঐ টীকায় তিনি আপনাকে গোবিন্দানন্দের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বিবরণোপন্যাসের সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন —

গোবিন্দানন্দ ভগবৎপূজ্যপাদপদৌকসা
রামানন্দ সরস্বত্যা রচিতোঽনুক্রমোমুদে।
বোধগন্ধা বিবরণ বাক্‌পুষ্পা-নবরূপিণী
উপন্যাসাভিধামালা প্রাপ্তা শ্রীরামপাদুকাম্॥

ভাষ্যরত্নপ্রভার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রারম্ভে একটী শ্লোক দৃষ্ট হয়, যথা—

যজ্‌জ্ঞানাজ্জীবতো মুক্তিরুৎক্রান্তিগতিবর্জ্জিতা
লভ্যতে তৎ পরংব্রহ্ম রামনামাস্মি নির্ভয়ম্॥

এই শ্লোকে কেবল রামচন্দ্রের সহিত অভিন্নতা অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং ভাষ্যরত্নপ্রভা রামানন্দের কৃত নহে। গোবিন্দানন্দ বোধ হয় রামানন্দের গুরু। ভাষ্যরত্নপ্রভা তাহারই কৃত।

সম্ভবতঃ ভাষ্যরত্নপ্রভা কাশীধামে বিরচিত হইয়াছিল। ভাষ্যরত্নপ্রভার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ শ্লোকগুলির ভিতরে একটী শ্লোকে যেরূপভাবে শিবকে প্রণাম করা হইয়াছে, তাহাতে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়। শ্লোকটী এই—

শ্রীগৌর্য্যাং সকলার্থদং নিজপদাম্ভোজেন মুক্তিপ্রদং।
প্রৌঢ়ং বিঘ্নবনং হরন্তমনঘং শ্রীঢুণ্ঢিতুণ্ডাসিনা॥
বন্দেচর্ম্ম কপালিকোপকরণৈর্বৈরাগ্য সৌখ্যাৎপরং
নাস্তীতি প্রদিশন্তমন্তবিধুরং শ্রীকাশিকেশং শিবম্॥

গোবিন্দানন্দের রামভক্তিই সর্ব্বত্র প্রকট।* যখন গ্রন্থারম্ভে শিবকে ঐরূপভাবে "কাশিকেশং শিবম্" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তখন বোধ হয়, তিনি কাশীধামে ভাষ্যরত্নপ্রভা রচনা করেন।

* "বক্ষস্থ ক্লোশ্চ পার্শ্বে করতলযুগলে কৌস্তভাভাং দয়াং চ
সীতাং কোদণ্ডদীক্ষামভয়বরযুতাং বীক্ষ্যরামাঙ্গসঙ্গঃ॥
স্বস্যাঃ ক স্যাদিতীয়ং হৃদি কৃতমননা ভাষ্যরত্নপ্রভাখ্যা
স্বাত্মানন্দৈক লুব্ধা রঘুবর চরণাম্ভোজযুগ্মং প্রপন্না॥"

ভাষ্যরত্নপ্রভা প্রথমে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা জীবানন্দ বিদ্যাসাগরেরও এক সংস্করণ আছে। নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ভাষ্যরত্নপ্রভাদি সহ ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যের যতগুলি টীকা আছে, তন্মধ্যে ভাষ্যরত্নপ্রভাই সরল। ভাষ্যের কাঠিন্য নাই বলিলেও চলে। বিশেষতঃ ভাষ্যের প্রায় সকল শব্দই উহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সাধারণের পক্ষে এই টীকা মহোপকারী। তিনি নিজেও বলিয়াছেন যে, যাহারা বৃহৎ বৃহৎ টীকা অধ্যয়নে অপারগ, তাহাদের জন্যই এই টীকা রচিত হইল।

"বিস্তৃত গ্রন্থবীক্ষায়ামলসং যস্য মানসম্।
ব্যাখ্যা তদর্থমারব্ধা ভাষ্যরত্নপ্রভাভিধা॥"

ভাষ্যরত্নপ্রভা টীকা সুবিস্তৃত ও সরল। গোবিন্দানন্দের মতবাদের কোনও বিশেষত্ব নাই, তবে ভামতীকারের ব্যাখ্যা হইতে স্থলবিশেষে ব্যাখ্যার পার্থক্য আছে।

গোবিন্দানন্দ ভাষ্যরত্নপ্রভায় তাঁহার গুরুর সম্বন্ধে যে শ্লোকটী লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি পদের সহিত ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর লঘুচন্দ্রিকার সমাপ্তি শ্লোকের সাদৃশ্য আছে দেখা যায়। গোবিন্দানন্দ শ্লোকে বলিয়াছেন— "শ্রীগৌরীনায়কভিৎ প্রকটন শিবরামার্য্য লব্ধাত্মবোধৈঃ", এস্থলে শিবরামাচার্য্যের নিকট তিনি আত্মবোধ লাভ করিয়াছিলেন—ইহাই বলিলেন।

ব্রহ্মানন্দের লঘুচন্দ্রিকায় রহিয়াছে—"মহানুভবধোরেয় শিবরামাখ্য বর্ণিনঃ। এতদ্ গ্রন্থস্য কর্ত্তারঃ। লেখকাঃ কেবলং বয়ম্।" এস্থলে মনে হয় শিবরামের নিকট তিনিও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শিবরামাচার্য্য বোধহয় তাৎকালিক পণ্ডিতগণের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার নিকট উপদিষ্ট হইয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার সম্মানার্থ তাঁহাকেই গ্রন্থের কর্ত্তা বলিয়াছেন। ইহা ব্রহ্মানন্দের নিরভিমানের লক্ষণ। এতদ্দৃষ্টে মনে হয় গোবিন্দানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ উভয়ে সমসাময়িক এবং উভয়েই শিবরামাচার্য্যের প্রভাবে প্রভাবিত।

আচার্য্য রামানন্দ সরস্বতী

(শাঙ্করদর্শন—১৭শ শতাব্দী)

রামানন্দ সরস্বতী সম্ভবতঃ ভাষ্যরত্নপ্রভাকার গোবিন্দানন্দের শিষ্য। তিনি স্বকৃত বিবরণোপন্যাসের সমাপ্তিতে আপনাকে গোবিন্দানন্দের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। * ইনিও গুরুর ন্যায় রামচন্দ্রের ভক্ত। বিবরণো-পন্যাসের প্রারম্ভশ্লোকে রামচন্দ্রের বন্দনা করিয়াছেন, যথা—

বন্দেবন্দারুবৃন্দ স্ফুট মুকুটমণি দ্যোতিতাঙ্ঘ্রি রমেশং
শ্রীরামং সত্ত্ব এব প্রণতজন গতধ্বান্ত বিচ্ছেদহেতুম্।
সত্যানন্দানুভূতিং জনহৃদি বিন্দনাম্নায়য়া জীবসংজ্ঞং
সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বসংজ্ঞং নিজমহিমদৃশাং নেতি নেত্যক্ষরাখ্যম্ ॥

"ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী" নামক ব্যাখ্যার প্রারম্ভেও রামচন্দ্রকে বন্দনা করিয়াছেন—

শ্রীরামচরণ দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বানন্দ সাধনম্।
নমামি যদ্রজোযোগাৎ পাষাণোঽপি সুখংগতঃ ॥

উপাস্য দেবতার অভিন্নতাও গোবিন্দানন্দে ও রামানন্দে সুব্যক্ত। গোবিন্দানন্দও বিবরণকার ও টীকাকার নৃসিংহাশ্রমের উল্লেখ করিয়াছেন। রামানন্দ সরস্বতীও ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী টীকায় বিবরণকার ও বিবরণ টীপ্পনীকারের উল্লেখ করিয়াছেন। † এই সকল সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয় ভাষ্যরত্নপ্রভাকার গোবিন্দানন্দ রামানন্দ সরস্বতীর গুরু।

রামানন্দ সরস্বতী ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যানুযায়ী "ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী" টীকা বা বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। ইহাতে চতুরধ্যায়ের সকল সূত্রগুলিই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা শাঙ্করভাষ্যকে অনুসরণ করিয়াছে। তৎকৃত অপর নিবন্ধ বিবরণোপন্যাস। পদ্মপাদাচার্য্যের পঞ্চপাদিকার উপর প্রকাশাত্মযতি

---

* গোবিন্দানন্দ ভগবৎ পূজ্যপাদ পদৌকসা
রামানন্দ সরস্বত্যা রচিতোঽনুক্রমো মুদে।
বোধগন্ধা বিবরণ বাক্‌পুষ্পা নবরূপিণী
উপন্যাসাভিধামালা প্রাপ্তা শ্রীরামপাদুকাম্ ॥

† ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ৫ ও ৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিবরণ নামক নিবন্ধ প্রণয়ন করেন। বিবরণোপন্যাস সেই বিবরণের উপর প্রবন্ধ। পঞ্চপাদিকা ও বিবরণ প্রভৃতি ৯টী বর্ণকে সমাপ্ত। এই গ্রন্থও সেইরূপ। গদ্যে বিচার করিয়া পদ্যে সিদ্ধান্ত নিরূপিত হইয়াছে। মাধবাচার্য্য (বিদ্যারণ্য) যেমন "বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ" নামক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, আচার্য্য রামানন্দের প্রবন্ধও সেইরূপ। অপ্পয়দীক্ষিত বিদ্যারণ্যের "বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহকে" বিবরণোপন্যাস নামে অভিহিত করিয়াছেন।* বোধ হয় "প্রমেয় সংগ্রহের" অন্য নাম বিবরণোপন্যাস। রামানন্দের বিবরণোপন্যাসের উল্লেখ "সিদ্ধান্তলেশে" নাই। অপ্পয়দীক্ষিত "বিবরণোপন্যাসে ভারতী-তীর্থবচনম্" বলিয়া যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা প্রমেয়সংগ্রহেই পাওয়া যায়।

ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী-বৃত্তি কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে পরমহংস প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর † সম্পাদনায় ১৯১০—১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। আচার্য্য প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী এই সংস্করণের ভূমিকায় অতি সুচারুরূপে শ্রুতি ও যুক্তিবলে অদ্বৈতমত প্রতিপাদিত করিয়াছেন। বাস্তবিক এই "কুতর্কদগ্ধ চিকিৎসা" নামক ভূমিকা বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে। স্বামিজীর পাণ্ডিত্যও ইহাতে পরিস্ফুট।

বিবরণোপন্যাস কাশীতে বেনারস্ সংস্কৃত সিরিজে পণ্ডিত দামোদর শাস্ত্রী সহস্রবুদ্ধি মহোদয়ের সম্পাদনায় ১৯০০—১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে।

রামানন্দ স্বামী অদ্বৈতবাদী ছিলেন। বিবর্ত্তবাদ সম্বন্ধে বিবরণোপান্যাসে যে সিদ্ধান্ত-শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

ব্রহ্মরূপাপরিত্যাগাদ্বিবর্ত্তো জগদিষ্যতে।
নিষ্কলে নিষ্ক্রিয়েঽসঙ্গে পরিণামো ন যুজ্যতে ॥

রামানন্দের উভয় নিবন্ধেরই ভাষা বেশ সরল। যাঁহারা শাঙ্করভাষ্য পাঠেচ্ছু তাঁহারা রামানন্দের ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী-বৃত্তি পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন। "ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী" শ্রীমৎ শঙ্করানন্দ কৃত ব্রহ্মসূত্র দীপিকা হইতে বিস্তৃত। শাঙ্করভাষ্যের তাৎপর্য্য অতি সরল ভাষায় ইহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

---

* সিদ্ধান্তলেশ ২৯০—২৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† ইঁহার গুরুর নাম স্বয়ংপ্রকাশানন্দ। কাশী ব্রহ্মঘাটে স্বামিজীর অবস্থিতি।

আচার্য্য কাশ্মীরক সদানন্দযতি।

(শাঙ্করদর্শন—১৭শ শতাব্দী)

কাশ্মীরক সদানন্দ "অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি" নামক প্রকরণগ্রন্থের প্রণেতা। "অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি" অদ্বৈতমতে একখানি প্রামাণিক প্রকরণ গ্রন্থ। সম্ভবতঃ কাশ্মীরক সদানন্দ সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। "কাশ্মীরক" এই শব্দটীর ব্যবহার দেখিয়া তাঁহাকে কাশ্মীর দেশবাসী বলিয়া বোধ হয়। "অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি" কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন আর এই গ্রন্থখানি পাওয়া যায় না। সেই সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় আর নূতন সংস্করণ হয় নাই। এই গ্রন্থখানি পুনঃ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক।

সদানন্দ অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিতে একটী বিষয় বেশ বলিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মধ্যে প্রতিবিম্ববাদ ও অবচ্ছিন্নবাদ লইয়া মতভেদ আছে। তিনি বলেন—আত্মার একত্ব প্রতিপাদনই মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রতিবিম্ববাদ ও অবচ্ছিন্নবাদ কেবল অল্পবুদ্ধি লোকের জন্য কথিত হইয়াছে। এক ব্রহ্মাত্মবাদই বেদান্তের মুখ্য সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন—"প্রতিবিম্বাবচ্ছেদবাদানাং ব্যুৎপাদনেনাত্যন্তমাগ্রহঃ। তেষাং বালবোধনার্থত্বাৎ। কিন্তু ব্রহ্মৈব অনাদি মায়াবশাৎ জীবভাবমাপন্নঃ সন্ বিবেকেন মুচ্যতে। * * * অয়মেব একজীববাদাখ্যো মুখ্যো বেদান্ত সিদ্ধান্তঃ। ইদঞ্চ অনেক জন্মার্জ্জিত সুকৃতস্য ভগবদর্পণেন ভগবদনুগ্রহফলাদ্বৈতশ্রদ্ধাবিশিষ্টস্য নিদিধ্যাসনসহিতশ্রবণাদি সম্পন্নস্যৈব চিত্তারূঢ়ং ভবতি। নতু বেদান্ত শ্রবণমাত্রেণ নিদিধ্যাসনশূন্যস্য পাণ্ডিত্যমাত্রকামস্য।"

ইহার তাৎপর্য্য এই—প্রতিবিম্ববাদ এবং অবচ্ছেদবাদের সমর্থন বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত আগ্রহ নাই। যেহেতু অল্পবুদ্ধি লোকদের জন্য উহা কথিত হইয়াছে। কিন্তু একজীববাদ মুখ্য বেদান্তসিদ্ধান্ত। অনেক জন্মার্জ্জিত পুণ্য ভগবানে অর্পিত হইলে ভগবদনুগ্রহে অদ্বৈত বিষয়ে শ্রদ্ধার উদয় হয়। তাদৃশ শ্রদ্ধালু ব্যক্তির শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন সম্পন্ন হইলে এই মুখ্য বেদান্তসিদ্ধান্ত তাঁহার চিত্তেই সমারূঢ় হয়। যাঁহার নিদিধ্যাসন

নাই, অর্থাৎ যিনি পাণ্ডিত্যের অভিলাষে বেদান্ত শ্রবণ করেন, মুখ্য বেদান্তসিদ্ধান্ত তাঁহার বুদ্ধিতে আরূঢ় হয় না।

এ বিষয়ে অপ্পয়দীক্ষিতের সহিত সদানন্দের মতসাদৃশ্য আছে। দীক্ষিতও বলিয়াছেন—"প্রাচীনৈর্ব্যবহারসিদ্ধি বিষয়েষু আত্মৈকত্বসিদ্ধৌ পরং সংনহ্যদ্ভিরনাদবাৎসরণয়ো নানাবিধা দর্শিতাঃ।"। তিনিও বলিয়াছেন—আত্মার একত্ব প্রতিপাদনেই বেদান্তের তাৎপর্য্য। ব্যবহার নিষ্পাদন বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণের আদর ছিল না। অল্পবুদ্ধি লোকের প্রবোধের জন্যই ব্যবহার-সিদ্ধি বিষয়ে নানাবিধ পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কাশ্মীরক সদানন্দ এ বিষয়ে দীক্ষিতের প্রভাবে প্রভাবিত বলিয়াই অনুমিত হয়। আর একটি বিষয় এস্থলে প্রণিধানের যোগ্য। সদানন্দের সময়ে কেবল পাণ্ডিত্যের বাড়াবাড়ি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে সাধনের ভাব হইতেও পাণ্ডিত্যের ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবল তর্কজালের উদ্ভবে প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তার্কিকতারও প্রসার হইয়াছে। বোধ হয় সেই জন্যই সদানন্দ বলিয়াছেন—"নতু বেদান্ত শ্রবণমাত্রেণ নিদিধ্যাসন-শূন্যস্য পাণ্ডিত্যমাত্রকামস্য।"

আচার্য্য রঙ্গনাথ।

(শাঙ্কর দর্শন)

আচার্য্য রঙ্গনাথ ব্রহ্মসূত্রের শারীরক ভাষ্যানুসারিণী বৃত্তির রচয়িতা। তিনি লিখিয়াছেন—

"বিদ্যারণ্যকৃতৈঃশ্লোকৈঃনৃসিংহাশ্রম সূক্তিভিঃ।
সংদৃব্ধা ব্যাসসূত্রাণাং বৃত্তির্ভাষ্যানুসারিণী ॥

এতদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় আচার্য্য রঙ্গনাথ নৃসিংহাশ্রমের পরবর্ত্তী। এই নৃসিংহাশ্রম ভেদধিক্কার ও অদ্বৈত-দীপিকাকার। রঙ্গনাথ "বিদ্যারণ্য কৃতৈঃ শ্লোকৈঃ" এই বাক্যে "বৈয়াসিকন্যায়মালা" বিদ্যারণ্যকৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রতীত হয় না। কারণ, "বৈয়াসিকন্যায়মালা" ভারতীতীর্থের কৃতি। প্রত্যেক অধ্যায়-সমাপ্তি ও গ্রন্থ-সমাপ্তিতে "শ্রীভারতীতীর্থ মুনি বিরচিতায়াং বৈয়াসিকন্যায়মালায়াম্" ইত্যাদি লেখা উপলব্ধি হয়। ভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্যের গুরু। মাধবাচার্য্য (বিদ্যারণ্য) জৈমিনীয় ন্যায়মালা বিস্তরের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

"স ভব্যাদ্ ভারতীতীর্থ যতীন্দ্র চতুরাননাৎ।
কৃপামব্যাহতাং লব্ধা পরাধ্যপ্রতিমোহভবৎ ॥"

সুতরাং ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্য এক হইতে পারেন না। এ বিষয়ে দীক্ষিতেরও ভুল হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মাধবাচার্য্য নিজেই যখন আপনাকে ভারতীতীর্থের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তখন দীক্ষিতের সিদ্ধান্ত সমীচীন হইতে পারেনা। দীক্ষিত বিদ্যারণ্য হইতে দুই শতাব্দী পরে আবির্ভূত হন; সুতরাং ইতিবৃত্ত বলে ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্যকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিলেও সেই ইতিবৃত্ত অমূলক হইতে পারে। পঞ্চদশীর টীকাকার বিদ্যারণ্যের শিষ্য। তিনিও তাঁহার ব্যাখ্যার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—"নত্বা শ্রীভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্য মুনীশ্বরৌ।" এই স্থলেও ভারতীতীর্থের পূর্ব্ব নিপাত করিয়াছেন এবং বিদ্যারণ্য হইতে ভারতীতীর্থের পৃথকৃত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সমকালিক

শিষ্যের বাক্য ও বিদ্যারণ্যের স্বীয় বাক্য হইতে ইতিবৃত্তের মূল্য বেশী হইতে পারে না। সম্ভবতঃ পঞ্চদশীর কয়েকটী পরিচ্ছেদ ভারতীতীর্থের লিখিত। ইহা আমরা পূর্ব্বে মাধবাচার্য্যের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি।

হইতে পারে ভারতীতীর্থের অনুজ্ঞাক্রমে বিদ্যারণ্য পঞ্চদশী ও প্রমেয়সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এই কিম্বদন্তী অনুসরণ করিয়াই দীক্ষিত, ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্যকে অভিন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাই মনে হয় আচার্য্য রঙ্গনাথও এস্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

রঙ্গনাথ শ্রীমৎ নৃসিংহাশ্রমের পরবর্ত্তী। এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। সুতরাং রঙ্গনাথের অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী বলিয়াই অনুমিত হয়।

আচার্য্য রঙ্গনাথের 'বৃত্তি' অতি সরল। রঙ্গনাথ সূত্রের প্রসঙ্গে একটী সূত্র অধিক গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ভূতযোনিত্ব অধিকরণে ২৩ সূত্রের পরে "প্রকরণত্বাৎ" বলিয়া একটি অধিক সূত্র উদ্ধার করিয়াছেন। ভামতী প্রভৃতি টীকায় এই সূত্রটী গৃহীত হয় নাই। উহা ভাষ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই বোধ হইতেছে। পৃথক্ সূত্ররূপে গ্রহণ করিবার কোনও হেতু নাই। ভারতীতীর্থও এই সূত্রটীকে পৃথক্‌রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য রঙ্গনাথ এ বিষয়ে তাঁহার অনুকরণ করিয়াছেন মাত্র।

রঙ্গনাথের বৃত্তি পুনা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার মতবাদের কোনও বিশেষত্ব দেখা যায় না। শাঙ্করমত ব্যাখ্যার জন্যই তৎকৃত বৃত্তি বিরচিত হইয়াছে।

শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী।

(শাঙ্করদর্শন—সপ্তদশ শতাব্দী)

শ্রীমৎব্রহ্মানন্দ সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধির টীকাকার। লঘুচন্দ্রিকা টীকা ইঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি। প্রবাদ আছে যে ইনি মধুসূদনের সমসাময়িক। তরঙ্গিনীকার রামাচার্য্য তরঙ্গিনী রচনা করিয়া মধুসূদনের মত খণ্ডন করায় ব্রহ্মানন্দ লঘুচন্দ্রিকা প্রণয়ন করিয়া রামাচার্য্যের মত খণ্ডন করেন। এই জন-প্রবাদ সত্য বলিয়াই প্রতীত হয়। ব্রহ্মানন্দ মধুসূদনের সমবয়স্ক নহেন। মধুসূদন হইতে তিনি বয়ঃকনিষ্ঠ।

ব্রহ্মানন্দের গুরুর নাম পরমানন্দ সরস্বতী। তিনি লঘুচন্দ্রিকার সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন—

ভজে শ্রীপরমানন্দ সরস্বত্যঙ্ঘ্রি পঙ্কজম্।
যৎকৃপাদৃষ্টিলেশেন তীর্ণঃ সংসারসাগরঃ॥

ব্রহ্মানন্দ নারায়ণ তীর্থের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। নারায়ণ তীর্থ ষড়্‌দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ লঘুচন্দ্রিকার প্রারম্ভে ও অন্তে লিখিয়াছেন—

"শ্রীনারায়ণতীর্থানাং গুরূণাং চরণস্মৃতিঃ
ভূয়ান্মে সাধিকেষ্টানামনিষ্টানাং চ বাধকঃ।"

"শ্রীনারায়ণতীর্থানাং ষট্‌শাস্ত্রী পারমীয়ুষাম্।
চরণৌশরণীকৃত্য তীর্ণঃ সারস্বতার্ণবঃ॥"

লঘুচন্দ্রিকার শেষভাগে একটী শ্লোক আছে, তাহা এই—

"মহানুভাবধৌরেয় শিবরামাখ্য বর্ণিনঃ।
এতদ্‌গ্রন্থস্য কর্ত্তারো লেখকাঃ কেবলংবয়ম্॥"

কাহারও মতে শিবরাম নামক জনৈক পণ্ডিত গুরুচন্দ্রিকা নামে এক টীকা প্রণয়ন করেন। উহা অতি বিস্তৃত বলিয়া ব্রহ্মানন্দ সংক্ষিপ্ত লঘুচন্দ্রিকা রচনা

করেন। তাহাদের যুক্তির পোষক প্রমাণস্বরূপ লঘুচন্দ্রিকার প্রারম্ভে একটী শ্লোকে আছে—

'অদ্বৈতসিদ্ধিব্যাখ্যানং ব্রহ্মানন্দেন ভিক্ষুণা।
সংক্ষিপ্ত চন্দ্রিকার্থেন ক্রিয়তে লঘুচন্দ্রিকা॥"

"সংক্ষিপ্তচন্দ্রিকার্থেন" অর্থাৎ সংগৃহীত গুরুচন্দ্রিকার্থেন। কাহারও মতে শিবরামই লঘুচন্দ্রিকার কর্ত্তা। কাহারও মতে ব্রহ্মানন্দের কৃত লঘুচন্দ্রিকা কেবল শিবরামের নামে ব্যবহৃত হয় এই মাত্র। আমাদের বিবেচনায় শেষোক্ত মতই গ্রাহ্য। কারণ উপক্রমে দেখিতে পাই—"অদ্বৈতসিদ্ধি ব্যাখ্যানং ব্রহ্মানন্দেন ভিক্ষুণা।" উপক্রমে যখন নিজের কৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তখন যে লঘুচন্দ্রিকা ব্রহ্মানন্দের কৃতি তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন "গুরুচন্দ্রিকা" নামক অদ্বৈতসিদ্ধির কোনও টীকা আছে কিনা? আমরা এরূপ কোনও টীকার বিষয় অবগত নহি। শুনিতে পাওয়া যায় কাশীর সুপ্রসিদ্ধ দণ্ডীস্বামী-পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর নিকট 'গুরুচন্দ্রিকা' নামক টীকাটী ছিল, কিন্তু এ সম্বন্ধে স্থিরতর কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয় গোবিন্দানন্দ যেমন 'শিবরামাচার্য্যের' নিকট হইতে আত্মবোধ লাভ করিয়াছিলেন* সেইরূপ ব্রহ্মানন্দও শিবরামাচার্য্যের নিকট উপদিষ্ট হইয়া থাকিবেন এবং তাঁহার সম্মানার্থ ও নিজের নিরভিমানতা নিবন্ধন শিবরামাচার্য্যকে গ্রন্থকার বলিয়া নিজকে কেবল লেখকমাত্র বলিয়াছেন—ইহাই সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণালঙ্কারকার অচ্যুত কৃষ্ণানন্দও সিদ্ধান্তলেশের টীকা প্রণয়ন করিয়া গ্রন্থকর্ত্তৃত্ব তাঁহার আচার্য্যের স্মৃতিতে অর্পণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"আচার্য্যচরণদ্বন্দ্ব স্মৃতিঃ লেখকরূপিণম্।
মাং কৃত্বা কুরুতে ব্যাখ্যাং নাহমত্র প্রভুর্যতঃ॥"

ব্রহ্মানন্দও এইরূপ শিবরামাচার্য্যের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের জন্য তাহাতেই গ্রন্থকর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিয়াছেন। গুরুর প্রভাব অঙ্গীকার করাই শোভন। বাস্তবিক প্রবর্ত্তনা যাঁহার, কর্ত্তৃত্ব তাঁহার হওয়াই সঙ্গত। ব্রহ্মানন্দ আত্ম-নিবেদনে গ্রন্থকর্ত্তৃত্ব শিবরামাচার্য্যের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন।†

* শিবরামাচার্য্যলব্ধাত্মবোধৈঃ ইত্যাদি।

† এ সম্বন্ধে গোবিন্দানন্দের প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

অতএব প্রসিদ্ধি অনুসারে লঘুচন্দ্রিকা ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীকৃত বলিয়া গ্রহণ করাই সমীচীন।

ব্রহ্মানন্দও কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। কারণ, তৎকৃত চন্দ্রিকার প্রারম্ভে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করিয়াছেন। শ্লোকটীতে বেশ অনুপ্রাসের ছটা দেখা যায়—

"নমো নবঘনশ্যাম কামকামিত দেহিনে।
কমলাকামসৌদাম কণকামুকগেহিনে॥"

ইহাতে নিস্কামভাবও প্রকট। যদিও বিরুদ্ধবাদীদিগের প্রতি কটাক্ষ আছে, তথাপিও গ্রন্থখানি শ্রীকৃষ্ণেই অর্পিত হইয়াছে।

"যদ্‌যদ্‌ সংভবত্যুক্তিকং পরবচঃ সংভূষ্যতদ্দূষিতং
ব্যাখ্যাতশ্চ নিগূঢ়ভাবগহণোবাণীসুধাসাগরঃ।
সর্ব্বং তচ্ছরদিন্দুসুন্দরমুখ শ্রীকৃষ্ণলীলাতনৌ
মালাভাবমবাপ্য সজ্জনমনো মালাংসমাকর্ষতু॥
এষা যদ্যপি চন্দ্রিকা খলমনো রাজীব রাজেরবির্ধ্বান্তচ্ছেদকরী
সরীসৃপমুখব্যাঘাত মুদ্রাকরী।
সাধূনাং সকল স্বভাবকরুণা কৃপারমায়াত্মনাং
চেতশ্চন্দ্রমণীমণীষুরমণী জাত্যাতথাপিস্ফুটম্॥"

লঘুচন্দ্রিকা ব্যতীত ব্রহ্মানন্দ অন্যান্য নিবন্ধও রচনা করিয়াছেন। মধুসূদনকৃত "সিদ্ধান্তবিন্দুর" উপর রত্নাবলী নামক নিবন্ধ রচনা ও সূত্র-মুক্তাবলী নামক নিবন্ধ রচনা করেন।

লঘুচন্দ্রিকা অদ্বৈতমঞ্জরী সিরিজে কুম্ভকোনম্ শ্রীবিদ্যা প্রেস্ হইতে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে পণ্ডিতপ্রবর অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদনায় অদ্বৈতসিদ্ধি সহ চন্দ্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

রত্নাবলী সিদ্ধান্তবিন্দু সহ কুম্ভকোনম্ শ্রীবিদ্যাপ্রেস্ হইতে অদ্বৈতমঞ্জরী সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের "দশশ্লোকী"র উপর মধুসূদন সিদ্ধান্তবিন্দু নামক সুবিস্তৃত নিবন্ধ রচনা করেন। রত্নাবলী সিদ্ধান্তবিন্দুর উপর টীকা।

সূত্রমুক্তাবলী শ্রীরঙ্গম্ বাণীবিলাস প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে। এখনও ইহা বাহির হয় নাই।

ব্রহ্মানন্দ অদ্বৈতবাদী, নির্গুণ ব্রহ্মাত্মৈক্যবাদই তাঁহার অভিমত। মধুসূদনের মতের অনুবর্ত্তন করিয়া তিনি তরঙ্গিনীকার রামাচার্য্যের যুক্তিজাল ভেদ করিয়াছেন। তরঙ্গিনীকার, ব্যাসরাজ স্বামীর পক্ষ সমর্থন করিয়া অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করতঃ দ্বৈতসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে চেষ্টিত। ব্রহ্মানন্দও রামাচার্য্যের সকল আপত্তি নিরসন করিয়া অদ্বৈতমত স্থাপন করিয়াছেন। জগতের মিথ্যাত্ব, মিথ্যাত্বের লক্ষণ, একজীববাদ, নির্গুণ ব্রহ্মবাদ, নিত্য-নিরতিশয় তারতম্যশূন্য আনন্দরূপ মুক্তিবাদ সকলই ব্রহ্মানন্দের অনুমোদিত। জীবের অণুত্ব, দ্বৈতের সত্যত্ব, মুক্তির তারতম্যত্ব সকলই শ্রুতি ও যুক্তিবলে খণ্ডন করিয়াছেন।

মীমাংসক খণ্ডদেব যে সকল আপত্তি তুলিয়াছেন, তাহাও খণ্ডন করিয়া প্রাচীন মীমাংসকদিগের সংস্থাপিত মতেরই অনুমোদন করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ রত্নাবলীতে সূত্র, ভাষ্য, ভামতী, কল্পতরু ও পরিমল—এই পাঁচখানি গ্রন্থকেই বেদান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন—"বেদান্তশাস্ত্রেতি শারীরক-মীমাংসা চতুরধ্যায়ী—তদ্ভাষ্য তদীয় টীকা বাচস্পত্য—তদীয় টীকা কল্পতরু—তদীয় টীকা পরিমলরূপ-গ্রন্থ-পঞ্চকেত্যর্থঃ।" বাস্তবিক এস্থলে ব্রহ্মানন্দ স্বামী কতকটা পরিমাণে একদেশদর্শী হইয়া পড়িয়াছেন। কেবল ব্রহ্মসূত্রেই বেদান্তশাস্ত্র পর্য্যবসিত নহে। উপনিষৎ ও ভগবদ্গীতাও বেদান্তশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মানন্দের অভিমত শোভন নহে।

লঘুচন্দ্রিকায় ব্রহ্মানন্দ অসাধারণ মনীষার পরিচয় দিয়াছেন। ষড়্দর্শনেই তাঁহার অনুপ্রবেশ সুব্যক্ত। তাহাকে অনায়াসে সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বলা যাইতে পারে। ন্যায়ভাস্করকার ব্রহ্মানন্দের মত খণ্ডনে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ন্যায় ভাস্করকার ব্রহ্মানন্দের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া পণ্ডশ্রম মাত্র করিয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দ অভেদ্য ও দুর্ভেদ্য যুক্তি-দুর্গে আরোহণ করিয়া স্বীয় প্রতিভায় সকলকে নিষ্প্রভ করিয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দের সহিত অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মৌলিকতা একপ্রকার শেষ। ইঁহার পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ কেবল অনুবাদক মাত্র। ঐন্দ্রজালিকের করস্পর্শে যেমন সকল লোক নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই সেইরূপ দার্শনিক জীবনে অবসন্নতার সঞ্চার হইয়াছে। দার্শনিক মৌলিকতা নিষ্প্রভ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্রহ্মানন্দের অন্তর্ধানের সহিত জাতীয় জীবনের মনীষারও অন্তর্ধানের সূচনা হইয়াছে।

ব্যাস রামাচার্য্য।

(দ্বৈতবাদ—পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শন, সপ্তদশ শতাব্দী)

রামাচার্য্য মধ্বমতাবলম্বী। ন্যায়ামৃতকার ব্যাসরাজ ইঁহার গুরু। ব্যাসরাজ স্বামীকৃত ন্যায়ামৃতের উপর তরঙ্গিণী নামক টীকা ইনি প্রণয়ন করেন। তরঙ্গিণীর প্রারম্ভে গুরুর সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, যথা—

শুকেন শান্ত্যাদিষু বাঙ্ময়েষু ব্যাসেন ধৈর্য্যাম্বুধিনোপমেয়ং
মনোজজিত্যাং মনসাংহি পত্যারধুত্তমাখ্যং স্বগুরুং নমামি।

ইঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ, তিনিও পণ্ডিত ছিলেন।* রামাচার্য্যের ব্যাসকুলে জন্ম। গোদাবরী নদীর তীরে ইঁহার বাস ছিল। গ্রামের নাম অন্ধপুরী এবং ইঁহার জন্ম ছিল উপমন্যু গোত্রে। বিশ্বনাথের দুই পুত্র। প্রথম পুত্রের নাম নারায়ণাচার্য্য, দ্বিতীয়ের নাম রামাচার্য্য। রামাচার্য্য নিজের পিতৃ ভ্রাতৃ এবং কুলগোত্রের পরিচয় তরঙ্গিণীর প্রারম্ভে ও সমাপ্তিশ্লোকে প্রদান করিয়াছেন।† জনপ্রবাদ এইরূপ যে, ব্যাসরাজ তীর্থের আদেশে রামাচার্য্য

* স্বীয় পিতার সম্বন্ধে তরঙ্গিণীর প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

"চ্ছন্দঃসাংগমুরগংমংগণগবী জৈমিন্যুপজ্ঞংমতং ব্যাসোদংতম
বুমুধচ্চসমধাদ্যো বিশ্বনাথাভিধাং।
ধর্ম্মব্যাকতপূর্ণধীকৃত সদাচারঃস্মৃতি ব্যাকৃতি ব্যাজেন প্রণমামি তং
পিতরমুদ্বোধায় শব্দার্থয়োঃ॥"

† তরঙ্গিণীর প্রারম্ভে ভ্রাতৃপরিচয় এইরূপ :—

"পদাদি বিদ্যা বহুবিন্নিষদ্ধামধ্যোষিত দ্বৈষিবরাদ্যতোঽহং
নমামি তং ব্যাসকুলাবতংসং নারায়ণাচার্য্যমথাগ্রজং মে॥"

আর সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন :—

"সদ্যোজাত জটাজ পাবন সরিদ্ গোদাবরী তীরতো
গব্যূতির্বসতিঃ সতাংকুলবত্যামন্ধপুরীতত্র যো
ব্যাসাখ্যা উপমন্যুগোত্রজ বুধাস্তেষ্বাস্তয়োন্মুদ্গল
সুত্রামজ্জতয়ে মুরারিচরণা ব্যাসাভিধানা বুধাঃ।

মধুসূদনের শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করেন এবং তাহার নিকট অদ্বৈতবাদের তাৎপর্য্য জানিয়া তরঙ্গিণী প্রণয়ন পূর্ব্বক মধুসূদনকৃত অদ্বৈতসিদ্ধির মত খণ্ডন করেন। বোধহয় এই জনশ্রুতি সত্য। ইহা অমূলক নহে। ব্যাসরাজ মধুসূদন সরস্বতীর সমসাময়িক এবং ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী ও তরঙ্গিণীকারের মত খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং রামাচার্য্যের কাল সপ্তদশ শতাব্দী।

রামাচার্য্য ব্যাসরাজ স্বামীর ন্যায়ামৃতের টীকা "তরঙ্গিণী" ব্যতীত অন্য কোনও নিবন্ধ বা প্রবন্ধ রচনা করেন নাই। তরঙ্গিণীতে তিনি অসামান্য মনীষা ও দার্শনিকতার পরিচয় দিয়াছেন। সর্ব্বত্রই শাঙ্করদর্শনে ও পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি সুপরিস্ফুট।

"তরঙ্গিণী" শকাব্দা ১৮৩২ অর্থাৎ ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতে কৃষ্ণাচার্য্য ও ব্যাসাচার্য্য মহোদয়দ্বয়ের সম্পাদনায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

রামাচার্য্য মধ্বমতাবলম্বী। ব্যাসরাজ স্বামী ন্যায়ামৃতে অদ্বৈতমত নিরসন করিয়া দ্বৈতবাদ—স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ স্থাপন করেন। ব্যাসরাজ মধ্ব অর্থাৎ পূর্ণপ্রজ্ঞের মত অনুসরণ করিয়া জগতের সত্যত্ব, পঞ্চভেদ, জীবাণুত্ববাদ, সেব্যসেবকবাদ, মুক্তির তারতম্যত্ব প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন। ব্যাসরাজ অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের সংস্থাপিত মিথ্যাত্বলক্ষণগুলি নিরসন করিয়া শ্রুতি ও যুক্তিবলে দ্বৈতসত্যত্ব স্থাপনে বদ্ধপরিকর।

মধুসূদন ব্যাসরাজ স্বামীর মত অদ্বৈতসিদ্ধিতে খণ্ডবিখণ্ড করেন। রামাচার্য্য ব্যাসরাজের পক্ষ সমর্থন করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির উপর তীব্র আক্রমণ করেন। রামাচার্য্য যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী লঘুচন্দ্রিকায় প্রত্যেক আপত্তির খণ্ডন করিয়া মধুসূদনের সিদ্ধান্তই সংস্থাপিত করেন। সুতরাং রামাচার্য্যও স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদী। জীবাণুত্ববাদ, সেব্যসেবকবাদ, মুক্তির তারতম্যবাদ, জগতের সত্যত্ব, পঞ্চভেদ, সকলই তাঁহার অনুমোদিত।

তেভ্যো জায়ত বিশ্বনাথ ইতি যঃ সঃ জ্ঞানরত্নাকর
স্তস্মাদাবিরভূৎ সুরদ্রুমযশা আচার্য্য নারায়ণঃ।
রামাচার্য্য ইতীরিতস্তদনুজোযস্তত্ত্ববাদাং বুধে
রাতানীৎসতরঙ্গিণীমিহ পরিচ্ছেদশ্চতুর্থোঽপি যঃ।"

মধুসূদনের মত খণ্ডনের জন্য যেরূপ সূক্ষ্ম বিচারের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রসংশার্হ। বিচার-মল্লতায় রামাচার্য্য দক্ষ। তরঙ্গিণীর ন্যায় নিবন্ধ মধ্বমতে বিরল। বোধ হয় ব্যাসরাজস্বামী ও রামাচার্য্যের ন্যায় পণ্ডিত মধ্বমতে আর নাই। জয়তীর্থাচার্য্য পণ্ডিত হইলেও এরূপ বিচারমল্ল নহেন। গ্রন্থকার হিসাবে তিনি বড় হইতে পারেন, কিন্তু বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় ও দার্শনিক বিচারকৌশলে ব্যাসরাজ ও রামাচার্য্য জয়তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ। রামানুজ-মতে শতদূষণীকার বেদান্তাচার্য্য বেঙ্কটনাথ যেমন কবিতার্কিক-কেশরী, ব্যাসরাজও তেমনই তার্কিককেশরী। রামাচার্য্যকেও সেই পদবীতে অলঙ্কৃত করা যাইতে পারে। রামাচার্য্যও তার্কিককেশরী।

শ্রীমৎ রাঘবেন্দ্রস্বামী।

(স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ—পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শন—সপ্তদশ শতাব্দী)

রাঘবেন্দ্রস্বামী জয়তীর্থাচার্য্যের টীকার বৃত্তিকার। জয়তীর্থাচার্য্যের প্রধান প্রধান নিবন্ধের উপর রাঘবেন্দ্র বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। রাঘবেন্দ্র মধ্ব-মতাবলম্বী। তাঁহার দার্শনিক মত মধ্বাচার্য্যের অনুরূপ। টীকা ও বৃত্তি রচনায় রাঘবেন্দ্র সিদ্ধহস্ত।

রাঘবেন্দ্রস্বামীর গ্রন্থের বিবরণ।

১। **তত্ত্বোদ্যোত টীকার বৃত্তি**—ইহা মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। টীকা জয়তীর্থের বিরচিত, তাহার উপরে রাঘবেন্দ্রস্বামী বৃত্তি রচণা করিয়াছেন।

২। **ন্যায়কল্পলতার বৃত্তি**—মধ্বাচার্য্যের প্রমাণ-লক্ষণের উপর জয়তীর্থ ন্যায়কল্পলতা নামক টীকা রচনা করেন। রাঘবেন্দ্র ইহার উপর বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। এই বৃত্তি মধ্ববিলাস সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। **তত্ত্বপ্রকাশিকার বৃত্তি ভাবদীপ**—মধ্বভাষ্যের উপর জয়তীর্থ তত্ত্বপ্রকাশিকা প্রণয়ন করেন। রাঘবেন্দ্র ভাবদীপ নামক বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। ভাবদীপ বেলগ্রাম হইতে এবং মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতেও প্রকাশিত হইয়াছে।

৪। **বাদাবলীর টীকা**—বাদাবলী জয়তীর্থাচার্য্য কৃত। এই বাদাবলী অবলম্বন করিয়াই ব্যাসরাজস্বামী ন্যায়ামৃত রচনা করেন। বাদা-বলীর উপর রাঘবেন্দ্রস্বামী টীকা প্রণয়ন করেন। সটীক বাদাবলী মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

৫। **মন্ত্রার্থমঞ্জরী**—ইহা ঋগ্বেদের প্রথম ৪০ সূক্তের টীকা। মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

৬। **তত্ত্বমঞ্জরী**—এই গ্রন্থ মধ্বাচার্য্য কৃত অনুভাষ্যের ব্যাখ্যা।

ইহা অতি সরল ভাষায় লিখিত। মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

৭। **গীতাবিবৃতি**—এই গ্রন্থ ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা। বোম্বাই হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

৮। **ঈশ, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয় উপনিষদের খণ্ডার্থ**—এই সকল উপনিষদের ব্যাখ্যা মধ্ব-মতানুসারে করা হইয়াছে। বোম্বাই হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

রাঘবেন্দ্র স্বামীর গ্রন্থের ভাষা বেশ সরল। তাঁহার মতের কোনও বিশেষত্ব দেখা যায় না।

শ্রীনিবাস আচার্য্য। (১)

[বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—রামানুজ-দর্শন—সপ্তদশ শতাব্দী]

আচার্য্য শ্রীনিবাস চণ্ডমারুতকার মহাচার্য্যের শিষ্য। মহাচার্য্য আপনাকে বাধুলকুলের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীনিবাস স্বীয় প্রবন্ধ যতীন্দ্র-মতদীপিকার প্রত্যেক অবতার বা পরিচ্ছেদের সমাপ্তিতে আপনাকে মহাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন—"ইতি শ্রীবাধুলকুলতিলক শ্রীমন্ মহাচার্য্য প্রথমদাসেন"-ইত্যাদি। চণ্ডমারুতকার মহাচার্য্য অর্থাৎ দোদ্দয়াচার্য্য অপ্পয়-দীক্ষিতের সমসাময়িক। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও মহাচার্য্য বর্ত্তমান ছিলেন। শ্রীনিবাসও সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন।

শ্রীনিবাসের পিতার নাম গোবিন্দাচার্য্য। তিনি বোধ হয় বেঙ্কটেশ্বরের উপাসক ছিলেন। *

শ্রীনিবাস "যতীন্দ্রমতদীপিকা বা যতি-পতি-মত-দীপিকা" নামক প্রকরণ-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে রামানুজ-মতের সারাংশ প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানি অতি সরল ভাষায় লিখিত। যতীন্দ্রমতদীপিকায় ১০টী অবতার বা পরিচ্ছেদ। প্রথম অবতারে প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয়ে অনুমান, তৃতীয়ে শব্দ, চতুর্থে প্রমেয় পঞ্চমে কাল, ষষ্ঠে নিত্যবিভূতি, সপ্তমে ধর্ম্মভূত জ্ঞান, অষ্টমে জীব, নবমে ঈশ্বর, দশমে অদ্রব্য নিরূপিত হইয়াছে। যতীন্দ্রমতদীপিকা ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বেনারস সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে সুচারুরূপে শৃঙ্খলার সহিত রামানুজাচার্য্যের মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীনিবাস যে সকল গ্রন্থ আলোচনা করিয়া যতীন্দ্রমতদীপিকা প্রণয়ন করেন তাহার তালিকাও দীপিকায় প্রদান করিয়াছেন। † এই তালিকায় দ্রাবিড়

* শ্রীনিবাস লিখিয়াছেন,—

"শ্রীমদ বেঙ্কটগিরিনাথ পদকমল সেবাপরায়ণ স্বামি পুষ্করিণি গোবিন্দাচার্য্যসূনুনা" ইত্যাদি।

† এবং দ্রাবিড়ভাষ্য—ন্যায়তত্ত্ব—সিদ্ধিত্রয়—শ্রীভাষ্যদীপসার—বেদার্থসংগ্রহ—ভাষ্যবিবরণ—সংগতিমালা—ষড়র্থসংক্ষেপ—শ্রুতপ্রকাশিকা—তত্ত্বরত্নাকর—প্রজ্ঞাপরিত্রাণ—প্রমেয়সংগ্রহ—ন্যায়কুলিশ—ন্যায়সুদর্শন—মানযাথাত্ম্যনির্ণয়—ন্যায়সার—তত্ত্বদীপন—তত্ত্বনির্ণয়—সর্ব্বার্থসিদ্ধি—ন্যায়পরিশুদ্ধি—ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন—পরমতভঙ্গ—তত্ত্বত্রয়চুলুক—তত্ত্বত্রয়নিরূপণ, তত্ত্বত্রয়চণ্ডমারুত—বেদান্তবিজয়—পারাশর্য্যবিজয়াদি পূর্ব্বাচার্য্য প্রবন্ধানুসারেণ জ্ঞাতব্যাখ্যান সংগৃহ্য বালবোধার্থং যতীন্দ্রমতদীপিকাখ্য শারীরক পরিভাষায়ামস্মাস্তে প্রতিপাদিতাঃ।"

(যতীন্দ্রমতদীপিকা—৪৬ পৃষ্ঠা B. S. Series.)

ভাষ্যের উল্লেখ আছে। সপ্তদশ শতাব্দীতেও দ্রাবিড়ভাষ্য ছিল—ইহা তাহারই নিদর্শন। শ্রীনিবাস বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তাঁহার মতবাদে আর কোনও বিশেষত্ব নাই।

শ্রীনিবাসাচার্য্য (২)

[রামানুজ-দর্শন—সপ্তদশ শতাব্দী]

এই শ্রীনিবাসাচার্য্যও রামানুজ মতাবলম্বী। শঠমর্শণকুলে ইহার জন্ম। তিনি লক্ষ্মাম্ব নামক রমণীর পাণি গ্রহণ করেন। অন্নয়াচার্য্য ও শ্রীনিবাস নামে ইহার দুই পুত্র জন্মে। ইহারা উভয়েই বিদ্বান। শ্রীনিবাস আচার্য্য মধ্বাচার্য্যের মতে দোষ প্রদর্শনের জন্য 'আনন্দ-তারতম্য-খণ্ডন" নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। মধ্বমতাবলম্বী আচার্য্যগণের মতে দেবতা, মনুষ্য ও মুক্ত-পুরুষগণের আনন্দের তারতম্য আছে। পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র ইহার সমর্থকরূপে তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রুতি ও যুক্তিবলে তাঁহাদের মত নিরসন করিয়াছেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য সিদ্ধান্তরূপে বলিয়াছেন—পৌরাণিক বচনানিতূক্তিবিরোধাৎ পরমসাম্য শ্রুতিবিরোধাচ্চ সালোক্যাদি মুক্তিপরাণি বা জীবন্মুক্তিপরাণ্যুপাসনকালীনানুভবপরাণি বা নেয়ানীত্যন্যত্র বিস্তরঃ।" শ্রীনিবাসাচার্য্যের এই প্রবন্ধ মধ্বমত নিরসনেই নিয়োজিত। "আনন্দ-তারতম্য-খণ্ডন" এখনও প্রকাশিত হয় নাই। *

শ্রীনিবাস। (৩)

[বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়—সপ্তদশ শতাব্দী]

এই শ্রীনিবাস, পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় শ্রীনিবাসের পুত্র। শঠমর্ষণকুলে ইহার জন্ম। এই কুলের অপর নাম শ্রীশৈল। শ্রীনিবাসের অগ্রজের নাম অন্নয়াচার্য্য, মাতার নাম লক্ষাম্বা। ইহার গুরুর নাম শ্রীনিবাস দীক্ষিত। শ্রীনিবাস দীক্ষিত কৌণ্ডিণ্য গোত্রজ। শ্রীনিবাস তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অন্নয়াচার্য্যের নিকটেও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস স্বকৃত "অরুণাধিকরণ-সরণি-বিবরণী" নামক প্রবন্ধের প্রারম্ভে স্বীয় গুরু ও ভ্রাতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। (১)

* Madras G. O. M. L Catalogue. Vol X.No 4869 See Page 3657.

(১) "কৌণ্ডিন্য শ্রীনিবাসাধ্বরিবরগুরুণা সৌলভ্য লভ্যভূম্না।
যজ জ্ঞাতং যত্ব ধীতং যদগণিসহজাদন্নয়ার্যান্মথী(হে)ল্লাৎ॥"

শ্রীনিবাস মধ্বমতাবলম্বী ব্যাসতীর্থ বা ব্যাসরাজ স্বামীর পরবর্ত্তী। কারণ, তিনি ব্যাসতীর্থ কৃত চন্দ্রিকার মত খণ্ডন করিবার জন্য "ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা তত্ত্বমার্ত্তাণ্ড" রচনা করেন। ব্যাসরাজ ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং শ্রীনিবাস সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান থাকিবার একান্ত সম্ভাবনা। শ্রীনিবাস বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তিনি "আনন্দ-তারতম্য-খণ্ডন"কার শ্রীনিবাস তাতাচার্য্যের উপযুক্ত পুত্র। তিনি (শ্রীনিবাস) "অরুণাধিকরণ-সরণি-বিবরণী" নামক এক প্রবন্ধ রচনা করেন। ব্রহ্মসূত্রের আনন্দময়াধিকরণ সম্বন্ধে রামানুজাচার্য্য শঙ্কর হইতে ভিন্নমত পোষণ করিয়াছেন। এই অরুণাধিকরণের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আচার্য্যদ্বয় বিরোধী মত স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীনিবাস 'অরুণাধিকরণ-সরণি-বিবরণীতে' রামানুজের মতানুসারেই অনন্দময়াধিকরণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (১)

তাহার অন্যতম প্রবন্ধ "ওঙ্কার-বাদার্থ"। এই প্রবন্ধে শ্রীনিবাস প্রমাণিত করিয়াছেন যে, প্রণব (ওঁকার) ব্রহ্মসূত্রের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—এই সূত্রের অন্তর্নিবিষ্ট নহে। এই প্রকরণও ব্যাসতীর্থের চন্দ্রিকার মত খণ্ডনের জন্যই নিয়োজিত। চন্দ্রিকাকার ব্যাসতীর্থের মতে, প্রণব প্রথম সূত্রের অন্তর্নিবিষ্ট। সেই মত নিরসনের জন্যই এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবতারণ-প্রসঙ্গে চন্দ্রিকার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।* গ্রন্থখানি ব্যাসতীর্থের মত-খণ্ডনেই নিয়োজিত। † শ্রীনিবাসের অপর প্রবন্ধের নাম "জিজ্ঞাসা-দর্পণ।" এই প্রবন্ধে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রের "জিজ্ঞাসা" পদের সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা শব্দের নানারূপ অর্থের অবতারণা করিয়া রামানুজের পক্ষই সমর্থন করিয়াছেন। ‡ জিজ্ঞাসাদর্পণ এখনও প্রকাশিত

(১) Madras. G. O. M Library Catalogue Vol X. No, 4866 See Page 3653.

* যদ্যপি চেদং প্রকরণমুপযুক্তং চন্দ্রিকা নিরাকরণে
তদপি প্রথমসূত্রে প্রণববদাপ্নোতি কিং ন পার্থক্যম।

† Madras. G. O. M. Library Catalouge Vol X. No 4871 See page 3659.

‡ "তত্রজিজ্ঞাসাশব্দো মীমাংসাশব্দবদ্বিচারে রূঢ় ইতি কেচিৎ। প্রমিতিরূপ ফলেচ্ছারূপয়া জিজ্ঞাসয়ার্থাদক্ষিপ্তো বিচার ইত্যপরে। ইচ্ছায়া ইষ্যমানপ্রধানত্বাদিষ্যমানং জ্ঞানমিহ বিধীয়ত ইতি শ্রীমদ্ভাষ্যকারাঃ।"

হয় নাই। (১)। শ্রীনিবাস "জ্ঞানরত্ন-প্রকাশিকা" নামক অন্য একখানি প্রকরণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, উপাসনা ও ধ্যানবলেই মুক্তি হইতে পারে। অদ্বৈতবাদীর মতে উপাসনা ও ধ্যান মুক্তির সহকারী কারণ মাত্র। কিন্তু রামানুজের মতে উপাসনা ও ধ্যানই মুক্তির কারণ। শ্রীনিবাস শ্রুতি ও যুক্তিবলে এই প্রবন্ধে রামানুজীয় সিদ্ধান্ত সুস্থাপিত করিয়াছেন। (২)

শ্রীনিবাসের অপর প্রবন্ধ "ণত্বদর্পণ"। এই প্রবন্ধে শ্রীনিবাস প্রমাণিত করিয়াছেন যে, নারায়ণ শব্দে "ণ" এই পদাংশ থাকাতে নারায়ণ শব্দের শিবপর অর্থ হইতে পারে না। অর্থাৎ নারায়ণ শব্দে শিবকে বুঝাইতে পারে না। কেবল মাত্র বিষ্ণুকেই বুঝাইতে পারে। পরবর্ত্তীকালে শ্রীনিবাসের এই প্রবন্ধের অনুকরণে তিরুপ্পট্টকুলি কৃষ্ণতাতাচার্য্য "ণত্বচন্দ্রিকা" নামক এক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। "ণত্বদর্পণ" এখনও প্রকাশিত হয় নাই।* শ্রীনিবাস মধ্ব-মতাবলম্বী ব্যাসতীর্থের 'চন্দ্রিকা' টীকার নিরসন মানসে ও রামানুজের শ্রীভাষ্যের মত সুদৃঢ় ভাবে স্থাপন করিতে ব্রহ্মসূত্রের এক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। এই ব্যাখ্যার নাম "তত্ত্বমার্ত্তাণ্ড।" গ্রন্থারম্ভেই তিনি লিখিয়াছেন যে চন্দ্রিকাকারের মত নিরসন করিতে এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। তিনি লিখিতেছেন—

প্রপদ্যে তত্ত্বমার্ত্তাণ্ডং ধ্বান্তবিধ্বংসনং শুভম্।
যৎপ্রভাবান্নিরস্তাভূচ্চন্দ্রিকা মাধ্বজীবনী॥

"তত্ত্বমার্ত্তাণ্ড" নামক সুবিস্তৃত টীকা বোধহয় এখনও প্রকাশিত হয় নাই।† শ্রীনিবাসের অপরগ্রন্থ "বিরোধ-নিরোধ—ভাষ্যপাদুকা"। ইহা অতি সুবিস্তৃত নিবন্ধ এবং শ্রীভাষ্যের ব্যাখ্যাকল্পে বিরচিত। অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ শ্রীভাষ্যে যে সকল দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সকল খণ্ডন পূর্ব্বক রামানুজ-মত সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই এই নিবন্ধ লিখিত। "তত্ত্বমার্ত্তাণ্ড" যেমন মধ্বমত

(১) Madras. G. O. M. L. Cat. Vol X. No 4883, See page 3672.

(২) Madras. G. O. M. L. Cat. Vol X. No 4886 See page 3675.

* Madras. G. O. M. L. Cat. Vol X.No. 4888, See page 3678.

† " " " " " " " " " " 4894 " " 3683.

নিরসনে নিয়োজিত, 'বিরোধ-নিরোধ—ভাষ্যপাদুকাও' সেইরূপ অদ্বৈত-মত নিরসনে নিয়োজিত। বিরোধ-নিরোধ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। *

"নয়দ্যুমণি" নামক অপর একখানি প্রকরণ গ্রন্থও শ্রীনিবাসের বিরচিত বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ, শ্রীনিবাস "তত্ত্বমার্ত্তাণ্ডের" সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন—"বিস্তরস্তু সিদ্ধান্তচিন্তামণৌ, তট্টীকায়াং নয়দ্যুমণৌচাত্রাপি শরীর লক্ষণ নিরূপণাবসারে বিশদমুপপাদয়িষ্যত ইতি দিক্।" এই প্রকরণগ্রন্থে রামানুজাচার্য্যের দার্শনিক ও ধর্ম্মমত বিশদভাবে বর্ণিত আছে। নয়দ্যুমণি এখনও প্রকাশিত হয় নাই।† এই নিবন্ধে নিম্নলিখিত প্রকরণ আছে :—

১। শরীর লক্ষণম্
২। স্বতঃপ্রামাণ্যম্
৩। বাক্যার্থ প্রদীপঃ
৪। অন্বিতাভিধানম্
৫। শব্দস্থায়িত্বম্
৬। শ্রুতিলিঙ্গাদিঃ
৭। যথার্থখ্যাতি তত্ত্বম্
৮। উপোদ্‌ঘাত বিনির্ণয়ঃ
৯। কালনিরূপণম্
১০। প্রত্যক্ষ প্রমাণম্
১১। অনুমান প্রমাণম্
১২। শাস্ত্রনিরূপণম্
১৩। উপমান প্রমাণম্
১৪। অর্থাপত্তিঃ
১৫। প্রমেয় নিরূপণম্

শ্রীনিবাস এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত সিদ্ধান্ত-চিন্তামণি ও তাহার টীকাও লিখিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। সুতরাং দার্শনিক গ্রন্থকার হিসাবে শ্রীনিবাস লব্ধপ্রতিষ্ঠ। "ওঁকার-বাদার্থ" নামক প্রবন্ধে শ্রীনিবাস দেখাইয়াছেন যে, প্রণব প্রথম সূত্রের (অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা) অন্তর্নিবিষ্ট নহে। তিনি "প্রণব-দর্পণ" নামক অপর এক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধেও তিনি প্রমাণিত করিয়াছেন যে, প্রণব ব্রহ্মসূত্রের অংশীভূত নহে। "প্রণব-দর্পণ" এখনও

* Madras. G. O. M. L. Cat. Vol X. No 4996 See page 3784.

† Madras, G, O, M, Library Cat. Vol X. N› 4907 See page 3700. এস্থলে সমাপ্তিতে লিখা আছে—"মেঘনাদারি বিরচিতে", বোধহয় লেখকের প্রমাদ বশতঃ ঐরূপ লিখা আছে। কারণ, শ্রীনিবাস যেমন তত্ত্বমার্ত্তাণ্ডের সমাপ্তিতে নয়দ্যুমণি স্বকৃত বলিয়া লিখিয়াছেন, সেইরূপ প্রারম্ভেও লিখিয়াছেন—

ভাষ্যার্ণবমবতীর্ণো বিস্তীর্ণং যদবদং নয়দ্যুমণৌ। সংক্ষিপ্য তৎপরোক্তির্বিক্ষিপ্য করোমিতোষণং বিদুষাম্॥

প্রকাশিত হয় নাই। * শ্রীনিবাসের অপর প্রবন্ধ "ভেদ-দর্পণ"। এই প্রবন্ধে তিনি জীব ও ব্রহ্মের ভেদের নিত্যসিদ্ধতা স্থাপন করিয়াছেন। †। শ্রীনিবাস শতদূষণীর উপর "সহস্রকিরণী" নামক এক টীকা প্রণয়ন করেন। (‡)

বুচ্চি বেঙ্কটাচার্য্য।

(রামানুজ-দর্শন—১৭শ শতাব্দী)

বুচ্চি বেঙ্কটাচার্য্য অনন্তাচার্য্যের তৃতীয় পুত্র। তিনি "বেদান্তকারিকাবলী" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই প্রবন্ধে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পদার্থ ও সিদ্ধান্তগুলির সারাংশ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রবন্ধখানি পদ্যে লিখিত। এই গ্রন্থ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। (১) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

১। প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিরূপণম্
২। অনুমান নিরূপণম্
৩। শব্দপ্রমাণ নিরূপণম্
৪। প্রকৃতি নিরূপণম্
৫। কাল নিরূপণম্
৬। নিত্যবিভূতি নিরূপণম্
৭। বুদ্ধি নিরূপণম্
৮। জীব-স্বরূপ নিরূপণম্
৯। ঈশ্বর নিরূপণম্
১০। গুণ নিরূপণম্

*. Madras. G. O. L. Cat. Vol X. No. 4932 See page 3726.
† " " " " " " " No. 4980 " " 3767.
‡. " " " " " " " No. 5044 " " 3821.
(১) " " " " " " " No 5005, " " 3793.

ব্রজনাথ ভট্ট।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদ।

(বল্লভীয় দর্শন—১৭শ শতাব্দী)

ব্রজনাথ ভট্ট বল্লভাচার্য্যের অণুভাষ্যের "মরীচিকা" নামক বৃত্তি রচনা করেন। আচার্য্য বল্লভ স্বীয় ভাষ্যকে "ভাষ্যভাস্কর" আখ্যা দিয়াছেন। * এই ভাষ্যভাস্করের কিরণস্বরূপ ব্রজনাথ ভট্ট মরীচিকা বৃত্তি প্রণয়ন করিয়াছেন।

গ্রন্থের সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন যে সম্রাট জয়সিংহের আজ্ঞায় তিনি মরীচিকা বৃত্তি রচনা করেন। বল্লভাচার্য্যের পরে "জয়সিংহ" নামক কোনও সম্রাট ভারতের সিংহাসনে বসেন নাই। বোধহয় কোনও রাজন্যকে ব্রজনাথ সম্রাট্‌রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।†

জয়সিংহ নামক কোনও ক্ষুদ্র দেশের রাজার আজ্ঞায় মরীচিকা বৃত্তি বিরচিত হইবার সম্ভাবনা। জয়সিংহ রাজপুতনার কোনও ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা হইতে পারেন। ব্রজনাথের বৃত্তিতে অণুভাষ্যের টীকাকার গোস্বামী পুরুষোত্তমজী মহারাজের কোনও উল্লেখ নাই। কেবল মাত্র গ্রন্থের প্রারম্ভে বল্লভাচার্য্যের নমস্কার আছে—

নত্বা শ্রীবল্লভাচার্য্য পাদপদ্মযুগং সদা।
তদীয় ভাষ্যমার্গেণ ব্যাসসূত্রায় ঈর্য্যতে॥

ব্রজনাথের বিশেষত্বও একটু আছে। বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের অন্যান্য গ্রন্থকারগণ বিট্‌ঠলনাথকে বন্দনা করিয়াছেন, কিন্তু ব্রজনাথের গ্রন্থে তাঁহার নামোল্লেখ নাই। পুরুষোত্তমজী মহারাজ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ব্রজনাথ তাহা হইতে প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হন; সুতরাং তাঁহার অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী বলিয়া সাব্যস্ত করা হইল। ব্রজনাথের বৃত্তি সংক্ষিপ্ত। শঙ্করানন্দ যেমন শাঙ্করভাষ্যের বৃত্তি "ব্রহ্মসূত্রদীপিকা" রচনা করিয়াছেন, ব্রজনাথের বৃত্তি মরীচিকাও সেইরূপ বল্লভের অণুভাষ্যের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। অতি সরল ভাষায় বল্লভের অণুভাষ্যের তাৎপর্য্য ইহাতে বিন্যস্ত হইয়াছে।

ব্রজনাথ শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। তাহার মতের অন্য কোনও বিশেষত্ব দেখা যায় না। "মরীচিকা" ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে পণ্ডিত-প্রবর রত্নগোপাল ভট্ট মহোদয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে।

---

* ইহার প্রমাণস্বরূপ এই গ্রন্থের ৬৬৬ পৃষ্ঠায় "নানামতধ্বান্ত" ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† সম্রাট শ্রীজয়সিংহাজ্ঞাং প্রাপ্য ব্রজনাথভট্টেন।
অণুভাষ্য ভাস্করস্য মরীচিকেয়ং কৃতামন্ততাৎ॥"

সপ্তদশ শতাব্দীর উপসংহার।

সপ্তদশ শতাব্দীতে অদ্বৈতমতের অন্যতম প্রধান আচার্য্য মধুসূদনের আবির্ভাবই স্মরণীয় ঘটনা। দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর বিচারযুদ্ধই এই শতাব্দীর বিশেষত্ব। কিন্তু তাহা হইলেও এই শতাব্দীর অন্ত হইতেই মৌলিকতা প্রায় নির্ব্বাপিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও দার্শনিকতা ছিল, কিন্তু অষ্টাদশের শেষভাগ হইতে কি যেন এক সম্মোহনে সমস্ত দার্শনিক-প্রাণ নির্জ্জীব হইয়া পড়িল। এই সময়ে মৌলিকতা এক প্রকার নির্ব্বাণোন্মুখ। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ হইতেই ইহার সূচনা হইয়াছে। প্রবল ঝড়ের পরে যেমন প্রকৃতি স্তব্ধ হয়, সেইরূপ মধুসূদন, ব্রহ্মানন্দ ও রামাচার্য্যের অন্তর্ধানের পরে দার্শনিক জীবন একরূপ স্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুই একজন আচার্য্য ব্যতীত আর সকলের গ্রন্থই প্রায় মৌলিকতা পরিশূন্য।

সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দী সাহিত্যের অভ্যুদয় হয়। নাভাজী—ভক্তমাল. তুলসীদাস—রামায়ণ, বিহারী সৎসইয়া প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচন করেন। * সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের সময়ে মহারাষ্ট্রকুলভূষণ শিবাজীর আবির্ভাব হয়, তাঁহার সময়ে মহারাষ্ট্র-সাহিত্যেরও অভ্যুদয় হয়। শিবাজীর গুরু রামদাস "দাসবোধ" প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচন করেন। এই সময়ে দেশীয় ভাষার উন্নতি সাধিত হইয়া জাতীয় জীবনের পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। সম্রাট সাহজাহানের সময় পৃথিবীর মধ্যে সপ্তাশ্চর্য্য বস্তুর অন্যতম আশ্চর্য্য তাজমহল নির্ম্মিত হয়। অন্যদিকে এই সময়েই অদ্বৈতবাদের তাজমহল মধুসূদনের অতুলনীয় প্রতিভার অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি-স্বরূপ অদ্বৈতসিদ্ধি বিরচিত হয়।

বিচারমল্লতাও এই শতাব্দীতে বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অদ্বৈতমতে প্রকরণ গ্রন্থ ও নানাবিধ টীকা প্রণীত হইয়াছে। টীকার মধ্যে ভাষ্যরত্নপ্রভায় মৌলিকতা আছে। প্রকরণ গ্রন্থের মধ্যে 'বেদান্ত-পরিভাষা' ও কাশ্মীরক সদানন্দের 'অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি' উল্লেখযোগ্য। এই শতাব্দীতে রামাচার্য্যের অক্ষয়কীর্ত্তি 'তরঙ্গিণী' বিরচিত হইয়াছে। রামানুজ-মতের এক শ্রীনিবাস ব্যতীত অন্য কোন উল্লেখযোগ্য আচার্য্যের আবির্ভাব এ সময়ে হয় নাই।

* তুলসীদাস সংবৎ ১৬৩১ অর্থাৎ ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর উপক্রম।

অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক গগন মেঘাচ্ছন্ন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুতে মোগল-সাম্রাজ্য বিচ্যুতকেন্দ্র হইয়া পড়িল। মোগল সম্রাট্‌গণের দুর্ব্বলতায় ভারতে তিনটী শক্তির আবির্ভাব হইল। প্রথম দেশীয় মহারাষ্ট্র শক্তি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিদেশী ইংরাজ ও ফরাসী শক্তি। মহারাষ্ট্র ও ফরাসীশক্তি পরাভূত হইলে ইংরাজ ভারতের সিংহাসন অধিকার করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। পলাশীর ক্ষেত্রে ভারতের ভাগ্য নির্ণীত হইয়া মুসলমানের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক জীবন, দার্শনিক জীবনকেও কতকটা পরিমাণে বিত্রস্ত করিয়াছে। এই শতাব্দীতে মৌলিকতার স্ফূর্ত্তি সবিশেষ হয় নাই। কেবলমাত্র নিম্বার্কমতে ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে দুইজন আচার্য্য আবির্ভূত হইয়া উত্তরভারতে জ্ঞানের দীপ প্রজ্জ্বালিত রাখিয়াছিলেন। নিম্বার্ক মতে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও গৌড়ীয় মতে বলদেব বিদ্যাভূষণ, এই দুইজন আচার্য্যের আবির্ভাবে এই দুই মতের বলাধান হইয়াছে। বোধ হয় বলদেবের ন্যায় মনীষা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে আর কাহারও নাই।

অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মধ্যে সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী, আয়ন্নদীক্ষিত ও অচ্যুত কৃষ্ণানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। অচ্যুত কৃষ্ণানন্দ টীকাকার ও সদাশিব বৃত্তিকার, কিন্তু আয়ন্নদীক্ষিতের মৌলিকতা আছে। এই মতে মহাদেবানন্দ "ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধান" নামক প্রকরণ ও তদ্‌ব্যাখ্যা "অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তভ" রচনা করেন।

বল্লভীয় মতে টীকাকার গোস্বামী পুরুষোত্তমজী মহারাজের অবির্ভাব একটী বিশেষ ঘটনা। এই শতাব্দী কেবল টীকার যুগ। বলদেব বিদ্যাভুষণ 'গোবিন্দ-ভাষ্য' রচনা করিয়া এই শতাব্দীর মুখ রক্ষা করিয়াছেন ও বঙ্গদেশের মুখ উজ্জল করিয়াছেন। বঙ্গদেশের বৈদান্তিক আচার্য্যগণের মধ্যে তিনজনের নাম উল্লেখযোগ্য। বাচস্পতি মিশ্র, মধুসূদন সরস্বতী ও বলদেব বিদ্যাভুষণ। বাচস্পতি মিথিলার লোক হইলেও মিথিলা তখন বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্তই ছিল। এক শাসনাধীনে বাচস্পতি ও মধুসূদন অদ্বৈতবাদের প্রধানতম আচার্য্য। আর বলদেব গৌড়ীয় মতের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের প্রধানতম আচার্য্য।

ইংরাজ রাজ্য পত্তন হইলে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে গ্রন্থাদির প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। ইংরাজ রাজত্বের অন্যতম প্রধান সুফল সাহিত্যের প্রচার। মুদ্রাযন্ত্রের প্রচারের ফলে সাহিত্যের বেশ প্রসার হইল। কলিকাতায় ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটী স্থাপিত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রচেষ্টায় নানাবিধ গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে।

সরকারের প্রচেষ্টায় বহু গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়া পুস্তকালয়ে সযত্নে সংরক্ষিত হইয়াছে। সরকারের যে পুণ্য-প্রচেষ্টা অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরম্ভ হয়, উনবিংশ শতাব্দীতে তাহা সর্ব্বতোমুখী হইয়া সর্ব্বপ্রকার সাহিত্যের প্রচার সাধন করিয়াছে। সরকারের এই উৎসাহ সবিশেষ প্রশংসনীয়। শাস্ত্রপ্রচার ও সংরক্ষণকার্য্যে ইংরাজ রাজত্বে যেরূপ সুবন্দোবস্ত হইয়াছে তাহার জন্য দেশবাসীর সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ।

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে মৌলিকতার অবসান হইলেও প্রচারের সৌকর্য্য হইয়াছে। গ্রন্থাদির বহুল প্রচারে সাধারণের ভিতরেও দার্শনিক চর্চ্চার স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। গ্রন্থ প্রচারের ফলেই উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মসমাজ ও "কর্ণেল অলকট্" (Col Olcott) সংস্থাপিত থিওসফিক্যাল সোসাইটী (Theosophycal Society) প্রভৃতির পত্তন হইয়াছে।

গ্রন্থ প্রচারের অন্য সুফল—ইউরোপে ভারতীয় সাহিত্যের সমাদর। ভারতীয় দর্শন ইউরোপীয় দর্শনকে প্রভাবিত করিয়াছে। প্রাচীনকালে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা যেমন গ্রীক্ চিন্তাকে প্রভাবিত করিয়াছে, সেইরূপ ভারতীয়গ্রন্থ প্রচারের ফলেও উনবিংশ শতাব্দীতে দার্শনিক সোপেনহোর (Schopenhour) ভন হার্টম্যান প্রভৃতি ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন।

আচার্য্য বেদেশ তীর্থ।

[দ্বৈতবাদ—স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ]

(পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শন-১৮শ শতাব্দী)

আচার্য্য বেদেশ তীর্থ মধ্বমতাবলম্বী ও জয়তীর্থাচার্য্যের টীকার বৃত্তিকার। জয়তীর্থ 'তত্ত্বোদ্দ্যোত' টীকা প্রণয়ন করেন, আব বেদেশতীর্থ ইহার উপরে বৃত্তি বিরচন করেন। এই 'তত্ত্বোদ্দ্যোত' টীকার উপর তিনটী বৃত্তি রচিত হইয়াছে। প্রথম রাঘবেন্দ্র স্বামীর বৃত্তি, দ্বিতীয় বেদেশতীর্থের বৃত্তি, তৃতীয় শ্রীনিবাসতীর্থের বৃত্তি। বেদেশতীর্থ শ্রীনিবাসের পূর্ব্ববর্ত্তী। বেদেশ অত্যন্ত হরিভক্ত ছিলেন। শ্রীনিবাস ন্যায়ামৃতের বৃত্তির প্রারম্ভে তাঁহাকে বন্দনা করিয়াছেন। *

বেদেশতীর্থ পদার্থকৌমুদী, তত্ত্বোদ্দ্যোত টীকার বৃত্তি, কঠোপনিষদ্ বৃত্তি, কেন উপনিষদ্-বৃত্তি এবং ছান্দোগ্য উপনিষদ্ প্রভৃতির বৃত্তি রচনা করেন। পদার্থ-কৌমুদী এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তত্ত্বোদ্দ্যোত টীকার বৃত্তি, উপনিষৎত্রয়ের বৃত্তি মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। বেদেশতীর্থের মতবাদ মধ্বাচার্য্যেরই অনুরূপ—অন্য কোনও বিশেষত্ব নাই।

* বেদব্যাসাভিসংজাতং সদাহরি পদাশ্রয়ম্।
পদার্থকৌমুদীযুক্তং বেদেশেন্দুমহং ভজে॥

আচার্য্য শ্রীনিবাস তীর্থ।

(পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শন—১৮শ শতাব্দী)

ব্যাসরাজ প্রণীত যে ন্যায়ামৃত আছে শ্রীনিবাস তীর্থ তাহার বৃত্তিকার। ইনি বেদেশ তীর্থের পরবর্ত্তী। উভয়ে বোধহয় অল্প কয়েক বৎসরের ব্যবধান। শ্রীনিবাস ন্যায়ামৃতের বৃত্তির প্রারম্ভে বেদেশকে বন্দনা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীনিবাসের বিদ্যাগুরু যাদবাচার্য্য। ন্যায়ামৃতের বৃত্তির প্রারম্ভে শ্রীনিবাস স্বীয় গুরুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

শ্রীমন্ন্যায়সুধায়া যৈর্ভাবঃ সম্যক্ প্রদর্শিতঃ।
তান্ বন্দে যাদবাচার্য্যান্ সদাবিদ্যাগুরূনহম্ ॥

বোধহয় এই যাদবাচার্য্য জয়তীর্থাচার্য্যকৃত ব্রহ্মসূত্রের টীকা "ন্যায়সুধার" উপর কোনও বিবৃতি রচনা করিয়াছেন। এই বিবৃতি এখনও প্রকাশিত হয় নাই। যাদবাচার্য্যের নিকট শ্রীনিবাস বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং তাঁহারই অনুগ্রহে ন্যায়ামৃতের ন্যায় প্রমেয়বহুল গ্রন্থের বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। তিনি এই বিষয়ে নিজেই লিখিয়াছেন---

অথ তৎকৃপয়া ন্যায়ামৃতস্যেদং প্রকাশনম্।
ক্রিয়তে শ্রীনিবাসেন গুরু শিক্ষানুসারতঃ ॥

শ্রীনিবাসের দীক্ষাগুরু যাদবাচার্য্য বা যদুপতি আচার্য্য। তিনি আপনাকে যদুপতি আচার্য্যের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।* যাদবাচার্য্যই এই যদুপতি আচার্য্য।

শ্রীনিবাস ন্যায়ামৃতের বৃত্তি "ন্যায়ামৃত-প্রকাশ," তত্ত্বোদ্যোত টীকার বৃত্তি, কৃষ্ণামৃতমহার্ণবের টীকা, তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ও মাণ্ডুক্য উপনিষদের বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। এই সকল বৃত্তি ও টীকা মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

মতবাদে শ্রীনিবাস মধ্ব-মতকেই অনুসরণ করিয়াছেন; সুতরাং ইনিও স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদী। মধ্বাচার্য্যের মত তৎপ্রণীত সকল গ্রন্থেই প্রপঞ্চিত হইয়াছে। †

---

* প্রত্যেক পরিচ্ছেদের সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন—"ইতি শ্রীমদ্ যদুপতি আচার্য্য পূজ্যপাদারাধক শ্রীনিবাসেন বিরচিতে ন্যায়ামৃতপ্রকাশে" ইত্যাদি।

† এজন্য এই গ্রন্থের ৫৩২—৫৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আচার্য্য অচ্যুত কৃষ্ণানন্দ তীর্থ।

অদ্বৈতবাদ।

(শাঙ্করদর্শন—১৭শ শতাব্দী)

কৃষ্ণানন্দতীর্থ অপ্পয়দীক্ষিতের সিদ্ধান্তলেশের টীকাকার। ইঁহার টীকার নাম "কৃষ্ণালঙ্কার"। ইনি ছায়াবল নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ স্বয়ংপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। কৃষ্ণানন্দ কাবেরী নদীর তীরে নীলকণ্ঠেশ্বরম্ নামক স্থানে আবির্ভূত হন। স্বীয়গুরু স্বয়ংপ্রকাশানন্দ সম্বন্ধে কৃষ্ণালঙ্কারের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

প্রকাশিতং ব্রহ্মতত্ত্বং প্রকৃষ্টগুণশালিনম্।
প্রণবস্যোপদেষ্টারং প্রণমাম্যনিশং গুরুম্॥
যোমে বিশ্বেশ্বরক্ষেত্রং বিশ্বেশ্বরসমোগুরুঃ।
সমধ্যাস্তে স্বয়ংজ্যোতির্বাণীসংজ্ঞো ভজামি তম্॥
যস্য শিষ্য প্রশিষ্যাদ্যৈঃ ব্যাপ্তেয়ং সাম্প্রতং মহী।
সর্ব্বজ্ঞস্য গুরোস্তস্য চরণৌ সংশ্রয়ে সদা।

"স্বয়ংজ্যোতির্বাণীসংজ্ঞঃ" অর্থে স্বয়ংপ্রকাশানন্দ সরস্বতী। "স্বয়ংপ্রকাশানন্দের শিষ্য প্রশিষ্যগণ তখন প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। "ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধান" ও তট্টীকা অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তুভকার মহাদেব সরস্বতীও "স্বয়ং প্রকাশানন্দ সরস্বতীর শিষ্য। আর স্বয়ংপ্রকাশানন্দ বোধহয় অদ্বৈতানন্দ সরস্বতীর শিষ্য ছিলেন। কারণ, কৃষ্ণালঙ্কারে দেখা যায় কৃষ্ণানন্দ স্বীয় গুরু হইতেও তাঁহাকে অধিকতর সম্মান দিয়াছেন—

গুরোরপি গরীয়ান্ মে যঃ কলাভিরলঙ্কৃতঃ।
অদ্বৈতানন্দ বাণ্যাখ্যস্তং বন্দে শমবারিধিম্॥

কৃষ্ণানন্দ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। কৃষ্ণালঙ্কার নামটিও কৃষ্ণভক্তিরই পরিচায়ক। কৃষ্ণালঙ্কারের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা ও পরিসমাপ্তিতে শ্রীকৃষ্ণেই গ্রন্থ অর্পিত হইয়াছে দেখা যায়।*

কৃষ্ণানন্দ তৈত্তিরীয় উপনিষদের শাঙ্করভাষ্যের উপর "বনমালা" নামক টীকা প্রণয়ন করেন। এই "বনমালা" নামাকরণও কৃষ্ণভক্তিরই পরিচায়ক।

কৃষ্ণানন্দ প্রণীত সিদ্ধান্তলেশের টীকা কৃষ্ণালঙ্কার সহ শাস্ত্রসিদ্ধান্তলেশ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কুম্ভকোনাম শ্রীবিদ্যা প্রেস হইতে অদ্বৈতমঞ্জরী সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজেও ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্যের টীকা 'বনমালা' শ্রীরঙ্গম্ বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃষ্ণানন্দ অদ্বৈতবাদী। কৃষ্ণালঙ্কার টীকায় তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। অদ্বৈতশাস্ত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তি প্রকট, এত পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তিনি নিরভিমান। কৃষ্ণালঙ্কার ব্যাখ্যার প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন—

আচার্য্য চরণদ্বন্দ্ব স্মৃতিঃ লেখকরূপিণম্।
মাং কৃত্বা কুরুতে ব্যাখ্যাং নাহমত্রপ্রভুর্যতঃ॥

অর্থাৎ আচার্য্যের পাদপদ্মদ্বয়ের স্মৃতিই আমাকে লেখকরূপে রাখিয়া সমস্ত ব্যাখ্যা করিয়াছে ; সুতরাং আমি এই ব্যাখ্যার প্রভু নহি। কৃষ্ণানন্দের হৃদয়ের উদারতা ইহাতে বেশ সুপরিস্ফুট। সিদ্ধান্তলেশের ন্যায় গ্রন্থের টীকা রচনা করায় তাঁহার দার্শনিক সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

* "শ্রীকৃষ্ণচরণদ্বন্দ্বং প্রণিপত্য নিবন্ধনম্।
ব্যাকুর্ব্বে শাস্ত্রসিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ সংজ্ঞিতম্॥"
(কৃষ্ণালঙ্কার—আরম্ভশ্লোক)

"শ্রীকৃষ্ণচরণদ্বন্দ্বে স্মর্ত্ত ণাং মঙ্গলপ্রদে।
যোগিধ্যেয়ে কৃতিরিয়মলঙ্কারার্থমর্পিতা॥
শ্রীকৃষ্ণং মনসা ধ্যাত্বা শ্রীকৃষ্ণং সংপ্রণম্য চ।
ব্যাখ্যাতোঽয়ং পরিচ্ছেদঃ শ্রীকৃষ্ণ পরিতুষ্টয়ে॥"

আচার্য্য মহাদেব সরস্বতী।

(শাঙ্করদর্শন—১৮শ শতাব্দী)

মহাদেব সরস্বতী স্বয়ংপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর শিষ্য। মহাদেব "তত্ত্বানুসন্ধান" নামক একখানি প্রকরণগ্রন্থ রচনা করিয়া নিজেই ইহার উপর "অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তুভ" নামক টীকা প্রণয়ন করেন। 'তত্ত্বানুসন্ধানের' প্রারম্ভে স্বীয় গুরু স্বয়ংপ্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বন্দনা করিয়াছেন—

ব্রহ্মাহং যৎ প্রসাদেন ময়ি বিশ্বং প্রকল্পিতম্।
শ্রীমৎ স্বয়ংপ্রকাশাখ্যং প্রনৌমি জগতাং গুরুম্॥

"তত্ত্বানুসন্ধান" অতি সরল ভাষায় লিখিত। টীকাটী অতি বিশদভাবে তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছে। "তত্ত্বানুসন্ধানে" অতি সহজভাবে বেদান্তের প্রতিপাদ্য সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। চারিটী পরিচ্ছেদে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ। অদ্বৈতবাদে যে সকল প্রকরণগ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে এইখানি বোধহয় সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। ভাষার কাঠিন্য নাই, অথচ বেদান্তের স্বারসিক তাৎপর্য্য ইহাতে বেশ বিন্যস্ত হইয়াছে।

অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তুভ সহ "তত্ত্বানুসন্ধান" কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটী হইতে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়া ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মাত্র ৩ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। বাকী অংশ এখনও অপ্রকাশিত, ইহা দুঃখের বিষয়।

'তত্ত্বানুসন্ধান' বেনারস সংস্কৃত সিরিজে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিতপ্রবর রামশাস্ত্রী তেলাঙ্গ মহোদয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে 'অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তুভ' নাই।

মহাদেব অদ্বৈতবাদী। তিনি তত্ত্বানুসন্ধানের প্রারম্ভে ও সমাপ্তিতে তিনটী শ্লোকেই সমস্ত প্রতিপাদ্য বিষয়ের সারমর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন—

দেহোনাহং শ্রোত্র বাগাদিকানি
নাহং বুদ্ধির্নাহমধ্যাসমূলম।

নাহং সত্যানন্দরূপশ্চিদাত্মা
মায়াসাক্ষী কৃষ্ণ এবাহমস্মি ॥"

(প্রারম্ভ-শ্লোক)

"পরমসুখপয়োধৌ মগ্নচিত্তোমহেশং
হরিবিধিসুরমুখ্যান্ দেশিকং দেহিমাত্রম্।
জগদপি ন বিজানে পূর্ণ সত্যাত্ম সংবিৎ
সুখতনুরহমাত্মা সর্ব্বসংসারশূন্যঃ ॥
যদুকুলবররত্নম্ কৃষ্ণমন্যাংশ্চ দেবান্
মনুজ পশুমৃগাদীন্ ব্রাহ্মণাদীন্নজানে।
পরমসুখসমুদ্রে মজ্জনাত্তন্ময়োঽহং
গলিতনিখিলভেদঃ সত্যবোধৈকরূপঃ ॥"

(সমাপ্তি—শ্লোক)

এই কয়েকটী শ্লোকেই অদ্বৈতবাদের পারমাথিক তাৎপর্য্য নির্ণীত হইয়াছে। কবিতাগুলিও প্রসাদগুণ-সম্পন্ন। তত্ত্বানুসন্ধান গদ্যে লিখিত। এই গ্রন্থে কোনও মৌলিকতা না থাকিলেও বেশ সরলভাবে সকল বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আচার্য্য সদাশিবেন্দ্র সরস্বতী।

(শাঙ্করদর্শন—১৮শ শতাব্দীর প্রথমভাগ)

সদাশিবেন্দ্র সরস্বতীর অপর নাম সদাশিবেন্দ্র ব্রাহ্মণ। সাধারণতঃ তিনি সদাশিব ব্রাহ্মণ নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি একজন অসাধারণ যোগী-পুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনের ইতিবৃত্ত দক্ষিণভারতে প্রায় সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান করুর (karur) নামক নগরের নিকটে জন্মগ্রহণ করেন।

সদাশিব ছাত্রজীবনে অতি চতুর ও কৃতী ছিলেন। তিনি তাঞ্জোর জিলার অন্তঃপাতী তিরুবিসানাল্লুর (Tiruevisanallur) নামক গ্রামে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন। সদাশিবের ছাত্রজীবনে "জানকী-পরিণয়" নাটককার—রাম-ভদ্রদীক্ষিত, দায়শতক ও অক্ষয়ষষ্ঠী প্রভৃতি প্রবন্ধের গ্রন্থকার—শ্রীবেঙ্কটেশ, এবং মহাভাষ্যের টীকাকার—গোপালকৃষ্ণ প্রভৃতি তাহার সমসাময়িক ছিলেন। শ্রীবেঙ্কটেশের চরিত্রের মাধুর্য্যে তাঁহাকে সকলেই সাধুপুরুষ বলিয়া পরবর্ত্তীকালে সম্মান করিয়াছেন। দক্ষিণভারতে এখনও তিনি তাঁহার সর্ব্বজনপরিচিত "আয়বল" (Ajyaoal) নামে সম্মানিত হন। তৎকৃত অক্ষয়ষষ্ঠি ও দায়শতকে কবিত্ব ও ভাব পরিস্ফুট। গোপালকৃষ্ণ শাস্ত্রী "মহাভাষ্যম্" এই উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। গোপালকৃষ্ণ শেষে পাদুকা (Paduka) নামক স্থানের তোঁড়াথানদিগের দীক্ষাগুরু হইয়াছিলেন।

সদাশিব ছাত্রজীবনে তার্কিক ছিলেন। অধ্যাপকের সহিত প্রায়ই তাঁহার বিচার চলিত। ছাত্রজীবনের শেষসময়ে তাঁহার স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্তা হন। এই উপলক্ষে সদাশিবের মাতা নিমন্ত্রণের আয়োজন করেন। সদাশিব গুরুগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আহারের জন্য প্রতীক্ষা করিলেন। নিমন্ত্রিত লোকজনের আসিতে বিলম্ব হইল। ইহাতে সদাশিবের মনে হইল—"বিবাহিত জীবনের আরম্ভেই যখন এইরূপ, তখন না জানি পরে আরও কত কি হইবে?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। তিনি শ্রীগুরুর পদাশ্রয়ের জন্য ব্যস্ত হইয়া পরিলেন। সাংসারিক সুখাদিতে বিসর্জ্জন দিলেন। দরিদ্রের জন্য তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা করুণায় পূর্ণ থাকিত। ক্রমে তিনি গৃহস্থাশ্রম

ত্যাগ করিলেন। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকে ভালবাসিতে লাগিলেন। যিনি যাহা দিতেন, তিনি তাহাই সাদরে গ্রহণ করিতেন। কোনওরূপ জাতি বা সাম্প্রদায়িক বিচার তাঁহার ছিল না। যেদিন কোনপ্রকার খাদ্য আসিত না, সেদিন পথিমধ্যে পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করিয়া খাইতেন। অনেকে তাঁহাকে পাগল মনে করিত। কারণ, তাঁহার অন্তর্নিহিত মাহাত্ম্য অনেকের নিকট অবিদিত ছিল।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, পরমশিবেন্দ্র সরস্বতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ও তাঁহার পদাশ্রয় লাভ করেন। তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া যোগের সাধন আরম্ভ করেন। তিনি অধ্যয়নে যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, যোগেও সেইরূপ কৃতী হন। এই সাধনাবস্থায় তিনি কীর্ত্তনের পদাবলী রচনা করেন। এই কীর্ত্তনের পদগুলি বড়ই উপাদেয়। শ্রীরঙ্গম্ বাণীবিলাস প্রেস হইতে এই সঙ্গীতগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। এই সঙ্গীতগুলি প্রসাদগুণ-সম্পন্ন। ভাবের ঔদার্য্যে ও ভাষার মাধুর্য্যে ইহা অতুলনীয়। এই সঙ্গীতগুলিতে তাঁহার তৎকালীন জীবনের ও চিন্তার চিত্র প্রকট। যোগের পথে কিছুদূর অগ্রসর হইলে তিনি আত্মোপলব্ধি সম্বন্ধে অতি মনোজ্ঞ কবিতা রচনা করেন। এই কবিতাই "আত্মবিদ্যাবিন্যাস"। ইহা ২২টী শ্লোকে সম্পূর্ণ। শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে আত্মোপলব্ধি যাঁহার হইয়াছে—এরূপ যোগীর বর্ণনা আছে। ইন্দ্রিয় জয়, দ্বন্দ্বজয়, সর্ব্বভূতে সমদর্শিতা এবং আত্মানন্দের বিলাস অতি সুচারুরূপে বর্ণিত। এইরূপ জীবনই তাঁহার আদর্শ। এই আদর্শলাভের আকাঙ্ক্ষাও এই কবিতায় প্রকাশিত। পরে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণও হইয়াছিল।

জনপ্রবাদ এইরূপ যে সদাশিব অনেককে বিচারযুদ্ধে পরাজিত করিতেন। যাহারা তাঁহার গুরুর নিকট আগমন করিত, তাহাদিগকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া বিব্রত করিতেন। একদিন সেই সকল লোক, তাঁহার গুরুদেব পরম-শিবেন্দ্র সরস্বতীর নিকট ঐ সকল নিবেদন করিল। তাহাতে তিনি স্বীয় শিষ্য সদাশিবকে বিরক্তির সহিত বলিলেন—"কবে তুমি নিজের মুখ বন্ধ করিতে শিখিবে ?" তখন সদাশিব নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিয়া, গুরুর চরণ ধারণ করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং চিরজীবনের জন্য মৌনব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুর নিকট হইতে বহির্গত হইলেন। জীবনের আদর্শ পরিপূরণই এখন তাহার ব্রত হইল।

ইহার পর হইতে পর্য্যটনই তাঁহার কার্য্য হইল। কোথায়ও তেমন অবস্থান করিতেন না। একদিন তিনি কোনও ক্ষেত্রের আলির উপর মস্তক রাখিয়া শায়িত ছিলেন। কৃষকগণ পথে যাইতে যাইতে তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া একটু উপহাসচ্ছলে বলিল—"যাঁহারা সংসারত্যাগী তাঁহাদেরও মস্তক রক্ষার জন্য উপাধানের দরকার হয়।" তৎপর দিন কৃষকদল পুনরায় সেই স্থলে সদাশিবকে দেখিতে পাইল, কিন্তু আজ আর মাথাটি আলির উপরে নাই। তাহাকে তাহারা বলিতে লাগিল,—"হায়! সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরও দেখিতেছি নিন্দার ভয় আছে।" এই ঘটনার কিছুদিন পরে শ্রীবেঙ্কটেশের নিকট বর্ণিত হয় এবং কথিত আছে যে, তিনি নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—

তৃণতুলিতাখিলজগতাং করতলকলিতাখিলরহস্যানাম্।
শ্লাঘাবাবরধূটী ঘট দাসত্বং সুদুর্নিরসম্॥

ইহার তাৎপর্য্য এই—যাঁহারা সংসারকে তৃণজ্ঞান করিয়াছেন, যাঁহারা সকল রহস্য অবগত হইয়াছেন, তাঁহাদেরও সমালোচনার অতীত হওয়া বড়ই কষ্টকর।

সদাশিব ক্রমে যৌবনের লীলাভূমি ত্যাগ করিয়া কইম্বাটোর (Coimbatore) জিলার অন্তঃপাতী অমরাবতী ও কাবেরী নদীর তীরে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অনেক সময় উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করিতেন; সদাশিবের অবস্থা শুনিয়া তাঁহার গুরুও আক্ষেপ করতঃ বলিতেন—"হায়! আমার ঐরূপ অবস্থা হইলে কৃতার্থ হইতাম।"

কখনও সদাশিব নদীর তীরে বালুকার উপর শয়ান থাকিতেন। একদিন হঠাৎ নদীতে "বান" আসিলে ঐ 'বানে' সদাশিব ভাসিয়া চলিলেন। নিকটে যাহারা ছিল, তাহারা যোগীকে রক্ষা করিতে পারিল না। কাবেরী নদীর তীরে কোডমুড়ির (kodumudee) সন্নিকটে এই ঘটনা হয়। তিন মাস পরে যখন প্লাবনের হ্রাস হইল, তখন গ্রামের কর্ম্মচারীবর্গ বাঁধ বাঁধিবার জন্য নদীর চড়ায় উপস্থিত হইল। কাজ করিতে করিতে কোনও মজুরের কোদালে যোগীর দেহ কোদালীবদ্ধ হইল। তখন কোদালে রক্তের দাগ দেখিতে পাইয়া সযত্নে চতুর্দ্দিক খুঁড়িয়া যোগীকে বাহির করা হইল। তখন দেখা গেল—এই যোগীই সেই সদাশিব। কিছুক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হওয়ায় সদাশিব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সদাশিবের জীবনে এরূপ ঘটনা বিস্তর আছে। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। একই সময়ে তিনি দুই তিন স্থানে দৃষ্ট হইতেন। কোনও সময়ে এক ব্রহ্মচারী তাঁহার নিকট শ্রীরঙ্গমের মূর্ত্তি দেখিতে চান। তৎপরে ঐ ব্রহ্মচারী একদিন চক্ষু মুদিয়া দেখিতে পাইলেন—তিনি রঙ্গনাথের মন্দিরে দাঁড়াইয়া আরতি দেখিতেছেন। এই ব্রহ্মচারী শেষে সদাশিবের মন্ত্রশিষ্য হন। পরে ব্রহ্মচারী, পুরাণশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলেন এবং কথকতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ হওয়াতে অনেক ভূসম্পত্তিও লাভ করিয়াছিলেন। নেরুরের (Nerur) নিকটে এখনও তাঁহার উত্তরাধিকারী সেই সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন।

সদাশিবের জীবনে এরূপ অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার অন্ত নাই। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে সদাশিব পদুকোটার (Padukota) নিকটবর্ত্তী 'তিরুবরঙ্গুলম্' নামক জনপদের নিকটবর্ত্তী বনে বিচরণ করিতেছিলেন। তথায় পদুকোটার শাসনকর্ত্তা বিজয় রঘুনাথ টোড়ামলের সহিত (১৭৩০-১৭৬৯) সাক্ষাৎ হয়। বিজয়রঘুনাথের অপর নাম শিবজ্ঞান পুরম্‌দোরাই। বিজয়রঘুনাথ ভক্তিভরে যোগী সদাশিবকে প্রণাম করতঃ উপবেশন করেন। সদাশিব প্রীত হইয়া বালুকার উপরে কতকগুলি উপদেশ লিখিয়া দেন। তাহাতে তাঁহার সতীর্থ গোপালকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয়ের উল্লেখও ছিল। গোপালকৃষ্ণ তখন ত্রিচিনাপলী জিলার ভিক্ষণদারকৈল (Bhikshandarkoila) নামক স্থানে বাস করিতেন। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে রাজসভায় নিমন্ত্রণ করা হয় এবং বহু সম্পত্তি তাঁহাকে প্রদত্ত হয়। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দের তাম্রশাসন এখনও বিদ্যমান। পদুকোটার রাজ-প্রাসাদের মন্দিরের দশহরার উৎসব এবং দক্ষিণামূর্ত্তির পূজা সদাশিব-প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে হইয়া থাকে। যে বালুকার উপরে সদাশিব লিখিয়া ছিলেন, তাহাও রাজ-প্রাসাদের মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। এই সময় হইতেই পদুকোটা-রাজের শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হয়।

শুনা যায় সদাশিব ইউরোপীয় তুরস্কদেশ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নেরুরের নিকট তাহার সমাধি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

সদাশিব অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন, তাঁহার অনেকই এখন পাওয়া যায় না। তাঁহার বিরচিত "ব্রহ্মসূত্র-বৃত্তিই" প্রধান। ইহাতে অতি সরল ভাষায় ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য সন্নিবেশিত হইয়াছে; পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত উভয়ই অতি দক্ষতার সহিত নির্ণয় করিয়াছেন। শাঙ্করভাষ্য পাঠেচ্ছুর পক্ষে এই বৃত্তি বিশেষ উপযোগী। সকলের পক্ষেই ব্রহ্মসূত্র-বৃত্তি সহজবোধ্য। এই বৃত্তির

নাম "ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রকাশিকা।" এই বৃত্তিতে শাঙ্করমত প্রপঞ্চিত হইয়াছে। "ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রকাশিকা" ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গম্ বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

তিনি দ্বাদশখানি উপনিষদের দীপিকা রচনা করিয়াছেন। এই দীপিকা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ইহা ভিন্ন 'আত্মবিদ্যাবিলাস,' 'সিদ্ধান্তকল্পবল্লী' 'অদ্বৈতরসমঞ্জরী' প্রভৃতি বেদান্তের সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ তাঁহার রচিত।

(১) **আত্মবিদ্যা-বিলাস**—ইহাতে যোগীর অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে ৬২টী শ্লোক আছে। আর্য্যাচ্ছন্দে ইহা লিখিত। শ্রীরঙ্গম বাণী বিলাস প্রেস হইতে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) **কবিতাকল্পবল্লী**—এই কবিতায় অপ্পয়দীক্ষিতের 'সিদ্ধান্ত লেশসংগ্রহের' তাৎপর্য্য প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার উপর "কেশবাবলী" নামক টীকা আছে। এই প্রবন্ধও বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

(৩) **অদ্বৈতরস-মঞ্জরী**—এই প্রবন্ধে অদ্বৈতমত প্রপঞ্চিত হইয়াছে। ৪৫টী শ্লোকে ইহা সম্পূর্ণ। অদ্বৈতমতের সারতত্ত্ব অতি সংক্ষেপে ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। কাঁহারও কাঁহারও মতে এই প্রবন্ধ সদাশিবের শিষ্য নল্লদীক্ষিত বিরচিত। ইহা সঙ্গত মনে হয় না। এই প্রবন্ধও সদাশিবের রচিত বলিয়াই মনে হয়।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত অনেকগুলি কীর্ত্তন আছে। তাহাও বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

সদাশিব যোগসূত্রের উপরেও এক বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। এই বৃত্তির নাম "যোগসুধাসার" এই বৃত্তিও শ্রীরঙ্গম্ বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

সদাশিব অদ্বৈতবাদী। তাঁহার মতের কোনও বিশেষত্ব নাই। সদাশিবের জীবন বাস্তবিকই সিদ্ধজীবন। তৎপ্রণীত গ্রন্থেও তাহার সিদ্ধজীবনের আভাস পাওয়া যায়। তাহার সকল গ্রন্থই বেশ সরল, কবিতাগুলি প্রসাদগুণ-সম্পন্ন, মধুর ও প্রাণস্পর্শী।

আচার্য্য আয়ন্নদীক্ষিত।

(শাঙ্করদর্শন—১৮শ শতাব্দী)

আয়ন্নদীক্ষিত শ্রীবেঙ্কটেশের শিষ্য। আয়ন্নদীক্ষিত "ব্যাসতাৎপর্য্যনির্ণয়" নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি স্বীয় গুরুর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, যথা—

যদ্‌বীক্ষাখিললোককিল্বিষতমস্কাগুস্য চণ্ডদ্যুতিঃ
মূর্ত্তির্যস্তবিরক্তিভক্তি ভগবদ্বোধাপ্ররোহাবনিঃ।
ব্রহ্মানন্দসুধাব্ধিমন্থনগিরির্যস্যোপদেশক্রম-
স্তস্মৈ শ্রীধরবেঙ্কটেশগুরবে কুর্ব্বে প্রণামাযুতম্॥

শ্রীবেঙ্কটেশ সদাশিবেন্দ্রের সমসাময়িক ও সতীর্থ। বেঙ্কটেশ "অক্ষয়ষষ্ঠি" ও "দায়শতক" প্রভৃতি প্রবন্ধের রচয়িতা। সুতরাং আয়ন্নদীক্ষিত সদাশিবেন্দ্রের সমসাময়িক, কিন্তু বয়সে নবীন। অষ্টাদশ শতাব্দী ইহার স্থিতিকাল।

আয়ন্নদীক্ষিত "ব্যাসতাৎপর্য্যনির্ণয়" নামক প্রবন্ধে ব্যাসদেবের অভিমত নির্ণয় করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ ১৯১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে দুইটী পরিচ্ছেদ আছে। প্রথম পরিচ্ছেদে ব্যাসদেব-কৃত ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য অদ্বৈত কি দ্বৈতপর, তাহা নির্ণীত হইয়াছে। প্রথমে আপত্তি তুলিলেন—যখন আচার্য্য শঙ্কর, শ্রীকণ্ঠ, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ প্রভৃতি আচার্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তখন কাহার মত ব্যাসদেবের অভিপ্রেত হইবে? ইঁহারা ত সকলেই বিদ্বান্, মণীষা-সম্পন্ন ও শাস্ত্রদর্শী? ইঁহারা ত সকলেই স্ব স্ব সিদ্ধান্ত ব্যাসের অভিপ্রেত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন? এমতাবস্থায় প্রকৃত তাৎপর্য্য কি?

আচার্য্য শঙ্করের মতে জীব ও ব্রহ্মের স্বাভাবিক ও পারমার্থিক অভিন্নতা, ভেদ ঔপাধিক। ভট্টভাস্করের মতে—জীব ও ব্রহ্মের অভেদ স্বাভাবিক ও পারমার্থিক, ভেদ ঔপাধিক হইলেও পারমার্থিক। যাদবপ্রকাশের মতে—জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ স্বাভাবিক। শ্রীকণ্ঠ ও রামানুজের মতে—জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন। ইঁহারা উভয়েই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। শ্রীকণ্ঠ শিববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী

এবং রামানুজ বিষ্ণুবিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। মধ্বাচার্য্যের মতে—জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্বাভাবিক। এখন কাঁহার মত ব্যাসের অনুমোদিত, শ্রুতি ও যুক্তিবলে ইহা নির্ণয় করা অসম্ভব। কারণ ইঁহারা সকলেই শ্রুতির অনুসরণ করিয়াছেন এবং সকল ভাষ্যকারই উপক্রম, উপসংহারাদির যুক্তিবলে সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিয়াছেন। তাহা হইলে কি প্রকারে ব্যাসদেবের অভিমত নির্ণয় করা সম্ভব? এ বিষয়ে আয়ন্নদীক্ষিত এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন, তিনি দেখাইলেন যে, পাশুপতশাস্ত্র, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও মীমাংসা-দর্শনে—ব্যাসের মত খণ্ডনের প্রচেষ্টা আছে। সর্ব্বত্রই ব্যাসের মত অদ্বৈতপর বলিয়া গ্রহণ করিয়া খণ্ডন করা হইয়াছে। পুরাণ প্রভৃতিতেও অদ্বৈতমত উপনিষদের মত বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে এবং কপিল, কনাদ প্রভৃতিও যে সে মতের অনুমোদন করেন নাই—তাহাও পুরাণে বর্ণিত আছে। কপিল, গৌতম প্রভৃতি সাধারণলোকের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত করিবার জন্য প্রথমতঃ দ্বৈতবাদের ব্যবস্থা দিয়াছেন, কিন্তু অদ্বৈতবাদই তাঁহাদের অভিপ্রেত। গীতা, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি স্মৃতি ও পুরাণেও অদ্বৈত-মতই ব্যাসের অভিমত বলিয়া নির্ণীত আছে। সিদ্ধান্তে আয়ন্নদীক্ষিত বলিতেছেন—"তস্মাৎ সকলশ্রুতিসূত্রস্মৃতীতিহাসপুরাণাগমতন্ত্রাণাং ব্যাসাভি-মতকেবলাদ্বৈতএব তাৎপর্য্যাস্যাবধারিতত্বেন তাদৃশাদ্বৈতমেব পরমার্থ ইতি সিদ্ধম্।"

বাস্তবিক এস্থলে তিনি এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। যখন অন্যান্য দার্শনিকগণ ব্যাসের মত খণ্ডন প্রসঙ্গে অদ্বৈতবাদের অনুবাদ করিয়া উহা খণ্ডন করিয়াছেন, তখন অদ্বৈতই যে ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। রামানুজও আচার্য্য, শঙ্করও আচার্য্য। অবতার বলিতে তৎতৎ সম্প্রদায় রামানুজকেও অবতার বলেন, মধ্বকেও অবতার বলেন; আবার শঙ্করকেও মহাদেবের অবতার বলা হয়; সুতরাং এ বিষয়ে কোনও পৃথকত্ব নাই। ব্যাসের অভিমতানুসারে ব্যাখ্যা করিতেছেন—ইহা সকল পক্ষই অঙ্গীকার করিয়াছেন, সুতরাং আয়ন্নদীক্ষিত অনুসৃত এই নূতন পন্থাটী বাস্তবিকই তাঁহার মৌলিক গবেষণার নিদর্শন। নানা গ্রন্থ হইতে বহু উদ্ধৃতবাক্য প্রয়োগ করিয়া প্রবন্ধের প্রামাণিকতা আরও সুদৃঢ় করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া বাণীবিলাস প্রেস সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই প্রবন্ধের উপাদেয়তার তুলনায় মূল্য অতি কম হইয়াছে।

'ব্যাসতাৎপর্য্যনির্ণয়ের' দ্বিতীয় অধ্যায়ে শৈব ও বৈষ্ণবমতের তুলনা করিয়াছেন। শৈবগণ বলেন শিব বড়—"শিবতুরীয় ব্রহ্ম" আবার বৈষ্ণবগণ বলেন বিষ্ণু বড়,—বিষ্ণুই 'পুরুষোত্তম,' শিব প্রভৃতি তাঁহার অধীন। কেহ কেহ বলেন, অপ্পয়দীক্ষিত তৎকৃত শিবতত্ত্ব-বিবেকাদি গ্রন্থে ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণু অপেক্ষা তুরীয় শিবের ব্যবহারাধিক্য বর্ণন করিয়াছেন। আয়ন্নদীক্ষিতের মতে এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। তিনি বলেন—অপ্পয়দীক্ষিতও শিব, বিষ্ণু প্রভৃতিকে সগুণব্রহ্ম বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং শিব ও বিষ্ণুকে অভিন্ন বলিয়াই তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই প্রবন্ধেও দীক্ষিতের গ্রন্থ হইতে দীক্ষিতের মতবাদ প্রপঞ্চিত করিবার জন্য বহুবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদির বাক্য হইতেও আয়ন্নদীক্ষিত শিব ও বিষ্ণুর সগুণত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই—

"তস্মাদ্ ব্যাসাভিমত কেবলাদ্বৈতরূপ সচ্চিদানন্দাখণ্ড নির্ব্বিশেষপরব্রহ্মণ এব মায়োপহিতামূর্ত্তরূপেণ জগজ্জন্মাদিকারণত্বরূপেণ ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্ররাম-কৃষ্ণাদিরূপেণ চ মুমুক্ষুপাস্যত্বং তৎপ্রাসাদাদেব ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তিশ্চেতি সর্ব্বং রমনীয়ম্।"

আয়ন্নদীক্ষিত এরূপ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়াছেন যে, তাহা বাস্তবিকই প্রসংসার্হ। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এই প্রবন্ধে সুব্যক্ত। বিষয়ের শৃঙ্খলায়, ভাষার প্রাঞ্জলত্বে প্রবন্ধখানি বড়ই উপাদেয়। তৎকৃত অন্য কোনও প্রবন্ধ আছে কি না জানা যায় না, কিন্তু এই একখানি ক্ষুদ্র প্রবন্ধেই তাঁহার সূক্ষ্ম-বুদ্ধির পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। আমাদের মতে এই গ্রন্থখানি সকলেরই পাঠ করা উচিত।

গোস্বামী পুরুষোত্তমজী মহারাজ।

(বল্লভীয় দর্শন—১৮শ শতাব্দী)

পুরুষোত্তমজী মহারাজ বল্লভ-মতাবম্বী। তিনি বিট্‌ঠলনাথ দীক্ষিতের পুত্র বালকৃষ্ণের বংশধর। বিট্‌ঠলনাথ বল্লভচার্য্যের পুত্র আর বালকৃষ্ণ বিট্‌ঠলের পুত্র। পুরুষোত্তম বালকৃষ্ণ হইতে সংখ্যাগণনায় পঞ্চমপুরুষ। পুরুষোত্তম অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়। পুরুষোত্তম অনুভাষ্যের টীকাকার। সুদর্শনাচার্য্য যেমন শ্রীভাষ্যের ও জয়তীর্থ যেমন মধ্বভাষ্যের টীকাকার, পুরুষোত্তমও তেমন বল্লভীয় অনুভাষ্যের টীকাকার।

পুরুষোত্তমের পিতার নাম পীতাম্বর ও পিতামহের নাম যদুপতি। যদুপতির পিতা ব্রজরাজ ও ব্রজরাজের পিতা বালকৃষ্ণ। পুরুষোত্তম "ভাষ্যপ্রকাশ" নামক অনুভাষ্যের টীকায় পিতা ও পিতামহাদির পরিচয় দিয়াছেন। * অনুভাষ্যসহ "ভাষ্যপ্রকাশ" টীকা ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বেনারস সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। 'ভাষ্যপ্রকাশের' একটু বিশেষত্ব আছে। আচার্য্য শঙ্কর, ভাস্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব, বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতি আচার্য্যগণের মতবাদ অনুবাদ করিয়া খণ্ডন করিবার প্রচেষ্টা ইহাতে আছে; সুতরাং পুরুষোত্তমের টীকায় এই সকল আচার্য্যের মতবাদের সারমর্ম্ম পাওয়া যাইতে পারে।

* তৎপুত্রান্ সহ সূনুভির্নিজগুরূন্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাহ্বয়ান্।
ভক্ত্যা নৌমি পিতামহং যদুপতিং তাতং চ পীতাম্বরম্॥
বন্দে চ ব্রজরাজমম্বয়মণিং যদ্‌রোচিষামাদৃশো-
হপ্যাসীন্ন ধ্রিকৃপাপরঃ প্রভুবরঃ শ্রীবালকৃষ্ণঃ স্বয়ম্॥ ৭
(অনুভাষ্য ২ পৃষ্ঠা)

শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য
|
বিট্‌ঠলনাথ
|
বালকৃষ্ণ
|
ব্রজরাজ
|
যদুপতি
|
পীতাম্বর
|
পুরুষোত্তম্।

পুরুষোত্তম বিট্‌ঠলনাথ প্রণীত "বিদ্বন্মণ্ডনের" উপর "সুবর্ণসূত্র" নামক টীকা রচনা করিয়াছেন। 'বিদ্বন্মণ্ডনে' মায়াবাদ খণ্ডনের প্রচেষ্টা আছে। সুবর্ণসূত্রেও পুরুষোত্তম শাঙ্করমত খণ্ডনে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। এই নিবন্ধ বেনারস সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে।

পুরুষোত্তম "প্রস্থানরত্নাকর" নামক একখানি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

মতবাদে পুরুষোত্তম শুদ্ধদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্য্যেরই অনুরূপ। তাঁহার মতে অন্য কোনও বিশেষত্ব নাই।

শ্রীনিবাস দীক্ষিত।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

(১৮শ শতাব্দী)

শ্রীনিবাস দীক্ষিতের পিতার নাম শ্রীনিবাস তাতার্য্য এবং পিতামহের নাম অন্নয়াচার্য্য। অন্নয়াচার্য্য "তত্ত্বমার্ত্তাণ্ড" প্রভৃতি গ্রন্থের গ্রন্থকার শ্রীনিবাসের অগ্রজ ভ্রাতা। সপ্তদশ শতাব্দীতে উভয়ে বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং শ্রীনিবাস-দীক্ষিত সপ্তদশের শেষ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। শ্রীনিবাস-দীক্ষিত "বিরোধ-বরূথিনী-প্রমাথিনী" নামক এক প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধ রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্যের ও শ্রীনিবাসের "বিরোধ-নিরোধের" মত রক্ষা করিবার জন্য রচিত। গ্রন্থখানি এখনও প্রকাশিত হইযাছে কি না জানা যায় না। *

* Madras. G. O. M. L. Catalogue Vol X. No. 4998 See page 3786.

আচার্য্য বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

(নিম্বার্ক-দর্শন—১৮শ শতাব্দী)

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ১৬৩৬ শকাব্দায় অর্থাৎ ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং তাঁহার অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী। গৌড়ীয় মতের ভাষ্যকার বলদেব বিদ্যাভূষণ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ নিম্বার্ক মতাবলম্বী ছিলেন। তৎকৃত ভাগবতের টীকাই নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রামাণিক ব্যাখ্যা। অদ্বৈতমতে 'শ্রীধরী' রামানুজ সম্প্রদায়ে "বীররাঘবীয়," মধ্বসম্প্রদায়ে "বিজয়ধ্বজী," বল্লভীয় সম্প্রদায়ে "সুবোধিনী" এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে "ক্রমসন্দর্ভ" যেমন প্রামাণিক, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে চক্রবর্ত্তীর টীকাও সেইরূপ প্রামাণিক।

বিশ্বানাথ গীতার উপরেও এক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি তদ্‌গ্রন্থে জীব গোস্বামীর মত খণ্ডন করায় বৃন্দাবনের রাধাদামোদরের মন্দিরে বিশ্বনাথের গ্রন্থ প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। দার্শনিকতা সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্র গণ্ডীর পীড়নে এখন এইরূপ হইয়া পরিয়াছে!

বিশ্বনাথের ভাগবতের টীকা বৃন্দাবনের বনমালী রায় মহাশয়ের ভাগবতের সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। গীতাব টীকাও কলিকাতা দামোদর মুখোপাধ্যায়ের গীতার সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে।

বিশ্বনাথ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। নিম্বার্ক স্বামীর মত হইতে তাঁহার মতের কোনও পৃথকত্ব নাই। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর জন্মস্থান বঙ্গদেশ। আচার্য্য বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও বলদেব বিদ্যাভূষণের তিরোভাবের পর তাদৃশ প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিত আর বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে গৌরবান্বিত করেন নাই।

আচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ।

অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ

(গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত—১৮শ শতাব্দী)

শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের ভাষ্যকার। গৌড়ীয় মতের প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্যদেব কোনও গ্রন্থ রচনা করেন নাই। শ্রীনিত্যানন্দেরও কোন গ্রন্থ নাই। শ্রীরূপ, সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামীত্রয় নানাবিধ প্রবন্ধ রচনা করিলেও ব্রহ্মসূত্রের কোনও ব্যাখ্যা তাঁহারা রচনা করেন নাই। রূপ ও সনাতন ভক্তিবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জীব গোস্বামী দার্শনিক-ভিত্তিতে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ স্থাপন করিয়াছেন। বলদেব বিদ্যাভূষণ বোধহয় এই তিনজন গোস্বামীর পদাঙ্কানুসরণ করিয়া স্বীয় ভাষ্য রচনা করিয়াছেন ও তাঁহাদের গ্রন্থ হইতেই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের আস্বাদ পাইয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থই বলদেবের গোবিন্দভাষ্যের মূল উপাদান।

বঙ্গদেশে বলদেবের জন্ম হয়। তিনি রসিকানন্দের শিষ্যপরম্পরায় চতুর্থ অধস্তন পুরুষ। রসিকানন্দ শ্যামানন্দের শিষ্য। বলদেবের গুরুর নাম রাধাদামোদর। বলদেব শেষজীবনে বৃন্দাবনে গমন করিয়া বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। বলদেব পীতাম্বর দাসের নিকটেও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

বলদেব ব্রহ্মসূত্রের উপর "গোবিন্দভাষ্য" প্রণয়ন করেন। শ্রীচৈতন্যদেব মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যকেই স্বীয় সম্প্রদায়ের ভাষ্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ আছে। সুতরাং গোড়ীয় বৈষ্ণবমতের কোনও সাম্প্রদায়িক ভাষ্য ছিল না। বলদেব বিদ্যাভূষণ জনৈক পণ্ডিতের সহিত বিচার করেন। বিচারের পরে পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি যে মত ব্যক্ত করিতেছেন, তাহা কোন্ সম্প্রদায়ের ভাষ্যের অনুমোদিত'? ঐরূপ কোনও ভাষ্য না থাকায় একমাসের মধ্যে বলদেব ভগবান্ গোবিন্দদেবের স্বপ্নাদেশে ভাষ্য রচনা করেন। গোবিন্দের আদেশ পাইয়া ভাষ্য রচনা করেন বলিয়া স্বীয় ভাষ্যের "গোবিন্দভাষ্য" নামাকরণ করেন। একমাসের মধ্যে এই ভাষ্য রচিত হইয়াছিল—এরূপ জনপ্রবাদ আছে। এই প্রবাদের মূলে সত্য থাকারই সম্ভাবনা।

বলদেব বিদ্যাভূষণ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সুপরিচিত ছিলেন। ইনি স্বীয় চরিত্র ও পাণ্ডিত্যবলে সকলের নিকট সম্মানিত হইয়াছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই গোবিন্দভাষ্য ভিন্ন আরও কয়েকখানি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থসকলের মধ্যে সিদ্ধান্তরত্ন বা ভাষ্যপীঠক, প্রমেয়-রত্নাবলী, বেদান্ত-স্যমন্তক, গীতাভাষ্য ও দশোপনিষদ্‌ভাষ্যই সুপ্রসিদ্ধ। স্তবাবলী-টীকা ও সহস্রনাম-ভাষ্যও বিদ্যাভূষণের বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

বিদ্যাভূষণ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে (১৬৮৬ শকাব্দে) বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বিশ্বনাথ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে (১৭১৪ খৃষ্টাব্দে) বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং বলদেব বিদ্যাভূষণের কাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

বলদেবের গ্রন্থের বিবরণ।

১। **গোবিন্দভাষ্য**—ইহা ব্রহ্মসূত্রের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে বা গৌড়ীয়মতে বিস্তৃত ব্যাখ্যা। এই ভাষ্যের উপর এক টীকা আছে। অনেকের মতে এই টীকাও বলদেবের রচিত। গোবিন্দভাষ্য ১৩০১ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয়ের সম্পাদনায় কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

২। **সিদ্ধান্তরত্ন বা ভাষ্যপীঠক**—ইহা গোবিন্দভাষ্যানুসারে প্রকরণগ্রন্থ। গোবিন্দভাষ্য পাঠেচ্ছু ব্যক্তিগণের ইহা উপযোগী। সাধারণে যাহাতে ঐ ভাষ্যে প্রবেশ করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যেই এই প্রকরণ-গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদনায় ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। *

* সম্প্রতি বারাণসী সংস্কৃত কলেজের সরস্বতীভবন গ্রন্থমালায় এই গ্রন্থের এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম, এ।

৩। **প্রমেয়-রত্নাবলী**—ইহাও একখানি প্রকরণগ্রন্থ। এই প্রবন্ধে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ নির্ণীত হইয়াছে। এই প্রবন্ধও কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রমেয়রত্নাবলীর টীকাকার শ্রীকৃষ্ণ বেদান্তবাগীশ। এই বেদান্তবাগীশ মহাশয় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য ছিলেন।

৪। **গীতাভাষ্য**—ইহার নাম গীতাভূষণ। কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় এই ভাষ্যের উপর বাঙ্গালায় এক বিবৃতি রচনা করিয়াছেন। ঐ ভাষ্যসহ গীতা রামসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবৃক্ষ মহাশয়ের সম্পাদনায় ৪০৬ চৈতন্যাব্দ অর্থাৎ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গীতার সংস্করণেও "গীতাভূষণ" নামক গীতার ভাষ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

৫। **বেদান্ত-স্যমন্তক**—ইহাও একখানি প্রকরণগ্রন্থ। এই গ্রন্থ এখনও বোধহয় প্রকাশিত হয় নাই।

৬। **উপনিষদ্-ভাষ্য**—ঈশ, কেন কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, ঐতরেয়. তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক—এই দশখানি উপনিষদের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে ব্যাখ্যা।

৭। **স্তবাবলী টীকা**—ইহা এখনও অপ্রকাশিত।

৮। **বিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্য**—ইহার নাম নামার্থ সুধাভিধভাষ্য। ইহা পণ্ডিত বিপিনবিহারি গোস্বামীর অনুবাদ সহ ৪০০ চৈতন্যাব্দে কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয় কলিকাতা হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আচার্য্য বলদেবের মতবাদ।

শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের মতে শ্রীমদ্‌ভাগবত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য। এরূপ ভাষ্য থাকাতে ভাষ্যান্তরের প্রয়োজন নাই দেখিয়া শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং বেদান্তসূত্রের কোনও ভাষ্য রচনা করেন নাই, তবে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রণীত ভাষ্যকেই অপেক্ষাকৃত শ্রীমদ্ ভাগবতের অনুমোদিত দেখিয়া তিনি উহাকেই স্বীয় সম্প্রদায়ের ভাষ্য বলিয়া এক প্রকার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ গোস্বামীপাদগণও বেদান্তসূত্রের ভাষ্য প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন নাই। মধ্বভাষ্যের যে যে অংশ আপাতত শ্রীমদ্‌ভাগবতের বিরোধী

বলিয়া প্রতীয়মান হয়, শ্রীচৈতন্যদেব সেই সেই অংশের প্রকৃত অর্থ আবিষ্কার করিয়া তাহার সামঞ্জস্য বিধান করেন; পরন্তু সেইগুলি তৎকাল পর্য্যন্ত কোনও গ্রন্থে নিবদ্ধ হয় নাই দেখিয়া বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহা স্বতন্ত্রভাষ্যরূপে প্রকাশ করেন। সাম্প্রদায়িক মতের ভিতরে একটী সার সত্য নিহিত আছে। চৈতন্যের মতবাদ মধ্বমতের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল—এই সত্যই ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কেবল মধ্বের মত নহে, পরন্তু নিম্বার্কের মতের প্রভাবও শ্রীচৈতন্যের মতে দেখিতে পাওয়া যায়। জীব অণু ও সেবক, আর ভগবান্ সেব্য। জগৎ সত্য, এ সকল বিষয়ে শ্রীচৈতন্যের মত মধ্বমতের অনুবর্ত্তী। ভেদাভেদবাদ নিম্বার্কমতের দ্বৈতাদ্বৈতের অনুরূপ। নিম্বার্কের "অচিন্ত্যশক্তিই" চৈতন্যমতে অচিন্ত্য-শক্তিরূপে প্রকট। মধ্বমতের সূত্রব্যাখ্যাও বলদেব বিদ্যাভূষণ অঙ্গীকার করিয়াছেন। ১।১।৫ সূত্রের "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" ব্যাখ্যায় বলদেব মধ্বমুনির অনুসরণ করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর, শ্রীকণ্ঠ, রামানুজ প্রভৃতি এই সূত্রে সাংখ্যের প্রধান কারণবাদ নিরাকরণ করিয়াছেন, আর মধ্বাচার্য্য ও বলদেব এই সূত্রে ব্রহ্মের শব্দবাচ্যত্ব নির্ণয় করিয়াছেন।

চৈতন্যের মত বল্লভাচার্য্যের মতেও প্রভাবিত হইয়াছে। গৌড়ীয়মতের মধুরভাবের সাধন বল্লভীয় "পুষ্টিমার্গ" সাধনের প্রতিধ্বনি মাত্র।

মধ্বমতে ব্রহ্ম সগুণ সবিশেষ। গৌড়ীয়মতেও ব্রহ্ম সগুণ সবিশেষ। মধ্বমতে জীব অণু, সেবক, আর ভগবান্ সেব্য। ভগবানের প্রসাদেই জীবের মুক্তি। গৌড়ীয়মতেও জীব অণু, জীব সেবক—আর ভগবান্ সেব্য। ভগবানের প্রসাদেই জীবের মুক্তি হয়। মধ্বমতে জগৎ সত্য। গৌড়ীয় মতেও জগৎ সত্য। মধ্বমতে জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম, ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। গৌড়ীয় (বলদেবের) মতেও জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। মধ্বমতে জীব ও ব্রহ্ম চিরভিন্ন। মুক্ত অবস্থায়ও জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন থাকে। বলদেবের মতেও জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন, তবে গুণ ও গুণিভাবে অভিন্ন এবং ভিন্ন, সেই অর্থে সমস্ত জীবজগৎ ব্রহ্মেতে লয় পায়। সাধন সম্বন্ধে মধ্বের সহিত বলদেবের মতের পার্থক্য আছে। উপাসনা ও ভক্তি সম্বন্ধে উভয়ে একমত; কিন্তু মধ্বমতে কেবল সেব্য-সেবক ভাবের স্ফূর্ত্তি আছে। বলদেবের মতে দাস্য ব্যতীত আরও চারিটী ভাবের স্থান আছে, যথা—শান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

বলদেব বিদ্যাভূষণের মতে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম একাদশটী সূত্রেই তত্ত্বজ্ঞান নির্ণীত হইয়াছে। এ বিষয়ে তিনি অন্যান্য আচার্য্যগণের মত অতিক্রম করিয়াছেন। অন্যান্যমতে চতুঃসূত্রীতেই তত্ত্বজ্ঞান নির্ণীত হইয়াছে। তিনি টীকায় বলিয়াছেন—

এতামেকাদশসূত্রীং সভাষ্যাং পঞ্চন্যায়ীং যে পঠেয়ুঃ সসূক্ষ্মাম্।
তত্ত্বজ্ঞানং সুলভং কিং ন তেষাং শেষগ্রন্থোঽয়মতিবিস্তারকারী॥১১*

বলদেব বিদ্যাভূষণের মতে পাঁচটী তত্ত্ব, যথা—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম। "ঈশ্বর-জীব-প্রকৃতি-কাল-কর্ম্মানি পঞ্চতত্ত্বানি শ্রূয়ন্তে।" (১২ পৃষ্ঠা) রামানুজের মতে তত্ত্ব তিনটী, যথা—চিৎ, অচিৎ ও পুরুষোত্তম। রামানুজ কাল ও কর্ম্মকে পৃথক্‌রূপে গ্রহণ না করিয়া অচিৎ বা জড়পদার্থের অন্তর্ভুক্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

অধিকারী—বলদেব বিদ্যাভূষণের মতে নিষ্কাম ধর্ম্মে নির্ম্মলচিত্ত, সৎপ্রসঙ্গলুব্ধ, শ্রদ্ধালু, শমদমাদি সম্পন্ন জীব ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী। তিনি বলিতেছেন—"যত্র নিষ্কামধর্ম্মনির্ম্মলচিত্তঃ সৎপ্রসঙ্গলুব্ধ শ্রদ্ধালুঃ শান্ত্যাদিমান্ অধিকারী।"† তাঁহার মতে শিক্ষাদি ষড়ঙ্গ ও উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদ অধ্যয়ন পূর্ব্বক তদর্থ আপাততঃ অবগত হইয়া তত্ত্ববিৎ আচার্য্যের সহিত প্রসঙ্গে, অনিত্য জগৎ হইতে নিত্য ব্রহ্মকে ভিন্ন জানিয়া তাঁহার বিশেষ অবগতির জন্য চতুরধ্যায়ী বেদান্তসূত্রে নিবিষ্টচিত্ত হইবে। তিনি বলেন—সাঙ্গং সশিরস্কঞ্চ বেদমধীত্য তদর্থানাপাততোঽধিগম্য তত্ত্ববিৎপ্রসঙ্গেন নিত্যানিত্যবিবেকতোঽনিত্যবিতৃষ্ণো নিত্য-বিশেষাবগতয়ে চতুর্লক্ষণ্যাং প্রবর্ত্তত ইতি।"‡ তাঁহার মতে যাগাদিকর্ম্মের অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উচিত, এরূপ বলা যায় না। কারণ, তাদৃশ কর্ম্ম করিয়াও কোন কোন ব্যক্তির সাধুসঙ্গের অভাব বশতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অভাব এবং তাদৃশ কর্ম্ম না করিয়াও সত্যাচরণ-পবিত্র কৃতসৎপ্রসঙ্গ ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সদ্ভাব দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ তাঁহার মতে যজ্ঞাদিকর্ম্ম নিরপেক্ষভাবেও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী হওয়া যায়। শঙ্করের মতে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক প্রভৃতি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী। বলদেবের মতে ইহা অসঙ্গত। কারণ,

---

* গোবিন্দভাষ্য—কলিকাতার কৃষ্ণগোপাল ভক্তের সংস্করণ ৫৭ পৃষ্ঠায় ভাষ্যবিবৃতি দ্রষ্টব্য।

† গোবিন্দভাষ্য—১৬ পৃষ্ঠা। ‡ গোবিন্দভাষ্য—২৩ পৃষ্ঠা।

তত্ত্বজ্ঞ সৎব্যক্তির সহিত প্রসঙ্গের পূর্ব্বে ঐ সকল সাধনসম্পত্তি সুলভ নহে। তিনি বলেন—"ন চ নিত্যানিত্যবিবেকাদি সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যানন্তর্য্যংশক্যং বক্তুং। প্রাক্ তস্যা দৌর্লভ্যাৎ সৎপ্রসঙ্গশিক্ষাপরভাব্যত্বাচ্চ।"* বলদেব শাঙ্করমতের সম্বন্ধে যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহার সার্থকতা কম। বাস্তবিক যাহার বিবেকবুদ্ধির উদয় হয় নাই, সে সৎসঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুলও হয় না। সাধুসঙ্গ করিবার মত চিত্তবৃত্তির উদয় না হইলে শত শত সাধু নিকটে থাকিলেও চিত্তে কোনও প্রভাব হয় না। অবশ্যই আমরা সৎসঙ্গের উপকারিতা স্বীকার করি, কিন্তু উষরক্ষেত্রে বীজ বপনের ন্যায় অসমাহিতচিত্তে সাধুর উপদেশও কার্য্যকরী হয় না।

বলদেব শাঙ্করমত আংশিকভাবে স্বীকারও করিয়াছেন। তিনি শমদমাদি সাধনসম্পন্নকে অধিকারী বলিয়াছেন—"শান্ত্যাদিমান্ অধিকারী" এবং "নিত্যানিত্য বিবেকতোঽনিত্যবিতৃষ্ণো" ব্যক্তিই ব্রহ্মসূত্রের বিচারের অধিকারী। এ স্থলেও তিনি শাঙ্করমতের "নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক" অঙ্গীকার প্রকারান্তরে করিয়াছেন। বলদেবের মতের বিশেষত্ব কেবল সৎ বা সাধু ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণে। তিনি "সৎপ্রসঙ্গলুব্ধঃ শ্রদ্ধালুঃ" ব্যক্তিরই প্রাধান্য দিয়াছেন। তিনি সাধুপ্রসঙ্গের উপর সমধিক জোর দিয়াছেন। সৎপ্রসঙ্গ-লব্ধবিদ্য জীবসকলের ত্রিবিধত্বও অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন—আচার্য্য ভাবানুসারে সনিষ্ঠাদিভেদে সৎপ্রসঙ্গ-লব্ধবিদ্য জীব ত্রিবিধ। নিষ্ঠা সহকারে কর্ম্মকারী সনিষ্ঠ,লোকসংগ্রহেচ্ছায় কর্ম্মাচারী পরিনিষ্ঠিত, ধ্যান-মাত্রাবলম্বী নিরপেক্ষ। তিনি বলিতেছেন—"তদবাপ্তজ্ঞানাঃখলু দেশিক-ভাবানুসারিণঃ সনিষ্ঠাদিভেদাৎ ত্রিধা ভবন্তি। নিষ্ঠয়া কর্ম্মাণ্যাচরন্তঃ সনিষ্ঠাঃ। লোকসংজিঘৃক্ষয়া তান্যাচরন্তঃ পরিনিষ্ঠিতাঃ। ধ্যানমেবানুতিষ্ঠন্তো নিরপেক্ষাশ্চ।"†

তাঁহার মতে সৎপ্রসঙ্গকারীরই প্রাধান্য এবং তাঁহাকেই মুখ্যাধিকারী বলা হইয়াছে। তবে বেদবেদান্তাদি অধ্যয়নের সার্থকতাও অল্পবিস্তর স্বীকার করিয়াছেন।

সম্বন্ধ—তাঁহার মতেও বাচ্যবাচক সম্বন্ধ স্বীকৃত। শাস্ত্র বাচক এবং ঈশ্বর-বাচ্য। শঙ্করের মতেও বাচ্যবাচক সম্বন্ধ অঙ্গীকৃত। তবে তাঁহার মতে

* গোবিন্দভাষ্য—কলিকাতার সংস্করণ, ২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† গোবিন্দভাষ্য—কলিকাতার কে, জি, ভক্তের সংস্করণ, ২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সগুণ সোপাধিক ব্রহ্মই বাচ্য এবং নির্গুণ নিরুপাধিক ব্রহ্মই লক্ষ্য। শঙ্কর বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ অঙ্গীকার করেন। বলদেব বাচ্যার্থ মাত্র স্বীকার করেন। শঙ্কর বলেন—নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অবাচ্য। শ্রুতিবাক্য কেবল নিষেধমুখে উপলক্ষণরূপে ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করে। বলদেব বলেন—ব্রহ্ম শব্দের অবাচ্য নহেন। কারণ, উপনিষদ্‌বেদ্য পুরুষকে জিজ্ঞাসা করি—এস্থলে জিজ্ঞাস্য পুরুষেরই উপনিষদ্‌বেদ্যত্ব দর্শনহেতু এবং বেদসকল তাঁহাকেই ব্যক্ত করে—এইরূপ উক্তিহেতু, ব্রহ্মের শব্দবাচ্যত্বই প্রমাণিত হয়। যেমন মেরু দৃষ্ট হইলেও সম্পূর্ণরূপে দর্শন হয় না বলিয়া উহাকে অদৃষ্ট বলা হয়, তেমন বেদসকল সাকল্যে ব্রহ্মনিরূপণ করিতে পারে না বলিয়াই, ব্রহ্মের অবাচ্যত্ব উক্ত হইয়াছে।

দেবদত্ত কাশী হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে বলিলে, যেমন তাহার কাশীপুরী গমন পূর্ব্বক নিবৃত্তি বুঝায়, তদ্রূপ বাক্যসকল না পাইয়া যাহা হইতে নিবৃত্ত বলিলেও তদ্‌বিষয়ক্ কিঞ্চিৎ জ্ঞান বুঝিতে হইবে; এবং যিনি বাক্যদ্বারা সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত হন না বলিলে কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হন বুঝিতে হইবে; সুতরাং ব্রহ্ম শব্দবাচ্য। বলদেব বলিয়াছেন—

অশব্দন্তু কার্ৎস্ন্যেনাশব্দিতত্বাৎ। দৃষ্টোঽপি মেরুঃ কার্ৎস্ন্যেনাদর্শনাদদৃষ্টঃ কথ্যতে। অন্যথা যত ইতি, অপ্রাপ্যেতি, অনভ্যুদিতমিতি, তদেব ব্রহ্মেতি চ ব্যাকুপ্যাৎ। স্বাত্মনা বেদেন জ্ঞাপনং খলু স্বপ্রকাশতয়া ন বিরুধ্যতে। * * * তস্মাৎ শব্দবাচ্যং ব্রহ্ম। *

বিষয়—বলদেবের মতে নিরবদ্য বিশুদ্ধ অনন্তগুণশালী, অচিন্ত্য অনন্ত-শক্তি, সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই বিষয়। তিনি বলেন—"বিষয়ো নিরবদ্যো বিশুদ্ধানন্ত গুণগণোঽচিন্ত্যানন্তশক্তিঃ সচ্চিদানন্দঃ পুরুষোত্তমঃ।" (গোবিন্দভাষ্য—১৬।১৭ পৃষ্ঠা)।

প্রয়োজন—তাঁহার মতে অশেষ দোষ বিনাশ পুরঃসর সেই পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎকারই প্রয়োজন। তিনি বলেন—"প্রয়োজনন্তু অশেষ-দোষবিনাশপুরঃসরস্তৎসাক্ষাৎকার ইতি।" (গোবিন্দভাষ্য—১৭ পৃষ্ঠা)।

ব্রহ্ম—বলদেবের মতে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র, কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, মুক্তিদাতা ও বিজ্ঞান-স্বরূপ। ঈশ্বর পূর্ণচৈতন্য, নিত্যজ্ঞানাদি গুণবিশিষ্ট ও অস্মৎশব্দবাচ্য। জ্ঞানেরই জ্ঞাতৃত্ব প্রকাশের স্বপ্রকাশকত্ববৎ অবিরুদ্ধ। ঈশ্বর স্বতন্ত্র ও স্বরূপশক্তিমান্ এবং প্রকৃতি আদিতে অনুপ্রবেশ ও তন্নিয়মনদ্বারা জগতের

*৫ম সূত্রের গোবিন্দভাষ্য—৪৬ পৃষ্ঠা।

সৃষ্টি করিয়া জীবের ভোগ ও মুক্তি প্রদান করেন। ঈশ্বর এক ও বহুভাবে অভিন্ন হইয়াও গুণ ও গুণী এবং দেহ ও দেহীভাবে জ্ঞানীর প্রতীতি-বিষয় হন। জীব অণুচৈতন্য হইলেও নিত্যজ্ঞানাদিগুণবিশিষ্ট এবং অস্মৎশব্দবাচ্য। এই বিষয়ে জীব ও ঈশ্বরের সমতা আছে, তবে ঈশ্বর বিভু ও জীব অণু। তিনি বলেন -"তেষু বিভুচৈতন্যমীশ্বরোঽণুচৈতন্যস্তু জীবঃ। নিত্যজ্ঞানাদি গুণকত্বমস্মদর্থত্বঞ্চোভয়ত্র। জ্ঞানস্যাপি জ্ঞাতৃত্বং প্রকাশস্য স্বপ্রকাশকত্ববদবিরুদ্ধম্। তত্রেশ্বরঃ স্বতন্ত্রঃ স্বরূপশক্তিমান্ প্রবেশনিয়মনাভ্যাং জগদ্বিদধৎ ক্ষেত্রজ্ঞ ভোগাপবর্গৌ বিতনোতি। একোঽপি বহুভাবেনাভিন্নোঽপি গুণগুণিভাবেন দেহদেহিভাবেন চ বিদ্বৎপ্রতীতেবিষয়ঃ।" (গোবিন্দভাষ্য—১২।১৩ পৃষ্ঠা)।

ঈশ্বর ব্যাপক হইলেও ভক্তিগ্রাহ্য। তিনি একরস হইলেও স্বরূপভূত জ্ঞানানন্দ বিতরণ করেন। তিনি বলেন—"অব্যক্তোঽপি· ভক্তিব্যঙ্গ একরসঃ প্রযচ্ছতি চিৎসুখং স্বরূপম্।" (গোবিন্দভাষ্য ১৩ পৃষ্ঠা)। ব্রহ্ম জ্ঞানৈকগম্য— "ব্রহ্মৈব তু জ্ঞানৈকগম্যম্।" ব্রহ্ম অক্ষয় অনন্তসুখরূপ—"অক্ষয়ানন্তসুখম্।" ব্রহ্ম নিত্যজ্ঞানাদি গুণযুক্ত -"নিত্যজ্ঞানাদিগুণকম্।" ব্রহ্মের শক্তি স্বাভাবিক। তাঁহার শক্তি সম্বিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনীরূপা। ব্রহ্ম নিত্যসুখদ। বলদেবের মতেও ব্রহ্ম নির্গুণ। নির্গুণ অর্থে ব্রহ্মের প্রাকৃত সত্ত্ব, রজস্তমোগুণ নাই, তবে স্বরূপানুবন্ধি অতিপ্রাকৃতগুণ তাঁহার আছে। তিনি বলিতেছেন— "ননু নির্গুণোঽপি গুণবানিতি বিরুদ্ধং। মৈবং। রহস্যানববোধাৎ। তথাহি, নির্গুণাদয়ঃ শব্দা নৈর্গুণ্যাদিনা নিমিত্তেন তত্র প্রবর্ত্তেরন্। সর্ব্বজ্ঞাদয়স্তু সার্ব্বজ্ঞাদিনা। তেন প্রাকৃতৈঃ সত্ত্বাদিভির্গুণৈর্বিহীনঃ স্বরূপানুবন্ধিভিস্তৈস্তৈস্তু বিশিষ্টোঽসাবিতি ন কাপি বিচিকিৎসা। স্মরন্তি চেত্থম্। সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ; সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসাবিত্যাদিভিঃ।" * ভগবান্ ভোক্তা আর জীব ভোগ্য।

ব্রহ্ম ও জগৎ—ব্রহ্মই জগতের কর্ত্তা অর্থাৎ নিমিত্তকারণ। তিনিই উপাদান কারণ। ব্রহ্ম অবিচিন্ত্যশক্তিমান্। এই শক্তিবলেই তিনি জগৎরূপে পরিণত হন। জগৎ সৎ কিন্তু অনিত্য।

· বাস্তবিক বলদেবের ভেদাভেদবাদ অসঙ্গত; কারণ ব্রহ্ম ও জীব গুণগুণি-ভাবে অথবা দেহদেহিভাবে ভিন্নাভিন্ন বলিলে, জীব গুণ ও ব্রহ্ম গুণী হন। অথবা জীব দেহ আর ব্রহ্ম দেহী হন। দেহ জন্য বস্তু সুতরাং তাহার বিকার

* গোবিন্দভাষ্য—কলিকাতার সংস্করণ, ৫৫।৫৬ পৃষ্ঠা।

আছে। বিকার যাহার আছে তাহা অনিত্য ; সুতরাং জীব অনিত্য হইয়া পড়ে। ইহাতে বলদেবের স্বীয় সিদ্ধান্তেরই ব্যাকোপ হয়। তিনি জীবের নিত্যত্ব স্বীকার করেন। গুণগুণিভাবে গ্রহণ করিলেও এই দোষ অনিবার্য্য। গুণের বিকার তাঁহাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় গুণসাম্য তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু গুণসাম্য অঙ্গীকারে জগতের বিচিত্রতা থাকিতে পারে না। বৈচিত্র্যই সৃষ্টি, সুতরাং গুণের বিকার অবশ্যম্ভাবী। জীব গুণ হইলে জীবের বিকার অনিবার্য্য, আর বিকার থাকিলেই নিত্যত্বেরও হানি হয়। সুতরাং গুণগুণিভাব বা দেহদেহিভাবের অনুবলে ভেদাভেদবাদ সাব্যস্ত করা অযৌক্তিক ও অসঙ্গত।

বলদেব নির্গুণের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহার সঙ্গতি নাই। অতি-প্রাকৃত গুণ কিরূপ? অবশ্যই অতিপ্রাকৃত গুণ অনির্ব্বচনীয় নহে। অতি-প্রাকৃত বলায় কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। এস্থলে বলদেব Confusion worse confounded করিয়া তুলিয়াছেন। অতিপ্রাকৃত গুণ কি? তাহার উত্তর বলদেব দেন নাই। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের অতীত কোনও গুণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। সমস্ত কল্যাণগুণাত্মক বলিলেও বিশুদ্ধসত্ত্ব-প্রধানই মনে হয়। এতদতিরিক্ত কোনও বোধ জন্মে না।

ঈশ্বর নির্ব্বিকার থাকিয়া কি প্রকারে জগদ্রূপে পরিণত হন? এতদুত্তরে বলদেব বলিয়াছেন—"অবিচিন্ত্যশক্তিকত্বাৎ।" এই উত্তরেও সংশয়ের তৃষ্ণা মিটিল না ; চেতন ঈশ্বর কি প্রকারে জড়রূপে পরিণত হইলেন? তিনি কি প্রকারে বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত হইলেন? অবশ্যই জগৎ ব্রহ্মের কার্য্য, কার্য্য ও কারণ কতকটা পরিমাণে ভিন্নাভিন্ন। বাস্তবিক ভিন্নাভিন্ন না বলিয়া কার্য্যকারণকে অনির্ব্বচনীয় বলাই যুক্তিযুক্ত। কার্য্য ও কারণ ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে, আবার ভিন্নাভিন্নও নহে। সুতরাং অনির্ব্বচনীয়। বলদেবের "অবিচিন্ত্যশক্তি" অবশ্যই অনির্ব্বচনীয় নহে। এই অবিচিন্ত্য শক্তি কি তাহা বুঝিবার উপায় নাই, কারণ তাহা অবিচিন্ত্য ; সুতরাং বলদেবের দার্শনিক মত আমাদিগকে সংশয়ের হাত হইতে উদ্ধার না করিয়া দ্বিগুণ সংশয়ে নিমজ্জিত করিবার ব্যবস্থা দিয়াছে। যে স্থলে আর উপায়ান্তর নাই, সেই স্থলেই Kantএর "Transcendental object" বা Thing in itselfএর মত অব্যক্ত বস্তুর নির্দ্দেশ কতকটা পরিমাণে স্বাভাবিক হইয়া পড়ে।

' বলদেব ঈশ্বরের ত্রিশক্তির উল্লেখ করিয়াছেন—সংবিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী। এই শক্তিত্রয়ই কি অবিচিন্ত্য শক্তি? এই তিন শক্তিই যদি অবিচিন্ত্যশক্তি হয়, তাহা হইলে সংবিৎ বা জ্ঞানশক্তি কি প্রকারে জড়ভাবাপন্ন হয়? অগ্নি উষ্ণ ও ঠাণ্ডা—ইহা অসম্ভব। সুতরাং বলদেবের এই সিদ্ধান্ত সুযৌক্তিক নহে। সেইরূপ হ্লাদিনীশক্তি কি প্রকারে জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়? তাহা কখনই হইতে পারে না।

জীব—বলদেবের মতে জীব অণুচৈতন্য। ঈশ্বরের ন্যায় নিত্যাদিজ্ঞান-গুণবিশিষ্ট এবং অস্মৎশব্দবাচ্য। ঈশ্বর গুণী, জীব গুণ। ঈশ্বর দেহী, জীব দেহ। জীবাত্মা বহু ও নানাবস্থাপন্ন। ঈশ্বরবৈমুখ্যই তাহাদিগের বন্ধের কারণ এবং ঈশ্বরের সাম্মুখ্যই তৎস্বরূপাবরণ ও তদ্‌গুণাবরণরূপ দ্বিবিধ বন্ধন মোচন করিয়া স্বরূপসাক্ষাৎকার লাভ করায়। বলদেব বলেন—"জীবাত্মানস্বনেকাবস্থা বহবঃ। পরেশবৈমুখ্যাত্তেষাং বন্ধস্তৎসাম্মুখ্যাৎ তু তৎস্বরূপ তদ্‌-গুণাবরণরূপ দ্বিবিধ বন্ধবিনিবৃত্তিস্তৎস্বরূপাদিসাক্ষাৎকৃতিঃ।" (১৩ পৃষ্ঠা) জীব নিত্য। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল এই পদার্থচতুষ্টয় নিত্য এবং জীব, প্রকৃতি ও কাল ঈশ্বরের বশ্য। বলদেব বলেন—"ঈশ্বরাদয়শ্চত্বারোঽর্থা নিত্যাঃ। * * * জীবাদয়স্তু তদ্বশ্যাশ্চ।" জীব ঈশ্বরের শক্তি, ব্রহ্ম শক্তিমৎ।

মুক্তি—বলদেবের মতে মুক্তাবস্থায়ও জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক, ব্রহ্মস্বরূপ ব্যাপ্তি অর্থে মুক্তজীব ব্রহ্মের সমান ভোগ করিতে পারেন। মুক্তজীব ব্রহ্মের কৃপায় অনন্ত আনন্দ লাভ করেন, কিন্তু নিজের অণুত্ব প্রযুক্ত অনন্ত আনন্দ হইতে পারেন না। অল্পধনযুক্ত ব্যক্তি মহাধনের আশ্রয়েই সম্পন্ন হন—ইহাই যুক্তিসঙ্গত। "অল্পধনো হি মহাধনমাশ্রিত্য সম্পন্নো ভবতীতি যুক্তিশ্চ শব্দাৎ ." ব্রহ্মের সহিত জীবের কেবল ভোগ বিষয়েই সাম্য আছে। কিন্তু জীব ও ব্রহ্মে সার্ব্বকালিক স্বরূপগত ও সামর্থ্যগত পারমার্থিক বৈলক্ষণ্য নিত্যই আছে, ইহাই বাস্তবিক তত্ত্ব। বেদান্তশাস্ত্রের চরম উপদেশ এই যে, মুক্তপুরুষের ক্লেশাভাবে এবং আনন্দাংশে পরমেশ্বরের সাম্যভাব স্বীকার করা যায়। কিন্তু আর সমস্ত বিষয়েই ভেদ থাকিয়া যাইবে; অতএব ভোগাংশে সাম্য থাকিলেও সামর্থ্য ও স্বরূপাংশে ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। তিনি বলেন—"মুক্তস্য ভোগমাত্রে ভগবৎ-সাম্যবচনাৎ লিঙ্গাদেব স্বরূপসাম্যং বাক্যার্থো ন ভবতীত্যর্থ। * * * অনেন স্বরূপনির্ণয়ান্ত্যসূত্রেণ জীবব্রহ্মণো র্ভোগমাত্রেণৈব সাম্যং ব্রুবন্ শাস্ত্রকৃৎ তয়োঃ স্বরূপসামর্থ্যকৃতং বৈলক্ষণ্যং বাস্তবমিত্যুপাদিশৎ।" মুক্তপুরুষের

ভগবৎসান্নিধ্য লাভ হয়। ভগবদুপাসনা ও ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা ভগবল্লোকগত জীবের তথা হইতে পুনরাবৃত্তি হয় না। সর্ব্বেশ্বর হরি স্বাধীন মুক্ত জীবকে স্বলোক হইতে পাতন করিতে ইচ্ছা করেন না এবং মুক্তপুরুষও কদাচিৎ ভগবানকে পরিত্যাগ করিতে চাহেন না। সত্যবাক, সত্যসঙ্কল্প, ভক্তবাৎসল্য-নীরধি হরি স্বনিমিত্ত পরিত্যক্ত সমস্ত বিষয় ভক্তের সম্বন্ধে স্ববৈমুখ্যকারী অবিদ্যা বিনির্ধূত করিয়া সেই অতিপ্রিয় নিজাঙ্গগণকে স্বসমীপে আনয়নপূর্ব্বক আর তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। জীবও সুখান্বেষণ করিতে করিতে সুখাভাস দর্শনে তুচ্ছ জড়বস্তুতে অনুরজ্যমান হইয়া অসঙ্খ্য জন্ম অতিবাহিত করিবার পর ভাগ্যক্রমে সদ্গুরুর প্রসাদে নিজাংশী ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব প্রাপ্ত হন এবং তদিতর সমস্ত বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া ভগবদনুবৃত্তি দ্বারা পরিশুদ্ধ হন। তখন সেই অনন্তানন্দ চিৎস্বরূপকে নিজস্বামী ও সুহৃত্তম জানিয়া তাঁহাকে প্রসাদাভিমুখরূপেই প্রাপ্ত হন। তিনি বহুকাল পরে সেই পরমরমণীয় রসস্বরূপ বস্তু প্রাপ্ত হইয়া আর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে স্বভাবতই অনিচ্ছুক হন। অতএব তাদৃশ মুক্তপুরুষের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাই নাই। বলদেব বলেন—"সত্যবাক্ সত্যসঙ্কল্প স্বাশ্রিতবাৎসল্য-বারিধিঃ সর্ব্বেশ্বর স্বভক্তানাং স্বনিমিত্ত পরিত্যক্ত সর্ব্ববিষয়াণাং স্ববৈমুখ্যকারীমবিদ্যাং নির্ধূয় তানতিপ্রিয়ান্ নিজাংশান্ স্বান্তিকমুপানীয় কদাচিদপি ন জিহাসতি। জীবশ্চ সুখৈকান্বেষী সুখাভাসায় তুচ্ছেষু তেষ্বনুরজ্যন্ ব্যতীতাসংখ্যেয়জন্মর্ভাগ্য বিশেষোপলব্ধাৎ সদ্গুরুপ্রসাদাৎ বিদিত নিজাংশিস্বরূপস্তদিতর নিস্পৃহস্তদ-নুবৃত্তি পরিশুদ্ধস্তমনন্তানন্দ চিৎস্বরূপং প্রসাদাভিমুখং সুহৃত্তমং নিজস্বামিনং প্রাপ্য কদাচিদপি তদ্বিচ্যুতিং নেচ্ছতীতি॥" বলদেবের মতে মুক্তি সাধ্যা ও ভগবদনুগ্রহলভ্যা।

প্রকৃতি—বলদেবের মতে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। উহা তমোমায়াদি শব্দবাচ্যা এবং ঈশ্বরের ঈক্ষণে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিচিত্রজগৎ উৎপাদন করেন। সাংখ্যের প্রকৃতি স্বতন্ত্রা। বলদেবের মতে প্রকৃতি ঈশ্বরের আশ্রিতা, প্রকৃতি নিত্যা ও ঈশ্বরের বশ্যা; প্রকৃতি ব্রহ্মের শক্তি, ব্রহ্ম শক্তিমান্। সাংখ্যের মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্ব প্রভৃতি বলদেব স্বীকার করিয়াছেন। শঙ্কর ২।১।২ সূত্রের "ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ" সাংখ্য-পরিকল্পিত মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি অশ্রৌত বলিয়া নিরসন করিয়াছেন, কিন্তু বলদেব মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি অঙ্গীকার করিয়াছেন। প্রকৃতি সম্বন্ধে বলদেব বলিয়াছেন,—

"**প্রকৃতিঃ** সত্ত্বাদিগুণসাম্যাবস্থা তমোমায়াদিশব্দবাচ্যাতদীক্ষণাবাপ্তসামর্থ্যা বিচিত্রজগজ্জননী।" (১৩ পৃষ্ঠা)

কাল—বলদেবের মতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যুগপৎ চিরক্ষিপ্র প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগের কারণভূত ক্ষণ হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত উপাধিবিশিষ্ট, চক্রবৎ পরিবর্ত্তমান, প্রলয় ও সৃষ্টির নিমিত্তভূতজড়দ্রব্য বিশেষের নাম কাল। তিনি বলেন—"কালস্তু ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমান যুগপচ্চিরক্ষিপ্রাদি ব্যবহারহেতুঃ ক্ষণাদি-পরার্দ্ধান্তশ্চক্রবৎ পরিবর্ত্তমানঃ প্রলয়সর্গনিমিত্তভূতো জড়দ্রব্যবিশেষঃ।" (১৪ পৃঃ) তাঁহার মতে কাল নিত্য। কাল ঈশ্বরের অধীন।

কর্ম্ম—বলদেবের মতে কর্ম্ম জড়পদার্থ। অদৃষ্টাদি শব্দব্যপদেশ্য, অনাদি ও বিনশ্বর। তিনি বলিয়াছেন—কর্ম্ম চ জড়মদৃষ্টাদিশব্দব্যপদেশ্যমনাদি বিনাশী চ ভবতি।" (১৫ পৃষ্ঠা) কর্ম্ম ঈশ্বরের শক্তি, ঈশ্বর শক্তিমান্। জীব, প্রকৃতি, কাল প্রভৃতি নিত্য, কিন্তু কর্ম্ম অনিত্য বা বিনাশী।

তত্ত্বমসি বাক্য—বলদেবের মতে তত্ত্বমস্যাদি বাক্য অখণ্ডার্থপর নহে। "তত্ত্বমসি" বাক্যের অর্থ—তাঁহার তুমি, "তস্য ত্বম্ অসি।" "তত্ত্বমসি" বাক্যবলে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা নির্ণীত হয় না; পরন্তু ভেদই নির্দ্দিষ্ট হয়।

সাধন—বলদেবের মতে ভক্তিই মুখ্য সাধন। উপাসনার ফলেই ভগবান্ প্রীত হন্। তিনি প্রীত হইয়া মুক্তি প্রদান করেন। জ্ঞান, বৈরাগ্য সহকারী সাধন। বলদেবের মতে জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভক্তি ব্যতীত ভগবৎ-প্রাপ্তি হইতে পারে না। তিনি তৃতীয় অধ্যায়ের গোবিন্দভাষ্যের প্রারম্ভশ্লোকে বলিয়াছেন—

ন বিনা সাধনৈর্দ্দেবো জ্ঞানবৈরাগ্যভক্তিভিঃ।
দদাতি স্বপদং শ্রীমানতস্তানি বুধঃ শ্রয়েৎ ॥

গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পক্ষে বলদেবের এই সিদ্ধান্ত অনুধাবন করা উচিত। তাঁহারা আজকাল জ্ঞানের নামে চটিয়া আকুল হন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের দোহাই দিয়া বলেন—জ্ঞানশূন্যা ভক্তিই প্রকৃত প্রেম। কিন্তু বলদেব বলিলেন —"জ্ঞানবৈরাগ্যভক্তিভির্বিনা স্বপদং ন দদাতি।" তিনি ভাষ্যের অন্যত্রও বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম জ্ঞানৈকগম্যং।"

বলদেব পাঁচটী ভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই মধুর ভাবের গ্রহণ বল্লভাচার্য্যের মত হইতে

হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়। স্বামী-স্ত্রী ভাবের সাধনা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় শ্রীচৈতন্তের মতবাদ বালকের হস্তে আগুনের ন্যায় উপকারী না হইয়া অপকারীই হইয়াছে। বোধহয় এই মধুরভাবের ফলেই প্রকৃতিসাধক সহজিয়া, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে এবং ব্যভিচারের স্রোতে সমাজ কলঙ্কিত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় বলদেব প্রভৃতির সিদ্ধান্তগ্রন্থই বৈষ্ণব-সমাজে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রাধিকার—বলদেবের মতেও ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রাধিকার নাই। তিনি বলেন—"তস্যাং শূদ্রোনাধিক্রিয়তে।" শূদ্রাদির যখন বেদ পাঠাদিতে অধিকার নাই, সংস্কার নাই, তখন তাহারা ব্রহ্মবিদ্যার অনধিকারী—"শূদ্রস্য নাধিকারঃ।" বিদুরাদির বিষয়ে কিছুই উক্ত হয় নাই; কারণ তাঁহারা সিদ্ধপ্রজ্ঞ। শূদ্রাদির মোক্ষ পুরাণাদি শ্রবণ অনুবলে হইতে পারে, কিন্তু ফলের তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। তিনি বলেন—"তথা বিদুরাদীনাং তু সিদ্ধপ্রজ্ঞত্বান্ন কিঞ্চিচ্চোদ্যং। শূদ্রাদীনাং মোক্ষস্তু পুরাণাদিশ্রবণজ জ্ঞানাৎ সম্ভবিষ্যতি, ফলে তু তারতম্যং ভবতি।" যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় মুসলমানকেও ভক্তিবাদের ক্রোড়ে আনিয়া হিন্দুধর্ম্মে স্থাপিত করিতে সচেষ্ট, তাঁহাদের প্রধান আচার্য্য আবার ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রাধিকার নিরস্ত করিলেন। ইহাকেই বলে প্রকৃতির প্রতিশোধ। বলদেব শূদ্রাদির মুক্তিফলের তারতম্যও স্বীকার করিয়াছেন। শূদ্র মুক্ত হইলেও তাহার মুক্তি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মুক্তি অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে। যাঁহারা বলেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত প্রেমের ধর্ম্মে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে সমান করিয়াছে, তাঁহাদের এইস্থলে প্রণিহিত হওয়া আবশ্যক। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, শূদ্রাদির বেদপূর্ব্বক জ্ঞান না হইলেও ইতিহাস পুরাণাদির সাহায্যে হইতে পারে। এই অংশে কিন্তু বলদেব শঙ্করের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। শঙ্কর মুক্তির তারতম্য অঙ্গীকার করেন নাই। শূদ্র মুক্ত হইলেও তাহার মুক্তি নিকৃষ্ট, বলদেব ইহা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

ভক্তি—বলদেবের মতে ভক্তিই জীবের একমাত্র পুরুষার্থের সাধন। ঐ ভক্তি হ্লাদিনীশক্তি ও সম্বিৎশক্তির সারভূতা, সুতরাং ভক্তি জ্ঞানরূপিনী ও আনন্দদায়িনী। জ্ঞানের সারই ভক্তি। ঐ জ্ঞান দ্বিবিধ, যথা—বিদ্যা ও বেদন। শুদ্ধ "ত্বং" পদার্থানুসন্ধি জ্ঞানের নাম বিদ্যা। এই বিদ্যা কৈবল্য বা নির্ব্বাণ মুক্তির সাধন এবং "তৎ" পদার্থ-পরিশুদ্ধি-বিজ্ঞানরূপ সাধকজ্ঞান বা বিধিভক্তি ও নির্গুণভক্তিরূপ প্রকৃত পুরুষার্থ-সাধক জ্ঞান বা রুচিভক্তির নামই বেদন।

ভক্তি অনুশীলনের তিনটী অবস্থা, যথা—সাধন, ভাব ও প্রেম। ইন্দ্রিয়গণের প্রেরণাদ্বারা সাধনীয়া সামান্যা ভক্তির নাম সাধনভক্তি। ইহা জীবের হৃদয়নিহিত প্রেমকে উদ্দীপিত করে বলিয়াই ইহাকে সাধনভক্তি বলা হয়। শুদ্ধসত্ত্ববিশেষরূপ, প্রেমসূর্য্যাংশুসদৃশ এবং রুচিদ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা সম্পাদক ভক্তিবিশেষের নামই ভাব। এই ভাবই প্রেমের প্রথম অবস্থা। এই নিমিত্ত ভাব ঘনীভূত হইলেই তাহাকে প্রেম বলা যায়। প্রেমই চেষ্টার চরম ফল, প্রেমই জীবের নিত্যধর্ম্ম।

বৈষ্ণবমতে ভক্তি জ্ঞানের সার। বাস্তবিক এই সিদ্ধান্ত সমীচীন মনে হয় না। ভক্তি বা প্রেম জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে—ইহাই মনোরাজ্যের সত্য। সকল দর্শনশাস্ত্রই একবাক্যে বলিয়াছেন জ্ঞানই পুরুষার্থের মুখ্যসাধন, কর্ম্ম ও ভক্তি সহকারীসাধন। ভক্তি কর্ম্মবিশেষ মাত্র, জ্ঞানকে ভক্তির বা প্রেমের—সার বলাই সঙ্গত ও শোভন।

বলদেবের মতের সারার্থসংক্ষেপ।

বলদেবের মতে নয়টী প্রমেয়, যথা—

১। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরতম বস্তু।
২। তিনি নিখিল শাস্ত্রবেদ্য।
৩। বিশ্ব সত্য।
৪। তদ্‌গতভেদও সত্য।
৫। জীবমাত্রই শ্রীহরির দাস।
৬। জীবের সাধনগত তারতম্য অবশ্য স্বীকার্য্য।
৭। শ্রীকৃষ্ণের চরণ লাভই মুক্তি, মুক্তির তারতম্য আছে।
৮। নির্গুণ হরি ভজনরূপ অপরোক্ষজ্ঞান বা ভক্তিই মুক্তির হেতু।
৯। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই তিনটী প্রমাণ।

মন্তব্য।

বলদেবের মতবাদ মধ্বাচার্য্যের মতের প্রতিধ্বনি মাত্র। মধ্ব হইতে বলদেবের মতের যে যে অংশে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তাহাও নিম্বার্ক ও বল্লভীয় মতের প্রভাব ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। কেবল মাত্র মতবাদ হিসাবে বলদেবের মৌলিকতা দেখা যায় না। তবে রং পরং তোলায় কৃতিত্ব আছে এবং যেরূপভাবে ইহার মতবাদ সংস্থাপিত হইয়াছে সেই প্রণালীতে অবশ্য মৌলিকতা অল্পবিস্তর আছে। বলদেব তাঁহার ভাষ্যেও মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, ব্যাখ্যার মৌলিকতাও আছে। কোন কোন বিষয়ে তিনি শঙ্করের মতবাদেও প্রভাবিত হইয়াছেন। বলদেবের মতবাদ অনেকটা পরিমাণে "Syncretism"। বলদেবের মতবাদ যে মধ্বমতের প্রভাবে প্রভাবিত, তাহা বলদেব নিজেও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার রচিত সিদ্ধান্তরত্ন বা ভাষ্যপীঠকের সমাপ্তিশ্লোকে মধ্বকে নমস্কার ও আচার্য্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।* ইহা হইতেও প্রতীয়মান হয় গৌড়ীয় মত মধ্বমতের ক্রমবিকাশ মাত্র। গোবিন্দভাষ্যের টীকায় সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকরূপে আনন্দতীর্থ বা মধ্বাচার্য্যকে বন্দনাও করা হইয়াছে :—

"আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণিং যমিহ জনাং কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥"

স্বগুরু পরম্পরায় মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়েরই উল্লেখ রহিয়াছে :—

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞাকান্
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি মাধবান্॥
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্॥
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততোলক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্ মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ॥
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈতনিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্।
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে॥

---

* আনন্দতীর্থপ্রণূতমচ্যুতং যে চৈতন্য ভাস্বৎ প্রভয়াতিফুল্লম্।
চেতোহরবিন্দং প্রিয়তামদন্দং পিবন্ত্বলিঃ সচ্ছিবতত্ত্ববাদম্॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ।
ভাষ্যমেতদ্বিরচিতং বলদেবেন ধীমতা॥
শ্রীগোবিন্দনিদেশেন গোবিন্দাখ্যমগাত্ততঃ।
অধীত্য সর্ব্বান্ বেদান্তান্ গুরোর্লক্ষ্মীধবপ্রিয়ান্॥ (৫ পৃষ্ঠা)

এতদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত মধ্বমতের শাখাবিশেষ।

বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় একটী বিষয়ে বড়ই অনুদারভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি গোবিন্দভাষ্যের সমাপ্তিতে গোবিন্দভক্তের ভাষ্য পাঠের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া অন্যের প্রতি শপথ দিয়াছেন. যথা—

"শ্রীমদ্ গোবিন্দপদারবিন্দমকরন্দলুব্ধচেতোভিঃ।
গোবিন্দভাষ্যমেতৎ পাঠ্যং শপথোঽপিতোঽন্যেভ্যঃ॥"
(গোবিন্দভাষ্য—১২২ পৃষ্ঠা)

এতদ্দৃষ্টে মনে হয় তৎকালে জিগীষার ভাব বড়ই প্রবল হইয়াছিল। আক্রমণের ভয়ে বলদেব ওরূপ শপথ দিয়া থাকিবেন। যিনি গোবিন্দ-চরণ-সংসক্ত, তাঁহার পক্ষে এরূপ শপথ দেওয়া শোভন হয় নাই। আয়ুর্ব্বেদের আচার্য্য চক্রদত্তও স্বীয় নিবন্ধের সমাপ্তিতে ঐরূপ শপথ দিয়াছেন। *

মধ্বভাষ্য হইতে বলদেবের গোবিন্দভাষ্য বিশদ ও প্রাঞ্জল। মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যে কেবল পৌরাণিক প্রভৃতি বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু বলদেবের ভাষ্যে সেরূপ নাই। ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বলদেব অনেকস্থলে মৌলিকতাই প্রকাশ করিয়াছেন।

* "যঃসিদ্ধ যোগলিখিতাধিকসিদ্ধযোগা
নত্রৈব নিক্ষিপতি কেবলমুদ্ধরেদ্ধরেদ্বা।
ভট্টত্রয়ত্রিপথ বেদবিদা জনেন
দত্তঃ পতৎসপদি মূর্দ্ধনি তস্য শাপঃ॥"

ইউরোপীয় পণ্ডিত

সার উইলিয়ম জোনস্

সার উইলিয়ম জোনস্ (১৭৪৬—১৭৯৪) ইউরোপে সংস্কৃত চর্চ্চার অগ্রদূত। তিনি একাদশ বৎসরকাল ভারতে বাস করেন এবং ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই ঐকান্তিক পরিশ্রমে কলিকাতায় Asiatic Society of Bengal স্থাপিত হয়। ইনি নিজে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। তৎপরে মনুসংহিতার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তাঁহারই প্রযত্নে সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থ দেবনাগর অক্ষরে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৭৯২ খৃঃ 'ঋতুসংহার' নামক কালিদাসের গ্রন্থ প্রথমে দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হয়।* তিনিই বলিয়াছেন--বেদান্ত পাঠে মনে হয় গ্রীসদেশীয় দার্শনিকগণ—প্লেটো পিথাগোরাস প্রভৃতি ভারতীয় ঋষিগণের মূল প্রস্রবণ হইতেই চিন্তা-ধারা পান করিয়াছেন। ইনি বেদান্তের কোনও গ্রন্থ প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু এ-সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। জোনস্ সাহেবের গ্রন্থাবলী ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর উপসংহার

এই শতাব্দীই দার্শনিক মৌলিকতার শেষ। সহস্রাধিক বৎসরকাল যে দার্শনিক প্রতিভার স্ফূর্ত্তি হইতেছিল তাহা যেন ঐন্দ্রজালিকের সম্মোহনে একেবারে নির্ব্বাপিত হইল। পাণ্ডিত্য পল্লবগ্রাহিতায় পর্য্যবসিত হইল। উদ্ভাবনী শক্তি কেবল সমালোচনায় পরিসমাপ্তি লাভ করিল। এই শতাব্দীতে গৌড়ীয় মতের অভ্যুদয় ব্যতীত বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী যে দার্শনিক সমর চলিয়াছিল তাহারও অবসান হইল। জাতীয়-চিন্তা দার্শনিক ক্ষেত্রে মৌলিকতা পরিত্যাগ করিয়া কেবল জল্প-বিতণ্ডায় অপব্যয়িত হইতে লাগিল। জাতীয় চিন্তার অন্তর্ম্মুখীন্ ধারা বহির্ম্মুখীনতায়

* ইনি কালিদাসের শকুন্তলার ইংরাজী অনুবাদ করেন। তাঁহার এই অনুবাদ গেটে সাহেব পড়িয়া মুগ্ধ হন এবং শকুন্তলার উচ্চ প্রশংসা করেন। গেটে সাহেবের এই প্রশংসা জর্ম্মন পণ্ডিতগণের প্রাণে সংস্কৃত চর্চ্চার প্রেরণা সঞ্চার করে। (প্রকাশক)

দার্শনিকতা হারাইল। ভারতীয় চিন্তার ধারা নূতন পথে প্রধাবিত হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক ইতিহাস অবনতির ইতিহাস।

উনবিংশ শতাব্দীর উপক্রম

এই শতাব্দীতে কোনও মৌলিক গ্রন্থ বিরচিত হয় নাই। দার্শনিক চিন্তা কেবল সমালোচনায় পর্য্যবসিত। ইতিহাসের দিকে মনীষিগণের চেষ্টা কতকটা পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে। এই শতাব্দীর চারিটী বিশেষত্ব আছে। **প্রথম**—প্রদেশীয় ভাষায় বেদান্ত-শাস্ত্রের অনুবাদ ও প্রচার হইয়াছে। **দ্বিতীয়**—ইউরোপীয় এবং দেশীয় পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টায় বেদান্তের মত ইউরোপে বিস্তার লাভ করিয়াছে, এবং ইউরোপীয় দর্শনকে প্রভাবিত করিয়াছে। **তৃতীয়**—খৃষ্টান মতের আবির্ভাবে বেদান্ত-মত বিকৃত হইয়া নানারূপ সাম্প্রদায়িক মতের উদ্ভব হইয়াছে। মুসলমান শাসনকালে যেমন নানক, কবীর প্রভৃতির মতবাদ মুসলমান ধর্ম্ম-প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীতেও সেইরূপ বঙ্গদেশের ব্রাহ্মমত, থিয়োসফিষ্ট-মত, এবং পাঞ্জাবের আর্য্যসমাজের মত খৃষ্টান প্রভাবের ফল বলিয়া প্রতীত হয়। অবশ্যই এই তিন মতের ভিত্তি বেদান্তে, কিন্তু এই তিন মতই খৃষ্টীয় পোষাকে বেদান্ত। সুতরাং কতকটা পরিমাণে বিকৃত হইয়াছে। নববিধান ব্রাহ্মমত চয়নবাদে (Eclecticism) পরিণতি লাভ করিয়াছে। থিয়োসফি সমন্বয়-বাদে (Syncretism) ব্যাপৃত। আর্য্যসমাজের মতবাদ প্রাচীন ও আধুনিকে মিল করিতে গিয়া এক অভিনব মতবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ব্রাহ্মমতের প্রধান দোষ যে উহাতে জাতীয়তা বোধ থাকে না, কতকটা Abstraction এর সৃষ্টি করে। থিয়োসফিও সেই দোষে দুষ্ট। বিশ্বমানবকে এক করিবার প্রচেষ্টা utopian, উহাতে কল্পনার সৌষ্ঠব থাকিলেও বাস্তবত্ব নাই। আর্য্য-সমাজের মতবাদে Rationalism থাকিতে পারে, কিন্তু জাতির ইতিহাসের সহিত যোগ না থাকায় অনেকটা পরিমাণে আধারশূন্য ভাবের মত হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্যই ঐ সকল মতাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেক মহাত্মা ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অতি উচ্চ। কেবল দার্শনিক ও ঐতিহাসিক দিক্ দিয়া—এই সকল মতবাদের আলোচনায় আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করা হইল। এই তিন সম্প্রদায় দল ভাঙ্গিতে গিয়া দল গড়িয়া বসিয়াছেন। ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ।

কেবল ব্যবহারিক দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ঘাত প্রতিঘাতের ফলে যে মতবাদের উদ্ভব হয়, যাহাতে বিজাতীয় অনুকরণ স্পৃহা থাকে, তাহা কতকটা পরিমাণে স্বাভাবিকতা হারাইয়া ফেলে। ধর্ম্ম-জীবন ও দার্শনিকজীবন কেবল চয়নবাদ (Ecleticism) ও সমন্বয়বাদের (Syncretism) উপর দাঁড় হইতে পারে না। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতবাদ যেমন বেদান্তের পোষাকে সাংখ্যবাদ হওয়ায় অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ ব্রাহ্মবাদ, থিয়োসফিবাদ ও আর্য্যসমাজবাদ * খৃষ্টানী পোষাকে বেদান্ত-বাদ হওয়াতে অস্বাভাবিক হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর **চতুর্থ** বিশেষত্ব—শাস্ত্রের বহুল প্রচার। ইংরাজ রাজত্বের শাসনগুণে আভ্যন্তরীণ শান্তি থাকায় প্রচার কার্য্যের সুবিধা হইয়াছে। ভারতের নানা প্রদেশে এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় গ্রন্থ প্রচারক সমিতি স্থাপিত হওয়ায় গ্রন্থের বহুল প্রচার হইয়াছে। মাসিক পত্রগুলিও প্রচার-কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মৌলিকতা একেবারে নির্ব্বাপিত, এই শতাব্দী সমালোচনার ও প্রচারের যুগ। এই শতাব্দীর বিশেষত্ব এই যে, খৃষ্টান মতবাদ ভারতকে প্রভাবিত করিয়াছে। ইউরোপীয় সাহিত্যের চিন্তা ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতীয় চিন্তার ধারা কতকটা পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে; আধ্যাত্মিক ভারতকে অল্পাধিক পরিমাণে জড় ভারতে পরিণত করিয়াছে। পক্ষান্তরে ভারতের চিন্তা ও সাহিত্য ইউরোপীয় চিন্তা ও সাহিত্যকে প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। স্বাধীন প্রকৃতি ইউরোপ ভারতীয় চিন্তাকে আপনার ছাঁচে ঢালিয়া আপনার করিতে ব্যস্ত। আর অনুকরণপরায়ণ ভারত কেবল গতানুগতিক ভাবে অনুকরণ করিতে গিয়া স্বীয় সনাতন ভাব হইতে বিচ্যুত হইতেছে। আদান প্রদান প্রকৃতির নিয়ম, কিন্তু পরস্ব গ্রহণ করিতে হইলেও স্বাধীন ভাবে গ্রহণ করিতে হয়। আপনার মূল উপাদান বজায় রাখিয়া পরস্ব গ্রহণ করিতে হয়।

* আর্য্যসমাজ-বাদ খৃষ্টীয়ভাবে প্রভাবিত না হইলেও হইতে পারে, তবে জাতির ইতিহাসের সহিত ইহার যোগ কম। আমাদের মনে হয় দয়ানন্দ স্বামী একেবারে ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার হস্ত হইতে উদ্ধার পান নাই। বৈজ্ঞানিক ও খৃষ্টান প্রভাব তাঁহার জীবনে থাকিবার সম্ভাবনা। বৃন্দাবনে অবস্থান কালীন বৈষ্ণব প্রভাবেরও সম্ভাবনা আছে।

ইউরোপীয় জড়বাদে মুগ্ধ ভারত বাহিরের চাকৃচিক্যে মুগ্ধ হইয়া সনাতন ভাবের সহিত জড়বাদের মিলন করিতে না পারিয়া, জড়বাদের ভিত্তিতে অধ্যাত্মবাদকে স্থাপন করিতে গিয়া অস্বাভাবিকতাদোষে দুষ্ট হইয়াছে।

ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক-উন্নতি বেদান্ত দর্শনের বিকাশের সহায় হইয়াছে। বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হইতেছে ততই বেদান্তের প্রতিপাদিত সত্যের বিকাশ হইতেছে। স্পন্দন জড়ের ধর্ম্ম, প্রকাশ চিতের ধর্ম্ম; ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞান সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে। রসায়ণশাস্ত্র পরমাণুবাদ অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্মাণুবাদ অর্থাৎ electron theory তে পৌছিয়াছে। রেডিয়মের (Radium) আবিষ্কারে পরমাণুবাদ বিদ্ধস্ত হইয়াছে, সূক্ষ্মাণু বা electron আবিষ্কৃত হইয়াছে। সূক্ষ্মাণুতেও স্পন্দন আছে, সুতরাং ক্রমশঃ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম-কারণ আবিষ্কৃত হইতেছে। সূক্ষ্মাণুতে স্পন্দন থাকায় তাহাও সাংখ্য পরিকল্পিত "অব্যক্ত প্রকৃতি" নহে। স্পদন জড়ের ধর্ম্ম নির্ণীত হওয়ায় আত্মা মন হইতে পৃথক-চৈতন্য স্বরূপ এই মতবাদের আরও স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। বিজ্ঞানের বিকাশে তাই বেদান্তের বিকাশ সংসাধিত হইয়াছে। বিজ্ঞান ক্রমে বেদান্তের অভিমুখীন হইতেছে। বেদান্তের প্রতিপাদিত সত্যের ইহাই মহিমা।

ঊনবিংশ শতাব্দী

প্রথম বিশেষত্ব

এই শতাব্দীতে কোনও বিশেষ আচার্য্যের আবির্ভাব হয় নাই; কেবল প্রদেশীয় ভাষায় বেদান্তের সত্য সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রদেশীয় ভাষার মধ্যে বৈদান্তিক সাহিত্যে হিন্দী ভাষার আসন সর্ব্বোপরি। বঙ্গভাষায় শারীরক ভাষ্যাদির অনুবাদ ও প্রকরণ গ্রন্থও অনুদিত হইয়াছে।

বঙ্গভাষা

কালিবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় শারীরক ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ প্রচার করেন (বঙ্গাব্দ ১২৯৪, খৃষ্টাব্দ ১৮৮৭)। তিনি বেদান্ত-সারেরও অনুবাদ করিয়াছেন। মহেশচন্দ্র পাল মহাশয় উপনিষদ সমূহের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টি সাধন করেন। এই শতাব্দীর শেষভাগে মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয় স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অতিমানুষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। গোপাল লাল বসু মল্লিক মহাশয়ের ফেলোশিপের বক্তৃতায় চন্দ্রকান্ত পাঁচ বৎসরকাল বেদান্ত সম্বন্ধে বিচারপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রথম বর্ষে উপক্রমণিকা, নামকরণ প্রণালী, দর্শন শাস্ত্র এবং ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনের সারমর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষে অন্যান্য দার্শনিক মতের সহিত তুলনা করিয়া বেদান্তের মত স্থাপিত করিয়াছেন। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের তুলনামূলক বিচার এই প্রবন্ধে যেরূপ আছে, বোধহয় বঙ্গভাষায় আর কোনও প্রবন্ধে তাহা নাই। চন্দ্রকান্তের গ্রন্থ ব্যতীত বঙ্গভাষায় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থও বিরল। চন্দ্রকান্তের প্রবন্ধে প্রতিবিম্ববাদ ও অবিচ্ছিন্নবাদ সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। তিনি প্রতিবিম্ববাদেরই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার প্রথমবর্ষের বক্তৃতা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে (১৮২০ শকে) প্রকাশিত হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। অন্য চারি বর্ষের বক্তৃতা বিংশ-শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৯০০—১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে) মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। চন্দ্রকান্তের প্রবন্ধের ন্যায় প্রবন্ধ অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় বিরল, কিন্তু জাতীয় দুর্ভাগ্য এখন চন্দ্রকান্তের প্রবন্ধ পাওয়া যায় না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মত সম্বন্ধে শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়ের প্রচেষ্টা উল্লেখ যোগ্য। তিনি বলদেব বিদ্যাভূষণের গোবিন্দভাষ্যের অনুবাদ ও গোবিন্দ-ভাষ্য-বিবৃতি নামক এক প্রবন্ধ লিখিয়া বলদেবের মত বিবৃত করিয়াছেন। বলদেবের "সিদ্ধান্তরত্ন বা ভাষ্যপীঠকের" বঙ্গানুবাদও গোস্বামী মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন। শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় বৃহদারণ্যক্ ও ছান্দোগ্য উপনিষদের সংস্কৃত ভাষায় টীকাও রচনা করেন।

বঙ্গবাসী আফিস হইতে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় পঞ্চদশীর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধ হিসাবে একমাত্র চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, মহাশয়ের নামই উল্লেখযোগ্য।

৺দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয় গীতার এক সরল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "জ্ঞান ও কর্ম্ম" নামক এক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তে রচিত হইয়াছে। ইহাতে বেদান্তের দিক হইতে জ্ঞান ও কর্ম্মের আলোচনা করা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মতে কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় অনেক গ্রন্থ অনুবাদ সহ প্রকাশ করিয়াছেন। "আম্নায়সূত্র" নামক এক প্রবন্ধে তিনি গৌড়ীয় মতের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, ইহার সঙ্গে তাহার স্বকৃত বঙ্গানুবাদ আছে।

বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় "উপনিষদের উপদেশ" নামক এক প্রবন্ধ রচণা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ কয়েকখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে উপনিষদের আখ্যায়িকাগুলির তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে। শাঙ্করমত ব্যাখ্যাকল্পে স্থান বিশেষে তিনি শঙ্করকে অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। *

হিন্দী ভাষা

হিন্দী ভাষায় অনেক প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে, বোধহয় প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে হিন্দী দার্শনিক সাহিত্য সর্ব্বাপেক্ষা পরিপুষ্ট।

১। স্বামী অভিলাখ দাস উদাসী "অভিলাখ সাগর" নামক এক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে বন্দন-বিচার, গ্রন্থ-বিচার, মার্গ-বিচার, ভজন-বিচার,

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

জড়ব্রহ্ম-বিচার, চৈতন্য ব্রহ্ম-বিচার, নিরাকার ব্রহ্ম-বিচার, মিথ্যা ব্রহ্ম-বিচার, অহং ব্রহ্মবিচার, ব্রহ্ম-বিচার প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে।

২। ভগবানদাস নিরঞ্জনী "অমৃতধারা" নামক বেদান্তের এক প্রকরণ গ্রন্থ পদ্যে লিখিয়াছেন।

৩। পরমহংস চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামী "আত্মপুরাণ" নামক এক বৃহৎ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে দশোপনিষদের ভাবার্থ বর্ণিত আছে। স্বামিজী মহাদেবানন্দ সরস্বতী কৃত "তত্ত্বানুসন্ধান ও অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তুভের" হিন্দী অনুবাদও করিয়াছেন।

৪। আনন্দগিরি স্বামী "আনন্দামৃতবর্ষিণী নামক এক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে গীতার তাৎপর্য্য নির্ণয়াবসরে বেদান্ততত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে।

৫। কাম্‌লীবালে বাবাজী "পক্ষপাত রহিত অনুভব প্রকাশ" নামক এক প্রবন্ধ রচনা করেন। সকল শাস্ত্রের অধ্যাত্ম তাৎপর্য্য এই প্রবন্ধে নির্ণীত হইয়াছে।

৬। গুলাব সিংহ শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র কৃত "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" নাটকের ভাষ্যানুবাদ করিয়াছেন।

৭। পরমহংস লক্ষ্যানন্দ স্বামী "মোক্ষগীতা" এবং "বিবেক বীর বিজয়" নামক দুইখানি বেদান্তের প্রকরণগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

৮। গুলাব রায়জী "মোক্ষপন্থ" নামক এক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন।

৯। স্বামী নিশ্চলদাসজী "বিচারসাগর" নামক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ইহার উপর নিজেই টীকা রচনা করেন। পীতাম্বর দাস ইহার উপরে সুবিস্তৃত টীকা রচনা করিয়াছেন। বোধহয় হিন্দী ভাষায় বৈদান্তিক গ্রন্থের মধ্যে "বিচারসাগর" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। স্বামী নিশ্চলদাস "বৃত্তি প্রভাকর" নামক অন্য এক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে ষড়্‌দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে বেদান্তমতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

১০। স্বামী গোবিন্দদাস "বিচার-মালা" প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন।

১১। পীতাম্বর দাস বালবোধিনী টীকা সহ "বিচার চন্দ্রোদয়" রচনা করিয়াছেন। বঙ্গদেশে শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় বিচার চন্দ্রোদয়ের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। বিচার চন্দ্রোদয়ে বেদান্ত প্রতিপাদ্য বিষয় অতি সুন্দররূপে প্রপঞ্চিত হইয়াছে।

১২। কবিবর কেশবদাস "বিজ্ঞান গীতা" নামক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সুন্দর-বিলাস, স্বরূপানুসন্ধান, স্বানুভব প্রকাশ, সন্তোষ-সুরতরু, সন্তপ্রভাব প্রভৃতি অনেক প্রবন্ধ হিন্দীভাষায় বিরচিত হইয়াছে। যোগেশ্বর বলানাথজী মারবাড়ী ভাষায় "অনুভবপ্রকাশ" নামক এক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণীত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দীসাহিত্য দার্শনিকক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। *

উনবিংশ শতাব্দী

দ্বিতীয় বিশেষত্ব

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে সার উইলিয়ম জোনস্ (Sir William Jones), চার্লস্ ইউল্‌কিনস্ (Charles Wilkins), কোলব্রুক (Cole Brook) প্রভৃতি সাহেবগণ প্রথমে দার্শনিকক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই তাঁহারা সংস্কৃত-সাহিত্য-রাজ্যে প্রবেশ করেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে উইলসন্, রোয়ার, কাওয়েল, বথলিং, ডসেন্, গার্ব্বে, মোক্ষমূলর, থিব, কর্ণেল জেকব, বুলার, ডেভিস, বেনিস, গফ্ প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ দার্শনিক সাহিত্য আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই সকল পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টায় দার্শনিকসাহিত্য ইউরোপের সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দার্শনিক সাহিত্যের প্রচারে ইউরোপীয় চিন্তা ও কাব্য প্রভাবিত হয়। এডুইন্ আরনল্ড (Edwin Arnold) সাহেব Light of Asia নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া বুদ্ধদেবের জীবনী ইউরোপীয় সমাজের নিকট উপস্থাপিত করেন। বর্ত্তমান শতাব্দীতে যেয়স্ (yeats) ও রাসেল্ (Russel) প্রভৃতি ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতগণ ভারতীয় প্রভাবে প্রভাবিত

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

দার্শনিক চিন্তায় সোপেনহৌর, ভন্‌হার্টম্যান্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ প্রভাবিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে দিনেমার অধ্যাপক হফ্‌ডিং (Harold Hoffding) তৎকৃত Philosophy of Religion নামক গ্রন্থে উপনিষদের চিন্তার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। বিদেশীর পক্ষে যতদূর সম্ভব তাহা তাঁহারা করিয়াছেন। তাঁহাদের যে ভ্রম প্রমাদ নাই এমন নহে। অনেক স্থলে তাঁহারা তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম কবিতে না পারিয়া ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

কোল্‌ব্রুক্ (Colebrook ১৭৬৫ খৃঃ—১৮৩৭ খৃঃ)—ইনি ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে "Asiatic Researches" নামক প্রবন্ধে বেদ সম্বন্ধে—On The Vedas প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কোল্‌ব্রুক্ ও উইল্‌সন্ সাহেব "গৌড়পাদীয়-ভাষ্য সহিত" সাংখ্য-কারিকার ইংরাজী অনুবাদ সহ এক সংস্করণ প্রকাশিত করেন। অক্‌স্‌ফোর্ডে এই সংস্করণ প্রথম প্রকাশিত হয়। কোল্‌ব্রুক্ * ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধেও প্রবন্ধাদি রচনার সূচনা করিয়া যান। পরবর্ত্তীকালে তাঁহারই পথ অনুসরণ করিয়া অন্যান্য পণ্ডিতগণ বেদান্ত-দর্শনাদি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

উইল্‌সন্ (Horace Hayman Wilson)—উইল্‌সন্ সাহেব ভারতীয় নাট্য সম্বন্ধে একটী সুবিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধের তৃতীয় সংস্করণ ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের নাম "Select Specimens of the Theatre of the Hindus"। অবশ্যই এই প্রবন্ধে উইল্‌সন্ সাহেব যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা সকলাংশেই সঙ্গত ও শোভন নহে। ইনি কোল্‌ব্রুক্ সাহেবের সহিত সাংখ্যকারিকার এক সংস্করণও প্রকাশ করিয়াছেন। † শঙ্করাচার্য্যের অবস্থিতি-কাল সম্বন্ধেও

* ইনি প্রথমে সংস্কৃত ব্যাকরণের ইংরাজী অনুবাদ করেন, এবং অনেক সংস্কৃত হাতের লেখা সংগ্রহ করিয়া East India Companyকে প্রদান করেন। তাঁহারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে লণ্ডনে Royal Asiatic Society স্থাপিত হয়।—(প্রকাশক)

† ইনি সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান রচনা করেন।

বোডেন্ (Colonel Boden)—একজন খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের উগ্র উৎযোক্তা। তাঁহার বিশ্বাস সংস্কৃতে সুশিক্ষিত হইলে ভারতে মিশনারিগণের প্রচার কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইবে, এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণীত হইয়া খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের সৌকার্য্য সাধনের জন্য তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি ১৮৩০ খৃঃ অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদান করেন। ইহা হইতে বোডেন্ বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়, এবং ১৮৮০ খৃঃ সংস্কৃত চর্চ্চার একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয়। (প্রকাশক)

উইলসন্ সাহেব গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গবেষণার ফলে যে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। উইলসন্ সাহেবও পথ প্রদর্শক মাত্র।

চার্লস্ উইল্‌কিন্‌স্ (Charles Wilkins)—ইনি ১৭৭০ খৃঃ ভারতে আগমন করেন, এবং সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ভাগবত গীতার ইংরাজী অনুবাদ করেন। ১৭৮৫খৃঃ এই গীতানুবাদ লণ্ডনে প্রকাশিত হয়, এবং ভাগবত গীতার এই ইংরাজী অনুবাদ জার্ম্মাণী ও ফরাসী ভাষায় অনুদিত হয়।

রোয়ার (Roer)—রোয়ার সাহেব কএকখানি উপনিষদের সম্পাদক। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা "বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা সিরিজে" ঐতরেয়, কেন, শ্বেতাশ্বতর, কঠো, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি উপনিষদ্ সম্পাদন করিয়া প্রকাশিত করেন।

কাওয়েল্ (Cowell)—ইনিও উপনিষদের সম্পাদক। কলিকাতার বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা সিরিজে কএকখানি উপনিষদ্ প্রকাশিত করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কৌষীতকী উপনিষদ্, ১৮৭০ খৃঃ মৈত্রী উপনিষদ্ সম্পাদন করেন। ইনি বুদ্ধ চরিতের অনুবাদক, ১৮৯৩ খৃঃ বুদ্ধ চরিত অক্‌স্‌ফোর্ডে প্রকাশিত করেন।

বৎলিঙ্ক্ (Both Ling)—ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে অন্যতম প্রধান পণ্ডিত। ইনি রথ্ (Roth) সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া সংস্কৃত ভাষার এক জর্ম্মন্ অভিধান প্রণয়ন করিয়াছেন। রুশিয়ার রাজধানী সেণ্ট পিটারস্‌বার্গ (বর্ত্তমান নাম লেনিন্ গ্রাড্) হইতে এই সুবৃহৎ অভিধান ৭ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে (১৮৫২-১৮৭৫)। বৎলিঙ্ক্ সাহেব ইহার এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণও (১৮৭৯—১৮৮৯ খৃঃ) লিপ্‌জিগে প্রকাশ করেন। ১৮৯৭ খৃঃ ইঁহার রচিত Sanskrit Chrestomathic নামক প্রবন্ধের তৃতীয় সংস্করণ লিপ্‌জিগ্ নগর হইতে প্রকাশিত হয়। *

১৮৮৯ খৃঃ ইনি ছান্দোগ্য উপনিষদ্ অনুবাদ সহ সম্পাদিত করিয়া লিপ্‌জিগ্ নগর হইতে প্রকাশিত করেন। ঐ খৃষ্টাব্দেই সানুবাদ বৃহদারণ্যক উপনিষদ সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ১৮৭০—৭৩ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট্-পি-টারস্‌বার্গ্

* ইনি 'পাণিনি' অনুবাদ করেন, এবং এই অনুবাদে প্রাচ্য পণ্ডিতগণের পাণিনি অধ্যয়নে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।—(প্রকাশক)

নগর হইতে দুই খণ্ডে "Indische Spriuche" নামক প্রবন্ধের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইনি বৈদিক সাহিত্যেই স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

অধ্যাপক মোক্ষমূলার (Prof.F-Max Muller)—ইনি অধ্যাপক ছিলেন। ভারতীয় দর্শন আলোচনায় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠ। বৈদিক ও বৈদান্তিক সাহিত্যে ইঁহার রচিত অনেক প্রবন্ধ আছে। ইনি ঋগ্‌বেদের সম্পাদক। ১৮৭৩ খৃঃ কেবল ঋগ্‌বেদের মূল লণ্ডনে প্রকাশিত. করেন। ১৮৭৭ খৃঃ উহার পদপাঠ প্রকাশিত হয়। ১৮৭৭ খৃঃ Aufrecht Bonn নগর হইতে রোমান অক্ষরে (Roman Characters) ঋক্‌সংহিতা প্রকাশিত করেন। ১৮৯০-৯২ খৃঃ সায়নভাষ্য ও পদপাঠ সহিত ঋক্‌সংহিতা লণ্ডন নগরী হইতে প্রকাশিত করেন। ১৮৯১ খৃঃ অক্‌স্‌ফোর্ড হইতে প্রকাশিত Sacred Books of the East Seriesএ কতকগুলি বৈদিক শুক্তের অনুবাদ প্রকাশিত করেন। *

Sacred Books vol. I and XV এতে কএকখানি উপনিষদের অনুবাদ করিয়াছেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে Royal Institutionএতে বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ পাঠ করেন, ইহাই—"A Vedanta Philosolipy" নামে অভিহিত। ১৮৯৯ খৃঃ Six Systems of Indian Philosohpy প্রকাশ করেন। ইনি কালিদাসকৃত মেঘদূতের জার্ম্মান্ ভাষায় অনুবাদও প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৪৭ খৃঃ কনিগ্‌সবার্গ্ (Konigs Berg) নামক নগরে এই অনুবাদ প্রকাশিত হয়। মোক্ষমূলার—Contribution to the Science of Mythology, Introduction to the Science of Religion, Natural Religion (The Gifford Lectures), Physical Religion (Gifford Lectures), Anthropological Religion, Theosophy of Psychological Religion, The origin and growth of Religion, Biographies of words, and the Home of the Aryans, The science of Language, chips from a German work

* (Vedic Hymns—মরুৎ, রুদ্র,বায়ু, বাত—Sacred Bks. of the East Series vol. xxx ii)

shop; India, what it can teach us" * প্রভৃতি অনেক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ইনি বেদান্ত-দর্শনে শাঙ্কর মতের অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু স্থল বিশেষে ইঁহার সিদ্ধান্ত অসমীচীন ও অসঙ্গত হইয়াছে। তিনি যে বেদান্তের প্রভাবে প্রভাবিত তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি Vedanta Philosophy নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"Any how let me tell you that a philosopher so thoroughly acquainted with all the historical systems of philosophy as Schopenhauer, and certainly not a man given to deal in extravagant praise of any philosophy but his own, delivered his opinion of the Vedanta philosophy, as contained in the Upanishads, in the following words,—'In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death.' If these words of Schopenhauer's required any endorsement, I should willingly give it as the result of my own experience during a long life devoted to the study of many philosophies and many religions. If philosophy is meant to be a preparation for a happy death or Enthanasia, I know of no better preparation for it than the Vedanta philosophy."

ডসেন্ (Paul Deussen)—ইনি জার্ম্মান অধ্যাপক, বেদান্ত-দর্শনের ক্ষেত্রে ইঁহার প্রচেষ্টা ও সাধনা সর্ব্বোপরি উল্লেখযোগ্য। ইনি ভারতবর্ষে আসিয়া তথ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রবন্ধ সকল রচনা করিয়াছেন। বেদান্তের প্রাণস্পর্শী ভাবে তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন। যে কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বেদান্ত-দর্শনের আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে বেদান্তের রস উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। স্থল বিশেষে

* "India what can it teach us"—এই প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life, and has found solution of some of them which well deserve the attention of those who have studied Plato and Kant, I would point out to India."—(প্রকাশক)

ইঁহার সিদ্ধান্তও অশোভন হইয়াছে; অবশ্যই তাহা দোষের নহে, কারণ ইনি বিদেশী হইয়াও যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন তাহার জন্যই ইনি ধন্যবাদার্হ। বিদেশীর পক্ষে ভ্রম-প্রমাদ ক্ষমার্হ, কারণ ভাষা ও ভাবের ভিতর তাঁহাদের প্রবেশ করাই সুকঠিন। ডসেন্ বৈদিক দর্শন সম্বন্ধে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে—"Allgemeine Geschichte der philosophie" নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম অংশে (Vol. I Prt I) "Philosophie des Veda" নামক প্রবন্ধ লিপ্‌জিগ্‌-নগরীতে প্রকাশিত করেন। বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে ডসেন্ কৃত "Die Philosophie der Upanishads" (The philosophy of theUpanishads) নামক গ্রন্থই সুপ্রসিদ্ধ। ১৮৯৯ খৃঃ লিপ্‌জিগ্‌ নগর হইতে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯০৬ খৃঃ গেডেন্ (Geden) সাহেব ইহার ইংরাজী তর্জ্জমা প্রকাশ করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে বেদান্ত সম্বন্ধে এরূপ সুচিন্তিত প্রবন্ধ আর কেহই লিখিতে পারেন নাই। গফ্‌ (Gough) সাহেবের প্রবন্ধ সুবিস্তৃত হইলেও এরূপ-মনীষার সহিত লিখিত হয় নাই। মোক্ষ-মূলারের Vedanta Philosophy হইতে গফ্‌ সাহেবের প্রবন্ধ যে সুচিন্তিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ডসেন্ ১৮৯৭ খৃঃ অনুবাদ ও ভূমিকা সহ "Schoig Upanishads" প্রকাশ করেন। লিপ্‌-জিগ্‌ নগর হইতে ইহা প্রকাশিত হয়। ১৮৮৩ খৃঃ লিপ্‌-জিগ্‌ নগর হইতে ডসেন্—"Das System des Vedanta"—A System of Vedanta নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার সিকাগো নগরী হইতে Ch. Johnston কৃত এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে বেদান্ত-দর্শন আলোচিত হইয়াছে। ১৮৮৭ খৃঃ শাঙ্কর ভাষ্য ও সূত্রের অনুবাদ সহ ব্রহ্মসূত্র লিপ্‌জিগ্‌ নগর হইতে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের নাম "Die Sutra's des Vedanta—the Sutras of Vedanta" বেদান্ত দর্শনের ক্ষেত্রে ডসেন্ সাহেব ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্য, বিশেষতঃ ভারতীয় দর্শন অধ্যয়ন করিবার জন্যই ডসেন্ ভারতে আসিয়া ছিলেন। স্থান বিশেষে ডসেন্ সাহেবের সিদ্ধান্ত সমীচীন না হইলেও তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার Philosophy of the Upanishads নামক প্রবন্ধ সুধীসমাজে বিশেষ সমাদৃত।

ওয়েবার (Albrecht Weber)—ইনি মোক্ষমূলারের সমসাময়িক। ইনি যযুর্বেদের এক অনুবাদ সম্পাদন করেন। ইনি Berlin Royal Librerya জন্য সংস্কৃত হস্ত লিখিত পুস্তকাবলীর এক তালিকা নির্ম্মাণ করেন। তৎকৃত "Indischen studien" ১৮৫০ খৃঃ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১৭ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইহা ভারতীয় সংস্কৃত-সাহিত্যের খনিবিশেষ। তৎকৃত History of Indian Literature নামক গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন যে, হিন্দুগণের মৌলিকতা ছিলনা, এবং কাব্য, বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় তাঁহারা গ্রীকগণের অনুশরণ করিয়াছেন, হিন্দুদের রামায়ণ হোমারের (Homer) অনুকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বম্বের স্বর্গীয় পণ্ডিত কাশীনাথ ত্রিম্বক তৈলঙ্গ মহোদয় তাঁহার এই সকল অসার সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতা বিষদভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন।

গার্বে (Garbe)—ইনি বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে না লিখিলেও ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৮৯৭খৃঃ সিকাগো (Chicago) নগর হইতে "Philosophy of Ancient India" নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। ১৮৯৪ খৃঃ লিপ্‌জিগ্‌ নগর হইতে "Die Sankhya Philosophie" নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৯৫ খৃঃ হার্ব্বার্ড্ (Harvard) হইতে সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্যের এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৮৮৯ খৃঃ জার্ম্মন ভাষায় ইহার অনুবাদ লিপ্‌জিগ্‌ নগরে প্রকাশিত করিয়াছেন। ১৮৮৮—৯২ খৃঃ গার্ব্বে সাহেব সানুবাদ সাংখ্যসূত্র কলিকাতার বিব্‌লিওথিকা ইণ্ডিকা সিরিজে প্রকাশ করেন। ১৮৯২ খৃঃ মিউনিক্ (Munich) নগরে গার্ব্বে সাহেবের সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদীর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তিনি "Sankhya und yogo" নামক প্রবন্ধে গ্রীক্ দর্শনের উপর ভারতীয় দর্শনের প্রভাব বিশদ ভাবে দেখাইয়াছেন। তিনি ১৮৭৮ খৃঃ লণ্ডন হইতে "বৈতান সূত্রের" এক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই খৃষ্টাব্দেই ষ্ট্রাস্‌বর্গ্। (Strasburg) নগরে বৈতান সূত্রের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। দার্শনিক ক্ষেত্রে গার্ব্বে সাহেব যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। বেদান্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই না করিলেও ভারতীয় দর্শনের প্রভাবাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার নাম উল্লিখিত হইল। তিনি গীতার এক সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহার ভূমিকায় গার্ব্বে সাহেব সাংখ্য-ভাব-প্রবণতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। এবং এই ভূমিকায় তিনি অসার যুক্তি,

অমানুষিক কল্পনা ও নিজের অকৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি ৬১৭ বার গীতা পড়িয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তিনি গীতা পড়িলেও কিছুই বুঝেন নাই। গার্ব্বে সাহেবের উক্তি দেখিয়া মনে হয় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারতীয় সাহিত্যে সম্যকরূপে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। কেহ গার্ব্বে সাহেবের ভূমিকার প্রতিবাদ সূচক আলোচনা করিলে ভাল হয়। এই ভূমিকা Bhandarkar Research Institute, Poona হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

থিবো (Dr. Thibaut)—ইনি কাশী Queen's Collegeএর অধ্যাপক হইয়া ১৮৭৫ খৃঃ ভারতে আগমন করেন। শেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Registrar হইয়াছিলেন। কাশীর প্রসিদ্ধ "পণ্ডিত" পত্রে তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 'পণ্ডিত' পত্রিকায় বৌধায়ন শুল্বসূত্র অনুবাদ সহ প্রকাশিত করেন। (Pandit vol.ix.) শুল্বসূত্র সম্বন্ধে ১৮৭৫ Journal of the Asiatic Society of Bengal নামক পত্রিকায় আলোচনা করিয়া প্রাচীন ভারতের জ্যামিতি (Geometry) সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ১৮৯০ ও ১৮৯৬ খৃঃ Sacred Books of the East Seriesএ বেদান্ত সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য এবং পরে রামানুজ ভাষ্যের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। *

থিবো সাহেব রামানুজ মতবাদের পক্ষপাতী। তিনি শাঙ্কর মতের সম্বন্ধে কয়েকটি আপত্তি তুলিয়াছেন। প্রথম আপত্তি, শঙ্কর সাম্প্রদায়িক ভাবে ভাষ্য রচনা করেন নাই, কিন্তু রামানুজ বোধায়ন ভাষ্যের অনুসরণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়, শাঙ্করিক মায়াবাদ সূত্রের তাৎপর্য্যে পাওয়া যায় না। তৃতীয়, ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ এই দুই ভাব শ্রুতির অনুমোদিত নহে। ব্রহ্ম-সূত্রের পরিসমাপ্তিতে যে যুক্তির বিষয় কথিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় শঙ্কর প্রতিপাদিত নির্ব্বাণমুক্তি সূত্রকার ব্যাসের অভিপ্রেত নহে। থিবো সাহেবের এই সকল যুক্তির অসারতা অধ্যাপক কে, সুন্দররাম আয়ার মহোদয় শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত "আপদেবী" টীকা সহ "বেদান্তসারের" ভূমিকায় অতি সুচারুরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। বাস্তবিক ভূমিকায় আয়ার মহোদয় থিবো সাহেবের যুক্তিজাল এরূপ দক্ষতার সহিত

* (শাঙ্কর ভাষ্য Sacred Books vol. xxx iv of 1890 এবং vol. xxx viii. of 1896. রামানুজ ভাষ্য—Sacred Books vol. xl viii. অক্সফোর্ড (Oxford) হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।)

খণ্ডন করিয়াছেন যে, তাহা প্রশংসাযোগ্য। অনেকস্থলে থিবো সাহেবের অনুবাদও দোষযুক্ত হইয়াছে। থিবো সাহেব যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। থিবো সাহেব ব্যতীত অন্যান্য ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ রামানুজ-ভাষ্যের বা অন্য কোনও আচার্য্যের ভাষ্যের কোনওরূপ আলোচনা করেন নাই। আয়ার মহোদয়ের ভূমিকা সকলের পাঠ করা উচিত। তিনি ইংরাজী ভাষায় ভূমিকাটি লিখিয়াছেন। আমাদের মনে হয় প্রাদেশিক ভাষায়ও ইহার অনুবাদ হওয়া উচিত। অনেক ইংরাজী শিক্ষিত ভদ্রলোক সংস্কৃতের ভিতর দিয়া শাঙ্করভাষ্যাদি পাঠ করিতে না পারিয়া থিবো সাহেবের অনুবাদের শরণাপন্ন হন; সুতরাং তাঁহারা যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের পক্ষে আয়ার মহোদয়ের ভূমিকা অবশ্যপাঠ্য। থিবো সাহেব ও কর্ণেল জেকব যেরূপ অসার সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, সেইরূপ ডসেন্ ও গফ্ সাহেব করেন নাই। জেকব সাহেবের সিদ্ধান্ত থিবো সাহেবের সিদ্ধান্ত হইতেও হীন; তবে থিবো সাহেবের প্রচেষ্টার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। *

কর্ণেল জেকব (Cornal Jacob)—ইনি ১৮৯১ খৃঃ বোম্বে সংস্কৃত সিরিজে "A Concordance to the Principal Upanishads and Bhagabat Gita" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮৯১ খৃঃ জেকব সাহেব "কঠোপনিষদের" এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। ঐ খৃষ্টাব্দে মুণ্ডক, প্রশ্ন ও মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। ১৮৮৮ খৃঃ বোম্বে সংস্কৃত সিরিজে সভাষ্য "মহানারায়ণ উপনিষদ্" সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। ১৮৯৪ খৃঃ সটীক বেদান্তসার নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়। ইংরাজী অনুবাদ সহ ১৮৯২ খৃঃ লণ্ডন নগরে বেদান্তসার প্রকাশিত হয়। বেদান্তসারের ভূমিকায় জেকব সাহেব শঙ্করের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন এবং খৃষ্টান মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি বলেন—শঙ্করের অসঙ্গতি আছে। অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ার মহোদয়

---

* থিবো সাহেব নিম্নলিখিত অনুবাদ প্রকাশিত করেন :—১। শুল্বসূত্র ১৮৭৫ খৃঃ; ২। বোধায়ন শুল্বসূত্র ১৮৮২ খৃঃ; ৩। অর্থ সংগ্রহ—পূর্ব্ব মীমাংসার অনুবাদ, ১৮৮২ খৃঃ; ৪। পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদীর সহযোগে পঞ্চসিদ্ধান্তিকা—বরাহ-মিহিরের জ্যোতিষ, ১৮৮৯ খৃঃ; ৫। বেদান্তসূত্র, শাঙ্কর ভাষ্যসহ (Sacred Bks. of the East Series. Vols. 34, 38; ৬। বেদান্তসূত্র রামানুজ ভাষ্যসহ (Sacred Bks of the East Series Vol. 48) ১৯০৪ খৃঃ; ৭। গঙ্গানাথ ঝা মহোদয়ের সাহচর্য্যে ত্রৈমাসিক অনুবাদ পত্রিকা "Indian Thought" সম্পাদন করেন। —(প্রকাশক)

শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত বেদান্তসারের ভূমিকায় জেকব সাহেবের মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় জেকব সাহেবের মতই অসঙ্গত। তিনি শাঙ্করভাষ্য বুঝিতে পারেন নাই। আয়ার মহোদয় অতি সুন্দর ভাবে জেকব সাহেবের অসার ও অপদার্থ যুক্তিগুলি খণ্ডন করিয়াছেন।

গফ্—(Gaugh) গফ্ সাহেব Trubner's Oriental Seriesএ "Philosophy of the Upanishads" প্রকাশিত করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন, এবং বেদান্ত-দর্শন বুঝিবার জন্য তাঁহার যে একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল, তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। ১৮৯৪ খৃঃ কাউয়েল্ (Cowell) সাহেবের সহিত একত্রে তিনি ইংরাজী অনুবাদ সহ "সর্ব্ব-দর্শন-সংগ্রহ" লণ্ডন নগরীতে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থও Trubner's Oriental Seriesএ প্রকাশিত হইয়াছে ডসেন্ ও গফ্ সাহেব বেদান্ত-রসে রসিক ছিলেন। ভ্রমপ্রমাদ সত্ত্বেও তাঁহাদের গ্রন্থ সুখপাঠ্য। তাঁহারা বেশ সহৃদয়তার সহিত বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। দেশ বা ধর্ম্মভেদের সংকীর্ণতায় তাঁহাদের চিত্ত কলুষিত ছিল না। তবে বিদেশীর পক্ষে সামান্য ত্রুটি থাকা সম্ভবপর। কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী ঘোর মহাশয় তাঁহার "A Rational Refutation of the Hindu Philosophical Systems" নামক প্রবন্ধে যেরূপ সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনায় গফ্ ও ডসেনের উদারতার সীমা নাই। শাস্ত্রী মহাশয় পুণাতে পাদরী ছিলেন। হিন্দী ভাষায় তাঁহার প্রবন্ধ রচিত হয়। ১৮৬২ খৃঃ ডাঃ এড্ওয়ার্ড হল্ (Dr. Fitz Edward Hall) কলিকাতায় ইহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। আমাদের মনে হয় শাস্ত্রী মহাশয় ভারতীয় দর্শন কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, বিশেষতঃ ধর্ম্মান্ধতায় দার্শনিক দৃষ্টি লোপ পাইয়াছিল, মোক্ষমুলার গফ্ সাহেবের সিদ্ধান্ত সর্ব্বাংশে গ্রহণ করেন নাই। তিনি তৎকৃত "Vedanta Philosophy" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,— "Colebrook's Essays on Indian Philosophy, though written long ago, are still very instructive, and professor Gough's Essays on the Upanishads deserve careful consideration though we may differ from the spirit in which they are written." *

* **Vedanta Philosophy (by Mak muller) Page 122. Edition 1911.**

আমাদের মনে হয় গফ্ সাহেব যে ভাবে ভাবিত হইয়া লিখিয়াছেন তাহাই শোভন। মোক্ষমূলার সাহেব পাদরিগণের আক্রমণ সৌকর্য্যের জন্য হিন্দুধর্ম্ম আলোচনা করিয়াছেন। এইরূপ অভিমত "Chips from a German Workshop" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন। তিনি বরং হৃদয়ের সংকীর্ণতা লইয়া সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু অধ্যাপক গফ্ সাহেবে তাহা কম।

বেনিস্ (Venis)—ইনি কাশী Queen's College এর অধ্যক্ষ ছিলেন। "পণ্ডিত" পত্রে নানাবিধ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৯০ খৃঃ 'পণ্ডিত' পত্রে প্রকাশানন্দকৃত "বেদান্ত-সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী" ইংরাজী অনুবাদ সহ প্রকাশ করেন।

ডেভিস্ (Davies)—ইনি ইংরাজী ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতার অনুবাদ করেন। ১৮৯৪ খৃঃ "Trubner's Oriental Series"এ সানুবাদ গীতার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ডেবিস্ সাহেব "Hindu Philosophy" নামক এক প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহাও Trubner's Oriental Seriesএ প্রকাশিত হইয়াছে।

সার উইলিয়ম্ জোন্স্ (Sir William Jones)—জোনস্ সাহেবও বেদান্তের সবিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সকলেই বেদান্ত-দর্শন বলিতে শাঙ্করমতই গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল থিবো (Dr. Thibout) সাহেব রামানুজের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। বেদান্ত-দর্শন ইউরোপে প্রচারিত হওয়ায় ইউরোপে নূতন ভাবের সঞ্চার হইয়াছে। কেবল দার্শনিক সোপেনহোর নহে অন্যান্য পণ্ডিতবর্গও উচ্চকণ্ঠে ভারতীয় দর্শনের বিশেষতঃ বেদান্তের প্রশংসা করিয়াছেন। Sir William Jones লিখিয়াছেন—"That it is impossible to read the Vedanta or the many fine composition in illustration of it, without believing that Pythagoras and Plato derived their sublime theories from the same fountain with the Sages of India." * (Jone's work Cal. Ed. I P. P. 20, 125, 19.)

---

* মোক্ষমূলার ভারতবর্ষীয় এই প্রভাব স্বীকার করেন না। তিনি বলেন—গ্রীক দর্শন স্বাধীন ভাবে স্ফুর্ত্তি পাইয়াছে, তবে সৌসাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়,—"It is not quite clear whether Sir William Jones meant that the ancient Greek Philosophers borrowed their philosophy from India. If he did, he

কোসিন্ (Victor Cousin)—ইনি ফরাসী দেশের দার্শনিক ঐতিহাসিক। তিনি প্যারিস্ (Paris) সহরে ১৮২৮—২৯ খৃঃ বর্ত্তমান দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনিও ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে অতি উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি সেই বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—When we read with attention the poetical and philosophical monuments of the East, above all, those of India which are beginning to spread in Europe, we discover there many a truth, and truths so profound, and which make such a contrast with the meanness of the results at which the European genius has sometimes stopped, that we are constrained to bend the knee before the philosophy of the East, and to see in this cardle of the human race the native land of the highest Philosophy."—(Vol. I P. 35)

জর্ম্মণ দার্শনিকগণ সকলেই সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষতঃ দর্শনের পক্ষপাতী। (Frederik Schlegel) স্লেগেল্ * তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"It cannot be denied that the early Indians possessed a knowledge of the true God ; all their writings are replete with Sentiments and expressions, noble, clear and severely grand, as deeply conceived and reverentially expressed as in any human language in which men have spoken of their God." তিনি

would find few adherests in our time, because a wider study of mankind has taught us that what was possible in one country, was possible in another also. But the fact remains nevertheless that the similarities between these two streams of Philosophical thought in India and Greece are very startling, nay sometimes most perplexing.

* ইনি ১৮০৮ খৃঃ ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, দর্শন সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করেন এবং সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য জর্ম্মণিতে নূতন প্রেরণা প্রদান করেন। তাঁহার সময় হইতে জর্ম্মণিতে সংস্কৃতের নিয়মিত অনুশীলন হইতে থাকে। ইংরাজ এবং ফরাসীর মত জর্ম্মণির পণ্ডিতগণ ভারতে কোন রাজনৈতিক স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া সংস্কৃত চর্চ্চা আরম্ভ করেন নাই—(প্রকাশক)।

আরও লিখিয়াছেন,—"Even the loftiest philosophy of the Europeans the idealism of reason, as it is set forth by Gree· philosophers, appears in comparison with the abundant light and vigour of oriental idealism, like a feeble Promethean spark in the full flood of heavenly glory of the noon-day sun faltering and feeble and ever ready to be extinguished"

বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—"The divine origin of man is continually inculcated to stimulate his efforts to return, to animate him in the struggle, and incite him to consider a re-union and re-incorporation with divinity as the one primary object of every action and exertion," এতদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় বেদান্তের চিন্তা ইউরোপীয় হৃদয়ে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ফরাসী ও জর্ম্মণ দার্শনিক উভয়ই মুক্তকণ্ঠে ভারতীয় দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। বেদান্ত-দর্শনের প্রচারে ইউরোপের চিন্তারাজ্যেও একটা বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ব্যতীত ভারতীয় ইংরাজী শিক্ষিত পণ্ডিতগণও এই কার্য্যের সহায়ক হইয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দী

দ্বিতীয় বিশেষত্ব—দেশীয় পণ্ডিতগণ

দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি দার্শনিক গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না করিলেও সংস্কৃত সাহিত্যসম্বন্ধে তাঁহার প্রচেষ্টা ও সাধনা প্রশংসার্হ। দার্শনিক সাহিত্য সম্বন্ধে কে, টী, তেলাঙ্গ ও স্বামী বিবেকানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। তেলাঙ্গ মহোদয় বোম্বাইএর "Indian Antiquary" পত্রে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তিনি আচার্য্য শঙ্করের অবস্থিতিকাল সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া

৬ষ্ঠ শতাব্দী স্থির করেন। তৎকৃত ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে Sacred Books of the East Seriesএ প্রকাশিত হয়। *

পরমহংস স্বামী বিবেকানন্দ সিকাগো ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া আমেরিকায় বেদান্তের মহিমা উদ্‌ঘোষিত করেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎকৃত জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও রাজযোগ জর্ম্মণ, রুশ ও ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হইয়া ইয়োরোপে প্রচারিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায়ও এই সকল গ্রন্থ অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে ও ভারতের সর্ব্বত্র বিবেকানন্দের গ্রন্থের সমাদর।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে এলাহাবাদের গঙ্গানাথ ঝা মহোদয় ছান্দোগ্য উপনিষদের শাঙ্করভাষ্য ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। মান্দ্রাজের নেটিসন্ কোম্পানী (Natesan & Co.) হইতে উহা প্রকাশিত হইয়াছে ও পরে একাকীই ঝা মহাশয় বহু বেদান্ত গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি থিবো সাহেবের সহযোগে "Indian Thought" নামক একখানা অনুবাদ-পত্রিকা সম্পাদন করেন। উহাতে বহু দার্শনিক গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 'বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ', 'খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য', 'অদ্বৈতসিদ্ধি' প্রভৃতি গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়া ঝা মহাশয় বিদ্বন্মণ্ডলীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এস্ সুব্বারাও (S. Subba Rao) মহাশয় মধ্বাচার্য্যের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ও গীতাভাষ্যের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। এই অনুবাদ মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর ৺প্রিয়নাথ সেন মহোদয় "Philosophy of Vedanta" নামে এক প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহাতে আচার্য্য শঙ্করের মতবাদ আলোচিত হইয়াছে। প্রিয়নাথ বাবু দার্শনিক সূক্ষ্মদৃষ্টির সহিত প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তাঁহার কৃতিত্ব প্রকট। অধ্যাপক Dr. Caird হিন্দুধর্ম্মের উপর অযথা আক্রমণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি তৎকৃত "Introduction to the Phiosophy of Religion" নামক প্রবন্ধে ব্রাহ্মণাধর্ম্ম সম্বন্ধে অতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার মতে হিন্দুগণের নৈতিক অবনতির কারণ—হিন্দুদিগের ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশ্বাস। তিনি লিখিয়াছেন—"A Pantheistic, or rather acosmic idea of God,

* Sacred Books—2nd Edition, Vol. VIII

such as that of Brahmanism not only offers no hindrance to idolatry and immorality, but may be said even to lead to them by a logical necessity." অবশ্য এই প্রসঙ্গে তিনি খৃষ্টান ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য ও ঔদার্য্য বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রিয়নাথবাবু Caird সাহেবের এই অযথা অসারগর্ভ বাক্য খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও হঠকারিতার বশেই Caird সাহেব এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি বলেন,—"The late Principal Caird has displayed an unexpected combination of ignorance, hastiness and prejudice in passing strictures upon Brahmanism and Bhahmanic philosophy." প্রিয়নাথবাবুর বাক্য যথার্থ। তিনি বেশ সুন্দর যুক্তিবলে Caird সাহেবের অসারগর্ভ বাক্য নিরাস করিয়াছেন্। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের এরূপ অনুদারতা প্রশংসার্হ নহে।

ঊনবিংশ শতাব্দী

তৃতীয় বিশেষত্ব—ধর্ম্ম সমাজের আবির্ভাব

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় বিশেষত্ব ধর্ম্ম সমাজের আবির্ভাব। বেদান্তের তত্ত্ব মূল করিয়া, খৃষ্টান-ধর্ম্ম ও বৈজ্ঞানিকতার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজ, থিয়সফি সম্প্রদায় ও আর্য্য সমাজের উদ্ভব হইয়াছে। থিয়সফি সম্প্রদায় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও সমন্বয় সাধন করিতে কৃতসঙ্কল্প; ব্রাহ্মসমাজ সমাজ সংস্কারে ব্যস্ত; এবং আর্য্যসমাজ প্রাচীন ও নবীনের সামঞ্জস্য করিতে বদ্ধপরিকর। আমাদের মনে হয়, এই তিনটী মতই কতকটা পরিমাণে Political religion।

ব্রাহ্ম সমাজ

ব্রাহ্মমতে ব্রহ্ম উপাস্য, কিন্তু নিরাকার। ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ, কিন্তু তাঁহার কোন আকার নাই। ব্রাহ্ম দার্শনিকমত অনেকটা পরিমাণে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। ৺রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজের প্রবর্ত্তক, তিনি

উপনিষৎ ও তন্ত্রশাস্ত্রের অনেকস্থল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ও বিচার প্রসঙ্গে অনেক বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তৎকৃত গ্রন্থাবলীতে বেদান্তের আলোচনা আছে। এলাহাবাদ পাণিনি আফিস হইতে ঐ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্ম সমাজের কর্ণধার হয়েন। তিনিও বহুশ্রুতিবাক্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথের গ্রন্থ আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি শ্রুতি ও মনুসংহিতা হইতে অতি মনোজ্ঞ বাক্য সকল চয়ন করিয়া স্বীয় অভিমতানুসারে সরল ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

৺কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় আদি সমাজ ত্যাগ করিয়া শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির সহিত একত্রে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। কেশববাবুর ইংরাজী ভাষায় কতকগুলি বক্তৃতা আছে, তাহাতে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিবার প্রচেষ্টা আছে। কেশববাবু যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া নববিধান সমাজ স্থাপন করেন, তখন গৌরগোবিন্দ রায় ও প্রতাপ মজুমদার প্রভৃতি সুধীবর্গ তাঁহার অনুসরণ করেন। কেশব-সেনের নির্দ্দেশে গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় গীতার "সমন্বয়ভাষ্য" প্রণয়ন করেন। নববিধান সমাজ হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ মহাশয় কয়েকখানি উপনিষদের সরল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমান শতাব্দীতে "Philosophy of Brahmoism" নামক এক প্রবন্ধ রচনা করিয়া দার্শনিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রাহ্ম সমাজের প্রচেষ্টায় এইরূপে বেদান্তের তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে। কবিবর রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ও ব্রহ্মবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

থিয়সফি

থিয়সফি সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক Col. Olcott সাহেব। থিয়সফি মতবাদ বেদান্ত, সাংখ্য ও পাতঞ্জলের সংমিশ্রণে উদ্ভূত। মহাত্মা অলকটের অবর্ত্তমানে মিসেস্ এনিবেশান্ত থিয়সফিক্ সম্প্রদায়ের নেত্রীরূপে অভিষিক্ত হইয়াছেন। থিয়সফি মতের অনুকূলে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানারূপ প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। *

* **Theosophical publications** :-

C. W. Leadbeater সাহেব কৃত—

(i) An Outline of Theosophy.

থিয়সফি নির্গুণব্রহ্মবাদ অঙ্গীকার করেন। তন্মতে ব্রহ্ম নির্গুণ হইলেও দয়া প্রভৃতি তাঁহার আছে। ঈশ্বর বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে C. W. Leadbeater

(ii) The Astral plane.
(iii) The Deva chanic plane.
} এই দুইখানি Theosophic Manualএর অন্তর্ভুক্ত।

(iv) The Cristian Creed (religious)

(v) Clair Voyance.

(vi) Dreams.

H. P. Blavatsky কৃত—

(i) The Key to Theosophy.

(ii) The Secret Doctrine—3 vols. (For advanced students of Theosophy)

(iii) The voice of the Silence (Ethical)

(iv) The Stanzas of Dzyan (Ethical)

(v) Isis Unveiled Vols. I—II.

Mrs. Annie Besant অনেক প্রবন্ধ রচনা করিয়া Theosophy ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

(i) Ancient Wisdom.

(ii) Seven Principles of man.
(iii) Re-incarnation.
(iv) Karma
(v) Death and after.
(vi) Man and his bodies.
} Theosophic Manuals.

(vii) Esoteric Christianity,
(viii) Four great Religions.
(ix) Religious Problem in India.
} Religious

(x) In the Outer Court.
(xi) Dharma.
} Ethical.

(xii) The Building of the Cosmos.

(xiii) The Evolution of life and Form.

(xiv) Some problems of Life.

(xv) Thought-power—its Control and culture.

সাহেব লিখিয়াছেন—"God in Himself is beyond the bounds of personality, is "in all and through all" and indeed is all ; and of the Infinite, the absolute, the all we can only say, "He is". থিয়সফি জগতের সত্তা স্বীকার করে। সকল বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া থিয়সফি সম্প্রদায়ের প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষিত জনসাধারণের ভিতর ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচার করিতে ইঁহারা সচেষ্ট। সকল ধর্ম্মের সমন্বয় করিবার জন্য ইঁহারা বদ্ধপরিকর। বাস্তবিক এই অংশে তাঁহাদের মতবাদ কতকটা পরিমাণে Utopian বলিয়া মনে হয়। "Universal Fatherhood of God and Brotherhood of man" এই বাক্যই ইহাদের মূলমন্ত্র। কিন্তু জগতে বৈষম্য আছে। বৈষম্যের উপর সাম্য স্থাপিত হইতে পারে না। Theoretically এই Ideaটি বড় সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু ব্যাবহারিক জগতে ইহার প্রয়োগ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। জ্ঞানদৃষ্টিতে ভেদ নাই,

---

(xvi) ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ।

A. P. Sinnet কৃত—

(i) Esoteric Buddhism.

(ii) The Growth of the Soul.

(iii) Nature's Mysteries, এবং অন্যান্য প্রবন্ধ।

G. R. S. Mead কৃত—

(i) Fragments of Faith Forgotten.

(ii) Orpheus.

(iii) এবং জে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগে উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ দুইখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

(iv) The Gospel and the Gospels.

এতদ্ব্যতীত ভগবান দাস "The Science of Peace", The Science of the Emotions", ও মেবেল্ কলিন্স্ (Mabel Collins) "Light on the Path" প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি The Theosophical Publishing Society হইতে প্রকাশিত। "Theosophy of Upanishads" নামে একটি প্রবন্ধ আছে। তাহাতে থিয়সফির অনুকূলে উপনিষদের ব্যাখ্যা হইয়াছে, এবং "Studies in the Bhagabat Gita" নামক প্রবন্ধে গীতার তাৎপর্য্য থিয়সফির অনুসারে নির্ণীত হইয়াছে।

কিন্তু জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভেদ আছে। সে ভেদ ব্যবহারে দূর করা যায় না। যাহা হউক থিয়সফি সম্প্রদায় স্বীয় মতের অনুকূলে প্রবন্ধাদি প্রচার করিতেছেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশের সুসন্তান দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় "গীতায় ঈশ্বরবাদ", "উপনিষৎ ও ব্রহ্মবিদ্যা" প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন।

আর্য্য সমাজ

পরমহংস দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য্য সমাজের প্রবর্ত্তক। পাঞ্জাবে এই সমাজ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এই সম্প্রদায় পৌরাণিক ধর্ম্ম মানে না, কিন্তু বৈদিক হোমাদির অনুষ্ঠান করে। বহু শতাব্দী ব্যাপী জাতীয় ইতিহাসে পৌরাণিক ধর্ম্মের স্থান রহিয়াছে। জাতির পক্ষে তাহা বিস্মৃত হওয়া সহজ নহে; সুতরাং আর্য্য সমাজের মতবাদ জাতীয় জীবনের পথে অনুকূল হইতে পারে নাই। দয়ানন্দ স্বামী যজুর্ব্বেদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন এবং 'ঋক্ বেদাদি ভাষ্যভূমিকা' নামক এক প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি হিন্দীভাষায় "সত্যধর্ম্ম প্রকাশ" নামক এক বৃহৎ প্রবন্ধও রচনা করিয়াছেন। তিনি সুপণ্ডিত ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। "সত্যধর্ম্মপ্রকাশ" বাংলাভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে এই তিনটি নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। এই তিন সম্প্রদায়ই দল ভাঙ্গিতে কৃতসঙ্কল্প; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই দল ভাঙ্গিতে গিয়া ইঁহারা আবার দল বাঁধিয়াছে। আমাদের মনে হয় ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। যাহা হউক এই সকল সম্প্রদায়ের আবির্ভাবে আঘাতের ফলে ভারতীয় সমাজের নিদ্রা কতকটা ভাঙ্গিয়াছে, এবং সমাজ এখন স্বীয় স্বরূপের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়াছে। আঘাতের ফলে একটা জীবনের সঞ্চার হইয়াছে। বেদান্ত-দর্শনাদি অধ্যয়নের স্পৃহা শিক্ষিত সমাজে জাগিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দী

চতুর্থ বিশেষত্ব—শাস্ত্রের প্রচার

সাহিত্য প্রচার-ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি ভারতীয় সাহিত্যের প্রচারে নিয়োজিত :—

১। Indian Antiquary পত্রিকা—বোম্বাই।

২। এসিয়াটিক্ সোসাইটি পত্রিকা—কলিকাতা।

৩। এসিয়াটিক্ সোসাইটি-পত্রিকা—বোম্বাই।

৪। এসিয়াটিক্ সোসাইটি-পত্রিকা—লণ্ডন।

৫। Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft Leipzic

৬। Journal Asiatique—Paris,

৭। Vienna Oriental Journal—Vienna.

৮। Journal of the American Oriental Society—New Haven-Conn.

৯। "International"—A Review of the world progress (Terram T. Fisher Union London W. C. I. Adelphi published in 3 Editions—German, French and English)

নিম্নলিখিত প্রকাশক-সমিতি শাস্ত্রপ্রচার কল্পে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে এবং করিতেছে। ইহার মধ্যে কোন কোন সমিতি বিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছে।

১। বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা সিরিজ—কলিকাতা।

২। বোম্বাই সংস্কৃত সিরিজ—বোম্বাই।

৩। আনন্দাশ্রম সিরিজ—পুনা।

৪। বেনারস সংস্কৃত সিরিজ—কাশী।

৫। চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ—কাশী।

৬। কাশী সংস্কৃত সিরিজ—কাশী।

৭। সরস্বতীভবন সংস্কৃত সিরিজ—কাশী।

৮। শাস্ত্রমুক্তাবলী সিরিজ—কাঞ্চী।

৯। মহীশূর সংস্কৃত সিরিজ—মহীশূর।

১০। ত্রিবান্দ্রাম সংস্কৃত সিরিজ—ত্রিবাঙ্কুর।

১১। কাশ্মীর সংস্কৃত সিরিজ—শ্রীনগর।

১২। তান্ত্রিক গ্রন্থমালা, উড্রফ্ সম্পাদিত—লণ্ডন।

১৩। মধ্ববিলাস গ্রন্থমালা—কুম্ভকোণ।

১৪। বাণীবিলাস গ্রন্থমালা—শ্রীরঙ্গম।

১৫। অরিয়েণ্টাল্ সিরিজ—কলিকাতা।

১৬। „ „ পাঞ্জাব।

১৭। অদ্বৈতমঞ্জরী সিরিজ—কুম্ভকোণ।

১৮। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর—কলিকাতা।

১৯। নির্ণয়সাগর প্রেস—বোম্বাই।

২০। বিজয়-নগর সংস্কৃত সিরিজ—কাশী।

২১। পণ্ডিত পত্রিকা—কাশী।

কলিকাতা লোটাস্ লাইব্রেরীও বহু গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছে। * জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের পুস্তকালয় বর্ত্তমানে একপ্রকার নিষ্প্রভ হইয়াছে। বঙ্গদেশের সংস্কৃত সাহিত্যানুরাগের ইহাই মূর্ত্তিমান দৃষ্টান্ত!

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষায় দু'একখানি প্রকরণ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। কলিকাতায় পণ্ডিতবর ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় "সিদ্ধান্তবিন্দুসার" ও "ব্রহ্ম-স্তোত্রের" উপর ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন, এবং পরমহংস ভাস্করানন্দ সরস্বতী "স্বারাজ্যসিদ্ধির" উপর "কৈবল্যকল্পদ্রুম" নামক টীকা প্রণয়ন করেন। এই স্বারাজ্যসিদ্ধি কাহারও কাহারও মতে সুরেশ্বরাচার্য্যের প্রণীত, কিন্তু আমাদের এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। ৺প্রিয়নাথ সেন মহোদয় তৎকৃত "Philosophy of Vedanta" নামক প্রবন্ধে ভাস্করানন্দ যে "স্বারাজ্যসিদ্ধির" টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই স্বারাজ্যসিদ্ধিকে" সুরেশ্বরাচার্য্য কৃত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"As the great Sureswaracharyya has put it in his Swarayya Sidhi :—

"সৎপ্রসূতমিদং সতি স্থিতমস্তমেতি সতি স্বতঃ সত্তয়া পরিহীণমিত্যখিলং সদেব পৃথঙ্‌ মৃষা।" †

ভাস্করানন্দ বিরচিত "স্বারাজ্যসিদ্ধি" যাঁহারই বিরচিত হউক, গ্রন্থখানি বড়ই মধুর। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইটি শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

"অহং ন মায়ী ন চ ভোগিশায়ী ন চক্রধারী ন দশাবতারী।
ন মে প্রপঞ্চঃ পরিপালনীয়স্তথাপি বিষ্ণুঃ প্রভবিষ্ণুরস্মি।"—১২৬ পৃঃ।

* লোটাস্ লাইব্রেরী বর্ত্তমানে উঠিয়া গিয়াছে!

† স্বারাজ্যসিদ্ধি—ভাস্করানন্দ সংস্করণ, ১৩২ পৃঃ সম্বৎ ১৯৪৮।

"ন মূর্ত্তয়োষ্ঠৌ বিষমা ন দৃষ্টির্ন ভূতিলেপোনগতির্বৃষেণ।

ন ভোগিসঙ্গো ন চ কামভঙ্গ স্তথাপি সাক্ষাৎ পরমঃ শিবোহম্।"—১২৭ পৃঃ।

বাস্তবিক গ্রন্থখানি বড়ই মনোজ্ঞ। ইহাতে বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় অতি সুন্দররূপে নিবদ্ধ হইয়াছে। শ্লোকগুলি সরল ও প্রসাদগুণ সম্পন্ন।

"স্বারাজ্যসিদ্ধির" গ্রন্থকার যিনিই হউন গ্রন্থখানি যে প্রাচীন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভাস্করানন্দের টীকাও অতি সরল ও প্রাঞ্জল।

মৌলিকতাবিহীন উনবিংশ শতাব্দীতে বৈদান্তিক সাহিত্যের প্রচার ভিন্ন অন্য বিশেষ কিছুই নাই। শতাব্দী-ব্যাপী কেবল সমালোচনা চলিয়াছে। বৈদেশিক পণ্ডিতগণ কেবল কটাক্ষ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য পণ্ডিতগণ শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে বেদান্ত শাস্ত্র আলোচনাও করিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর অবসান হইতে বর্ত্তমান শতাব্দীর এই উনিশ বৎসরকাল বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল গ্রন্থ-প্রকাশক সমিতি হইতে প্রাচীন গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হইতেছে। এই সকল গ্রন্থ প্রচারের ফলে বহু ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে আশা করাযায়। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রতিভাও নির্ব্বাণোন্মুখ। নূতন আর কেহ এ বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই। উইণ্টারনিট্জ্ ও ম্যাক্ডোনাল্ সাহেব সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন এই মাত্র উল্লেখযোগ্য। বিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে তেমন আর কেহ কোনরূপ সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন নাই।

উপসংহার

দীর্ঘ দুই সহস্র বৎসরকাল বেদান্ত-দর্শন ভারতের দার্শনিক সাম্রাজ্যে অক্ষুন্ন প্রতাপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও বেদান্ত-দর্শনের প্রভাবে ভারতীয় জাতি সঞ্জীবিত রহিয়াছে। গ্রীক দর্শনের আলোক গ্রীস দেশে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। বৌদ্ধ দর্শনের আলোকও জন্মভূমি ভারতে নির্ব্বাপিত হইয়াছে, কিন্তু ভারতীয় বেদান্তদর্শন এখনও অমিতপ্রভায়

ভারতের হৃদয়-কন্দর আলোকিত করিয়া প্রাচীনকালের ন্যায় বিদেশকে আলোকিত করিতেছে। প্রাচীনকালে ভারতীয় দর্শন গ্রীক দর্শনকে প্রভাবিত করিয়াছিল। ভারতীয় দার্শনিক মতের সহিত গ্রীক দার্শনিক মতের সাদৃশ্য পরিস্ফুট। ইলেটিক্‌গণের (Eleatics) মতে ঈশ্বর ও বিশ্ব এক। বহুত্ব অবাস্তব বা দ্বৈত মিথ্যা। সত্তা ও চিন্তা অভিন্ন। এই মত বেদান্তমতের ছায়া ভিন্ন কিছুই নহে।

গ্রীক দার্শনিক Empedoclesএর মতের সহিত বেদান্তমতের সাদৃশ্য আছে। তাঁহার মতে কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। পূর্ব্বে যাহা ছিল না তাহার উদ্ভব অসম্ভব এবং সৎ বস্তুর বিনাশ হইতে পারে না। ইহার সহিত গীতার "ন ভাবো বিদ্যতে সতঃ" অর্থাৎ সতের অভাব নাই, এই বাক্যের সহিত সাদৃশ্য পরিস্ফুট। সৎকারণ-বাদ বেদান্তের অনুমোদিত। সাংখ্যদর্শনও সৎকার্য্যবাদী। Empedoclesএর মতে সৎবস্তুর পরিবর্ত্তন বা বিকার নাই। এ বিষয়ে তিনি Eleaticsএর সহিত একমত। ইহাও বৈদান্তিক মতের "নির্ব্বিকারত্বের" ছায়ামাত্র। গ্রীক ইতিবৃত্তে (Tradition) জানা যায়, Thales, Empedocles, Anaxagoras, Democritus প্রভৃতি দার্শনিকগণ প্রাচ্যখণ্ডে দর্শন শিক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ভারতীয় দর্শন গ্রীক দর্শনকে প্রভাবিত করিয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়।

গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস্ (Pythagoras) ভারতীয় প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন, তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুনর্জ্জন্মবাদ, পঞ্চভূত প্রভৃতি বিষয় পিথাগোরাস্ ভারত হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়াই ধারণা হয়। প্লেটো-ও এরিষ্টটলের (Plato and Aristotle) মতবাদেও ভারতীয় মতের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। প্লেটোর বর্ণ বা জাতিবিভাগ ও বিজ্ঞান-বাদ ভারতীয় মতের প্রভাবজনিত বলিয়া বোধ হয়। ন্যায়শাস্ত্রে (Logic) এরিষ্টটল্ ভারতীয় প্রভাব পাইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়।

নিওপ্লেটনিকগণের (Neo-Platonic) মতের সহিত ভারতীয় মতের সাদৃশ্য আছে। প্লোটিনাস্ (Plotinus—২০৪—২৬৯ খৃঃ অব্দ) বেদান্ত মতে প্রভাবিত বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মতে আত্মার দুঃখ নাই, আত্মা অসঙ্গ, প্রকৃতি বা জড়ের সহিত সম্পর্কেই আত্মার দুঃখ, দুঃখ জড়ের ধর্ম্ম তিনি আত্মাকে আলোকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। দর্পণে বস্তুর প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্তে কার্য্য সকলের

ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার এই মতের সহিত বেদান্তমতের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। অধ্যাসই দুঃখের হেতু। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ Light এবং "দর্পণ দৃশ্যমান নগরীতুল্য জগৎ" বেদান্তের সিদ্ধান্ত। প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্ত বেদান্তের অনু-মোদিত। ম্যাক্‌ডোনাল্ সাহেব (Mac. Donel) তৎকৃত History of Sanskrit Literature নামক গ্রন্থে প্লোটিনাসের মতের সহিত সাংখ্যমতের সাদৃশ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্লোটিনাসের মতের সহিত বেদান্তেরও কতকটা সাদৃশ্য আছে, তবে তিনি নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারেন নাই। প্লোটিনাস্ ঐন্দ্রিয়িক জগৎ পরিত্যাগ করিয়া ধ্যানমগ্ন হইতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহাও বেদান্ত ও পাতঞ্জলদর্শনের প্রভাব বলিতে হইবে।

প্লোটিনাসের শিষ্য Porphyryএর মতের সহিতও ভারতীয় মতের সাদৃশ্য আছে। তিনি বোধহয় বেদান্ত ও সাংখ্য উভয় মতে প্রভাবিত হইয়াছেন। Poryhyryএর স্থিতিকাল ২৩২—৩০৪ খৃঃ অব্দে। তিনি বিশেষভাবে আত্মা ও অনাত্মার বা জড়ের পৃথকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। আত্মা জড়ের বন্ধনমুক্ত হইলে সর্ব্বব্যাপী হয়—ইহাই তাঁহার অভিমত। জগৎ অনাদি। তিনি যজ্ঞাদির বিরোধী ও জীবহিংসা নিষেধ করিয়াছেন। ইঁহার মতে সাংখ্য-প্রভাব সমধিক বলিয়া মনে হয়।

ভারতীয় দর্শনের প্রভাব Christian Gnosticismএর উপরও দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে Gnosticগণ ভারতীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত।

প্রাচীন কালে ভারতীয় দর্শন—বিশেষতঃ বেদান্ত-দর্শন গ্রীকচিন্তাকে প্রভাবিত করিয়াছে। গ্রীকচিন্তা বর্ত্তমানে ইয়োরোপকে প্রভাবিত করিয়াছে। বেদান্ত-দর্শন উনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপের চিন্তারাজ্যে এক অভিনব বিপ্লবের সূচনা করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর জর্ম্মন দর্শনে বেদান্তের প্রভাব আছে। প্রাচীনকালে যাঁহার মহিমায় প্রতীচ্য ভূখণ্ডও আলোকিত হইয়াছে, বর্ত্তমানেও তাঁহার মহিমার নিকট প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভূখণ্ড অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান। বেদান্তের জ্ঞানে প্রাণ সুশীতল করিবার জন্য আজও বিশ্বমানব লালায়িত। বেদান্তের আলোক প্রাণস্পর্শী, বেদান্তের সাধন স্বাভাবিক, বেদান্তের তত্ত্ব নিজস্বরূপ ; সুতরাং বেদান্ত বিশ্ব-মানবের

উপনিষদের ঋষিগণের সাধনা সফল হইয়াছে। আমরা তাঁহাদের জ্ঞানের একমাত্র কণা লাভ করিয়া কৃতার্থ। বেদান্ত-দর্শন ভারতীয় জাতির প্রাণস্বরূপ। জাতির সাধন, জাতির ধ্যান, জাতির তপস্যা, জাতির আত্মা—সকলই বেদান্ত। জাতিকে ঐতিহাসিক ধারা রক্ষা করিয়া আবার জীবন্ত জাগ্রত হইতে হইবে। জাতি আপনার ইতিহাস ভুলিতে পারে না। জাতির লুপ্ত সুপ্ত স্মৃতি আবার জাগাইতে হইবে। '**বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস**' ভারতীয় জাতির জীবনের ইতিহাসের স্মৃতি জাগাইয়া তুলুক, আমাদের জীবনব্যাপী সাধনার সিদ্ধি হইবে। যিনি বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বেশ্বর, যিনি তুরীয় হইয়াও শিবস্বরূপ, তাঁহার অস্পর্শ স্পর্শে আবার জাতির জীবনে ঐতিহাসিক স্মৃতির উদয় হউক। আমরাও শ্রুতির ভাষায় বলি—

"পুনর্মনঃ পুনরায়ুর্ম আগন্
পুনঃ প্রাণঃ পুনরাত্মা ম আগন্
পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃ শ্রোত্রং ম আগন্।"

ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শিবম্।

সমাপ্ত



বর্ণানুক্রমে বিশদ সূচীপত্র



শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী

পূর্ব্বাভাস

সন্ন্যাসী সংসার-মন্দিরের আরতি-প্রদীপ, গগনের অঙ্গন ভরিয়া যখন পূজার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে, অথচ হৃদয় দেউলের অন্ধকার ঘুচে নাই, তখন সন্ন্যাসের ত্যাগোজ্জ্বল দীপ-শিখায় দেবতার আসন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, মহাপুরুষের পুণ্যময় জীবন-কথায় দেবতার সান্নিধ্যের আভাস দেয়, বিশ্ব-দেবতার সন্ধান করিতে গিয়া মানুষ তাই যুগে যুগে সন্ন্যাসের শরণ লইয়াছে।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের জীবন ভারতের সেই সম্পদ, যাহা অন্ধকারে হীরক-খণ্ডের মত দেবতার মন্দিরের পথ নির্দ্দেশ করে, দগ্ধ করিয়া কাহাকেও ব্যথা দেয় না, কিন্তু আপনার পুণ্য প্রভায় জগতের হিতে কল্যাণ বিকীর্ণ করিতে থাকে। বর্ত্তমান 'বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস' প্রণেতা স্বামীজীর জীবনেও সেই ঔজ্জ্বল্য প্রতিভাত হইয়াছিল। কিন্তু জিজ্ঞাসা জাগে, এ রত্ন আসিল কোথা হইতে? কোন অজানা পুরীর অজ্ঞাত প্রকোষ্ঠ হইতে ইহার উদ্ভব হইল? সেই প্রসঙ্গই আজিকার প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়।

বাল্য-জীবন

স্বামীজী যখন প্রজ্ঞানানন্দ হন নাই, তখন তিনি ছিলেন সতীশচন্দ্র। শ্রাবণের বারি-ধারা মস্তকে লইয়া ১২৯১ সালের ২৮শে তারিখ রবিবারে তাঁহার জন্ম হয়। বরিশাল জিলার অন্তঃপাতী উজিরপুর গ্রাম তাঁহার পৈতৃক বাসভূমি। কুলীন ব্রাহ্মণ তাঁহার পিতা ৺ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায় পুলিশ বিভাগে দারোগা ছিলেন। মাতা ক্ষেত্রমোহিনী বিশ্বনাথের চরণ প্রান্তে কাশীধামে দিন কাটাইতেছেন। সতীশচন্দ্র ছিলেন তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তান। সংসারে থাকিয়াও জননীর মন যখন ঊর্দ্ধলোকে আলোকের সন্ধানে ঘুরিয়া ফিরিত, জীবনের সেই শুভক্ষণের শুভ্র দীপ্তির মধ্যে সতীশচন্দ্রের জন্ম। তিন ভ্রাতা ও এক ভগিনী মুখোপাধ্যায় পরিবারে পুষ্পিত বন-কুসুমের মত অবিচ্ছিন্ন

আনন্দে বর্দ্ধিত হইতেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ একদিন নিদাঘের উত্তাপে মধ্যম সুশীলকুমার ঝরিয়া পড়িল! জ্যেষ্ঠ অশ্বিনীকুমার অধ্যয়নের অনুরাগে সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। ভারতীর সেবাকেই তিনি একান্ত চিত্তে বরণ করিয়া লইয়া বহু বৎসর ঢাকা কলেজে এবং অধুনা রাজসাহী কলেজে ভাইস্ প্রিন্সিপালের কার্য্য করিতেছেন।

যাঁহার নিকট হইতে প্রথম প্রেরণা পাইয়া উজিরপুর মুখোপাধ্যায় পরিবারের সতীশচন্দ্র একদিন বিশ্ববাসীর প্রজ্ঞানানন্দ হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার অগ্রজা ভগিনী সরোজিনী দেবী। ক্রীড়ারত এই দুটি ভাই ভগিনীকে দেখিয়া মনে হইত যেন একবৃন্তের দুটি ফুল। সংসার-কাননে স্বর্গের হাসি ফুটান ছাড়া আর ইহাদের অন্য কাজ নাই। যেখানে প্রাণের আনন্দ উৎস, শক্তি সেখানে বাসা বাঁধিয়াছে। সতীশচন্দ্রের জীবনে শক্তি সাধনার উন্মেষ বাল্যকাল হইতেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ভাই ভগিনীর উচ্ছল আনন্দে শৈশবের যে দিন গুলি কাটিয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যেও এই বালকের অসাধারণ নির্ভীকতা ফুটিয়া উঠিত।

রামায়ণ মহাভারতের প্রতি আকর্ষণ

রাত্রির স্তিমিতালোকে শয্যার প্রান্ত হইতে মাতার নিকট শ্রুত রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনীগুলি তাঁহাকে এমন আকর্ষণ করিত, যে জানালার ফাঁকে প্রভাতালোক প্রবেশ করিবার বহু পূর্ব্বেই দুই ভাই ভগিনীতে পরামর্শ আঁটিত—আজ খেলিব "রাবণ-বধ", কাল "ইন্দ্রজিৎ পতন", ভগিনী হয়তো বলিতেন—না আজ ইন্দ্রজিৎ পতন। কিন্তু সে কলহ যদি বা মিটিত, ভূমিকা লইয়া মারামারি কিছুতেই ঘুচিত না। রাবণ বা ইন্দ্রজিৎ হইয়া অপরের হস্তে নিহত হইবার অপমান সে কিছুতেই স্বীকার করিত না, খেলা যদি ভাঙ্গিয়া যায়, সেও ভাল, তথাপি সে পরাজিতের অভিনয় করিবে না। শৈশবের এই পণ শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার অটুট ছিল।

রামায়ণ মহাভারতের অলৌকিক ঘটনাবলী সে একা শুনিয়াই খুসী থাকিত না। প্রতিবেশী বালক মহলে, সে এই অলৌকিক কাহিনীগুলি বিবৃত করিয়া

মুগ্ধ বালকদের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। একদিন আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সতীশচন্দ্রের দেখা নাই। ভগিনী খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান, অবশেষে গৃহের সন্নিকটে এক ঘন সন্নিবিষ্ট পত্রান্তরালে দেখা গেল, সাত আটটি বালকের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে সতীশচন্দ্র মহাভারতের বীর কাহিনীর ব্যাখ্যা করিতেছে।

স্তবপাঠ

শৈশবে গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে শ্লোক আবৃত্তি এখন উঠিয়া গিয়াছে। সতীশ চন্দ্র যে যুগের মানুষ, সে যুগে উঠিয়া না গেলেও এই প্রথার আদর অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল। ব্রাহ্মণের সন্তান সতীশচন্দ্র সযত্নে এই শ্লোকগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। স্নান সমাপন করিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে, একাকী রাস্তায় ভ্রমণ করিতে করিতে তুড়ি দিয়া বালক শ্লোক আবৃত্তি করিত, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববীণার অনাহত প্রণবধ্বনি তাঁহার কর্ণে ঝঙ্কৃত হইতে থাকিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা

গ্রাম্য বিদ্যালয়ে তাঁহার পাঠ আরম্ভ হইল। পাঠে তাঁহার অনুরাগ এবং নিষ্ঠা শিক্ষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি ক্রমে বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন; কিন্তু এফ, এ পড়িতে গিয়া তাঁহার মন বাঁকিয়া বসিল। ঢাকা হইতে পরীক্ষা দিলেন, কিন্তু পাশ হইলেন না। অশ্বিনীকুমার তখন ঢাকা কলেজের অধ্যাপক। সাধারণ শিক্ষায় ভ্রাতার অনুরাগের অভাব দেখিয়া তাহাকে ডাক্তারী পড়িতে দিলেন। কিন্তু সতীশচন্দ্রের মন পরাজয়ের কথা স্মরণ করিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কয়েক মাস ডাক্তারী পড়িয়া স্থির করিলেন, ললাটে পরাজয়ের লিখন রাখা হইবে না। এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব। নিজের বাসনা সঙ্গোপন রাখিয়া তিনি গ্রামে ফিরিয়া গেলেন। যে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, সেখানেই শিক্ষকতা আরম্ভ করিলেন এবং তৎপর তাঁহার সঙ্কল্প সফল হইল, বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তরে তাঁহার নাম উত্তীর্ণের তালিকাভুক্ত হইল।

বিবাহ প্রস্তাব

পুত্রের বয়োবৃদ্ধির সহিত স্নেহাতুর জননীর চিত্ত উদ্বেলিত হইতে লাগিল। গৃহ কর্ম্মের অবসানে নিরালা নিভৃত অবসরে তিনি পুত্রের জন্য গৃহলক্ষ্মী আনিবার স্বর্গ কল্পনা করিতেন। জননীহৃদয়ের স্নেহান্ধতা এখন বিদেশীর নিকট প্রবচনের বিষয় হইয়াছে। নিরপেক্ষতার আদর্শ দেখাইতে গিয়া আমরাও মাতৃস্নেহের উল্লেখ করিয়া থাকি। কিন্তু এই নিরপেক্ষ মাতৃস্নেহের মধ্যেও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, মাতার স্নেহ কনিষ্ঠ পুত্রে অধিক বিদ্যমান। সতীশচন্দ্রের মাতৃ-হৃদয় এই অপবাদে আনন্দ উপভোগ করিতেন কিনা বিধাতা জানেন, কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র সতীশচন্দ্রকে সংসারের মানুষ সাজাইয়া, ঘরে বধূ আনিয়া তাহাকে লইয়া দিনাতিপাতের সুখ-কল্পনা যে তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

কিন্তু হায়রে বিধির বিধান! পুত্রের মন যখন গৈরিক পতাকার উদ্দেশে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধলোকে আগুনের উল্কার মত ঘুরিয়া ফিরিতেছে, স্নেহাতুর মাতৃহৃদয় তখন তাঁহার জন্য গৃহকোণে সংসার সাজাইতে ব্যস্ত! দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হয়না, কিন্তু মনের বাসনা চাপিয়া রাখাও দায়। এমনি এক উৎকণ্ঠার মুখে মা একদিন সতীশচন্দ্রকে ধরিয়া বসিলেন—"একলা ত আর পারিনা সতীশ, এবার কি বৌ আনবেনা?" সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "কেন মা, বৌদি রহিয়াছে যে!" মা মুখভার করিয়া বলিলেন, "সে ত আমার কাছে থাকেনা, তোমার বৌ আনিয়া কাছে রাখিব।" পুত্র বুঝিয়াছিল এ ফাঁকির কোন অর্থ নাই। হাসিয়া বলিল, "সে যদি বিদেশে আমার কাছে থাকে?" সহজ সরল মায়ের মনে উত্তর জোগাইতেছিলনা। মুখ তাঁহার ভারী হইয়া উঠিল দেখিতে পাইয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা তোমার কাছে রাখার জন্যই যদি বিবাহ, আমি বৌকে তোমার কাছে রাখিয়া বিবাহের পরেই চলিয়া যাইব, আর ফিরিবনা—তাহাতে তোমার আপত্তি নাই ত?" পুত্রের সংসার হইতে নির্লিপ্ততা মাতা কিছুকাল যাবৎ লক্ষ্য করিয়া শঙ্কিত হইতেছিলেন; তাই আর কথা বাড়াইতে সাহসে কুলাইলনা, বলিলেন, "থাক আর নূতন বৌএ কাজ নাই, তুমিই আমার কাছে থাক।" সতীশচন্দ্রের গার্হস্থ জীবনের এই খানেই যবনিকা পড়িয়াছিল।

সন্ন্যাসের পথে

আর একদিন কথা-প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র তাঁহার পিতামহের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছিলেন,"আমাদের সংসারে যত উন্নতি সবই ঠাকুরদার পুণ্যফলে।" পার্শ্বে উপবিষ্টা বৃদ্ধা পিতামহীর হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। তবে কি তাঁহার জীবনব্যাপী সেবার সে গৃহে কোন মূল্যই নাই? ক্ষুব্ধ, আহত অভিমানে পিতাঁমহী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কাজে কি এ গৃহের কিছুই হয় নাই?" সতীশচন্দ্র বৃদ্ধাকে ক্ষ্যাপাইবার জন্য বলিলেন, "না ঠাকুরমা, ঠাকুরদার পুণ্যফলেই সব উন্নতি।" অতি বার্দ্ধক্যে অনেক সময় মানুষের বুদ্ধি লোপ পায়; ওপারের অস্তাচল হইতে আকাশ যাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে, এপার সম্বন্ধে তাহার কেবল বিভ্রমই ঘটিতে থাকে। ঠাকুরমাও তখন অস্তাচলের যাত্রী, পূর্ব্বাচলের সংসারে তাঁহার পদে পদে ভুল হইত। খানিকটা ক্ষোভে, খানিকটা উত্তেজনায় তিনি বলিয়া বসিলেন,—তাঁহার পুণ্যেই সব উন্নতি? আচ্ছা এই দেখ তবে,—এক ঝাঁটা, দুই ঝাঁটা, তিন ঝাঁটা—বলিয়া পার্শ্ব হইতে একখানি ঝাঁটা উঠাইয়া তিনবার মাটিতে আঘাত করিলেন। যুবক সতীশচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বলিলেন, বাবা, এই সংসার! এই সহধর্ম্মিণী! ঠাকুর্দা আজ বিশ বৎসর পরপারে, আর তুমি তাহার মুখে এখনো ঝাঁটা মার?" মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "শোন মা, শোন ঠাকুরমা, এই যদি সংসার, আমি এ জীবনে বিবাহও করিবনা, স্ত্রীলোকের সহিত সম্পর্কও রাখিবনা।" সংসার, সমাজ, পরিবারে এমন তুচ্ছ ব্যাপার অহরহ কতইত ঘটিতেছে। যাহা ভুলিয়া যাইবার, যাহা স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া ফেলিবার, তাহাই প্রজ্ঞানানন্দের হৃদয়ে গাঁথা হইয়া রহিল, উদাসী হৃদয়ের সংসারের জন্য শেষ আকর্ষণটুকুও নিঃশেষ হইয়া গেল।

ব্রহ্মচর্য্যের অন্তঃব্রত

তারপর যখন তাঁহাকে বরিশালে ব্রজমোহন স্কুলের শিক্ষকরূপে দেখিতে পাই, তখনও তিনি সতীশচন্দ্র। শিক্ষকতার মধ্যে তাঁহার মন অনন্তের জন্য আকুল হইত। তখন অনুমান ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইবে, একদিন সতীশচন্দ্র নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের অন্তঃব্রত গ্রহণ করিলেন। ছাত্র জীবনের বিলাসিতা-প্রিয় বাবু সতীশচন্দ্রকে যাহারা দেখিয়াছিলেন, ব্রহ্মচারী সতীশচন্দ্রকে

দেখিয়া তাঁহারা অবাক হইয়া গেলেন, ঢাকা কলেজের সেই গৌরবর্ণ নধর-কান্তি দেহ-বল্লরীর মধ্যে যে শাল তরুব বিশালতা ও কৃচ্ছ্র সাধনার অপূর্ব্ব দৃঢ়তা লুকাইয়া ছিল তাহা কে জানিত ? যে মেঘ আকাশ হইতে শীতল বারিধারা বর্ষণ করে, সেই মেঘের বুকেই বজ্রের আগুন লুকাইয়া থাকে। ব্রহ্মচারী সতীশচন্দ্রের সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার বন্ধুগণ অবাক হইয়া যাইতেন। তখনও তিনি প্রজ্ঞানানন্দ নহেন, নামের পূর্ব্বে মাত্র ব্রহ্মচারী লিখিয়াই আত্ম পরিচয় দিতেন। নৈতিক আদর্শের তপঃক্ষেত্র ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে পাইয়া বসিল। ব্রহ্মচারীর ত্যাগোজ্জ্বল আদর্শ তাহাদিগের জীবনে নবশক্তি সঞ্চার করিত। সতীশচন্দ্র আপন মনে সাধনায় রত থাকিতেন, কিন্তু ছেলেরা তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতনা, সাধনপথে নবীন আনন্দের যখন নিত্য নূতন আভাস পাইতে লাগিলেন, তখন আর তাঁহার সংসারের আকর্ষণ ভাল লাগিলনা। এই বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে একদিন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মানুযায়ী সংসারের সহিত তিনি সকল সম্পর্ক ছেদন করিলেন।

সন্ন্যাসগ্রহণে ইঙ্গিত

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের অনতিপূর্ব্বে প্রজ্ঞানানন্দের জীবনে একটি ক্ষুদ্র ঘটনা আছে। সহরের কোলাহল হইতে যথাসম্ভব আপনাকে দূরে রাখিবার নিমিত্ত তিনি প্রায় প্রত্যহই সহর হইতে দেড় মাইল দূরবর্ত্তী মহামায়ার মন্দিরে গমন করিতেন। রাত্রিকালে সেখানে যাইয়া ধ্যানস্থ হইতেন, আবার প্রভাত হইতে না হইতে সহরে ফিরিয়া আসিতেন। একদিন গভীর রাত্রির অন্ধকারে মন্দিরের প্রাঙ্গণে বসিয়া একচিত্তে কি ভাবিতেছিলেন, এমন সময় নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অদূরে এক পথিক গাহিয়া গেল :—

"গৌর চ'ল্‌লো ব্রজনগরে
ছেঁড়ো কাঁথা মুড়ো মাথা করঙ্গ লয়ে হাতে।"

প্রজ্ঞানানন্দের চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পাশে তাঁহার একটি অনুগত ছাত্র বসিয়াছিল - ডাকিয়া বলিলেন, "আমার জীবনের ধারা নিরূপিত হইয়াছে ; চল বাসায় যাই।"

লোকালয়ে আর মন টিঁকিলনা। ইচ্ছা হইল হিমালয়ের মত কোন সাধনোপযোগী স্থানে যাইয়া জীবন যাপন করেন, কিন্তু ছাত্রগণ ছাড়েনা। গুরুগোবিন্দের নির্জ্জন তপস্যা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছিল, আবার লোকালয় হইতে নরনারায়ণের আহ্বানও উপেক্ষা করিতে পারিতেছিলেন না! কেমন করিয়া কেহ জানেনা, মধুচক্রের মত প্রজ্ঞানানন্দের চতুর্দ্দিকে এই সময় হইতেই সহর এবং মফস্বল হইতে লোক ভিড় কবিতে লাগিল।

বঙ্গভঙ্গ ও জাগরণ

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর, ৩০শে আশ্বিন বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় দিন। লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গে সমগ্র বাংলায় যে প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছিল, তাহারই ফলে স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভ। বাঙ্গালীর নিকট উহাই মাতৃপূজার বোধন। বরিশালে মাতৃপূজার এই বোধনে ব্রহ্মচারী সতীশচন্দ্র, পূজারী অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত মায়ের পূজামন্দিরে প্রথম প্রবেশ করেন।

দুর্ভিক্ষ ও স্বদেশ-বান্ধব সমিতি

পরবৎসর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ বাখরগঞ্জের বড়ই দুর্বৎসর। দুর্ভিক্ষের আর্ত্তনাদে সমস্ত বরিশাল ব্যথিত হইয়া উঠিল। সতীশচন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল, বরিশালের নারায়ণ উপবাসী, পল্লীর অখ্যাত, অবজ্ঞাত প্রান্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অশ্বিনীকুমারের সহকর্ম্মীরূপে নরসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন, "স্বদেশ-বান্ধব সমিতি" আর নাই, কিন্তু এই সমিতির কার্য্যাবলী আলোচনা যে একদিন বরিশালবাসীর নিকট পুণ্যকথায় পরিণত হইয়াছিল, তাহার কারণ অশ্বিনীকুমার, সতীশচন্দ্র প্রভৃতির ঐকান্তিক সাধনা। "স্বদেশবান্ধব সমিতির" দেশসেবা বরিশালের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে।

জ্ঞান-পিপাসা

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় মন বসে নাই বলিয়াই বোধহয় প্রজ্ঞানানন্দের জীবন বিশ্বের জ্ঞান লাভের জন্য হৃদয় তৃষিত হইয়াছিল। প্রাচ্য এবং

পাশ্চাত্যের সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতির অনেক পুস্তক তিনি একান্ত সমাহিত চিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বরিশাল শঙ্করমঠের যে বিরাট গ্রন্থাগার দেখিয়া অনেক পর্য্যটক এখন বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই গ্রন্থরাজি একদিন প্রজ্ঞানানন্দের জ্ঞান-তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছিল।

শঙ্করমঠ প্রতিষ্ঠা

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাঁহার নির্ভীকতা। ঝড়ঝঞ্ঝা প্রলয়ের আবর্ত্তেও তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল প্রদীপ্ত মুখখানি যে-ই দেখিয়াছে সে-ই মুগ্ধ হইয়াছে। কাপুরুষতা, দুর্ব্বলতার মোহ তিনি লগুড়াঘাতে চূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। যেখানে বাধাবিপদ কেবল দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর রচনা করে, সেখানে তিনি মহীরুহের অটলতায় সকল বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া আপন মহিমায় প্রকাশ পাইতেন। হয়ত এই জন্যই আচার্য্য শঙ্করের আদর্শ তাঁহাকে মুগ্ধ করিত। শঙ্করের অবিচলিত নিষ্ঠা, সাধনার উগ্র একাগ্রতা তাঁহার হৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল। ১৩১৭ সনে তিনি আচার্য্য শঙ্করের আদর্শ অনুযায়ী বঙ্গদেশে বৈদিক শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার মানসে বরিশালের সহরতলীতে ,'শঙ্করমঠ" প্রতিষ্ঠা করেন। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে বহু নরনারীর সমাগমে বরিশাল শঙ্করমঠ একদিন পীঠস্থানে পরিণত হইবে, হয়ত সহস্র সহস্র যাত্রীর শিবার্চ্চনায় একদিন ইহার শান্ত প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিবে। নিষ্ঠাবান পুরোহিতের পূজার্চ্চনা উপেক্ষার বস্তু নহে; তবে ধর্ম্মহীন কর্ম্ম এবং কর্ম্মহীন ধর্ম্ম উভয়ই তাঁহাকে পীড়া দিত। তাই তিনি চাহিতেন, বাংলায় এমন একদল সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ও কর্ম্মী গড়িয়া উঠুক, যাঁহাদের কর্ম্মের অঞ্জলি দেবতা-পূজার সাধন-সামগ্রী হইবে। এই কর্ম্মানুশীলনের উপরেই তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি অন্তর্মুখীন হইবার যোগ্যতা লাভ করিবে। চিত্তস্থির হইলেই জ্ঞানালোকে চিত্তভূমি আলোকিত হইতে থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভূমানন্দের দ্বারও উদ্ঘাটিত হইবে, তাঁহাদের সাধনায় সিদ্ধি আসিবে, জীবন সার্থক হইবে। শঙ্করমঠের এই উদ্দেশ্য তাঁহার অনুচর-বর্গের স্মৃতিপটে জাগরূক রাখার জন্য তিনি প্রায় সময়েই বলিতেন—সাধনহীন জীবন দাঁড়াইতে পারেনা, আবার সাধন ব্যতীত শক্তিলাভ অসম্ভব।" সাধনোপযোগী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলাই শঙ্করমঠ স্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

সন্ন্যাস গ্রহণ

এইবারে দীক্ষা গ্রহণের সময় আসিল। ১৩১৯ সালে শ্রীশ্রী শঙ্করানন্দ সরস্বতীর নিকট তিনি পবিত্র গয়াক্ষেত্রে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তখন আর তিনি সতীশচন্দ্র রহিলেন না। সংসারের শেষ চিহ্ন পিতৃদত্ত নাম-টুকুও বিলোপ করিয়া দিয়া তিনি ব্রহ্মচারী সতীশচন্দ্র হইতে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ হইলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞান পিপাসা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। আকণ্ঠ পিপাসা লইয়া তিনি জ্ঞানানুশীলনের জন্য কাশী গমন করিলেন; সেখানে একান্ত চিত্তে, হৃদয়ের দীপে আলোক জ্বালাইয়া জ্ঞানের অনুসন্ধান করিলেন। এই অধ্যয়ন ও জ্ঞানান্বেষণের ফলে তিনি অল্পকাল মধ্যেই ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি পালি ভাষা আয়ত্ত করিতেও কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের জীবনের ইহার পরের অধ্যায়টি প্রকাশ করা কঠিন। সন্ন্যাসীর জীবনে আমরা বাহির হইতে যতটুকু দেখিতে পাই, অন্তরের মানুষটি যে তাহার অনেক বেশী, বাহিরে সে গৈরিকধারী মানুষ মাত্র, অন্তরে তাহার তল খুঁজিয়া পাই না। অথচ জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায়—তাঁহার বাসনা কামনা জয়ের অভিযান, তাঁহার ত্যাগ নিষ্ঠার ঐকান্তিক সাধনা, দেহ জয়ের ঘাত প্রতিঘাতের কথা, কিছুই জানিবার উপায় নাই। নিভৃতে নিরালায়, নিষ্ঠার তৈল নিষেকে সংযমের অগ্নি সংযোগে জীবনের যে প্রদীপটি একদিন অনির্ব্বাণ আলোকে জ্বলিয়া উঠে, তাহার নিকট হইতে অন্ধকারের ইতিহাস খুঁজিয়া বাহির করা সহজ নহে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের জীবন-প্রদীপেও কেমন করিয়া কখন দীপ্ত শিখা সঞ্চারিত হইল, নিভৃত সাধনার সে গোপন কাহিনী আমাদের নয়নে আড়াল হইয়া আছে। প্রজ্ঞানানন্দও বলিয়া যান নাই, আমাদেরও জানিবার উপায় নাই।

নির্ভীকতা

শুধু একদিন চক্ষু খুলিতে দেখা গেল ভারতের ধূলি ধন্য করিয়া আপন শুভ্র দীপ্তিতে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ শোভা পাইতেছেন। ভয় চকিত বিমূঢ় নরনারীর প্রাণে বল সঞ্চার করিয়া বলিতেছেন—মাভৈঃ। তাঁহার এই অভয়বাণী শত শত যুবকের বুকে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। তাহারা দলে দলে আসিয়া

প্রজ্ঞানানন্দের পদতলে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। একদল আত্মত্যাগী যুবক লইয়া তিনি ভারতের কল্যাণ কামনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। সংকীর্ণতার বন্ধন, কুসংস্কারের বন্ধন, অন্তর বাহিরের সকল বন্ধন হইতে দেশের আত্মাকে মুক্ত করাই ছিল এই যুবক দলের একমাত্র সাধনা।

নিগ্রহ

ভিতরে বাহিরে এমনি করিয়া যিনি সকলকে অভয় দিতে ছিলেন, একদিন তাঁহাকে দেখিয়া সকলের বেশী ভয় হইল ব্রিটিশ সরকারের। যাঁহার পশ্চাতে যুবকদল দিবারাত্র ভিড় করিয়া থাকে, যাঁহার বাক্যে, কার্য্যে বা চিন্তায় ভয়ের কিছু মাত্র চিহ্ন নাই, না জানি সে কত বড় বিপ্লবী! এতবড় বন্দুক, কামান, গোলা-বারুদ সুসজ্জিত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট একজন সন্ন্যাসী দেখিয়া আঁতকাইয়া গেলেন। বাংলার স্বাধীনতাকামী যুবকদলের একজন নায়ক সন্দেহে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ কাশীতে অবস্থান কালে ১৩২২ সালের কার্ত্তিকমাসে অন্তরীণের পরোয়ানা পাইলেন! তাঁহার অনুচরবৃন্দও একে একে বন্দী হইল! স্বামীজীকে অন্তরীণ করা হইল! বরিশাল হইতে গলাচিপায়,—গলাচিপা হইতে মেদিনীপুর জিলার মহিষাদল গ্রামে—এমনি করিয়া চারিবৎসব তাঁহাকে নানা স্থানে আটক করিয়া রাখা হইল। এই অবরোধ সময়েই স্বামীজী বর্ত্তমান পুস্তক "বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস", "রাজনীতি" "কর্ম্মতত্ত্ব," নামক তিন খানা পুস্তক প্রণয়ন করেন।

রাজ-রোষে অন্তরীণে আবদ্ধ অবস্থা প্রজ্ঞানানন্দের জীবনের আর এক অধ্যায়। এই অবরোধকে তিনি সন্ন্যাসোচিত ঔদাসীন্যের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোনও দিন তাঁহাকে কিছুমাত্র বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই, বরং তাঁহার নির্ভীকতা এবং তেজস্বিতা কত সত্য, সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দও তাহার পরিচয় পাইয়াছিলেন।

তেজস্বিতা

গলাচিপা যাইবার পথে সরকারী আদেশ মত তিনি একদিন পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত বরিশালে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সাহেব কাষ্ঠপাদুকাধারী সন্ন্যাসী দেখিয়া বিরক্ত হইলেন, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—খড়ম ছাড়িয়া এসো (put off your sandals.)। প্রজ্ঞানানন্দ উত্তর করিলেন "ইহা আমার সন্ন্যাসের অঙ্গ, আমি ছাড়িব না।" সাহেব তখনকার মত চুপ করিয়া গেলেন।

মহিষাদল অবস্থান কালে সরকার হইতে তাঁহাকে মাসিক চল্লিশ টাকা ভাতা দেওয়া হইত। কিন্তু মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহা অতিরিক্ত মনে হওয়ায় একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে চল্লিশ টাকা অনাবশ্যক।" প্রজ্ঞানানন্দ উত্তর করিলেন,—কুকুর পুষিবার মাসিক ব্যয় যাহাদের ৬০৲ হইতে ৭০৲ টাকা তাহাদের মুখে মানুষ সম্বন্ধে এমন কথা শোভা পায় না।" সত্য কথার প্রতিবাদ চলেনা, তাই সাহেব চুপ করিয়া রহিলেন।

পরদুঃখ কাতরতা

এই ত গেল এক দিকের কথা। মানুষের দুঃখ দৈন্যকেও এই সন্ন্যাসী নিজের বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছিলেন। করুণার এই কোমল প্রস্রবণটি তাঁহার হৃদয়ে মানবের দুঃখ মোচনের জন্য সতত প্রবহমান ছিল। কাশী হনুমান ঘাটে শীতের এক দুপুর রাত্রে একটী অসহায় লোক শীতের কষ্টে আর্ত্তনাদ করিতেছিল। স্বামীজীর কর্ণে এই ধ্বনি প্রবেশ করিল, তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, নিজের কম্বলখানি গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া বেচারার গায়ে জড়াইয়া দিলেন। তারপর অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে কৃতজ্ঞতার কাকুতি শুনিবার জন্য মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব না করিয়া চলিয়া গেলেন।

আর এক দিন মহিষাদল গ্রামে বহু সংখ্যক নিঃসহায় লোককে বস্ত্র বিতরণ করিতেছিলেন। কর্ম্মশেষে ফিরিবার পথে একটি ভিক্ষুক তাঁহার দিকে কাতর নয়নে তাকাইয়া বস্ত্র প্রার্থনা করিল, কিন্তু তখন প্রজ্ঞানানন্দের হাত একেবারে রিক্ত, একখানি বস্ত্রও অবশিষ্ট ছিল না। বলিলেই চলিত—নাই। কিন্তু নিজের অঙ্গে বসন থাকিতে তিনি অপরের দুঃখ সহিতে পারিলেন না। কৌপিনমাত্র সম্বল রাখিয়া নিজের একমাত্র পরিধেয় বস্ত্রখানি খুলিয়া দিয়া ভিখারীকে বিদায় করিলেন। যাঁহার হৃদয় বজ্রের মত কঠোর ছিল, তাঁহার অন্তরের প্রতিরন্ধ্রে দরিদ্রের জন্য করুণার এমনি শত উৎস সর্ব্বদার জন্য উৎসারিত থাকিত। অপরকে দ্রবীভূত করিতেন, কিন্তু নিজে দ্রব হইতেন না।

স্বাধীনতা

শুধু দরিদ্রের ক্রন্দন নহে, আমাদের বর্ত্তমান সমাজের সর্ব্বব্যাপারেই একটা দারুণ অভাবের হাহাকার সংসারের সকল রসটুকু নিঃশেষে শুষিয়া

লইতেছে। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, স্বাস্থ্য নাই, সাহস নাই—চারিদিকে কেবল নাই, নাই। ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া আমরা কেবল কৃপার ভিখারীরূপে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া মরি। দেহ মনের এই মর্ম্মান্তিক দৈন্যের একমাত্র কারণ যে পরাধীনতা, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সেই কথাই বারংবার আমাদের জানাইয়া গিয়াছেন। দেহ যাহার মুক্ত নহে, তাহার পক্ষে মনের মুক্তি যে বিড়ম্বনা মাত্র, একথা তিনি বহুবার বহুলোকের নিকট ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের জন্য সর্ব্বপ্রকার অধীনতা হইতে মুক্তি কামনা করিয়াছিলেন বলিয়াই সরকারের রোষরক্ত নয়ন তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ভ্রূকুটি করিয়া ফিরিত। কিন্তু তিনি তাহাতে ভীত হন নাই। সর্ব্বপ্রকার অধীনতা হইতে মুক্তি প্রচারই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। প্রেমদ্বারা জগৎ জয় করা, অথবা অশ্রুর প্লাবনে, বিশ্বের নয়ন প্লাবিত করাকেই তিনি শ্রেষ্ঠকর্ম্ম মনে করিতেন না। মুক্তভারত, মুক্ত মানব, মুক্ত জগতের সত্যই তিনি প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্মচর্য্য মকরধ্বজ

কিন্তু সে মুক্তির পথ কি ধর্ম্ম? প্রজ্ঞানানন্দ বলিতেন,—'নিশ্চয়'। স্বাধীনতার ভিত্তির প্রধান মশলা ব্রহ্মচর্য্য। বর্ত্তমান সমাজের নৈতিক দীনতা ও হীনতার একমাত্র কারণ ব্রহ্মচর্য্যের অভাব, বড় বড় চোর, ডাকাত, বাজীকর, গায়ক, বক্তা, সাধু সন্ন্যাসী—সকলের কৃতকার্য্যতা ব্রহ্মচর্য্যের তেজে, ইহাই আয়ুর্ব্বেদের মকরধ্বজ, অনুপান ভেদে সকল রোগের ঔষধ। তিনি আরও বলিতেন যে, আমাদের সকল দুর্দ্দশার মূলে আমাদের শক্তিহীনতা, সেই ভাগ্যদোষেই আমরা পরপদলেহন করিয়া মরিতেছি। এই দাসত্ব দূর করিতে আমাদের মরণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে হইবে, সে যুদ্ধের সেনা হইবে একদল চরিত্রবান যুবক, যাঁহারা গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে গিয়া দরিদ্র, অজ্ঞ, পদদলিত, ঘৃণিত জীবের শক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া চরিত্রের আদর্শ দেখাইবে। প্রায়শঃ স্বামী বিবেকানন্দের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন, দেশকে যদি ভালবাসিতে হয় ত স্বামী বিবেকানন্দের মত ভালবাসিতে হইবে। তিনি জানিতেন, ধনদান নহে, প্রেমদান নহে, শক্তিদানই শ্রেষ্ঠদান। এই জন্য তিনি চিরদিনই শক্তির উপাসক ছিলেন।

সবলতা সাধন

এই প্রেমপ্লাবিত বঙ্গদেশে, এই বৈষ্ণব প্রেমের লীলাভূমিতে এই কারণেই তিনি বরিশাল সহরে আচার্য্য শঙ্করের আদর্শে শক্তি সাধনার জন্য শঙ্করমঠ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত 'সবলতা ও দুর্ব্বলতা' পুস্তিকার ভূমিকায় ব্রজমোহন কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার বসু লিখিয়াছেন,—

"আজ ভারতের ঘোর দুর্দ্দিন। ভারতের ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়াছে; দারিদ্র্যের আগুন, অকাল-মৃত্যুর আগুন, দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারের আগুন, ভ্রাতৃ বিরোধের আগুন, স্বামী-স্ত্রীর বিবাদের আগুন, চতুর্দ্দিকে আগুন, ভারতবাসী পুড়িয়া ছাই হইতেছে। কিন্তু উপায় নাই; ভারতবাসী আজ চঞ্চল, অস্থির, প্রমত্ত। কখনও পশ্চিমে, কখনও পূর্ব্বে, কখনও উত্তরে আবার কখনও দক্ষিণে ধাবমান। কোথা পথ? কিন্তু সাড়া নাই, শব্দ নাই, আশ্বাসের কোনও লক্ষণ নাই। এমন সময়ে শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ অতি প্রাচীন পন্থা নূতন করিয়া ভারতীয় যুবকের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়াছেন—বল সাধনা। প্রাচীন? অতি প্রাচীন। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, শুভ্র হিমাদ্রি-শিখরে শ্বাপদ সমাকীর্ণ গিরিকন্দরে, ধীর সমীরণান্দোলিত তরঙ্গরাজি চুম্বিত নদী পুলিনে বসিয়া আর্য্যঋষি ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রে ব্যোমপটে জ্বলন্ত অক্ষরে অঙ্কিত পন্থা দেখিয়া গাহিয়াছিলেন, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" "যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।" এই ধ্বনি দিগন্ত প্লাবিত করিয়াছিল, ভারতে আর্য্য সন্তান আগ্রহে শুনিয়াছিল; এই অগ্নিমন্ত্র আদরে গ্রহণ করিয়াছিল। সুরপুরে ইন্দ্র লজ্জায় মলিন হইয়াছিলেন, ধনকুবের মস্তক হেঁট করিয়াছিলেন, আর বোধকরি ভয়ে কাঁপিয়াছিলেন 'মৃত্যু'। কিন্তু আজ ভারতের সেদিন ফুরাইয়াছে, আজ ভারতবাসী আত্মজ্ঞানের মাহাত্ম্য ভুলিয়াছে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এই গুপ্তনিধি উদ্ধার করিয়া—দেশের আশার পথ খুলিয়া দিয়াছেন।"

সত্য সত্যই তিনি এমন সবলতার সাধনা করিয়াছিলেন, যাহাতে মৃত্যুও মাথা নত করিয়া থাকে। দুর্ব্বল ভীরু, ইন্দ্রিয়পরায়ণ জাতির জন্য তিনি আর কোনও সাধনাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করিতে পারেন নাই। সাধনার নামে, ধর্ম্মের নামে তামসিকতার যে লীলা-বিলাস বাংলার ঘরে ঘরে অকর্ম্মের

প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছে, তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে তাঁহার অমিত বিক্রম লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। পূজার নামে ভিক্ষা, সেবার নামে সঙ্গ—লিপ্সাকে তিনি কখনই প্রশ্রয় দিতেন না। যে সাধনায় ভয় নাই, দীনতা নাই, কাকুতি-মিনতির কণা মাত্র নাই, তিনি সেই অভয় মন্ত্রের সাধক ছিলেন। এই কারণেই বৈদিক সাধনাকেই তিনি শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। বলিতেন, বৈদিক সাধনা সর্ব্বত্রই তেজদীপ্ত মহানের সাধনা। ঋষি কাতর নহে, দুর্ব্বল নহে, ভীরু নহে। সে ব্রহ্মবীর্য্য চায়, সে আত্মাগ্নিতে পাপ আহুতি দিয়াছে। তাঁহার হৃদয় সংশয়ে আন্দোলিত হয়না, দুঃখে বিচলিত হয়না; হর্ষে অকারণ উৎফুল্ল হয়না। নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপ-শিখার ন্যায় সে হৃদয়ে কালিমা নাই। তপস্যায় একাগ্র, সাধনায় অটল, সে বুদ্ধদেবের মত বলিবে—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্ল্লভং
নৈবাসনাৎ কায়ঃ সমুচ্চলিষ্যতে।

এই আসনে শরীর শুকাইয়া যাক্, মাংস চর্ম্ম বিলয় প্রাপ্ত হউক, তথাপি বহু-কল্প-দুর্লভ কাম্য-লাভের পূর্ব্বে এই আসন হইতে একটুকুও নড়িবনা—এমনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এমনি বহুজন বাঞ্ছিত নিষ্ঠা তাঁহার জীবনের সাধনা ছিল।

আদর্শ

কিন্তু পরদাসত্ব, পরাধীনতা বাংলার বাক্য, কার্য্য, চিন্তাধারার গতিরোধ করিয়া দিয়াছে বলিয়া তিনি জাতির জন্য সর্ব্বপ্রথমে স্বাধীনতা কামনা করিতেন। তিনি এই মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—সবলতা, অন্তরে বাহিরে সকল বন্ধন হইতে দেশের আত্মাকে মুক্ত করাই ছিল স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের একমাত্র সাধনা। তিনি বলিতেন, "বিরাট পুরুষের পূজাই ভারতের নিজস্ব, চিরন্তন সনাতন আদর্শ। বিরাট পুরুষই জাতির, দেশের, ধর্ম্মের অন্তরাত্মা। সমস্ত ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য, সমগ্র রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য শ্রীভগবানের প্রেরণায়, তাঁহার প্রীতির জন্য, কেবল তাঁহারই জন্য অনুষ্ঠিত হয়—ইহাই জাতি, ধর্ম্ম ও দেশের প্রাণ প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ মন্ত্র।

এই কারণেই স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ কোনদিন দেশ ফেলিয়া স্বধু আপনার মুক্তি কামনা করেন নেই। একটা কথা তাহাকে প্রায়ই বলিতে শোনা যাইত। তাঁহার জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল—

"বাঁধন ছিড়িতে হবে এই মোর মতি,
লক্ষ কোটি প্রাণীসহ মোর এক গতি।
বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
একা আমি ব'সে রব মুক্তি সমাধিতে ?"

রাজনৈতিক সন্ন্যাসী সন্দেহে সরকারী নিগ্রহের কোন দুর্ভোগই তাঁহার ভাগ্যে বাকী ছিল না। কিন্তু রাজনীতি, ধর্ম্মনীতির বিভেদ তিনি স্বীকার করিতেন না। ধর্ম্মই যে সকল নীতির যোগসূত্র—সারা জীবন তিনি এই সত্যই প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

অন্তিম শয্যায়

মেদিনীপুর জিলার অন্তঃপাতী মহিষাদল গ্রামে অবরুদ্ধ থাকার সময় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হন। এই ব্যাধির ঘন ঘন আক্রমণের ফলে একটু একটু করিয়া তাঁহার দেহ জীর্ণ হইতেছিল, কিন্তু সে দিকে তিনি দৃক্‌পাত করেন নাই। একবার শীতের সময় এই আক্রমণ দারুণ হইল। ২নং তাঁতি বাগান লেনস্থ তাঁহার অনুরক্ত শিষ্য শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার সর্ব্বপ্রকার শুশ্রূষার ভার লইলেন। ইহার পূর্ব্বেও অনেকবার তাঁহাকে এই রোগের আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছে, কিন্তু কখনই তাহা তেমন মারাত্মক আকার ধারণ করে নাই। কিন্তু সেবারকার আক্রমণ দেখিয়া শিষ্যবৃন্দ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসা ও শুশ্রূষা উভয়ই হইল; কিন্তু স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের জীবন রক্ষা হইলনা! ১৩২৭ সনের ২৩শে মাঘ সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকার সময় তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। পরলোক প্রয়াণের পূর্ব্বে নিদারুণ রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি তাঁহার অন্নবস্ত্রবিহীন দেশবাসীর কথা ভুলিতে পারেন নাই। রোগ

অপেক্ষা এই চিন্তাই তাঁহাকে অধিকতর আকুল করিয়া তুলিতেছিল, তন্দ্রার ঘোরেও তিনি বলিয়া উঠিতেন,—"বুভুক্ষিত নিরন্ন দেশ আমার!"

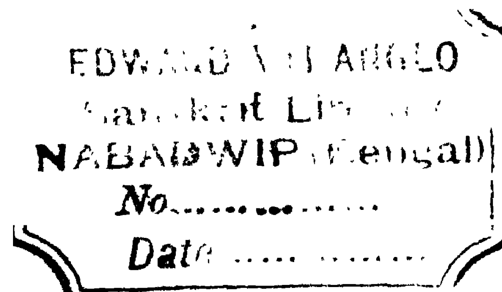
এই বুভুক্ষিত নিরন্ন দেশের মুক্তি কামনা করিতে করিতে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ জ্যোতির্লোকে চলিয়া গেলেন।

সমাধি

শিষ্য এবং ভক্তগণ তাঁহার পবিত্র দেহ লইয়া ২৫শে মাঘ বেলা একটার সময় বরিশালে পৌঁছেন। সেখানেই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীশঙ্করমঠে বিপুল জনতার আর্ত্তনাদের মধ্যে তাঁহার দেহ সমাহিত করা হয়। বরিশালেব আবাল-বৃদ্ধ-নরনারী সেদিন তাহাদের শ্রদ্ধাতর্পণের জন্য শঙ্করমঠে সমবেত হইয়াছিলেন।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনে ঘটনাবাহুল্য নাই। একই সাধনাকে তিনি সিদ্ধির পথে লইয়া যাওয়ার পণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং কর্ম্মজীবনের আড়ম্বর, বা বাহুল্য হইতে তিনি আপনাকে দূরে রাখিতেন। সন্ন্যাস-জীবনের বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র জানিবার সহজ কোন উপায় নাই; তাই প্রজ্ঞানানন্দের জীবনের অনেক কথাই অকথিত রহিয়া গিয়াছে। যাহা অন্তরের জিনিস তাহা ত বাজারে বিকাইবার নহে।

আমরা দেখিতে পাই ত্যাগপূত গৈরিকের উজ্জ্বল আলোকে ভারত-বাসীর জন্য অনন্তমুক্তি কামনায় মঠগুলি বলিতেছে,—মাভৈঃ। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের মুক্ত আত্মাও তাহারই প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিতেছেন,—মাভৈঃ। ধর্ম্মজীবনে ও কর্ম্মজীবনে শঙ্করমঠের এই অভয় সাধনাই ভারত-বাসীর বন্ধনমুক্তির একমাত্র পন্থা; তাই বাংলার সুপ্ত চৈতন্য জাগ্রত করিবার জন্য স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ আবার মঠ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।


EDWARD ... ANGLO
Sanskrit Library
NABADWIP (Bengal)
No............
Date ....

বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে সুধীবৃন্দের অভিমত।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীলক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়ঃ—

শ্রীমৎ প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীতো বঙ্গভাষাময়ো বেদান্তদর্শনেতিহাসঃ প্রথমোভাগাত্মকোঽস্মাভিলর্দ্ধঃ সম্যগ্ বাচিতশ্চ। অস্যমুদ্রনকার্য্যং শ্রীমতা রাজেন্দ্রনাথ ঘোষেণ নির্বর্ত্তিতং প্রেক্ষাবতাং মনোহরং সংবৃত্তম্। গ্রন্থস্য-লেখনশৈল্যপি সমীচীন বর্ত্ততে। অস্মিংশ্চ বেদান্তসম্বন্ধিনো বহবো বিষয়া জিজ্ঞাসূনাং জিজ্ঞাসাশান্তয়ে সমর্থাঃ। অস্য চ প্রচারণেন বহূনাং রাজভাষা-পণ্ডিতানামিদানীন্তনৈতিহাসিকানাং চিত্ততোষঃ স্যাদিতি সম্ভাব্যতে। অচিরেণৈব খণ্ডদ্বয়ে প্রকাশিতে লোকানামুৎকণ্ঠা শান্তির্ভবিষ্যতীত্যাশাস্যতে ইতি।

জয়পুর-রাজসভা-প্রধান-পণ্ডিত-মহামহোপদেশক-বিদ্যাবাচস্পতি-শ্রীমধুসূদন শর্ম্মা ওঝা—

(হিন্দী হইতে অনুবাদ)

* * * বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস, প্রথমভাগ, আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। ইহাতে গ্রন্থকর্ত্তার বিচারের রীতি এবং বিষয় নির্ব্বাচনের সূক্ষ্ম প্রণালী দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম। এই গ্রন্থে অত্যন্ত উত্তমরূপে সমালোচনা করিয়া বিষয় নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। ভাষাব প্রাঞ্জলতাও হৃদয়-গ্রাহিণী হইয়াছে।

এই ভারতবর্ষ একটি দর্শন-প্রধান দেশ। এই দেশে অনেক বড় বড় গম্ভীর বিচারশীল দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যদ্যপি বিশেষরূপে ষড়-দর্শনই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তথাপি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের অনুসারে অন্যান্য কতিপয় দর্শনও অধিক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল দর্শনের মধ্যে পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাত বশতঃ কোন এক সিদ্ধান্ত স্থির করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক দার্শনিক পণ্ডিত প্রখর বুদ্ধিশালী হইলেও নিজ নিজ মতের পূর্ণরূপে পক্ষপাতী হইয়া অন্যমতের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা সকল দর্শনেরই মূলভিত্তি বিচলিতপ্রায় হইয়া গিয়াছে। এই সকল দর্শনের মধ্যে

আবার বেদান্ত-দর্শনে শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, দ্বৈত প্রভৃতি সিদ্ধান্ত এবং সদসদন্যতাদি নানাবিধ খ্যাতিবাদের অনেক বিবাদগ্রস্ত বিষয়ের সমাবেশে, বেদান্তের বাস্তবিক স্বরূপ অন্য সকল দর্শনের অপেক্ষা অধিক জটিল হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন সিদ্ধান্ত সাধারণ এবং কোনটি বিশিষ্ট, ইহা জানিবার উৎকণ্ঠা সাধারণ ব্যক্তি হইতে পূর্ণ বিদ্বন্মণ্ডলী পর্য্যন্ত প্রায় সকলেরই হওয়া সম্ভব। এ অবস্থায় এরূপ এক জন মধ্যস্থ বিচারকের আবশ্যতা ছিল, যিনি বিশেষরূপে কোন মতবিশেষেব পক্ষপাতী না হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন বাদী প্রতিবাদীগণের মতেব উপর বিশুদ্ধ হৃদয়ে বিচার করিয়া, ঐ সকল মতের মধ্যে কোন একটি মতের উৎকৃষ্টতা স্থির করিতে পারেন। এই আবশ্যকতা এইরূপ ইতিহাস-গ্রন্থেব দ্বারাই পূর্ণ হইতে পারে, যে গ্রন্থ আরম্ভ হইতে অন্ত পর্য্যন্ত একসঙ্গে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দার্শনিক বিজ্ঞানের ক্রমিক-বিকাশের পরীক্ষা করিয়া সকল মতের তুলনা পূর্ব্বক উহাদের উৎকর্ষ অপকর্ষ স্থির করিতে সমর্থ হয়। আমি যতদূর দেখিতেছি তাহাতে এই কার্য্য এই 'বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস' দ্বারা অনেকাংশে সিদ্ধ হইয়াছে। বেদান্ত-দর্শনেব যতগুলি মত পাওয়া যায়, এই গ্রন্থে তাহাদের ক্রমিক বিকাশেব আভাস একরূপ উত্তমরূপেই পাওয়া যাইতেছে। এই কারণে এই ইতিহাসের দ্বারা বেদান্ত-দর্শনের জিজ্ঞাসুগণের বিশেষ উপকার ও সন্তোষ হওয়ার সম্ভাবনা।

পাশ্চাত্য দর্শনগুলিতে দার্শনিক মত বিচারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কিছু কিছু ইতিহাসও প্রায় সন্নিবিষ্ট থাকে; পরন্তু ঐ ইতিহাস প্রত্যেক মত বিচারের সঙ্গে থাকায় সেই মতের শরীরে বিকাশক্রম দেখাইতে দেখাইতে তাহার অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব ঐ ইতিহাস উত্তমরূপে সেই মধ্যস্থতার কার্য্য করিতে পারে না। কোন একমতের গ্রন্থ না হইয়া স্বাধীনভাবে বিচার করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই জন্য আমি বেদান্ত-জিজ্ঞাসু বিদ্বন্মণ্ডলীকে অনুরোধ করিতেছি যে তাহারা যেন এই 'বেদান্ত-দর্শনেব ইতিহাস' খানি একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করেন।

মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য—
৺কাশীধাম—

শ্রীমৎস্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত "বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস" পাঠ করিয়া আমি অতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। স্বামীজী বহুকাল

৺কাশীধামে বাস করিয়াছিলেন, সে সময় তাঁহার এতদূর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইবার সুযোগ ঘটে নাই। এই ইতিহাসে অদ্বৈতবাদের ত কথাই নাই, রামানুজ, মাধ্ব, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনান্তরেরও স্বামীজী যেরূপ বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সমস্ত দর্শনেই প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গভাষায় এরূপ গ্রন্থ দুর্লভ বলিয়াই মনে হয়। বিজ্ঞ পাঠকগণ এই গ্রন্থ আলোচনা করিলে সুখী হইবেন বলিয়া আশা করি।

৶

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—এম,এ, বি, এল, বেদান্তরত্ন—(২১।৪।২৬)

'বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস' পাঠ করিয়া প্রীত ও উপকৃত হইয়াছি। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে বিবিধ গবেষণা ও প্রচুর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন এবং কয়েকটি নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। আমার যতদূর জানা আছে, এ ধরণের পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় এই প্রথম। এ গ্রন্থের বহুল প্রচার হইলে এবং পরবর্ত্তী খণ্ডগুলি সত্বর প্রকাশিত দেখিলে আমি আনন্দিত হইব ইতি।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি—
৺কাশী—১১, ফাল্গুন, ১৩৩২।

বরিশাল শঙ্করমঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত "বেদান্তদর্শনের ইতিহাস" প্রথমভাগ পড়িয়া আমি বিশেষ পরিতোষ লাভ করিলাম। স্বামীজীর অসাধারণ অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের যথার্থপরিচয় এই পুস্তক পাঠে পাইলাম। বেদান্ত সম্বন্ধে যত প্রকার মতবাদ আকার পরিগ্রহ করিয়াছে স্বামীজী সুনিপুণতার সহিত তাহা ধারাবাহিক রূপে বিন্যস্ত করিয়াছেন। বেদান্তসেবী মাত্রেরই যে এই পুস্তক অতীব উপাদেয় হইবে তাহা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। বেদান্ত সম্বন্ধে সকল প্রকার মতবাদের দার্শনিক ভাবে একত্র সমাবেশের প্রয়াস এই প্রথম বলিয়াই আমার মনে হয়। পুস্তকখানার অবশিষ্ট অংশ শীঘ্র প্রকাশিত দেখিবার জন্য আশায় রহিলাম।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ—
৺কাশীধাম—৩, ফাল্গুন, ১৩৩২।

শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত "বেদান্তদর্শনের ইতিহাস" পাঠ করিয়া বুঝিলাম স্বামীজী সত্যই সার্থকনামা ব্যক্তি ছিলেন। এই পুস্তকে প্রাঞ্জল ভাষায় ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বিষয়ে কত কথাই যে লিখিত হইয়াছে তাহা এই পুস্তক যিনি পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পাঠ করিবেন তিনিই বুঝিবেন। বঙ্গভাষাভিজ্ঞ যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি এই পুস্তকের যে কোন পৃষ্ঠায় দৃষ্টিপাত করিলেই স্বামীজীর প্রচুর অধ্যয়ন, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ সংগ্রহশক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই।

স্বামীজী পাশ্চাত্য মতে বিশেষ অভিজ্ঞ হইয়াও এই পুস্তকে যেরূপে প্রাচ্যমতের সমর্থন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রাচ্যমতে সুদৃঢ় নিষ্ঠার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ভারতীয় দর্শনের প্রভাব, প্রসার ও গৌরব ঘোষণার জন্য এবং বহুবহু দুর্জ্ঞেয় বিষয়ে স্বল্প পরিশ্রমে শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের জ্ঞানলাভের জন্য যে কঠোর পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন তজ্জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকটে অতীব কৃতজ্ঞ। এই পুস্তকের সাহায্যে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণও বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিয়া উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। বঙ্গভাষায় এ পর্য্যন্ত এই ভাবে আর যে কোন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমি জানি না।

Sankar Pramanad Thirtha Swami—Benares.

I have read the History of the Vedanta Philosophy (বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস) written by the late Swami Prajnanananda Saraswati of Barisal Sankarmath. One who reads the book cannot but admire the spirit of research and the historical accuracy exhibited by the holy auother in almost every page of the book. The style is lucid, clear and dignified. The life of Sankaracharyya though brief contains almost all the salient points in the illustrious life of the great Vasyakara. Readers of

the Vedanta Darsana will find it a very interesting and useful study. The history of the Vedanta Philosophy has been treated from the very ancient time to the end of 11th Century as treated in the volume before me. I am told that it has been written up to the time of the auother which will be published in subsequent volumes.

The author a devout follower of Sankaracharyya's Theories of the Vedanta Darshana, has scarcely missed any opportunity in answering the adverse criticism of their assailants. His criticism of the adverse opinions are marked by sobriety and modesty which is peculiar to the saintly author.

Pandit Batuk Nath Sharma M. A.

Shahityopadhyaya,

Profesor, The Benares Hindu University.—

6th Feb. 1926.

There are only a few such occasions in the life of a book-loving student when he, coming across a book of extraordinary merits, feels as if he was taken aback by an agreeable surprise. Fortunately I have had such a good fortune quite recently. That was when I saw, for the frist time, the "Vedanta darsaner Itihas" Vol. 1 by Sri Swami Prajnanananda Saraswati. I never thought that even now there are persons among us who could devote all their energies and resources towards the study of a particular subject. Indeed this work of the late revered Swamiji, is a monumental one and will place, by its outstanding merits, all the Bengli-reading public under a very deep obligation. The other parts should also come out as early as possible, for delay, especially in such a matter, is too unbearable.

শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী—কাশী, হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়—

৩, ফাল্গুন, ১৩৩২।

শ্রীমৎ প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত, "বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস" প্রথম-ভাগ আদ্যন্ত পাঠ করিলাম। ইহা একাধারে দর্শন, ইতিহাস ও জীবন-চরিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে বেদান্ত সম্বন্ধে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম, তৎসংক্রান্ত তুলনামূলক আলোচনা, বৈদান্তিক আচার্য্য-গণের জীবনী ও গ্রন্থাদির বিবরণ এবং আচার্য্যবৃন্দের কাল নিরূপণ প্রসঙ্গে বিদেশীয় মতবাদের যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা প্রভৃতি বিবিধ অত্যাবশ্যক তথ্য এই গ্রন্থে সবিশেষ নিপুণতার সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ কোনও দার্শনিক সাহিত্যেই এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। যাঁহারা বেদান্ত দর্শনের রহস্য জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এ গ্রন্থ অবশ্য আলোচনীয়। আমরা ইহার পরবর্ত্তী ভাগের জন্য উৎসুক রহিলাম ইতি।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী—৺কাশীধাম—

পরম শ্রদ্ধাপদ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহোদয় প্রণীত "বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস" প্রথম ভাগ পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি। এই গ্রন্থ বঙ্গভাষার গৌরবের বস্তু, এ কথা বলিলে এইরূপ গ্রন্থের বাস্তবিক প্রশংসা করা হয় না; সত্য কথা বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয়, এইরূপ গ্রন্থ বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ্‌রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য।

বহুদিন হইতে এই শ্রেণীর একখানি গ্রন্থের অভাব অনুভব করিতে ছিলাম। পূজনীয় স্বামীজীর এই গ্রন্থ সেই অভাব মোচন করিয়াছে। আমাদের মাতৃভাষার ভূমিতে আজকাল যে পরিমাণ কণ্টকবৃক্ষ বহুলভাবে উৎপন্ন হইতেছে, তাহার অনুপাতে সারবান্ বৃক্ষ অতি অল্প সংখ্যায় জন্মিতেছে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইলেও অত্যন্ত সত্য কথা, সে বিষয়ে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। মাতৃভাষার এইরূপ দুর্দ্দিনে এইরূপ শিক্ষাপ্রদ, বহুল পাণ্ডিত্য পরিপূর্ণ ও গবেষণামূলক গ্রন্থ অত্যন্ত দুর্লভ; এই কারণে এই গ্রন্থের প্রকাশ বর্ত্তমান সময়ে সুধী সমাজের একান্ত আনন্দের কারণ হইয়াছে।

এইরূপ সারবান্ গ্রন্থ কেবল বঙ্গভাষায় নিবদ্ধ থাকিলে, অন্য দেশীয় সুধীসমাজ এই রত্ন হইতে বঞ্চিত হইবেন; এই জন্য আমাদের মনে হয়,

এই গ্রন্থ হিন্দী প্রভৃতি ভাষান্তরে অনূদিত হইলে, অন্য দেশের সুধী সমাজের বিশেষ উপকার হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে রচয়িতার অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভা দেশান্তরে প্রসারিত হইলে, সুসন্তানের গৌরবে জননী বঙ্গভূমিরও মুখ উজ্জল হইবে।

ভারতবর্ষ—ভাদ্র ১৩৩৩, সন।

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী মহোদয় "ভারতবর্ষের" পাঠকগণের অপরিচিত নহেন। তাহার জ্ঞানগর্ভ দার্শনিক প্রবন্ধাবলী ভারতবর্ষে অনেক প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। তাহার গুণগ্রাহী শিষ্য ও ভক্তগণ তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত বরিশাল শঙ্করমঠ হইতে স্বামীজীর এই অমূল্য পুস্তক প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গলা দেশের দার্শনিক সাহিত্যের প্রচেষ্টার জন্য যে আয়োজন করিয়াছেন, তাহা প্রশংসার্হ। বেদান্ত-দর্শনের এমন সুন্দর প্রাঞ্জল আলোচনা আমরা ইদানীং দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান সময়ে অতুলনীয় বলিয়া মনে হয়। অবশ্য কালে হয়ত ইহা অপেক্ষাও গবেষণাপূর্ণ এ জাতীয় গ্রন্থ জন্মিবে; কিন্তু সরস্বতী মহাশয় যে ইহার পথপ্রদর্শক তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পুস্তকে শঙ্করদর্শনের যে বিবৃতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বিশেষ গবেষণাপূর্ণ। অনেকে মনে করেন শঙ্করাচার্য্যই অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু আমরা যতদূর জানি, তাহাতে শঙ্করকে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলা ঠিক নহে; তাহার গুরু গোবিন্দপাদ ও গোবিন্দপাদের গুরু গৌরপাদাচার্য্য অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তবে শঙ্কর অদ্বৈতবাদের একজন প্রধান আচার্য্য, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। স্বামীজিও দেখিলাম, এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। অল্প পরিসরের মধ্যে এমন সুন্দর গ্রন্থের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করা অসম্ভব। আমরা জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি মাত্রকেই এই অমূল্য গ্রন্থখানি পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

FORWARD—16th May, 1926.

* * * The book Vedanta darshaner Itihas is unique in character as in no other language such a book has yet

appeared inspite of much advanced study in Indian Philosophy in Germany and other continental centres. * * * The erudition and historical research which pervade every line have made the book a landmark in the history of the Bengli language and literature.

This volume also contains the lives of the great masters of Vedanta Philosophy and while dealing with their works, makes a critical estimate of each of these masters' views. This makes the book valuable to all lovers of Indian Philosophy and is also sure to prove a great book to those who want to have some knowledge of the Vedanta and other Indian Philosophical works. * * *

আনন্দবাজার পত্রিকা—১৩ই শ্রাবণ, ১৩৩৩।

বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে এইরূপ গ্রন্থ শুধু বঙ্গভাষায় কেন, পৃথিবীর যে কোনও ভাষার গৌরবের সামগ্রী। গ্রন্থখানি না দেখিলে বিশ্বাস হইত না, বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ গবেষণাপূর্ণ দর্শনাত্মক গ্রন্থ রচনা করিবার উপযোগী মনীষার এখনও আবির্ভাব হয়। নানা কারণে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই জাতীয় আলোচনা ইংরাজি ভাষাতেই হইয়া থাকে। কিন্তু এ কথা বেশ জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে, বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে একপ তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ ইংরাজি ভাষাতে অথবা অন্য কোনও পাশ্চাত্য ভাষাতেও নাই।

* * * * *

আমরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সাতিশয় উপকৃত হইয়াছি। বেদান্তানুরাগী ব্যক্তিমাত্রের পক্ষে এই গ্রন্থের অধ্যয়ন অবশ্যকর্ত্তব্য—অপরিহার্য্য। ইহার গ্রাহকসংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত না হইলে বাঙ্গালাদেশের ও বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র ঘোষ—প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৩২

• • • যাহারা বেদান্তদর্শনের ইতিহাস জানিতে চাহেন তাহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। গ্রন্থ অতি উপাদেয় হইয়াছে। এ প্রকার গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয় নাই।

গ্রন্থকার প্রণীত

১।	রাজনীতি (২য় সংস্করণ)	২৲
২।	সবলতা ও দুর্ব্বলতা (২য় সংস্করণ)	॥৹
৩।	শিবমহিম্নস্তোত্র ও মণিরত্নমালা (২য় সংস্করণ)	।৹
৪।	সামবেদীয় সন্ধ্যা-পদ্ধতি (২য় সংস্করণ)	।৹
৫।	তর্পণ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-বিধি	/৹
৬।	বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস—	
	১ম ভাগ—	৪৲
	২য় ভাগ—	৩৲
	৩য় ভাগ—	৩৲
৭।	কর্ম্মতত্ত্ব (যন্ত্রস্থ)	

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) শ্রীশঙ্করমঠ, বরিশাল

(২) সরস্বতী পুস্তকালয়,

৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এবং

কলিকাতা প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

পরিশিষ্ট-বঙ্গভাষা

বেদান্ত সম্বন্ধে বাঙ্গলাভাষায় যে সকল গ্রন্থ অনূদিত ও প্রচারিত হইয়াছে নিম্নে আমরা তাহার আংশিক উল্লেখ করিলাম :—

বেদান্তদর্শন—গোবিন্দভাষ্য-শ্যামলাল গোস্বামীর বঙ্গানুবাদ সহ কলিকাতা হইতে ১৮৯৪ খৃঃ প্রকাশিত হয়।

" বঙ্গানুবাদ সহ শ্রীরামপুর হইতে ১৮৯২ খৃঃ প্রকাশিত হয়।

" ব্রহ্মসূত্র—শাঙ্করভাষ্য এবং ভাষ্যানুবাদ সহ মহেশচন্দ্র পালের সম্পাদনায় ১৯১০ খৃঃ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

" উত্তরমীমাংসা, শারীরকসূত্র—শাঙ্করভাষ্য এবং আনন্দগিরির টীকা সহ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় কলিকাতা হইতে ১৮৬২ খৃঃ প্রকাশিত করেন।

" কালীবর বেদান্তবাগীশের শাঙ্করভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সহ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

" প্রিয়নাথ সেন বঙ্গানুবাদসহ কলিকাতা হইতে ১৯০৬ খৃঃ প্রকাশিত করেন।

" নিম্বার্কভাষ্য "পারিজাত-সৌরভ" এবং বঙ্গানুবাদ সহ তারাকিশোর শর্ম্মা চৌধুরী মহাশয় কলিকাতা হইতে ১৯০৬ খৃঃ প্রকাশিত করেন।

" শাঙ্করভাষ্য, আনন্দরাম সরস্বতীর টীকা এবং শাঙ্করভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সহ অক্ষয়কুমার শর্ম্মা শাস্ত্রীর সম্পাদনায় হরিপদ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা হইতে ১৯২৪-২৫ খৃঃ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত করিতেছেন।

বেদান্তদর্শনম্—মূল এবং বঙ্গানুবাদ সহ কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন মহাশয় কলিকাতা হইতে ১৮৯৮ খৃঃ প্রকাশিত করেন।

" শাঙ্করভাষ্য, ভামতী এবং রামানন্দ সরস্বতীর

টীকা এবং সায়নের অধিকরণমালা সহ বঙ্গভাষায় মূল এবং ব্যাখ্যা সহ প্রমথনাথ তর্কভূষণ এবং রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের সম্পাদনায় কলিকাতা লোটাস লাইব্রেরী হইতে ১৯১৭ খৃঃ প্রকাশিত হয়।

ব্রহ্মসূত্রের অধিকারীমালা—বঙ্গানুবাদ সহ আনন্দচন্দ্র বেদান্ত-বাগীশের সম্পাদনায় ভারতীতীর্থ কলিকাতা হইতে ১৮৫২ খৃঃ প্রকাশিত করেন।

ব্রহ্মসূত্র—শ্রীভাষ্যসহ বঙ্গানুবাদ দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের সম্পাদনায় কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত।

পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনম্—আনন্দগিরি এবং জয়তীর্থের টীকা সহ ব্রহ্মসূত্র মহেশচন্দ্র পাল মহাশয়ের সম্পাদনায় কলিকাতা হইতে ১৮৮৬ খৃঃ প্রকাশিত হয়।

শারীরক মীমাংসা - শাঙ্করভাষ্য সহ বঙ্গানুদাদ ১৮৮৫ খৃঃ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

ব্রহ্মসূত্র—শঙ্করানন্দের বৃত্তিসহ নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতা হইতে ১৯১৭ খৃঃ প্রকাশিত করেন।

বেদান্তসূত্র—বঙ্গানুবাদ সহ যদুনাথ মজুমদার মহাশয় যশোহর হইতে ১৯০৪ খৃঃ প্রকাশিত করেন।

বেদান্ত গ্রন্থ—ব্রহ্মসূত্র রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গলা ব্যাখ্যা এবং সীতানাথ তত্ত্বভূষণের ভূমিকা সহ ঢাকা হইতে ১৯২৪ খৃঃ প্রকাশিত হয়।

বেদান্তসার—সদানন্দযোগীন্দ্রকৃত নৃসিংহ সরস্বতীর 'সুবোধিনী' টীকা, রামতীর্থযতীর 'বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী' টীকা এবং হস্তা-মলকের সংস্কৃত মূল সহ বঙ্গানুবাদ কলিকাতা হইতে ১৮৪৯ খৃঃ প্রকাশিত হয়।

" "সুবোধিনী", ও "বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী" টীকা সহ বঙ্গানুবাদ বেণীমাধব ন্যায়রত্ন কলিকাতা হইতে ১৮৮৮ খৃঃ প্রকাশিত করেন।

বেদান্ত-সার—'সুবোধিনী' টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ কালীবর বেদান্ত-বাগীশ মহাশয় ১৯০৯ খৃঃ প্রকাশিত করেন।

" আপদেব, নৃসিংহ সরস্বতী এবং রামতীর্থের টীকা সহ বঙ্গানুবাদ রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের সম্পাদনায় কলিকাতা হইতে ১৯১৮ খৃঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা—(আত্মবোধ, অপরোক্ষানুভূতি, বাক্যশুদ্ধি এবং ৪৯টি দার্শনিক কবিতা ও স্তবের বঙ্গানুবাদ) কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন মহাশয় ১৯০২ খৃঃ (১৩০৯ সালে) কলিকাতা হইতে প্রকাশিত করেন।

" শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় এক সংস্করণ প্রকাশিত করেন।

" বসুমতী সাহিত্যমন্দির হইতে এক সংস্করণ প্রকাশিত।

শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলী—প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।

বিচার চন্দ্রোদয়—রামদয়াল মজুমদার কৃত। ইহা মূলতঃ বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থ না হইলেও মজুমদার মহাশয় বিশেষ কৃতিত্ব সহকারে ইহাকে পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া ১৯০২ খৃঃ প্রকাশ করিয়াছেন।

বেদান্ত ডিণ্ডিম—পদ্যে বঙ্গানুবাদ সহ কালীমোহন বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কলিকাতা হইতে ১৯১৩ খৃঃ প্রকাশিত করেন।

বেদান্ত-রত্নাবলী—মহেশচন্দ্র পাল মহাশয় কলিকাতা হইতে ১৮৮৪—৮৮ খৃঃ প্রকাশিত করেন।

বেদান্তের আমি—(Discourse on Vedantism) ভগবান দাস কলিকাতা হইতে ১৯১০ খৃঃ প্রকাশিত করেন।

পঞ্চদশী—রামকৃষ্ণের টীকা সহ বঙ্গানুবাদ কলিকাতা হইতে ১৮৬২ খৃঃ প্রকাশিত হয়।

পঞ্চদশী—আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় বঙ্গানুবাদ সহ কলিকাতা হইতে প্রকাশ করেন।

" পঞ্চানন তর্করত্ন, মহাশয়ের সম্পাদনায় বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত।

অদ্বৈতবাদ—শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, (২য় সং) কলিকাতা হইতে ১৯২৬ খৃঃ প্রকাশিত হয়। ইহাতে শাঙ্করমতের স্বরূপ বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। তৎকৃত "উপনিষদের উপদেশ" কলিকাতা হইতে ১৯১০ খৃঃ প্রকাশিত হয়।

বেদান্ত পরিচয়—শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত, কলিকাতা হইতে ১৯২৫ খৃঃ প্রকাশিত হয়। তৎকৃত "উপনিষদ্-ব্রহ্মতত্ত্ব" এবং "গীতায় ঈশ্বরবাদ" কলিকাতা হইতে যথাক্রমে ১৯১১ এবং ১৯০৮ খৃঃ প্রকাশিত হয়। তিনখানা গ্রন্থই উপাদেয় হইয়াছে।

ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা—শ্রীযুত তারাকিশোর শর্ম্মা চৌধুরী (বর্ত্তমানে—সন্তদাস বাবাজী) ১৯১১—১২ খৃঃ প্রকাশিত হয়। তৎকৃত "দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা" ১৯১১-১২খৃঃ প্রকাশিত হয়। অধুনা তিনি "গুরু শিষ্য সংবাদ-ধর্ম্মবিদ্যা" নামে একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সন্তদাস বাবাজীর সকল বই-ই উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

আত্মবিবেক—অভয়ানন্দ স্বামী, কলিকাতা হইতে ১৯২৫ খৃঃ এবং তৎকৃত বেদান্তবাণী ১৯২৪ খৃঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

তত্ত্বজ্ঞানামৃত—শ্রীকরালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কৃত। ইহা একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ৪ ভাগে বিভক্ত, ইহাতে শাঙ্কর-বেদান্ত বিশেষ পাণ্ডিত্যের সহিত আলোচিত হইয়াছে। কানপুর হইতে ১৯১৬ খৃঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

'জীবন্মুক্তি বিবেকে'র অনুবাদ—শ্রীযুত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহার উৎকৃষ্ট অনুবাদ কাশী হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন।

বৈষ্ণব দর্শনে জীবতত্ত্ব—শ্রীযুত অভয়কুমার গুহ রচিত। ইহা একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

প্রবন্ধ—নীলমণি মুখোপাধ্যায় ন্যায়লঙ্কার মহাশয় বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ কলিকাতা হইতে ১৯০৪ খৃঃ প্রকাশিত করেন।

প্রবন্ধ—কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটিতে পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ১ম ও ৩য় বক্তৃতা এবং পণ্ডিত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহাশয় ২য় বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা তিনটী কলিকাতা হইতে ১৯১৬ খৃঃ প্রকাশিত হয়।

,, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় বেদান্তবিষয়ক একটি বক্তৃতা কলিকাতা হইতে ১৯০৬ খৃঃ প্রকাশিত করেন।

উপনিষদ্

উপনিষদাবলী—প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতা হইতে ১৮৯৬ খৃঃ প্রকাশিত করেন। ইহাতে মুক্তি, গর্ভ, ব্রহ্ম, সর্ব্ব, ব্রহ্মবিন্দু, রাম, নাদবিন্দু নারায়ণের টীকাসহ ; কৈবল্য শাঙ্করভাষ্য ও নারায়ণের টীকা সহ ; মুণ্ডক ও কঠোর শাঙ্করভাষ্য সহ প্রকাশিত।

,, ভৃগু, শিক্ষা, ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদ্ সান্দ্রানন্দ আচার্য্যের সম্পাদনায় বঙ্গানুবাদ সহ কলিকাতা হইতে ১৮৯৬ খৃঃ প্রকাশিত হয়।

ঈশোপনিষদ্—যদুনাথ মজুমদার, সবল সংস্কৃত টীকা এবং বঙ্গানুবাদ সহ যশোহর হইতে ১৮৯৩ খৃঃ প্রকাশিত করেন।

,, শাঙ্করভাষ্য, আনন্দগিরি এবং বলদেব বিদ্যাভূষণের টীকা সহ ইংরেজী ও বঙ্গানুবাদ পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদনায় কলিকাতা হইতে ১৮৯৫ খৃঃ প্রকাশিত হয়।

কৈবল্যোপনিষদ্—পূর্ণানন্দের বঙ্গানুবাদ সহ কলিকাতা হইতে ১৮৭০ খৃঃ (?) প্রকাশিত হয়।

শান্তি পাঠঃ—হারানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৯২ খৃঃ কলিকাতা "উষা" পত্রিকায় "অথ শান্তিপাঠঃ" নামে উপনিষদ্ সমূহের শান্তিপাঠের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। (উষা Vol II No. 4. 1889—93 দ্রষ্টব্য)

হিন্দুশাস্ত্র—ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ রমেশচন্দ্র দত্ত এবং সামাশ্রমী মহাশয়দ্বয়ের সম্পাদনায় বঙ্গানুবাদ সহ ১৯৯৫ খৃঃ প্রকাশিত হয়।

ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি উপনিষদের পণ্ডিত প্রবর দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের শাঙ্করভাষ্যের বঙ্গানুবাদ বাঙ্গালা ভাষায় গৌরবের জিনিষ, কলিকাতা লোটাশ লাইব্রেরী হইতে এই বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

বেদান্ত সামান্ত—বঙ্গানুবাদ সহ গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় কলিকাতা হইতে ১৯১২ খৃঃ প্রকাশিত করেন্।

গীতা

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতার বঙ্গানুবাদ বহুলপ্রচার হইয়াছে। আমরা নিম্নে মাত্র কয়েকখানার উল্লেখ করিলাম।

গীতা—আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের সম্পাদনায় শাঙ্করভাষ্য, শ্রীধরস্বামী এবং আনন্দগিরির টীকা এবং বঙ্গানুবাদ সহ কলিকাতা হইতে ১৮৮২ খৃঃ প্রকাশিত হয়।

" মথুরানাথ তর্করত্ন—শ্রীধরস্বামীর টীকা সহ বঙ্গানুবাদ কলিকাতা হইতে ১৮৮৩ খৃঃ প্রকাশিত হয়।

" কৈলাসচন্দ্র সিংহ শাঙ্করভাষ্য শ্রীধরস্বামী এবং আনন্দগিরির টীকা সহ বঙ্গানুবাদ কলিকাতা হইতে ১৮৮৬ খৃঃ প্রকাশিত।

গীতা—উপেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সম্পাদনায় শিবানন্দ চক্রবর্ত্তীর টীকা সহ বঙ্গানুবাদ কলিকাতা হইতে ১৮৮৬ খঃ প্রকাশিত।

" শশধর তর্কচূড়ামণি—শাঙ্করভাষ্য সহ বঙ্গানুবাদ কলিকাতা হইতে ১৮৮৭ খৃঃ প্রকাশিত।

" কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের সম্পাদনায় শ্রীধরের টীকা সহ বঙ্গানুবাদ কলিকাতা হইতে ১৮৯১ খৃঃ প্রকাশিত।

গীতা—নবীনচন্দ্র সেনের পদ্যে বাংলা গীতা কলিকাতা হইতে ১৮৯৪ খৃঃ প্রকাশিত।

" কালীবর বেদান্তবাগীশ—বঙ্গানুবাদ সহ কলিকাতা হইতে ১৮৯৭ খৃঃ প্রকাশিত।

" দামোদর মুখোপাধ্যায়—শাঙ্করভাষ্য, রামানুজ, হনুমান, বলদেব-বিদ্যাভূষণ, আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী, মধুসূদন, নীলকণ্ঠ, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এবং যামুনাচার্য্যের টীকাসহ বঙ্গানুবাদ কলিকাতা হইতে ১৯০৫ খৃঃ প্রকাশিত।

" প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী—শাঙ্করভাষ্য, শ্রীধর ও মধুসূদন সরস্বতীর টীকা সহ বঙ্গানুবাদ কলিকাতা হইতে ১৯০৭ খৃঃ প্রকাশিত।

" পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ—শাঙ্করভাষ্যের বঙ্গানুবাদসহ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত করেন।

" পণ্ডিত রামদলাল মজুমদারের "শ্রীগীতা"—কলিকাতা হইতে ১৯১২খৃঃ প্রকাশিত।

" কৃষ্ণানন্দ স্বামী—শাঙ্করভাষ্যাদি সহ কাশী যোগাশ্রম হইতে প্রকাশিত।

" পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ—শাঙ্করভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সহ কলিকাতা লোটাশ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।

" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিলকের হিন্দী গীতার বঙ্গানুবাদ কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত।

" শ্রীযুত অনিলবরণ রায়ের অরবিন্দের 'Essays on Gita'র বঙ্গানুবাদ সহ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

গীতার কয়েকখানা পকেট সংস্করণ

" অবিনাশ মুখোপাধ্যায়।

" আর্য্য-মিশন।

" ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার।

" ব্রহ্মব্যোম গীতাধ্যারী।

" রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ। ইত্যাদি

পরিশিষ্ট—হিন্দীভাষা

বেদান্ত সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় যে সব বই অনূদিত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহা আংশিকভাবে উল্লেখ করিলাম :—

উপনিষদ্

ভীমসেন শর্ম্মা - "ঐতরের" (এটোয়া হইতে ১৮৯১ খৃঃ) "ঈশাবাস্য" (১৮৯২ খৃঃ), "কেন" ও "কঠ" (এলাহাবাদ হইতে ১৮৯৩ খৃঃ), "মুণ্ডক" "প্রশ্ন" ও "মাণ্ডূক্য" (এলাহাবাদ হইতে ১৮৯৪ খৃঃ), "তৈত্তিরীয়" (এলাহাবাদ হইতে ১৮৯৫ খৃঃ) প্রকাশিত করেন।

বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী এবং কানাইয়ালাল শর্ম্মা—"আরুণেয়," "পরমহংস," "যোগতত্ত্ব," "যোগশিক্ষা," "ব্রহ্মবিদ্যা," "আত্মা," "পিণ্ড," "নাদবিন্দু," "ব্রহ্মবিন্দু," "সর্ব্বসার," "গর্ভ," "কৈবল্য" প্রভৃতি উপনিষদের হিন্দী অনুবাদ ১৮৯৯ খৃঃ প্রকাশ করেন। কানাইয়ালাল শর্ম্মার সম্পাদনায় "গোপালতাপনি" উপনিষদ্ মোরাদাবাদ হইতে ১৮৯৮ খৃঃ প্রকাশিত হয়।

বিশ্বেশ্বর দাস— "রামতাপনেয়" উপনিষদ মোরাদাবাদ হইতে ১৯০৩ খৃঃ প্রকাশিত করেন।

জালিমসিংএর সম্পাদনায় গঙ্গা দত্ত ও রাম দত্ত যোশী— "ঐতয়ের," "ত্রৈত্তিরিয়", "মুণ্ডক", ও "প্রশ্ন" উপনিষদ লক্ষ্ণৌ হইতে ১৯০০ খৃঃ প্রকাশিত করেন।

পীতাম্বর পূয়জেত্তিন— শাঙ্করভাষ্য ও আনন্দগিরির টীকা অবলম্বনে "বৃহদারণ্যক" উপনিষদের হিন্দী অনুবাদ বম্বে হইতে ১৮৯২ খৃঃ প্রকাশিত করেন।

শিবশঙ্কর শর্ম্মা— "ছান্দোগ্য উপনিষদ" আজমির হইতে ১৯০৫ খৃঃ প্রকাশিত করেন।

সত্যানন্দ— "ঈশোপনিষদ্" লক্ষ্ণৌ হইতে ১৮৯০ খৃঃ প্রকাশিত করেন।

বাদরীদত্ত শর্ম্মা—"ঈশোপনিষদ্" মিরাট হইতে ১৯০১ খৃঃ প্রকাশিত করেন।

দেবীদত্ত শর্ম্মা— "কঠ" (মিরাট হইতে ১৯০৩ খৃঃ), "কেনোপনিষদ্" (মিরাট হইতে ১৯০১ খৃঃ) প্রকাশ করেন।

তুলসীরাম স্বামী—"শ্বেতশ্বতর উপনিষদ্" মিরাট হইতে ১৮৯৭ খৃঃ প্রকাশ করেন।

মুন্নালাল—"কালিকোপনিষদ্" কানপুর হইতে ১৮৯৯ খৃঃ প্রকাশিত করেন।

বোধানন্দ গিরির সম্পাদনায়—"মৃত্যু লাঙ্গুল" ও "সূর্য্যোপনিষদ্" লাহোর হইতে ১৯০৪ খৃঃ প্রকাশিত হয়।

বদরিনাথ শর্ম্মা—"মুণ্ডকোপনিষদ্" ১৯০৪ খৃঃ প্রকাশিত করেন।

অনন্তানন্দগিরি—"ব্রহ্মসূত্র" বারাণসী হইতে ১৯০০ খৃঃ প্রকাশিত করেন।

বালকৃষ্ণ সহায়—"বেদান্তাচার্য্য ভাষ্যম্" (সূত্র ২, ১, ২১) ইংরাজী ও হিন্দী অনুবাদ সহ রাঁচি হইতে ১৮৯৫ খৃঃ প্রকাশ করেন।

রাজারাম—"বেদান্ত দর্শনভাষ্য" (ব্রহ্মসূত্র) (১৯০৮ খৃঃ), এবং গীতার হিন্দী অনুবাদ (১৯১০ খৃঃ) লাহোর হইতে প্রকাশিত করেন।

উদয় নারায়ণ সিংহ—"জীবন্মুক্তি বিবেক" বারাণসী হইতে ১৯১৩ খৃঃ প্রকাশ করেন।

নৃসিংহমিশ্রের সম্পাদনায়—"বিবেক চূড়ামণি", 'অদ্বৈতামৃতবোধিনী' টীকা সহ লাহোর হইতে ১৯০২ খৃঃ প্রকাশিত করেন।

রামস্বরূপ শর্ম্মা—"শ্রীপ্রবোধসুধাকর" মোরাদাবাদ হইতে ১৯০১ খৃঃ প্রকাশিত করেন।

রামপ্রতাপদবের সম্পাদনায়—শ্যামাপ্রসন্ন দাস—"শঙ্করতত্ত্বজ্ঞানমালা" কলিকাতা হইতে ১৯১৯ খৃঃ প্রকাশিত হয়।

গীতা

জগন্নাথ শুক্ল—শ্রীধরস্বামী ও আনন্দগিরির টীকা সহ "গীতা" ১৮৭০ খৃঃ কলিকাতা হইতে (২য় সং) প্রকাশ করেন।

রামাবতার—শাঙ্করভাষ্য এবং হিন্দী অনুবাদসহ "গীতা" পাটনা হইতে ১৮১৮ খৃঃ প্রকাশিত করেন।

ব্রজরত্ন ভট্টাচার্য্য—বম্বে হইতে ১৯০৪ খৃঃ "গীতা" প্রকাশ করেন।

সত্যচরণ শাস্ত্রী এবং রাম শর্ম্মা—"গীতার" হিন্দী অনুবাদ এবং প্রতি অধ্যায়ের শেষে গীতা এবং অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ অবলম্বনে হিন্দুধর্ম্ম এবং সামাজিক ক্রমউন্নতিমূলক প্রবন্ধ সংযোজিত করিয়া বম্বে হইতে ১৯১৪ খৃঃ প্রকাশিত করেন।

বাবুরাম বিষ্ণুপরদকর—কলিকাতা হইতে হিন্দী অনুবাদসহ "গীতা" ১৯১৪ খৃঃ প্রকাশিত করেন।

রামস্বরূপ—বম্বে হইতে ১৯১০ খৃঃ হিন্দী অনুবাদসহ "গীতা" প্রকাশ করেন।

লোকমান্য তিলক—পুণা হইতে হিন্দীভাষায় "গীতা" প্রকাশিত করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গীতার বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন।